প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক : বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : পঞ্চানন মালাকর

মুদ্রাকর : শ্রীমধুমঙ্গল পাঁজা
নিউ সুধীর নারায়ণী প্রেস
১৬ মার্কাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৭

নিবেদন

প্রকাশিত পুস্তকটি চীনের 'লং-মার্চ-'এর সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ। যে 'লং-মার্চ-'এর সমস্ত কার্যকলাপ চীনের মজদুর এবং কিষাণ লালফৌজ কতৃক নিয়ন্ত্রিত। এই লালফৌজ চীনের 'জনতা-মুক্তিফৌজ-'এর অগ্রগামী দূত হিসেবে চিহ্নিত। এখানে বর্ণিত সমস্ত লেখকের মুক্তি যুদ্ধে সক্রীয় অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তি। এবং এঁর প্রত্যেকে এখানে তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিগত জলন্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা পেশ করেছেন।

চীনের লালফৌজ যে বিশ্ববিখ্যাত 'লং-মার্চ'-এর দায়িত্ব সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেছিল, তার স্থায়িত্ব হচ্ছে অক্টোবর ১৯৩৪ থেকে অক্টোবর ১৯৩৬। এখানে বর্ণিত ঘটনায় দেখা যাবে মাও-সে-তুং-এর চিন্তা ও পন্থা কি করে চীনের কমুনিষ্ট পার্টি ও লালফৌজকে রক্ষা করেছিল! কি করে চীনের বিপন্ন-বিপ্লব প্রতিকারের পথ খুঁজে পেয়েছিল। এই সময়েই লালফৌজের ওপর চেয়ারম্যান 'মাও-'এর সঠিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শতশত এমনকি হাজার হাজার 'কৌমিনটাং'-এর প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যদল, যারা লালফৌজকে ঘিরে ফেলতে চেয়েছিল, প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল অথবা তাদের অনুসন্ধানে রত ছিল, তারা শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। এই লালফৌজ অপরিসীম বাধা ও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অপরাজেয় 'টাটু' নদীকে জয় করেছিল। তীব্র জলস্রোতকে বশে এনেছিল। কুয়াশা ও বরফে আচ্ছাদিত উত্তুঙ্গ পাহাড়-পর্বত অতিক্রান্তে ১২,৫০০ কিলোমিটার অনুর্বর, বন্ধ্যা এবং প্রতিবন্ধক জলাভূমি-পথ হলদে টানা গাড়ীকরে পার হয়েছিল। এই লালফৌজ এইভাবে এগারোটি প্রদেশ পার হয়ে শেষবারের মত উত্তর 'সেনসি'-তে উপস্থিত হয়েছিল। যে 'সেনসি' ছিল তাদের যাত্রার মূল লক্ষ্য। এবং সেখানে পেঁ‍ৗছে তারা ঐতিহাসিক 'লং-মার্চ'-এর পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে-ছিল। অথবা বলা যায় এক অখণ্ড মহাকাব্য রচনা শেষ করেছিল।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ডাক

মিথুন মহল

বাড়ী ভাড়া

লগ্ন এলো

গান কর হে প্রেলা

বাংলার রূপকথা

রাজপ্রাসাদের রহস্য

আমার নাম মীরাবাঈ

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী (১) (অনুবাদ)

তিনদেশের গল্প (অনুবাদ)

চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর একটি অংশ

এই ধরনের 'লং-মার্চ' হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক দলিল।......এটা একটা ঘোষণা পত্র, একটা প্রচার শক্তি, একটা বীজ বপনকারী যন্ত্র। 'পান কু' যখন স্বর্গটাকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, তখন তিনজন শাসনকর্তা ও পাঁচজন সম্রাট একটানা তাদের রাজ্যে রাজত্ব চালিয়েছিল। সেই সময় থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ইতিহাসে আমাদের এই ধরনের 'লং-মার্চ'-এর আর অন্য কোন সাক্ষ্য আছে কি? অর্থাৎ ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনার কোন নজীর পাওয়া যাবে কি? বারোটা মাস প্রতিদিন প্রায় কুড়িটা করে পর্যবেক্ষক বিমান আকাশ পথে আমাদের ঘিরে থাকতো এবং অবিরাম বোমা বর্ষণ করতো। স্থলপথেও আমাদের নিস্তার ছিল না। শত শত এমনকি হাজার হাজার সৈন্যদল অহরহ আমাদের দিকে থাকতো, খোঁজ করে বেড়াতো, সময়ে এবং প্রয়োজনে বাধা দিত এবং গতিরোধ করতো। প্রতিদিন চলার পথে আমাদের সীমাহীন বাধা, বিপত্তি ও বিপদ প্রতিহত করতে হত। তবুও আমরা আমাদের শুধুমাত্র দু'টি পায়ের ওপর নির্ভর করে দ্রুতগতিতে এত পথ অতিক্রম করতাম, হিসেবে যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে কুড়ি হাজার। অর্থাৎ এগারোটা প্রদেশ। এখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে, আমাদের এমন 'লং-মার্চ'-এর, ইতিহাসে কি কোন নজীর আছে? ইতিহাস কি কখনও জানে? না, কখনও জানে না। 'লং-মার্চ' হচ্ছে আমাদের ঘোষণা পত্র। পৃথিবীর কাছে আমরা প্রমাণ করেছি যে, আমাদের লালফৌজ হচ্ছে বীরের জাত, বীর ফৌজ। কারণ আমরা সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের পোষা কুকুরের কাছে, চিয়াং কাইশেক এবং তার পরিষদবর্গের কাছে প্রমাণ রেখেছি যে, তারা সম্পূর্ণভাবে বীর্যহীন। তারা যে আমাদের ক্রমাগত ঘিরে রেখেছিল, অনুসরণ

করেছিল, বাধা দিয়েছিল এবং প্রতিহত করেছিল, শেষ পর্যন্ত সে-সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সম্পূর্ণ অসাফল্য প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের 'লং-মার্চ' ছিল একটা প্রচার শক্তি। এগারোটা প্রদেশের দুশো কোটি জনসাধারণকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, লালফৌজের নির্ধারিত পথই হচ্ছে মুক্তির একমাত্র পথ। স্বাধীনতার একমাত্র সিঁড়ি। লালফৌজ যে মহান সত্য রূপায়ণের শপথ নিয়েছিল, সেই শপথের কথা এত বিশাল জনমানবকে দ্রুত উপলব্ধি করাতে গেলে 'লং-মার্চ' ছাড়া আর আমরা কি ভাবে পারতাম? 'লং-মার্চ'-কে চিন্তার বীজ বপণকারী যন্ত্রও বলা যেতে পারে। এগারোটি প্রদেশে এর অনেক বীজ ছড়ানো হয়েছে, যা' অঙ্কুরিত হবে, পাতা জন্মাবে, ফুটবে, ফল ধরবে এবং ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে এর চাষ হবে। এক কথায় আমাদের 'লং-মার্চ'-এর ইতিহাস সাফল্যের ইতিহাস এবং শত্রু-পক্ষের পরাজয়ের ইতিহাস। 'লং-মার্চ'-এর এই অসামান্য সাফল্য, কে নিয়ে এলো? 'কমুনিষ্ট পার্টি'। 'কমুনিষ্ট পার্টি' ছাড়া এই ধরনের 'লং-মার্চ'-এর রূপায়ণ সম্ভব ছিল না। চীনের 'কমুনিষ্ট পার্টি' এবং এই সংস্থার নেতৃবৃন্দ, কর্মীবৃন্দ এবং সভ্যবৃন্দ কোনপ্রকার বাধা অথবা কষ্ট স্বীকারে অস্বীকৃত হয়নি। অথবা ভীত হয়নি। আমাদের এই বিপ্লব-যুদ্ধের প্রতি কোন মানুষের যদি কোনপ্রকার সন্দেহ থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, সে নিজে সুবিধাবাদী। 'লং-মার্চ' শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন অবস্থার উদ্ভব হল। 'চিলোচেন'-এর যুদ্ধে কেন্দ্রীয় লালফৌজ ও উত্তর পশ্চিম লালফৌজ ভ্রাতৃবৎ ঐক্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাইসেকের 'সেনসি-কানসু' সীমানায় আমাদের 'ঘিরে ফেলেছে ও দমন করতে সক্ষম হয়েছে' এই প্রচার কার্যের ব্যর্থতা প্রমাণ করেছিল। এইভাবে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার কর্তব্যের ভিত্তি-স্থাপন করে উত্তর-পশ্চিম চীনে বিপ্লবের জাতীয় কার্যালয় স্থাপনের গুরু দায়িত্ব পালন করেছিল।

‘লংমার্চ’ স্মরণে / লিউ পো-চেং

অক্টোবর ১৯৩৪ থেকে অক্টোবর ১৯৩৬ পরিপূর্ণ দুটি বছর চীনের শ্রমিক এবং কিষাণ লাল ফৌজ নিজেদের নির্দ্ধারিত সীমানা ছেড়ে পৃথিবী খ্যাত ১২,৫০০ কিলোমিটার ‘লংমার্চ’-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। *‘লংমার্চ’-এর সময়ে এই লাল ফৌজ সুপরিকল্পিত ভাবে কিছু স্থান দখল করেছিল। যে স্থানগুলো যুদ্ধের পক্ষে বেশ উপযুক্ত এবং সুবিধাজনক। তারা অনেক খরস্রোতা নদী অতিক্রম করেছিল। বৃহৎ সংখ্যক অনুসরণকারী ও গতিরোধকারী শত্রুসৈন্যকে প্রতিহত করেছিল এবং তাড়িয়ে দিয়েছিল। এরা ভয়াবহ তুষার আচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করেছিল ও প্রচুর অখ্যাত জলাভূমি পার হয়ে গিয়েছিল। কমুনিষ্টপার্টি যে সমস্ত ফৌজ পরিচালনা করেছিল এবং যে সমস্ত ফৌজ বিভাগ এই যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করে শক্তির পরিচয় দিয়েছিল, তাদের মধ্যে এই লাল ফৌজের সাহস এবং সহ্য শক্তির পরিচয় কমুনিষ্টপার্টির সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনির্বাপনীয় প্রমাণ স্বরূপ।

কিন্তু এই ‘লংমার্চ’-এর কেন প্রয়োজন হয়েছিল এবং এই লাল ফৌজ কি ভাবে যুদ্ধের দায়িত্ব নিয়ে সাফল্যের দরজায় এনে পৌছে দিতে সমর্থ হয়েছিল? এই সমস্ত প্রশ্নের সমীক্ষার মধ্যেই গভীর অভিজ্ঞতা ও অমূল্য উপদেশ নিহিত আছে।

[*সাধারণতঃ এ কথাই স্বীকার্য যে এই ‘লংমার্চ সময় নিয়েছিল এক বছর। অক্টোবর ১৯৩৪ থেকে অক্টোবর ১৯৩৫। এই সময়ের মধেই চীনের শ্রমিক এবং কিষাণ লাল ফৌজের প্রথম শ্রেণীর সৈন্যদল ‘কিয়াংসি’ থেকে ‘উত্তর সিয়েনসি, তে পৌছে গিয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে লাল ফৌজের প্রধান ত্রিমুখী সমস্ত সৈন্যদলের উত্তরে পৌছুতে দু’বছর লেগেছিল।]

চীনের কমুনিষ্টপার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণ অধিবেশন সমাপ্ত হয় ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসে। এই সময়ে এই পার্টিকে 'বাম' সুবিধাবাদীর পথ অনুসরণের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হয়। তখন পার্টির প্রধান ছিলেন ওয়াং মিং। তিনি তৃতীয় বার নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর ক্ষমতার শুরু 'এ্যাগ্রেরিয়ান বিপ্লবের' সময় থেকে। অর্থাৎ ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত। পূর্ণ অধিবেশনের ভুল কর্মসূচী ফল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৩১ সালের নভেম্বর এবং অক্টোবর ১৯৩২ সালের 'নিংটু', অধিবেশনে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং এর কলঙ্ক মোচনের জন্যে মাও-সে-তুং একটি সঠিক পথ নির্দ্ধারণ করেন। যে পথ হচ্ছে 'উচ্চ পর্যায়ের কৃষক প্রস্তুতির পথ'। সেই সময়ে বিশেষ ঘটনা হচ্ছে, সঠিক সুবিধাবাদীর পথ, যা আগে নেওয়া হয়েছিল, সে পথের মারত্মক ভুল ভ্রান্তি ও অসমতার কথা স্বীকার করে নেওয়া। এর ফলে পার্টি ও ফৌজের সঠিক নেতৃত্ব মূল ভূমি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কারণ পার্টির ভুল কর্মপন্থা 'কৌমিনটাং' নিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রভূত ক্ষতি সহ্য করেছিল। প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ১৯৩৩ সালের গোড়ার দিকেই কেন্দ্রের মূল ভূমিতে সরে এসেছিল। এর ফলে মূল কেন্দ্রের ও তার পারিপার্শিক অঞ্চলের পূর্বের ভুল পথের সঠিক কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ ও প্রয়োগের সুবিধা হয়েছিল।

পূর্বের 'বামদল' দুইটি ঐতিহাসিক বিপ্লব এবং সে বিপ্লবের গুরুত্ব সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল না। তারা তাদের কর্মপন্থা থেকে সরে গিয়েছিল এবং সঠিক পথ নির্দ্ধারণে ব্যর্থ হয়েছিল। সে দুটি বিপ্লবের মধ্যে একটি ছিল গণতান্ত্রিক ও অপরটি ছিল সমাজতান্ত্রিক। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে এরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উর্দ্ধে চলে যাবার জন্যে উৎগ্রীব হয়ে পড়েছিল। তারা কৃষকদের চূড়ান্ত সংগ্রামের ভূমিকাকে ও চীনের সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধ সংগ্রামকে সঠিক মূল্য দিতে পারে নি। সেই সময়ে এদের সংগ্রামকে ছোট করে দেখা হয়েছিল

তারা এই সময়ে এমন একটি নীতি নির্দ্ধারণ করেছিল, যে নীতি, সামগ্রিক ভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপক্ষে চলে গিয়েছিল। এই 'বামদল' তাদের তৃতীয় নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরো কিছু ভুল করলো। অথবা বলা যায়, আরো এক পা এগিয়ে এলো। তারা তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রামের নীতি এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এলো, যা শেষে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বাদের বিরুদ্ধ সংগ্রামে পরিণত হল। এর ফলে চীনের সমাজ জীবনে ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিল, তা ধারণ করতে এবং সঠিক পথে পরিচালিত করতে এই দল অসমর্থ ও অস্বীকৃত হল। এবং চীনের সমাজ জীবনে ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনই শেষে চীন ভূখণ্ডে জাপান অনুপ্রবেশকারী ও আক্রমণকারীকে ডেকে নিয়ে এলো। চীনের যে সমস্ত রাজনৈতিক দল, কৌমিনটাং প্রতিক্রিয়াশীল শাসন সমর্থন না করবার জন্য মতভেদ সৃষ্টি হবার ফলে বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল এবং এ ব্যাপারে মধ্যস্থতায় আগ্রহী ছিল, তাদের এই 'বামদল' অত্যন্ত বিপদজনক শত্রু বলে আখ্যা দিয়েছিল। তারা চীনের আধা-ঔপোনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ জীবনের তারতম্য এবং বৈশিষ্ট বুঝতে অক্ষম ছিল। তারা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না যে চীনে যে ধরণের সামন্ততান্ত্রিক গণবিপ্লব শুরু হয়েছিল তার মধ্যেই কিষাণ বিপ্লবের নির্যাস নিহিত ছিল। এমনকি তারা এ কথাও বুঝতে অক্ষম ছিল যে, চীনের এই বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হবে, বিলম্বিত হবে, এবং ক্রমাগত অসরল পথে চলতে থাকবে। সুতরাং তারা এই ভাবে উভয় পক্ষের ফৌজের সংঘর্ষের গুরুত্ব, বিশেষ ভাবে দূর পল্লীর কেন্দ্রগুলিতে কিষাণদের গড়িলা যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, বুঝে উঠতে পারে নি। ফলে ভুলক্রমে তারা লাল ফৌজদের চীনের প্রধান প্রধান শহর দখল করবার জন্যে অবিরাম চাপ সৃষ্টি করে চলেছিল।

কিন্তু কমরেড মাও-সে-তুং-এর সুপরিকল্পিত নীতির প্রগাঢ় প্রভাবকে ধন্যবাদ। এই সময়ে লাল ফৌজ কৌমিনটাং-এর 'ঘেরাও ও দমন' নীতির বিরুদ্ধে চতুর্থ বারের মত জোর এক বিপরীত প্রচার কার্য চালিয়ে ১৯৩৩ সালের বসন্তকালের মধ্যেই অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল। লাল ফৌজেরা পূর্বে প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভুলপথ ও নির্দেশ অতিক্রম করে এই সাফল্য নিয়ে এসেছিল। অপর পক্ষে ১৯৩৩ সালের শেষ ভাগে কৌমিনটাং দল যে 'ঘেরাও ও দমন' নীতির পথ গ্রহণ করেছিল, তার বিরুদ্ধে পঞ্চম বারে যে বিপরীত প্রচার কার্য শুরু করা হয়েছিল, লাল ফৌজ তাদের ভুলপথ ও ভুলনীতি বুঝতে পেরে, সে পথ পরিত্যাগ করে ফিরে এসেছিল। তার ফলে লাল ফৌজ তখন পরিপূর্ণভাবে বিপ্লবকারীদের দখলে এসেছিল। পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম পূর্ণ অধিবেশন বসে ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে। সে অধিবেশনে পার্টি যে তৃতীয় বারের মত 'বাম' নীতি গ্রহণ করেছিল, সেই নীতিকেই স্বীকৃতি জানানো হয়। পূর্বের নীতি যে ভুল, তা ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, চীনের বিপ্লবের সঙ্কটকাল এখন শেষ পর্যায়ে এসেছে। এখন এ বিপ্লব এক নতুন পথে মোড় নেবে। চীন এখন এক নতুন বিপ্লবের পথ তৈরী করবে এবং সে সংগ্রাম হবে 'ঘেরাও ও দমন' নীতির বিরুদ্ধে। সে সংগ্রামই চীন বিপ্লবের জয় সূচনা করবে। তৃতীয় 'বাম' নীতি ফৌজের আদর্শকে রূপায়িত করেছিল গ্রন্থন নীতিতে। অর্থাৎ ফৌজের গ্রন্থনার প্রকাশ ঘটেছিল সর্বাঙ্গ সুন্দর। ফৌজ তৈরীর ব্যাপারে তারা লাল ফৌজের তিন প্রকারের কাজ কমিয়ে এনেছিল। আগে এই লাল ফৌজেরা সাধারণতঃ তিন ধরনের কাজ করতো—যুদ্ধ, জনসেবা ও একক যুদ্ধের জন্যে ফৌজ প্রস্তুতি। তারা ফৌজকে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারে নি। পরিপূর্ণ গরিলা চরিত্রে দাঁড় করাতে পারেনি এবং সমস্ত লাল ফৌজকে গরিলা আদর্শে রূপায়িত করতে পারে নি। এছাড়াও তারা সৈন্য বিভাগে রাজনীতির

অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল। সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা এ কথা বলতে অস্বীকার করেছিল যে শত্রুপক্ষ শক্তিশালী এবং আমরা দুর্বল। তারা সব সময়ই সর্বাত্মক শ্রেণীবদ্ধ যুদ্ধের প্রস্তুতি দাবী করতো। অর্থাৎ রীতিমত যুদ্ধ। যে যুদ্ধ সব সময়ই কেন্দ্রীয় শক্তির উপর নির্ভরশীল। তারা সব সময়ই তাড়াতাড়ি আসল ঘাঁটিগুলো দখল করে যুদ্ধের কর্তব্য শেষ করতে চাইতো। এবং যুদ্ধের প্রচার কার্য থেকে বিরত থাকতো। তারা দাবী করতো 'চারিদিক থেকে আক্রমণ চালাও' এবং 'দুহাতে আঘাত হানো।' তারা শত্রুকে গভীর ভাবে প্রলোভিত করবার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। তারা এ নীতিকে বাধা দিত। তবে প্রয়োজনে সৈন্যদল পরিবর্তনের নীতিকে সম্মান দেখাতো। তাদের যুদ্ধ নীতি ছিল 'পশ্চাদপসরণ এবং যুদ্ধ'। তারা নির্দ্ধারিত যুদ্ধ-পথ অবলম্বনের দাবী জানাতো এবং নেতৃত্বকে সম্পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রীভূত করতে চাইতো। সংক্ষিপ্ত ভাবে বলতে গেলে, তারা গরিলা যুদ্ধ-নীতি এবং গরিলা চরিত্রে সৈন্য সমাবেশ অথবা সৈন্য যোজন অস্বীকার করতো। আসলে 'জনযুদ্ধ' বলতে কি বোঝায় এবং সে যুদ্ধ সঠিক কি ভাবে পরিচালনা করতে হয়, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাদের ছিল না।

'ঘেরাও ও দমন' নীতির বিরুদ্ধে পঞ্চম বার যে বিপরীত প্রচার কার্য চালানো হয়, তখন 'বামদল' সুবিধাবাদী দল হিসাবে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আক্রমণ শুরু করে এবং 'হাসুনকো-'তে প্রতি-আক্রমণের সময় আকস্মিক জয়ের সুযোগ খুঁজতে থাকে। এই সময় তারা সৈন্য দলকে শত্রুপক্ষের ভেতরে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করে মারাত্মক একটা ভুল নীতি অনুসরণে ব্রতী হয়। সে নীতি আর কিছুই নয় 'শত্রুপক্ষকে গেটের বাইরে নিযুক্ত রাখা'।

এই সময় 'ফুকিয়েন দুর্ঘটনা' *ঘটেছিল। ফলে শত্রুপক্ষের সৈন্যেরা পূর্বদিকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

[*তৎকালে চীনের জনগন কর্তৃক সমস্ত চীনব্যাপী যে জাপান বিরুদ্ধ

আন্দোলন চলেছিল, তাতে কোমিনটাং-এর ১৯ নং পদাতিক সৈন্যদলের দু'জন সেনানায়ক সাই-টিং-কাই, চিয়াং-কুয়াং-নাই ও আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যারা লাল ফৌজের স্বপক্ষে ছিল, তারা জাপান—বিরুদ্ধ আন্দোলনে প্রভাবান্বিত হয়ে লাল ফৌজের সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করবার আর কোন সার্থকতা অনুভব করেনি। ফলে ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে তারা লী-চী-সেন-এর নেতৃত্বে-কোমিনটাং-এর দলে যুক্ত হয়ে প্রকাশ্য ভাবে চিয়াং-কাই-সেক কে পরিত্যাগ ও অস্বীকার করে 'ফুকিয়েন'-এ এক 'চীনের জনগণের বিপ্লবী জাতীয় সরকার' গঠন করে। এবং লাল ফৌজের সঙ্গে এক চুক্তিতে লাল ফৌজের সহযোগীতায় জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা এবং সেই সঙ্গে চিয়াং-কাই-সেক-কেও বাধা দেবার প্রতিশ্রুতি ও দেওয়া হয়। এই সরকার ১৯৩৪ সালে চিয়াং-কাই-সেকের অধিক ও উন্নততর সৈন্যদলের আক্রমনে ভেঙে পড়ে। পরে সাই টিং-কাই ও অন্যান্য সেনা নায়কেরা ধীরে ধীরে কমুনিষ্ট পার্টি-কে সহযোগীতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কোরে পার্টিকে সক্রিয় সহযোগীতা করতে থাকে।]

আমরা কি সৈন্যদলকে একত্রিত করবার জন্যে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করতে পেরেছিলাম? যে সমস্ত সৈন্য চিয়াং-কাই-সেকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছিল? এবং জাপানকে কি আমরা প্রতিরোধ করতে পেরেছিলাম? অথবা চিয়াং-কাই-সেকের প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে যুক্ত ভাবে যুদ্ধ চালাতে? কিন্তু জাপানী আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে জনগণের দাবী যেভাবে ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়ে উঠছিল, আমরা সে দাবীকে অনায়াসেই সংহত করতে পারতাম; ফলে আমরা চীনে অনায়াসেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম ছিলাম। এবং সেই একই সঙ্গে, আমরা শত্রুপক্ষের সুবিধাবাদী সেনাদলের একটা অংশকে অনায়াসেই বিপর্যস্ত করবার কাজে নিয়োজিত করে, শত্রুপক্ষের পঞ্চম নীতি হিসাবে যে 'ঘেরাও ও দমন' নীতির প্রচার চলছিল, তা ধূলিসাৎ করতে পারতাম। কিন্তু 'বাম' সুবিধাবাদীদল দাবী করলো যে মধ্যস্থকারীরা অথবা যোগাযোগ-কারীরাই চীনা বিপ্লবের সত্যিকারের মারাত্মক শত্রু। তাদের মতে

এই মধ্যস্থকারীরাই যুদ্ধের সুন্দর সুযোগ সুবিধাগুলো নষ্ট করে দিয়েছিল। এই ভাবে কৌমিনটাং প্রতিক্রিয়াশীল দল 'ফুকেন' জনতা সরকারকে গলা টিপে হত্যা করেছিল এবং পুনরায় অকস্মাৎ আমাদের মূলকেন্দ্রে আক্রমণ চালিয়েছিল।

'কুয়াংচাং' যুদ্ধকে কেন্দ্র করে লাল ফৌজকে নানদিক থেকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। ফলে 'বাম' সুবিধাবাদী দলকে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে চারিদিকে সতর্কতা অবলম্বনের পর বিস্তৃত সৈন্যদলের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রগুলিকে প্রতিরোধ করবার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। এই সময়ে লাল ফৌজেরা সম্পূর্ণ ভাবে অপ্রতিরোধী অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল। যখন তারা একটি কেন্দ্র প্রতিরোধ করবার কাজে ব্যস্ত, তখন শত্রুপক্ষ অন্য কেন্দ্রে আক্রমণ চালাতো। এই কারণে লাল ফৌজের পক্ষে অবস্থা আয়ত্তে আনা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তখন বামপন্থী দল এক স্থানে একত্রিত ভাবে না থেকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে অনেক কষ্টে নিজেদের ঘাঁটি রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত 'বাম' সুবিধাবাদীদল চেয়ারম্যান মাও-র সঠিক প্রস্তাব বাতিল বলে ঘোষণা করেছিল। চেয়ারম্যান মাও-র প্রস্তাব ছিল যে, লাল ফৌজের আসল শক্তি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে নিপুণতার সঙ্গে কাজ করুক এবং সুযোগ বুঝে শত্রুপক্ষকে তাড়িয়ে দেবার দায়িত্ব নিক। তারা তাদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি প্রতিরোধ করুক, বাড়াবার চেষ্টা করুক এবং এগিয়ে যাবার চেষ্টা করুক।

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে এই পার্টি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা কেন্দ্রীয় ঘাঁটি ছেড়ে চলে যাবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পার্টি তার সক্রিয় কর্মী ও জনগণকে কোনপ্রকার যুক্তি না দেখিয়েই, তড়িতে স্থান পরিবর্তন শুরু করেছিল। নির্দিষ্ট-কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ পরিচালনার পরিবর্তে তারা অবিরাম স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলো। অথচ এই ধরণের

যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে, যে ধরণের প্রস্তুতি প্রয়োজন তারা সে দায়িত্ব সফলতার সঙ্গে পালন করতে সক্ষম ছিল না। নির্দিষ্ট-কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করলে যে মানসিক শক্তি ও বিশ্বাস তৈরী হয়, অবিরাম স্থান পরিবর্তনে সে শক্তি ও বিশ্বাস থাকে না। পরিশেষে 'লংমার্চ' পরিচালনার ক্ষেত্রেও তার ছাপ এসে পড়ে।

[১]

'লংমার্চ' শুরু করেও 'বাম' সুবিধাবাদী দলের ভুল যুদ্ধ নীতি এবং ভুল সৈন্য পরিচালনার ফলে 'লাল ফৌজ' ক্রমাগত প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করে যেতে লাগলো। কেন্দ্রীর লাল ফৌজের পঞ্চম বাহিনী দীর্ঘ দিন পশ্চাৎরক্ষা সৈনা হিসাবে কাজ করে সমস্ত সৈন্যদলকে রক্ষার দায়িত্ব পালন করে এসেছে। এ বিভাগ পত্তন হবার শুরু থেকেই, এইদল কেন্দ্রীয় ঘাঁটি থেকে একেবারে পশ্চিমদিকের শেষ সীমারেখা পর্যন্ত যাতায়াতের পথ বিস্তৃত করেছিল। এমনকি এরা 'কাংটুং কোয়াংসি হুনান' সীমারেখা পর্যন্ত যাতয়াত করতো। মোট সৈনা দলের ৮০,০০০ হাজারের ও বেশী সৈন্যদল দুর পাহাড়-পর্বতের বিপদ সঙ্কুল, বাঁকানো, ঘোরানো এবং অত্যাধিক শীর্ণ গলিপথ পর্যন্ত অতিক্রম করে গিয়েছিল। এত ঘন ঘন পাহাড়-পর্বতের অসমান ও বিপদ সঙ্কুল পথ পার হবার জন্যে তাদের পরিশ্রম অত্যাধিক হয়ে পড়তো। এমন কি একটি পর্বতের দীর্ঘ ও সংকীর্ণ শিখর অতিক্রম করতে, সারা রাতও পার হয়ে যেত। শত্রুপক্ষের একটা সুবিধা ছিল যে তারা সহজ পথ ধরে অগ্রসর হত। আমাদের চেয়ে তাদের সাফল্য ছিল দ্রুত। কিন্তু ওদের তাড়িয়ে দিতে আমাদের সময় লাগতো।

ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড যুদ্ধের পর লাল ফৌজ শেষ পর্যন্ত শত্রু পক্ষের তিনটি প্রতিরোধ ঘাঁটি ভেঙ্গে দিতে পেরেছিল। এই সংবাদে চিয়াং-কাই-সেক তড়িতে ত্রিমুখী অভিযান চালাবার কাজে নেমে পড়েছিলেন।

তিনি সাঁড়াশী অভিযানের মত তিন রাস্তা ধরে ৪০০,০০০ সৈন্য লাল ফৌজের অনুসরণ ও গতিরোধ করবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। তাদের বলা হয়েছিল, তারা যেন এমন প্রচেষ্টা চালায় যাতে, লাল-ফৌজকে 'হুনান-কোয়াংসি-র' সীমারেখায় যে 'হেসিয়াং-চিয়াং' নদী আছে, তার ওপারে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

এতবড় আক্রমণকারী শক্তিকে অবিরাম প্রতিহত করতে করতে 'বাম' দলের নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার শেষ সীমায় এসে পড়েছিল। এই নেতৃবৃন্দ সৈন্যদলকে হুকুম করেছিল যে, তারা যেন শত্রু পক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করে, এবং সেই সঙ্গে তাদের সাঁজোয়া বাহিনী ভেদ করে লাল ফৌজের, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা চালায়। তাতে ফল হল এই যে, উত্তর পূর্ব 'কোয়াংসি'-র দক্ষিণে 'চোয়াং-সিয়েন' নামে যে শহর আছে (বর্তমানে যাকে 'চোয়াংকো' বলা হয়) তার পূর্বদিকের 'হোসয়াং-চিয়াং' নদীর উপকূলে উভয় পক্ষে এক সপ্তাহব্যাপী প্রচণ্ড লড়াই অনিবার্য হয়ে পড়লো। তখন বাধ্য হয়ে এই যুদ্ধে আমাদের এক বৃহৎ সৈন্যদল শুধুমাত্র শত্রুপক্ষকে ঘিরে থাকবার জন্যে নামাতে হল। এবং এই ভাবে জন সমক্ষে শত্রুপক্ষের আক্রমণকে তুলে ধরা হল। যদিও তারা শত্রুপক্ষের চতুর্থ প্রতিরোধ ঘাঁটি সাফল্যের সঙ্গে ভেঙে-দিয়ে শেষ বারের মত 'হেসিয়াং-চিয়াং' নদী অতিক্রম করে চলে গিয়েছিল, তবুও তার মূল্য দিতে হয়েছিল ভয়াবহ। এই যুদ্ধে আমাদের মোট সৈন্যের অর্দ্ধেক হারাতে হয়েছিল।

চিয়াং-কাই-সেকের 'ঘেরাও ও দমন' নীতির বিরুদ্ধে পঞ্চম বার বিপরীত প্রচার কার্যে ক্রমাগত আমাদের অসাফল্য এবং অপদার্থ-তার পরিচয়ের ফলে সকলের চোখে চতুর্থ বারের বিপরীত প্রচার কার্যের কথা মনে পড়তে লাগলো। সে প্রচার কার্যও চিয়াং-কাই সেকের 'ঘেরাও ও দমন' নীতির বিরুদ্ধে চালানো হয়েছিল। কিন্তু তার সাফল্য ছিল অপরিসীম। এখন জনগণ এই দুইটি প্রচার

কার্যের তারতম্য সহজেই উপলব্ধি করতে পারলো। ফলে ধীরে ধীরে সৈন্যবাহিনীর চোখ খুলতে শুরু করলো। তারা তখন বুঝতে পারলো যে কমরেড মাও-সে-তুং যে সঠিক নীতি নির্দ্ধারণ করেছিলেন সে নীতি অনুসরণ না করে ভুল নীতি অনুসরণের ফলেই আজ এই অসাফল্য। তার ফল হল এই যে, সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন স্তরে অসন্তোষ ও সন্দেহ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং তখনই নিদারুণ ভাবে নেতৃত্ব বদলের দাবী উঠতে লাগলো। 'হেসিয়াং-চিয়াং' নদীর উপকূলে লড়ায়ের সময় থেকেই সৈন্য বিভাগে এই ধরণের একটা মানসিকতা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, এবং শেষে এই মানসিকতা সৈন্যবিভাগকে অসাফল্যের শীর্ষ সীমায় নিয়ে এসেছিল।

এই সময়ে দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ সৈন্যদল কেন্দ্রীয় লাল ফৌজের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে 'সেচুয়াং-কইচো-হুনান' সীমারেখায় তীব্র এবং ক্ষমতাশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু চিয়াং-কাই সেক সে পরিস্থিতি আগেই বুঝতে পেরে, আমাদের সৈন্যদল যাতে লাল ফৌজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারে, তার জন্যে তাড়াতাড়ি বিশাল এক বাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করলো। তাদের কাজ ছিল আমাদের অবিরাম প্রতিহত করা ও অনুসন্ধান করে বেড়ানো। যদি মূল যুদ্ধ পরিকল্পনা পরিবর্তন না করা হত তবে লাল ফৌজের যা শক্তি ও সংখ্যা ছিল, তাতে শত্রুপক্ষের সঙ্গে পঞ্চম বার এবং ষষ্ঠ বার চূড়ান্ত পর্যায়ের লড়াই চালানো সম্ভব হত। সম্পূর্ণ ভাবে শক্তি শূন্য হবার পরেও যদি আমাদের সৈন্যেরা বোকার মত ক্রমাগত শত্রুপক্ষের শক্তিশালী সৈন্যদলকে প্রতিহত ও ঘিরে থাকবার কাজে নিয়োজিত থাকতো, তবে এই যুদ্ধে তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যে'ত, একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

এই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে চেয়ারম্যান মাও এমন একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এলেন, যে পরিকল্পনা লাল ফৌজকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। তিনি দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ সৈন্যদলকে লাল ফৌজের সঙ্গে

যুক্ত হবার প্রচেষ্টাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে এবং যুক্তির দ্বারা তাঁর পক্ষ সমর্থনে সকলকে বাধ্য করিয়েছিলেন এবং প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় লাল ফৌজ কোথাও কারো সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা না করে, সোজাসুজি কৌই-জচো'র দিকে এগিয়ে যাবে। কারণ ওখানে শত্রুপক্ষের ঘাঁটি তেমন শক্ত নয়। ফলে লাল ফৌজ প্রথম সূত্রপাতেই পর পর বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেবার সুযোগ পেয়েছিল। ফলে চেয়ারম্যান মাও-র প্রস্তাব বেশী সংখ্যক কমরেডের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তারা মাও-এর প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং লাল ফৌজেরা ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই 'হুনান'-এর দক্ষিণ পশ্চিম সীমা-রেখায় অবস্থিত 'টাং টো' শহর দখল নিল। তারপর 'কোইচো'-র দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত 'লিপিং' শহর এক ঝটিকায় করায়ত্ব করে 'কোইচো'র দিকে অগ্রসর হল। চেয়ারম্যান মাও র দৃঢ় বিশ্বাস এবং দাবীতে যদি যুদ্ধ নীতি পরিবর্তন করা না হত তবে লাল ফৌজের অবশিষ্ট সৈন্য, অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে ৩০,০০০ সৈন্য মুছে যেত। প্রাণ দিতে বাধ্য হত।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক দপ্তর 'লিপিং'-এ একটা অধিবেশন ডাকলো এবং প্রস্তাব পাশ করিয়ে সঙ্কল্প গ্রহণ করলো যে এবারে তাদের অভিযান হবে 'কোইচো' প্রদেশের দিকে। কারণ ঐ প্রদেশটি প্রতিরোধ ক্ষামতায় দুর্বল। লাল ফৌজের মধ্যে অদল-বদলের পর তারা যাত্রা শুরু করে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে 'উচিয়াং' নদী অতিক্রম করে 'কোইচো-র' উত্তর সীমায় অবস্থিত 'সুনী' শহর দখল করে। এ শহর দখল নিতে সৈন্যদের অবিরাম অভিযান চালাতে হয়েছিল এবং যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তবুও সৈন্য বিভাগের পরিচালনার কাজ চলেছিল অত্যন্ত সহজ ও সুন্দর ভাবে। এবং সমস্ত সৈন্যের মানসিক ক্ষমতাও ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে আসবার সুযোগ পাচ্ছিলো। সুতরাং

সকলে চেয়ারম্যান মাও-র দূরদর্শন ও পর্যবেক্ষণ নীতিকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলো।

'সুনী'-তে এসে লাল ফৌজ ১২ দিনের বিশ্রাম ও সৈন্য বিভাগকে ঢেলে সাজানো এবং একত্রিত করবার একটা কার্যসূচী গ্রহণ করলো। এই সময়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক দপ্তর একটা বড় ধরনের অধিবেশন ও আহ্বান করলো।

[৩]

এই 'সুনী' অধিবেশনের চূড়ান্ত আলোচ্য বিষয় ছিল সৈন্য বিভাগ ও সংগঠন শক্তির পূর্বের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধণ করে নেওয়া। এই সময়ে 'বাম' নেতৃবৃন্দ, জনগণ কর্তৃক যুদ্ধের পরিবর্তে, কেন্দ্রীভূত ও অবস্থানরত যুদ্ধসহ গরিলা ও বিস্তৃত এলাকা পরিবৃত যুদ্ধের আয়োজনের চেষ্টা করেছিল। অর্থাৎ এই যুদ্ধ আয়োজনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'নিয়মিত যুদ্ধ'। এই প্রস্তুতি না নেবার ফলে গতবার যে ভুল করা হয়েছিল, তাতে গত 'ঘেরাও ও দমন' নীতির বিরুদ্ধে পঞ্চম-বিপরীত ও প্রতিরোধ যুদ্ধে 'লালফৌজ 'লংমার্চ' এর প্রভূত ক্ষতি এবং পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

'সুনী' অধিবেশন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের 'বাম' দলকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী বলে বিজয়গর্বে ঘোষণা করেছিল। কমরেড মাও-সে-তুং কে নেতৃপদে বরণ করে একটা নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্বোধন করেছিল। এই পরিবর্তন, পার্টি ও লাল ফৌজের সংকট মুহূর্তকে ভয়ানক ভাবে রক্ষা করেছিল। এই পরিবর্তনে একটা ঐতিহাসিক অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও ছিল। এই পরিবর্তন একদিকে যেমন পার্টি প্রবর্তিত 'লংমার্চ'-কে বিজিত করেছিল এবং সাফল্যের চূড়ায় এনে দিয়েছিল, অপরদিকে পার্টির সকল স্তরের কর্মীদের মনোবল ফিরিয়ে এনে লাল ফৌজকে নিদারুণ সংকট মুহূর্তে রক্ষা করেছিল। এইনীতি 'চ্যাং-কুও-ট্যাও' নীতিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

যিনি পশ্চাদপসরণ ও পলায়ন মনোবৃত্তির ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং পার্টিকে দ্বিধা বিভক্ত করবার চক্রান্ত করে, অবশেষে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

[*'চ্যাং-কুও-ট্যাও' ছিল চীনা বিপ্লবের একজন স্বধর্মত্যাগী ব্যক্তি। এই বিপ্লবের একটা দূর-পরিকল্পনা করে সে যৌবনে চীনা কমুনিষ্টপার্টিতে যোগদান করে। এই পার্টি'তে এসে সে নানা প্রকার ভুল করে বসে। যার ফলে পার্টি'কে নানা ভাবে ভুগতে হয়। অত্যন্ত ধূর্ততা ও বিপজ্জনক ভাবে সে ১৯৩৫ সালে আকস্মিক ভাবে লাল ফৌজের উত্তর ভাগের অভিযান শুরু করে এবং চীনের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে, যেখানে চীনের নাগরিকত্ব ন্যূনতম, সেখানে এসে সে 'লাল ফৌজ পরাজিত এবং হতবীর্য' এই কথা প্রচার করতে থাকে। সে এই সময়ে এইখানে লাল ফৌজকে তুলে নেবার প্রস্তাবও করে এবং সরাসরি ও খোলাখুলি ভাবে পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার কার্যকলাপ শুরু করে। সে এখানে একটি মিথ্যা বিকল্প কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপন করে। সমগ্র পার্টি'ও লাল ফৌজের একতায় বাধা দেবার চেষ্টা করে। ফলে চতুর্থ ফ্রন্ট-আর্মিকে ভয়ানকভাবে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এই সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটি ও চেয়ারম্যান মাও-র-ধৈর্য, শিক্ষা ও নীতিকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। তাঁরা সেই চরম মুহূর্তে চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মিও তার অসংখ্য সৈন্যকে কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক নেতৃত্বের অধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং পরবর্তী সংগ্রামে সম্মানিত সেনাদলকে সংগ্রামে অংশ নিতে উৎসাহিত করেছিলেন। ফলে 'চ্যাং-কুও ট্যাও' সেই সময়ে সকলের কাছে অতীব হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিল। সে সকলের কাছে অসহ্য হয়ে পড়েছিল। কেউ তাকে দেখতে পারছিল না। তখন সে অবশেষে বাধ্য হয়ে উত্তর 'সেনসি' রনাঙ্গন ভূমি থেকে ১৯৩৮ সালের বসন্ত মাসে পালিয়ে গিয়ে 'কোমিংটাং' দলের পুলিশের গোপন বিভাগে যোগদান করে।

পরে লাল ফৌজ উত্তর 'সেনসি'-র যুদ্ধে জয় লাভ করেছিল। যার ফললাভ দু'ভাগে পাওয়া গিয়েছিল। একদিকে জাতীয়-যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। অপর দিকে জাপানী আক্রমণকারী-দের দ্রুত প্রতিহত করবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল।

'সুনী' অধিবেশনের প্রস্তাব ও কর্মপন্থা লাল ফৌজের সমস্ত

বিভাগে একটা আত্মবিশ্বাস ও উন্মাদনা এনে দিয়েছিল। এই কর্মপন্থা সৈন্য বিভাগের সমস্ত অসন্তোষ ও ক্রিয়া কলাপ দূরিভূত করে একটা আদর্শ ও আত্মবিশ্বাসে এনে দাঁড় করিয়েছিল। ফলে এই সময় লাল ফৌজ ১০ দিনের ও বেশী সময় বিশ্রামের পর আবার নতুন করে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ফিরে পেয়েছিল। এবং সেনাদলের পদ-মর্যাদা সঠিক ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে উত্তর অভিযান শুরু করেছিল।

এই সময়ে দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ বিভাগের সেনানীরা 'হুনান-হুপেচ সিচুয়ান-কোইচো' সীমানায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল। কিন্তু যেহেতু শত্রুপক্ষের সৈন্যরা, লাল ফৌজ যাতে হুনানে' ঢুকতে না পারে, সেইজন্যে 'পূর্বহুনানের' 'চিংচিয়াং' শহরে ঘাঁটি আগলে বসে ছিল, সেই কারণে দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ বিভাগের সেনানীদের লাল ফৌজের সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। চতুর্থ ফ্রন্ট-সেনানীরাও 'সিচুয়ান-সেনসি' এলাকায় 'সিচুয়ানের' কৌমিংটাং দলের বিখ্যাত সৈন্যেরা যে ষষ্ঠ এবং দীর্ঘস্থায়ী 'ঘেরাও' নীতি অবলম্বন করে তাদের ঘিরে রেখেছিল, ঐ সেনানীরা তাদেরও সঙ্কুচিত করে এনেছিল। যখন কেন্দ্রীয় লাল ফৌজ 'সুনী'-র উত্তরে টাংটু' ও হিসুই' শহর অতিক্রম করে যাচ্ছিলো, তখন তারা হঠাৎ পূবের 'চিসুই' নদী পার হয়ে উত্তর অভিমুখে অভিযান চালাতে শুরু করে। এই ব্যবস্থার ফলে শত্রুপক্ষ তাদের তৎকালীন কর্তব্যবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। 'সিচুয়ানের' যুদ্ধে নেতৃবর্গ তখন তাড়াতাড়ি তাদের সৈন্য সরিয়ে 'সিচুয়ান-কোইচো' সীমানায় লড়বার জন্যে এবং প্রতিরোধের জন্যে নিয়ে আসে। এই সময়ে তারা 'কুয়োস্থনচি' বিভাগের ক্ষিপ্রতা সম্পন্ন সৈন্যদের ঐ এলাকা পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত করে। তারা 'ইয়াংটি' নদীর উপকূল ঘিরে রেখে, কেন্দ্রীয় লাল ফৌজের উত্তর অভিযানকে ব্যর্থ করবার এবং প্রতিহত করবার চেষ্টা করে। যাতে ঐ সৈন্যদল চতুর্থ ফ্রন্ট-সৈন্যদলের

সঙ্গে হাত মেলাতে না পারে। যখন কেন্দ্রীয় লাল ফৌজ 'হুনানের' উত্তর-পূর্বে পৌঁছে যায় তখন শত্রুপক্ষের একদল সৈন্য 'চো-হুন-আন' ও 'উ-চি-উই' থেকে আনিয়ে তাড়াতাড়ি 'হুনানে' পাঠানো হয়। 'টাচেং-এ যে যুদ্ধ হয় তাতে 'কো-মুন-চি' বিভাগের সৈন্যদের এবং আরো পরে এসে যারা যোগদান করেছিল, তাদের তাড়িয়ে দেওয়া যখন সম্ভব হল না, তখন লাল ফৌজ 'ইয়াংটি-র উত্তর অভিযানের পরিকল্পনা বাতিল করে দিল। তারা আবার 'চিস্যুই' নদী অতিক্রম করে সেখানে অবস্থিত সৈন্যদের হঠাৎ তাড়িয়ে দিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে-'টাংটু', লাউসান কুয়ান' এবং 'মুনী' শহর দ্বিতীয় বারের মত দখল নিল। এই ধরণের আকস্মিক কার্যকারীতার ফলে 'কোইচো'-র দুইটি সৈন্য বিভাগের যোদ্ধা নেতৃবৃন্দকে তড়িতে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এখানে শত্রুপক্ষের সৈন্যেরা আমাদের সৈন্যদের বেশ ভালভাবে চেপে ধরেছিল। ফলে এখানে একটি হিংস্র ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সূচনা হয়। একটানা বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ী পিছল পথে আমাদের তৃতীয় সৈন্য বিভাগ এবং ক্যাডার রেজিমেন্টের' সৈন্যেরা যুগ্ম ভাবে বার বার যুদ্ধ করে 'লোয়া' পাহাড়ের শীর্ষদেশ দখল করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। রাতের ঘন আঁধারে আমাদের প্রথম সৈন্য বিভাগ শত্রুপক্ষের সৈন্যদের পশ্চিমদিক থেকে গোঁজদিয়ে আটকাবার চেষ্টা করে। ফলে পাহাড়ের গায়ে গায়ে এবং সমস্ত উপত্যকায় তুরী নিনাদের ন্যায় উচ্চ আহ্বান ধ্বনি, প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এই সাঁড়াশী অভিযানের ফলে শত্রুপক্ষ হঠাৎ দিক নির্ণয় করতে না পেরে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং আশ্রয় নেবার তাগিদে দক্ষিণ দিকে পালাবার চেষ্টা করে। লাল ফৌজ তাদের সাঁড়াশীর মত আঁকড়ে ধরে 'উচিয়াং' নদীর উপকূল পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং যাবার পথে মারাত্মক ভাবে আঘাত হানতে থাকে। এই ভাবে নদীর উপকূলে এসে দেখা গেল যে আমাদের সৈন্য শত্রুপক্ষের প্রায় এক ডিভিসান সৈন্যদলকে তাড়িয়ে

দিতে সক্ষম হয়েছে। নদীর অপর পারে পৌঁছে শত্রুপক্ষের সৈন্যরা আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে ভাসমান সেতু ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদেরই দলের অপর অংশের সৈন্যেরা, যারা দক্ষিণ দিকে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তারা ভাসমান সেতু ধ্বংসের ফলে সেই উপকূলে আটকা পড়ে যায়। অর্থাৎ তারা সেতু অতিক্রম করবার আগেই সেতু ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে তাদের জীবন দিতে হয়। 'লংমার্চ' শুরু করবার পরে, যতগুলো অভিযান চালানো হয়েছে, তার মধ্যে লাল ফৌজের এই অভিযানই প্রথম বড় জয়।

'সুনী' অধিবেশন অনুসরণ করবার ফলে এখন একটা নতুন উদ্ভাবিত দিকের উন্মোচন হল। লাল ফৌজেরা আবার নতুন করে জীবনে আলো দেখতে পেল। ফলে আমাদের সৈন্যেরা কৌশলে সৈন্য রচনা করে এবং পরিচালনার মাধ্যমে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের সহজেই হতবুদ্ধি করে দিতে সক্ষম হচ্ছিলো। এই সময়ে লাল ফৌজেরা দক্ষতার সঙ্গে সৈন্য পরিচালনা করে এবং উৎযোগী হয়ে হতমান ও হতবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন 'কৌমিনটাং' সেনাদলকে তাড়িয়ে নিজেদের সুবিধা মত জায়গায় নিয়ে আসছিল। লাল ফৌজেরা যখন সত্য সত্য পশ্চিম দিকে অগ্রসরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো তখন হঠাৎ দেখলে মনে হবে, ওরা পূর্বদিকে অভিযান চালাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। হতমান এবং হতবুদ্ধি সম্পন্ন শত্রুপক্ষের সৈন্যরা ধরে নিয়েছিল যে আমরা 'ইয়াংটি' অতিক্রম করে উত্তর অভিমুখে অভিযান চালাবার জন্যে তৈরী হচ্ছি। কিন্তু আসলে তখন আমরা গোপনে তাদের ঘিরে ফেলে আরেকবার চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। যখনই শত্রুপক্ষের সৈন্যেরা আমাদের কোথাও নিযুক্ত বা নিয়োজিত করবার চেষ্টা করেছে, তখনই আমরা সেখান থেকে সরে পড়েছি। কিন্তু তবুও শত্রুপক্ষ সেই জায়গায় সৈন্য মোতায়েন রাখতে বাধ্য হয়েছে। এই সুযোগটা আমাদের সৈন্যদের বিশ্রামের পক্ষে যথেষ্ট সময় করে দিয়েছিল। ফলে আমরা জনগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা

করে, তাদের একত্রিত করে এবং আবার নতুন করে সৈন্য নিয়োগ করবার সময় পাচ্ছিলাম। আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে যখনই শত্রুপক্ষ সেনা সমাবেশ শুরু করছিল, তখনই আমরা ঐ স্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এবং যুদ্ধ করছিলাম। এইভাবে শত্রুপক্ষকে আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে তাদের শক্তি নিঃশেষ করে দেওয়া হচ্ছিলো। 'বাম' দল যখন এই যুদ্ধ নীতিতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করলো, তখন পূর্বের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে, লালফৌজের নেতৃবৃন্দ ও যোদ্ধারা একথা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলো যে, চেয়ারম্যান মাও'র সঠিক নীতি ও তাঁর উঁচুদরের মার্কসীয় সৈন্য পরিচালন ও পরিকল্পনা নীতিই লাল ফৌজকে সেইদিন এক অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত করেছিল এবং অপরাজিত প্রতিপন্ন করেছিল।

লালফৌজ যখন 'সুনী'-তে অবস্থান করছিল, তখন তারা বার বার শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধের সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু তারা প্রতিবারই কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছিল, পালিয়ে গিয়েছিল এবং নিজেদের রক্ষা করার কাজেই ব্যস্ত ছিল। ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে আমাদের সৈন্যদল 'সুনী' থেকে পশ্চিমে সরে এসে 'জনহুই' দখল নিল। তৃতীয় বারের মত 'মায়োটাই'-এ অবস্থিত 'চিস্যুই' নদী অতিক্রম করলো এবং আবার নতুন করে 'সেচুয়াং'-এর দক্ষিণে প্রবেশ করলো। শত্রুপক্ষ ভাবলো যে, এবারে লালফৌজ 'ইয়াংটি' অতিক্রম করে উত্তরে অভিযান শুরু করবে। তারা এই কথা ভেবে অত্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে তাড়াতাড়ি সৈন্য দলকে 'সেচুয়াং-কোইচো-উনান' সীমানা ঘিরে অসংখ্য পরিখা ও প্রাচীর গড়ে তোলার হুকুম দিল। তারা ভাবলো, এতে আমাদের সৈন্যদলকে ফাঁদে ফেলতে পারবে এবং সীমানার বাইরে রাখতে পারবে। কিন্তু তারা অনুমানই করতে পারলো না যে, লালফৌজ 'সিচুয়াং'-এর দক্ষিণ পথ ধরে 'কৈচো'-তে যাবার পথ করে নেবে এবং 'মাওটাই'-এর কাছে যে 'চিস্যুই' নদী আছে তা জোর করে দখল নেবে। লালফৌজের

কিছু সংখ্যক সৈন্য শত্রুপক্ষকে নজরে রাখবার জন্যে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে রইলো। বাকী বৃহৎ সংখ্যক সৈন্য 'উচিয়াং' নদীর দক্ষিণ পথ ধরে বীরত্বের সঙ্গে মার্চ করে 'কিয়াং' প্রদেশের রাজধানীর দিকে এগিয়ে গেল। এর মাঝে আরও কিছু সংখ্যক সৈন্যকে 'ওয়াং' এবং 'শুয়াং পিং'-এর পূর্বাঞ্চল আক্রমণের জন্যে পাঠানো হল।

চিয়াং-কাই-সেক্, যিনি সৈন্য পরিচালনা ও পরিকল্পনার জন্যে নিজে 'কোইয়াং'-এ এসেছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর নিজের জীবন রক্ষার জন্যে 'উনান' সেনানায়কদের হুকুম দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের সৈন্যদলকে 'সাইউই' এবং 'হুনান' সৈন্যদলের সঙ্গে যুক্ত করে নিলেন। যাতে সৈন্যদল আরো শক্তিশালী হয়ে 'উচিং এবং 'কৌচোর' পূর্বে অবস্থিত 'সিচিয়েন' শহরে ভালভাবে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে। কারণ তাঁদের মনে ভয় ছিল যে লালফৌজ পূর্বদিকে অভিযান চালিয়ে দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ আর্মি গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা চালাবে। যখন এই পরিকল্পনা অনুসারে যুদ্ধ চলছিল, তখন চেয়ারম্যান মাও মন্তব্য করলেন: আমরা যদি শত্রুপক্ষকে 'উনান' থেকে বিতাড়িত করতে পারি তবে আমরা নিশ্চিতভাবে যুদ্ধে জয়ী হব। চেয়ারম্যান মাও'র এই মন্তব্য ও হুকুম শত্রুপক্ষ সামগ্রীকভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিল। ফলে আমরা প্রথম আর্মি গ্রুপকে 'কইয়াং'-এর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত 'লুংলি' শহর ঘিরে রাখবার কাজে লাগালাম। আমাদের এই মিথ্যা পরিকল্পনা শুধুমাত্র শত্রুপক্ষকে প্রতারণা করবার জন্যে। লাল ফৌজের বাকি প্রধান সৈন্যদল 'হুনান কোইচো'-র উড়ালব্রীজ অতিক্রম করে দ্রুত গতিতে 'উনান'-এর দিকে ধাবিত হল। 'উনানে' যে শত্রুপক্ষের সৈন্য আমাদের সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে তৈরী ছিল, আমরা তার বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর হলাম এবং যত শীঘ্র সম্ভব 'কৈয়াং'-এ পৌঁছুবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এবারেও চেয়ারম্যান মাও পূর্বের মত একই পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ফলে সফলতা অনিবার্যভাবেই এলো। তিনি যে পরিকল্পনা তৈরী করলেন, তাতে

দেখে মনে হয় যে, আমাদের সৈন্যদল পূর্বদিকে অভিযান চালাবে। কিন্তু তখন আমাদের পশ্চিম দিকে আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছিলো। শত্রুপক্ষের জন্যে যে জাল ফাঁদলুম, তারা তা গলাধঃকরণ করলো। 'কৈয়াং'-এর পূর্বদিকে আমাদের সৈন্যদলের উপস্থিতি দেখা গেল বটে, তবে আমরা অভিযান চালালাম পশ্চিম দিকে।

শত্রুপক্ষকে শ্রেষ্ঠতর কৌশলে পরাজিত করা হল। আমরা 'হুনান-কোইচো' উড়ালপুল পার হয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে লাগলাম। তখন আমরা প্রতিদিন কম করে ৬০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে লাগলাম। আমাদের লালফৌজ অতি অল্প সময়ের মধ্যে 'কোইচো'-র দক্ষিণ পশ্চিমের অনেক শহর দখল নিল। এমনকি তার মধ্যে 'টিংফ্যান'ও যুক্ত হল (আজকে যার নাম 'হুইসুই') এবং সঙ্গে এলো 'কুয়াংসান' ও 'সিংহি'। শেষে আমাদের সৈন্যদল 'পেইপ্যান' নদী অনায়াসেই অতিক্রম করে গেল। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে লালফৌজ 'উনানের' পূর্বদিকে প্রবেশ করবার জন্যে তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল। প্রথম ভাগে ছিল 'নবম আর্মি গ্রুপ'। ওরা 'উচিয়াং' নদীর উপকূলে ঘাঁটি গাড়লো শত্রুপক্ষকে ভালভাবে আগলে রাখবার জন্যে। শত্রুপক্ষের সৈন্যেরা এখানে পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে আমাদের সৈন্যদলকে ঘিরে রাখবার চেষ্টা করলো। কিন্তু আমাদের সৈন্যদল 'উনানের' ভেতর প্রবেশ করে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর 'সুয়াংউই' দখল করলো। পরে এরা 'হুইটসি' অভিমুখে অভিযান চালিয়ে 'চিনসা' নদী অতিক্রম করলো। অন্য দুটি সৈন্যবিভাগ, যারা সত্যিকারের লালফৌজের আসল শক্তি ছিল, তারা 'চ্যানি', 'মালুয়াং', 'সানটিয়েন' ও 'সাংমিং' এক ধাক্কায় দখল নিল এবং প্রধান শহর 'কুনসিং'-এ একটা ভয়াবহ আতঙ্কের সৃষ্টি করলো। এই সময়ের মধ্যে 'কৌমিনটাং উনান আর্মির' আসল শক্তি ও সৈন্যদলকে, সেই প্রদেশ সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত রেখে ও কোনপ্রকার প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করে, পূর্বদিকে সরিয়ে

নিয়ে গেল। সুতরাং যখন আমাদের সৈন্যদল 'উনানে' প্রবেশ করলো, তখন 'উনানের' যুদ্ধ নেতা লাউন দারুণ ভয় পেয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীল নাগরিকবর্গকে, যারা সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হয়েও নিয়মিত সৈন্য নয়, তাদের একত্রিত করে 'কুন মিং'-এ প্রতিরোধ গড়বার চেষ্টা করলো। কিন্তু আমাদের লালফৌজ কেবলমাত্র আক্রমণের অভিনয় করে 'চিনসা' নদী পার হবার জন্যে উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা করলো।

'চিনসা' নদী স্বাভাবিকভাবেই প্রশস্ত এবং খরস্রোতা। এ নদী গভীর পাহাড়ের গায়ে অবিরাম প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে। এবং গিরিখাদ ও গিরিসংকট অতিক্রম করে 'সেচুয়ান—উনান' সীমারেখার দিকে ছুটে আসছে। ফলে যুদ্ধের দিক থেকে এ বিস্তৃত অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। লালফৌজ যদি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ভয়াবহ নদী অতিক্রম করে উত্তরে না চলে যেত, তবে তাদের নিশ্চিত-ভাবে বিপদের ফাঁদে পা দিতে হত। এমন কি হয়তো তারা ঐ গিরিসংকট ও গিরিখাদে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যেত। চিয়াং-কাই-সেক হয়তো আগেই আমাদের সৈন্যদের চলাফেরা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন, সেই কারণে সেই অঞ্চলে তিনি প্রতিদিন পর্যবেক্ষক বিমান পাঠাতেন। এ সময়টা আমাদের ছিল সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগীতার বিষয়। রাতের পর রাত লালফৌজেরা মার্চ করে 'চিনসা' নদীর অভিমুখে এসে হাজির হল। এই সময়ে এরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে 'আর্মি গ্রুপের' দায়িত্ব ছিল 'লাঞ্চুচিচ' ফেরী দখল করা। তৃতীয় 'আর্মি গ্রুপের' দায়িত্ব ছিল 'হাংমেন' ফেরী দখল করা। ক্যাডার রেজিমেন্টের দায়িত্ব ছিল 'চিয়াও পিং' ফেরী দখল নেওয়া। পঞ্চম 'আর্মি গ্রুপের' দায়িত্ব ছিল সমস্ত 'আর্মি গ্রুপ'-কে ঘিরে থাকা এবং প্রয়োজন মত যোগান দেওয়া।

'ক্যাডার রেজিমেন্ট' বীরত্বের সঙ্গে 'চিনসা' নদী অতিক্রম করে শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সমস্ত পদাতিক সৈন্যদলকে

ধ্বংস করে দিল। তারা এই সুযোগে 'চিয়াও পিং' ফেরী ও সাতটি ছোট ছোট বোট দখল করে নিল। এই রেজিমেন্টের আসল সৈন্যদল এই নদীর উত্তর সীমানায় অবস্থিত 'ওয়ানইং' উপত্যকার একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষের নতুন শক্তি সঞ্চয়ে বাধা দিতে লাগলো। 'হ্যাংমেন' ফেরীর নদীটি ছিল খরস্রোতা। এ নদী 'লাও চিং' ফেরীর দিকে যত এগিয়ে এসেছে, ততই বিস্তৃতি লাভ করেছে। সুতরাং শত্রুপক্ষের যে সমস্ত প্লেন নীচু দিয়ে যাচ্ছিলো, তাদের এ নদীর মোহানায় খুব সহজেই ফাঁদে ফেলা যাচ্ছিলো। তবে এই মোহানা পার হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। সেই কারণে প্রথম এবং তৃতীয় বিভাগের সেনানীরা প্রথম এই ভয়াবহ নদী পার হবার জন্যে 'চিয়াও পিং' ফেরীর দিকে যাত্রা করলো। এই সময়ে আমাদের বীর্যবান ও অগ্নিশ্বর পঞ্চম সৈন্যবাহিনী এদের রক্ষা ও সহযোগিতার দায়িত্ব নিয়েছিল।

তিনদিন পরে শত্রুপক্ষের 'ষষ্ঠ রেজিমেন্টের' প্রায় ১৩ ডিভিশান সৈন্য মরণ পণ করে 'চিয়াওপিং' ফেরীর কাছাকাছি লালফৌজের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। কিন্তু আমাদের পঞ্চম সৈন্যবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে ও প্রহারে তারা একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে কর্মপন্থা ঠিক করতে না পেরে 'চিন্ সা' নদীর দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। এই সময় চিয়াং-কাই-সেক লালফৌজের রণ-কৌশলের পরিবর্তন আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং 'কোয়াইয়াং-এ' এক সভা আহ্বান করেছিলেন। সেখানে আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল কেবলমাত্র আমাদের বর্তমান রণকৌশল এবং রণ-পরিচালনা। আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, এখন থেকে তারা দীর্ঘ দিন ও দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের অনুসন্ধানের কাজ চালাবে এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুসারে আক্রমণে রত থাকবে। যাতে তাদের সৈন্যদল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। কৌমিনটাং দলের ২৩নং ডিভিশানের সেনানীরা আমাদের সদর ঘাঁটি থেকে অনেক দূরে থাকার জন্যে এবং নানাপ্রকার রণ-

কৌশলের পরিচয় পাবার জন্যে তার প্রতি আক্রমণের সাহস না পেয়ে 'টুয়েনচিয়া'-র ঘাঁটি আগলে বসে রইলো। আমাদের সেনানীরা সাতটি বোটের সাহায্যে একটানা সাতদিন ও সাতরাত্রি 'লংমার্চ' করে 'চিয়োপিং' ফেরীর কাছে 'চিনসা' নদী অতিক্রম করলো। দশ দিনের মাথায় সেখানে যখন আবার নতুন করে শত্রুপক্ষ বিশাল আকারের সৈন্য সমাবেশ করলো, তখন আমাদের লালফৌজেরা ঐ বোটগুলো ধ্বংস করে দিয়ে অনেক দূরে চলে গেল।

এই ভাবে আমাদের লালফৌজ কৌমিনটাং দলের শত শত এমনকি হাজার হাজার সৈন্যদলের অনুসরণ, প্রতিরোধ ও ঘেরাও নীতি অতিক্রম করে নিজেদের মুক্ত করে এগিয়ে যেতে লাগলো। যুদ্ধের পক্ষে উপযুক্ত সংগ্রাম চালিয়ে লালফৌজ ধীরে ধীরে চূড়ান্ত জয়ের পথে এগিয়ে এলো। 'সিচুয়ানের' দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 'হুইলি'-তে আমাদের লালফৌজ আবার নতুন করে উত্তর অভিমুখে যাত্রা করলো। এরা 'সিচাং' ও 'লুকু' পার হয়ে এমন একটি জায়গায় এসে দাঁড়ালো যেখানে 'ওয়াই' আদিবাসীর সংখ্যা ও বসতি বেশী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে চেয়ারম্যান মাও যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, সেই নীতির প্রতি আনুগত্য রেখে আমাদের সেনানীরা 'কুচি' উপজাতিদের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হল এবং 'লাওউ' উপজাতিরা এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকবে এই প্রকার একটা শর্ত করা হল। আর 'লোহুয়াং' উপজাতি (কুচি, লাওউ, লোহুয়াং, এইসব উপজাতিরা সকলেই 'ওয়াই' উপজাতির শাখা প্রশাখা) যারা চিয়াং-কাই-সেকের গোপন সংবাদ সরবরাহকারীদের কাছ থেকে আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে প্রায়ই আক্রমণ করে বসতো। আমরা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমরা স্বাধীনতা লাভের পর, আমাদের নীতিই হবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি পার্টি যে নীতি গ্রহণ করেছিল সেই

নীতিকে ধন্যবাদ এই কারণে যে আমাদের লালফৌজ আর কোনদিক থেকে কোনপ্রকার বাধা না পেয়ে 'ওয়াই' উপজাতিদের এলাকা বা আবাসস্থল অতিক্রম করে অনায়াসেই 'আনস্নুয়াংচাং' এলাকার ফেরীর চৌমাথায় এসে দাঁড়ালো। 'আনস্নুয়াংচাং' 'টাটু' নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। যেখানে একদিন সী-টা-কী'-র স্বর্গরাজ্য ছিল।* তিনি এই নদী পার হয়ে এক সময় উত্তরে অভিযান চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই নদী পার হতে না পেরে মারাত্মকভাবে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন।

* টাইপিং স্বর্গীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম (১৮৫১-৬৪) শুরু হয়েছিল ১৯ শতকের মাঝামাঝি। তখন 'চিং'-এর রাজত্বকাল। তিনি জাতিয়তা-বাদীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছিলেন। ফলে তাঁর এই সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকেরা সংগ্রাম শুরু করেছিল। ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসে হাং-সিউ-চুয়ান ও অন্যান্য নেতৃবর্গ 'কুইপিং' দেশের অন্তর্গত 'কোয়াংসি' প্রদেশের 'চিনটিয়াং' গ্রামে এক গণ অভ্যুত্থান শুরু করেন এবং 'টাইপিং স্বর্গরাজ্য' প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। এই কৃষক সৈন্যেরা 'কোয়াংসি'-র উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসতে থাকে এবং শেষে ১৮৫২ সালে 'হুনান' ও 'হুপেচ' শহর দখল করে। ১৮৫৩ সালে এরা 'কোইয়াংসি' ও 'এ্যানউই' শহরের দিকে অভিযান চালিয়ে 'নানকিং' দখল করে। এই সৈন্যদলের একটা অংশ উত্তর দিকে এগিয়ে এসে 'টায়েন্টসিন'-এ ঢোকবার চেষ্টা করে। যাইহোক এই 'টাইপিং' সৈন্যেরা যে সমস্ত জায়গা দখল করেছিল, সেই সমস্ত এলাকায় স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। এছাড়াও এরা 'নানকিং'-এ রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর এই দলের নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক ও সৈন্য পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক ভুলনীতি অবলম্বন করেন। তার ফল হল এই যে এরা তারপর 'চিং' সরকার, সংযুক্ত বৃটিশ ও ফ্রেঞ্চ অনুপ্রবেশকারী ও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ভালরকম প্রতিরোধ ও বিপ্লব গড়ে তুলতে পারলেন না। ফলে ১৮৬৪ সালে শেষবারের মত তারা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। সী-টা-কাই ছিলেন 'টাইপিং স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা

এই খরস্রোতা নদী বড় বড় পর্বতমালা, যা প্রতিটি পঁচিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, তার অন্তপ্রদেশে প্রবাহিত। এবং প্রতিটি পর্বতমালা ভেদ করে প্রবাহমান। এই দুর্গম পর্বতমালা ও খরস্রোতা নদীর অন্তপ্রদেশে সৈন্য-সমাবেশ অসম্ভব। এবং যদি আদৌ সৈন্য মোতায়েন করা সম্ভব হয়, তাহলেও শত্রুপক্ষ আমাদের অনায়াসেই নজরে আনতে পারে। ফলে ধ্বংস অনিবার্য। 'সেচুয়ানে'র সেনানায়কগণ একবার গর্ব করে ও বুক ফুলিয়ে বলেছিল যে তারা এবারে 'সী-টা-কাই'-এর মত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে লালফৌজকে শেষবারের মত পরাজিত করবে। 'সেচুয়ান'-এর একজন যুদ্ধনায়ক একবার 'আনসুনটাং'-এ এক ডিভিশান সৈন্য সমাবেশ করেছিল। তাদের সঙ্গে মাত্র একটি ছোট বোট ছিল। এবং বাকী সৈন্য উত্তরের পারে অবস্থান করছিল। আমরা অতর্কিত আক্রমণে তাদের ঐ ছোট বোটটা কেড়ে নিয়ে 'টাটু' নদী পার হবার জন্যে প্রস্তুতি চালিয়ে ছিলাম। আমরা জানতুম যে এখানে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক সৈন্য ছাড়া পার হওয়া অসম্ভব। আমাদের মাত্র ১৭ জন সৈন্য কোনভাবে 'টাটু' নদীর অপর পারে পৌঁছেই অতর্কিত আক্রমণ করে বসলো এবং সমস্ত বিপক্ষের সৈন্যকে ধ্বংস করে ফেরী দখল নিল। এদের পেছনেই ছিল প্রথম ডিভিশানের সৈন্যেরা। তারা 'টাটু' নদী

আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এই দল যখন অত্যন্ত বিপদের মুখে, তখন তিনি এই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা আন্দোলন থেকে মত পার্থক্যের জন্যে সরে দাঁড়ান এবং দলে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করেন। তখনও তাঁর অধীনে ১০০,০০০-এর উপর সৈন্য ছিল। তিনি সেই সৈন্যদল নিয়ে একাই আপ্রাণ যুদ্ধ করে 'কিয়াংসি', 'চেকিয়াং' ও আরো ৭টি প্রদেশ দখল করবার চেষ্টা করেন। ১৮৬৩ সালের মে মাসে তিনি 'সিচুয়াং' প্রদেশের 'টাটু' নদীর তীরে শেষবারের মত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন।]

পার হয়েই নদীর উত্তর পারে শত্রুপক্ষের যে সৈন্য সমাবেশ ছিল, তাদের হটিয়ে দিল এবং 'সেচুয়ান' সৈন্যদলের 'হুয়েলিনপিং-এ যাবার পথ করে দিল। দ্বিতীয় ডিভিশানের সৈন্য তখন সহজেই মার্চ করে নদীর দক্ষিণ তটে পৌঁছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নদীর 'লুটিং' ব্রীজের দিকে অভিযান চালালো। দ্বিতীয় ডিভিশানের সৈন্যরাই প্রথম ঐ লৌহনির্মিত ব্রীজের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল এবং শত্রুপক্ষকে ঐ ব্রীজ ধ্বংস করবার এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে সেই লৌহনির্মিত ব্রীজের চেনের সাহায্যে 'টাটু' নদী পার হয়ে প্রথম ডিভিশানের সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

এই সময়টা ছিল ১৯৩৫ সালের জুন মাস। 'টাটু' নদী অতিক্রম করে লালফৌজ 'হ্যান্নুয়ান'-এ একটা বড় রকমের যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে যেতে লাগলো। এখানে 'সেচুয়ান' যুদ্ধের নেতৃবর্গ চার ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এই লালফৌজ পরে 'সেচুয়ান'-এর পশ্চিম দিকের 'টিয়েন-চুয়াং', 'লুমান' ও 'পাওসিং' পার হয়ে 'চিয়াচিং পর্বত পার হয়ে গেল। লংমার্চের শুরু থেকে লালফৌজকে এই প্রথম তুষারমণ্ডিত এত বড় পর্বত পার হতে হল। 'সেচুয়ান'-এর উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত 'টাউই' ও 'ম্যাওকাং' নামে দুটি জায়গা কেন্দ্রীয় লালফৌজেরা দখল নিল। এরা তখন বিজয় গর্বে 'চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির' সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিলো।

যখন কেন্দ্রীয় লালফৌজ লংমার্চের পথে, তখন 'সিচুয়ান-সেনসি' এলাকায় অবস্থিত 'চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মি সাফল্যের সঙ্গে শত্রুপক্ষের ষষ্ঠ সাঁড়াশী অভিযানকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু 'চ্যাং-কুও-টো' দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও, সেই যুদ্ধস্থল ত্যাগ করে তাকে তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে পশ্চিম দিকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। আমাদের সৈন্যরা 'চেইলিং', 'ফুচিয়াং' ও 'মিনচিয়াং' নদী পার

হয়ে 'লীকান' (আজকে যাকে 'লীসিয়ান' শহর বলা হয়) ও 'মেওকাং শহরে এসে 'প্রথম ফ্রন্ট আর্মির সঙ্গে যুক্ত হল।

'চ্যাং-কুও-টাও' যুদ্ধনীতিতে যে ভুল করেছিল, সেটাকে কাজে লাগাবার জন্যে চেয়ারম্যান মাও তাঁর নিজের পার্টির আভ্যন্তরিক সঠিক নীতির প্রতি সব সময়ই আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। সমস্ত শক্তি এক জায়গায় সম্মিলিত হবার পর রাজনৈতিক দপ্তরের কেন্দ্রীয় কমিটি 'লিয়াংহোকু'তে এক সভা আহ্বান করলেন। সেই সভাতে ঠিক হল যে, এবারে উত্তর দিকে অভিযান চালানো হবে। জুন মাসে নতুন করে যে ফৌজ তৈরী করা হল, সেই ফৌজ পরিচালনার দায়িত্ব চেয়ারম্যান মাও নিজের হাতে নিলেন। এই সৈন্যদল অভিযান চালিয়ে 'মেংপি', 'চ্যাংপ্যান' ও 'টাকু' তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী দখল করে 'সাংপ্যান'-এর কাছাকাছি 'মেওয়ারকি'-তে পৌছে গেল। কিন্তু 'চ্যাং-কুও-ট্যাও' তার পশ্চাদ্‌পদেও মারাত্মক-ভাবে ভুল প্রমাণ করতে লাগলো। আমাদের 'প্রথম ও চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মি' একত্রিত হবার পূর্বেই সে এক 'উত্তর-পশ্চিম সামন্ততান্ত্রিক সরকার গঠন করলো। যেটা প্রায় কৌতুকের মত। এতে প্রমাণ হল যে, তার নজর রয়েছে 'সিকাং', 'চিংহাই' ও 'কানসু'-র উত্তর-পশ্চিম সহ সমস্ত উত্তর-পশ্চিম এলাকার প্রতি। এমন কি 'সিনকিয়াং' পর্যন্ত। নিজের পরিকল্পনার প্রতি গভীর আস্থা রেখে সে 'সিকাং' ও 'চিংহাই' এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দিকে পশ্চাদপসরণ করতে লাগলো। এই পশ্চাদ্‌পসরণের ব্যাপারে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আপত্তি সম্পর্কীয় যত টেলিগ্রাম তার হাতে এসেছিল, সে অবলীলাক্রমে তা অগ্রাহ্য করেছিল।

সেই সময় চেয়ারম্যান মাও আমাদের হুকুম দিয়েছিলেন যে আমরা যেন সামনের বিস্তৃত জলাভূমি পার হয়ে পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে সেখানে খাদ্য-শস্যের ভাণ্ডার তৈরী করি। আমরা যখন এ কাজে ব্যস্ত, তখন চেয়ারম্যান মাও 'চ্যাং-কুও-ট্যাও'-র যুদ্ধনীতিতে কোনপ্রকার পরিবর্তন আসে কিনা সেটা বিচারের

জন্যে সারা মাসটা ঐ 'মেওয়ারকি'-তে রয়ে গেলেন। সেই সময়ে জাপানী রাজশক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। ফলে এই সময় ছিল অত্যন্ত দুর্যোগের। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার ন্যূনতম চার বছর পরে এই রাজশক্তি চীনের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত তিনটি প্রদেশে আক্রমণ চালায় ও শেষে দখলে আনে। তারপর 'জিহোল'* কেড়ে নেয়। এরপর এদের জয়ের পালা। এরা তারপর উত্তর চীনের প্রদেশের পর প্রদেশ জয় করে। এমন কি বলা যায় যে চীনের ভূখণ্ডের প্রায় অর্ধেকটাই তারা জয় করে নিয়েছিল বা তাদের পদানত হয়েছিল।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারীর গোড়ার দিকে চীনা কমুনিষ্ট পার্টি একটা ঘোষণা প্রকাশ করলো। তাতে বলা হল যে, চীনদেশে যত সৈন্য আছে তাদের সঙ্গে এই পার্টি একত্রিত হতে বা হাত মেলাতে প্রস্তুত। কারণ তাতে সংযুক্তভাবে জাপানী অনুপ্রবেশকারী ও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তবে এই একত্রিত হওয়া বা হাত মেলাবার সর্ত থাকবে তিনটি। প্রথম সর্ত থাকবে কৌমিনটাংদল লালফৌজ ও তার মূল ঘাঁটিগুলোর ওপর থেকে আক্রমণ তুলে নেবে। দ্বিতীয় সর্ত: জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে। এবং তৃতীয় সর্ত হিসাবে জনসাধারণকে রক্ষা করবে। কিন্তু কৌমিনটাং-এর প্রতিক্রিয়াশীল দল এই বিপদেও চোখ বুঁজে থেকে দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে

* উপরে যে তিনটি প্রদেশের কথা বলা হল তাদের নাম 'লিয়াওনিং', 'কিরিন' ও 'হেললাংকিয়াং'। 'জিহোল' প্রদেশ ১৯৫৫ সালে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এবং এই প্রদেশের সমস্ত এলাকা 'হোপাই' ও 'লিয়াওনিং' প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত এলাকার আভ্যন্তরিক নাম ছিল 'মঙ্গোলিয়া স্বয়ং শাসিত রাজ্য'।

লাগলো। এমনকি তারা জাপানী আক্রমণকারীদের কাছে দাসোচিত ও নীচ মনোভাবের পরিচয় দিতে লাগলো। জাপানীদের খোসামোদ করতে লাগলো এবং শেষে দেশটাকে বিক্রয় করে দিতেও প্রস্তুত ছিল। সেই একই সঙ্গে তারা লালফৌজকে চিরতরে বিনষ্ট করবার জন্যে ও সীলমোহর করে দেবার জন্যে সৈন্য সংখ্যা যতদূর সম্ভব বাড়াতে লাগলো। আমাদের অনুসন্ধানের কাজ তড়িৎ করতে লাগলো। ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে লাগলো। এবং সব শেষে আমাদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশী অভিযানের প্রস্তুতি নিল। তাদের এই ধরনের ভ্রমাত্মক কার্য কলাপে দেশের অনেক অঞ্চলের মানুষের মধ্যেই ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের সঞ্চার হতে লাগলো এবং এ ক্রোধ দিনে দিনে উচ্চরবে ফেটে পড়তে লাগলো। অপর দিকে আমাদের পার্টি দীর্ঘ দিনের দৃঢ়তা ও বীরত্বের ফলস্বরূপ জনগণের গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। জনগণ আমাদের পার্টির দিকে অনেক আশা ভরসা নিয়ে তাকিয়ে ছিল। তারা দেখছিল যে আমরা কি ভাবে জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি ও প্রচণ্ড দায়িত্ব কিভাবে পালন করি। এতৎ সত্ত্বেও আমাদের পার্টি এই গণআন্দোলন ও সংগ্রাম শেষ করে দেবার জন্যে বারবার ডাক দিয়েছিল এবং জাপানী আক্রমণকারীদের বাধা দেবার জন্যে যুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলেছিল। এর ফল হল ভালই। আমাদের পার্টি সমস্ত দেশবাসীর আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পেল। এবং জনগণকে প্রতারণা, প্রতিক্রিয়াশীলনীতি এবং গণআন্দোলন ও যুদ্ধের প্রতিরোধের ফলস্বরূপ চিয়াং-কাই-সেক-কে প্রচণ্ড বিপদ ও আঘাতের সম্মুখীন হতে হল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক দপ্তর 'মেহেরকহি'-এ সাম্মিলিত হয়ে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার ওপর এক প্রস্তাব পাশ করালো এবং লালফৌজের প্রথম ও চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মি একত্রিত হবার ফলে যে গুরু দায়িত্বের প্রশ্ন উঠেছে,

সে সম্পর্কেও সেখানে আলোচনা করা হল। ঠিক হল দুটি পথ ধরে উত্তরে অভিযান চালানো হবে। যে সমস্ত সৈন্য দক্ষিণে অভিযান চালাবে তাদের 'প্রথম ফ্রন্ট আর্মির' প্রথম ও তৃতীয় বিভাগের এবং 'চতুর্থ ও চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির' ৩০ বিভাগের সৈন্য থেকে বেছে বার করা হবে। যারা স্বভাবতই অত্যন্ত সংগঠিত। এই অভিযান পরিচালনা করবেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও স্বয়ং চেয়ারম্যান মাও। এছাড়াও দক্ষিণ দিকে আর একদল অভিযান চালাবে। তারা আসবে 'চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির' নবম বিভাগ, ৩১ বিভাগ এবং 'প্রথম ফ্রন্ট আর্মির' পঞ্চম ও নবমবাহিনী থেকে। এরা স্বভাবতই অত্যন্ত সংগঠিত। এই দলের প্রধান পরিচালক হিসাবে থাকবেন চু-তে ও চ্যাং-কুও-টাও।

দক্ষিণমুখী অভিযানের সৈনাদলেরা জলাভূমি ও জলের মধ্যে দিয়ে অনেক কষ্টে অভিযান চালিয়ে 'প্যান্স', 'পামি' ও 'আসি' অভিমুখে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। চলতি পথে 'প্যাটসো' নদীব কাছাকাছি 'চিউচি-লামাসেরি অঞ্চলের হু-সাং-নান পরিচালিত এক ডিভিশান শত্রুসৈন্যকে ওরা নিষ্ক্রিয় করে দিল। বামদিকের অভিযান-রত সৈন্যেরা 'চোকেচি' থেকে যাত্রা শুরু করে জলাভূমি পার হয়ে 'আপা' ও 'প্যান্সু'-র দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। 'আপায়' পৌঁছে 'চ্যাং-কুও-টাও' তার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উচ্চাশার বশবর্তী হয়ে পার্টি থেকে সরে দাঁড়ালো। পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলো। সে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে পরিষ্কার টেলিগ্রাম মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে, দক্ষিণ অভিযান মুখী সমস্ত সৈন্যেরা এখন থেকে দক্ষিণ দিকে অভিযান চালাবে। এটা তার নিজস্ব দাবী। কেন্দ্রীয় কমিটি তৎক্ষণাৎ তাকে এ ব্যাপারে নিরস্ত করবার জন্যে নানাপ্রকারের বার্তা পাঠাতে লাগলো। তাকে দক্ষিণ দিকে অভিযান পরিচালনা থেকে নিরস্ত করতে চাইলো এবং তার ভুল বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলো। এবং সব শেষে জানালো যে এখন একমাত্র পথ খোলা আছে, উত্তরে

এগিয়ে যাওয়া। শেষে তাকে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে হুকুমও করা হয়েছিল। 'চ্যাং-কুও-টাও' কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেশ অগ্রাহ্য করে নিজের ভুল পথ ধরেই চলতে লাগলো।

তখন বাধ্য হয়ে দক্ষিণ-মুখী অভিযানের সৈন্য কমিয়ে ৭,০০০-৮,০০০তে এনে দাঁড় করানো হল। কিন্তু তখনও কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তাকে উত্তরে অভিযান চালাবার জন্যে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো। সেপ্টেম্বর মাসে এই সৈন্যদল 'পাসি' থেকে যাত্রা করে 'প্যাটসো' নদী অতিক্রম করলো। তারপর 'কানসু'-র দক্ষিণ দিকে অবস্থিত 'পেইলাং' নদীর পাশ দিয়ে দুর্লঙ্ঘ্য গিরিপথের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসে 'লাজুকো'-র গিরিপথে যে প্রকৃতির বাধা আছে তা অপরিসীম সাহসের সঙ্গে জয় করলো। এই সৈন্যদল পরে 'মিনসান' পর্বত অতিক্রম করে গভীর তুষারাবৃত অনেক পর্বত ও জলাভূমি পেছনে রেখে 'কানসু'-র দক্ষিণে 'মিনসিয়ান' ও 'সিকু'-র মধ্যবর্তী জায়গা 'হাটাপু'-তে পৌঁছুলো। এই সংবাদে শত্রুপক্ষ তৎক্ষণাৎ লালফৌজের এই অগ্রগতিকে বাধা দানের জন্যে 'উইস্যুই' নদীর তীরে ২০০,০০০—১০০,০০০ সৈন্যের এক প্রতিরোধ খাড়া করলো। 'হাটাপু'-তে দু'দিনের বিশ্রামের পর, আমাদের সৈন্যেরা 'টিয়েনস্যুই' আক্রমণের ভান করে শত্রুপক্ষকে বিপথে পরিচালিত করলো। ফলে শত্রুপক্ষ তাদের ঐ স্থানের শক্ত ঘাঁটি আগলে বসে রইলো এবং তাদের সমস্ত নজর ও ক্রিয়াকলাপ সেখানেই সীমাবদ্ধ রাখলো। ইতিমধ্যে আমরা 'উইস্যুই' নদীর তীরে অবস্থিত কৌমিনটাং দলের সুবিশাল 'কর্ডন' ভেদ করে ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে 'উসান' ও 'চ্যাংসিয়ান'-এ পৌঁছে গেলাম। পরে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এবং তড়িৎ সাফল্যের সঙ্গে 'পাংলো' ও 'টাংউই' দখল নিলাম। অক্টোবর মাসে আমাদের সৈন্যেরা 'হুই' অধিবাসীদের অঞ্চল ভূমি পার হয়ে শত্রুপক্ষ 'হুইনিং' ও 'চিংনিং' এবং 'পিংলিয়াং' ও 'কুয়ান'-এ (এখন যে অঞ্চল 'লিংসিয়া'-র অধীনে) যে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলেছিল তা ভেদ করে বেরিয়ে এলো।

এ অঞ্চল 'কাংসুর' পূর্বদিকে অবস্থিত। এই সময়ে আমাদের সেনারা জোর অনুসন্ধান চালিয়ে এবং বাজি রেখে শত্রুপক্ষের বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যদলকে মেরে তাড়িয়ে দিল। আমরা তারপর 'কুয়ুয়ান'-এ অবস্থিত বিশাল এবং সুউচ্চ 'লিউপান' পর্বত পার হয়ে 'হুয়ান সিয়েন'-এর পাশ দিয়ে 'উচিচেন'-এ পৌছুলাম। 'উচিচেন' শহর হিসাবে খুবই ছোট। 'সেনসির' উত্তর দিকে এ অঞ্চল আমাদের সংগ্রাম ও বিপ্লবের কেন্দ্র। এখানে এসে আমরা ১৫ নং 'আর্মি গ্রুপের' সঙ্গে মিলিত হলাম। আমাদের ১৫ নং আর্মি গ্রুপ' অনেক আগেই এখানে অবস্থান করছিল। 'চিলোচেনের' যুদ্ধে আমরা চিয়াং-কাই-শেকের তৃতীয় দফা 'ঘেরাও ও দমন' নীতির যে প্রচার কার্য চালানো হচ্ছিলো সেই নীতিকে পরাজিত করি। এই অঞ্চল 'সেনসি-কানসুর' সীমারেখায় অবস্থিত। এর ফলে আমরা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি চীনের উত্তর-পশ্চিমে বিপ্লবের জাতীয় হেড কোয়াটার্স স্থাপনের যে দায়িত্ব নিয়েছিলাম, তার ভিত্তি ভূমি স্থাপনে সক্ষম হই।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 'সেনসি'-তে সরে আসার পরে এর রাজনৈতিক দপ্তর ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ওয়াওপো'-তে মিলিত হয়। 'ওয়াওপো' সম্মেলনে পার্টির ভুল সম্পর্কেও সমালোচনা করা হয়। এতে বলা হয় যে চীনের জাতীয় জায়গীরদার বা জমিদারের কোন অবস্থাতেই চীনের কৃষক ও মজুরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুক্ত-ভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেবে না। সুতরাং ঠিক হল যে এখন থেকে এমন রণকৌশল অবলম্বন করতে হবে যাতে জাপানের বিরুদ্ধে 'জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট' তৈরী করা সম্ভব হয়। চীনের দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবের চরিত্রে এ নীতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হল। এবং পার্টির মধ্যে সংগ্রাম ও বিপ্লব সম্পর্কে কিছু-সংখ্যক লোকের মনে যে সঙ্কীর্ণতা, অন্ধতা ও অতিব্যস্ততা দেখা দিয়েছিল, এবং যে অবস্থা দীর্ঘকাল ধরে পার্টির মধ্যে অবস্থান করছিল, এবারে সে সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে সমালোচনা করা হতে লাগলো। দ্বিতীয় গৃহ

যুদ্ধ ও বিপ্লবের সময়ে (এ যুদ্ধ 'আগ্রারিয়ান' বিপ্লব নামেই বেশী পরিচিত) লালফৌজ ও পার্টির পরাজয়ের মূল কারণ ছিল এই ভুল ধারণা। এরপর 'লং মার্চ' চলা কালে 'সুনী' সম্মেলন ডাকা হয়। সেই সম্মেলনে সাময়িকভাবে সৈন্য বিভাগের ও পার্টির কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিকে আলোকপাত করা হয়। আমাদের লাল-ফৌজ 'লং মার্চ' করে 'সেনসির' উত্তরে পৌঁছুবার পরই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমরেড মাও-সে-তুং-এর পক্ষে রাজনৈতিক দিকের রণ-কৌশল ও নানাপ্রকার সমস্যার সহানুভূতিপূর্ণভাবে পথ খোঁজা সম্ভব হয়েছিল। 'ওয়াও পো'-তে যে সম্মেলন ডাকা হয়েছিল তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই সম্মেলনের পরেই কমরেড মাও-সে-তুং তাঁর 'জাপানী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে রণকৌশল' শীর্ষক রিপোর্ট তৈরী করেন। এই রিপোর্টে তিনি পার্টির নীতি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে জাপানীদের বিরুদ্ধে 'জাতীয় যুক্ত ফ্রণ্ট' গঠনের প্রস্তাব অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে রেখেছিলেন। এ প্রস্তাবে প্রথম ও দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লবের মূল অভিজ্ঞতার কথাও বলা হয়েছিল। এবং পার্টির তৎকালীন 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবের' সারাংশের রূপরেখাও বর্ণিত হয়েছিল।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে চ্যাং-কুও-টাও-এর খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতকতার পর সে ইচ্ছাকৃতভাবে বামমুখী অভিযানরত সৈন্যদল ও ডানমুখী অভিযানরত সংগঠিত দুইদল সৈন্য, যারা মূলত 'চতুর্থ-ফ্রন্ট আর্মির' অংশ, তাদের নিয়ে সে পুনরায় জলাজংলা ভূমি ও কিছু-সংখ্যক তুষারাবৃত পর্বত পার হয়ে 'সিচুয়াং-সিকাং' সীমারেখা ধরে 'টেনচুয়াং' ও 'লুসান'এর কাছাকাছি 'মেওকাই', মাওকাং এবং পাওমিং-এর মধ্য দিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে লাগলো। এইভাবে যখন সে 'চমুটাও' পৌঁছুলো তখন তার পূর্ণ পরিকল্পনা প্রকাশ

গেল এবং তখন সে প্রকাশ্যে পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার কাজে নামলো। সে প্রকাশ্যে এই মিথ্যা কথা প্রচার করতে লাগলো যে, সে নিজে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরী করেছে এবং সেই কমিটির চেয়ারম্যান সে নিজে। এই অবস্থার মধ্যে প্রধান সেনানায়ক 'চু-তে' পার্টির মধ্যে এই ধরনের আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও চেয়ারম্যান মাও-র সঠিক নীতিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রইলো এবং রাজনৈতিক আদর্শ বজায় রাখতে লাগলো। 'চ্যাং-কুও-টাও' তাকেও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এবং মতামত প্রকাশ করবার জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো। কমরেড 'চু-তে' এ ব্যাপারে শুধু যে দৃঢ়তার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানই করেছিল শুধু তাই নয়। 'কেন্দ্রীয় কমিটির' সঠিক নীতি ক্যাডারদের অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বোঝাবার চেষ্টাও করেছিল।

'চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মি' 'টিয়েনচুয়ান-লুসান' অঞ্চলে তিনমাস অবস্থানের সময়ে কৌমিনটাং-এর কেন্দ্রীয় সেনাদলের কিছু-সংখ্যক সৈন্য 'মুচেয়াং'-এর সেনানায়কদের সহযোগিতায় আমাদের আক্রমণের জন্য 'মুচেয়াং' এ প্রবেশ করে। সেখানে দুদিক থেকে আক্রমণের ফলে আমাদের সেনাদলের অনেক ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছিল। এর ফলে 'চাং-কুও-টাও' একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। তার প্রতিরোধকারী সৈন্যদলের একটি অংশের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সে বাধ্য হয়ে 'চিংহাই' প্রদেশে পালিয়ে যাবার জন্যে 'সিনিং,-এর পথ ধরলো। এই পশ্চাদপসরণের সময়ে তাকে 'টাওফু', 'লুহো', 'চাংহুয়া', 'ক্যানটি' এবং 'সিকাং' এর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত 'টেচিন সু' -র মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছিল।

এই সময়ে 'দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মি' 'হুনান-হুপেচ-সিচুয়ান কৈচো'-র মূল ঘাঁটি থেকে যাত্রা শুরু করে আকস্মিকভাবে 'ক্যানটি'-তে এসে পৌঁছে যায়। এরা বহু দূর পথ অতিক্রম করে এসেছিল। আসবার পথে এদের 'কৈচোর' দক্ষিণে ও 'উনান' প্রদেশে অপরিসীম বীরত্বের

সঙ্গে জীবন পণ করে দিনের পর দিন যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এই সময়ে 'চু-তে' 'কেন পী-সী,' 'হো-লাং', 'কুনান-হাসিয়াং-ইং' এবং অন্যান্য কমরেডরা দৃঢ়তার সঙ্গে 'পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির' সঠিক নীতির প্রতি বিশ্বাস রেখে, সে নীতিকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিল। 'চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির' বেশী-সংখ্যক সৈন্য এবং ক্যাডারেরা তখন দক্ষিণ দিকে অভিযান চালানো যে কতবড় ভুল কাজ, সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। এবং সেই মুহূর্তে এই দাবী উঠেছিল যে তারা সমস্ত সৈন্য নিয়ে জাপানী আক্রমণকারীদের বাধা দেবার জন্যে উত্তরে অভিযান চালাবে। ফলে স্বধর্ম ত্যাগী 'চ্যাং-কুও-টাও'-র ফাটল ধরা পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হল। সে তার 'মিথ্যা পরিকল্পিত কেন্দ্রীয় কমিটি' ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হল এবং সেনাদলকে উত্তর অভিমুখে অভিযান চালাবার জন্য হুকুম পাঠালো।

'ক্যানটি' থেকে যাত্রা শুরু করে আমাদের সৈন্যদল 'টাংকু', 'আপা' ও 'পোটসো' পার হয়ে এবং তুষারাবৃত বহু পর্বত ও জল-জংলা ভূমি অতিক্রম করে আগষ্টমাসে 'কানসু'-র দক্ষিণে এসে হাজির হল। এবং 'হাটাপু', 'টাটসাওটান' ও 'লিনটাং' অধিকার করলো। এই সময়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, কমরেড 'নিচ্-জাঙ্-চেন, ও 'টৌ-চুয়াং'-কে হুকুম পাঠালো যে তারা যেন তাদের সৈন্য দলকে পশ্চিমে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে 'দ্বিতীয় ও চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির' উত্তর অভিযানের পথ প্রস্তুত করে দেয়। আমাদের এই প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল 'চিংনিং' ও 'হুইনিং' এলাকায় কৌমিনটাং দলের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মিকে এই সময়ে দুভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম দলকে দক্ষিণ দিকে ও দ্বিতীয় দলকে বাঁ দিকে অভিযান চালাতে বলা হয়েছিল। দক্ষিণমুখী সৈন্যদল ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পূর্বদিকের 'সিহো' ও 'উসানে' পৌঁছে গিয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে 'চেনসিয়েন' 'হুসিয়েন', 'কানসিয়েন' ও 'কানসুর' দক্ষিণ পূর্ব দিকের 'লিয়াংটাং' অধিকার করে নিল। এবং 'সেনসির' পশ্চিম দিকে

'কেনসিয়েন'এ ঘাঁটি গাড়লো। আমাদের এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল 'কৌমিনটাং' দলের সৈন্যদলকে 'হু-সং-নানের অধীনে বেঁধে ফেলবার জন্যে। ইতিমধ্যে 'নী-জাং-চেন' ও 'সো-চুয়ান'-এর অধীনে যে সৈন্যদল ছিল, তারা 'মাও-পিং-ওয়েন' ও 'সু-কে-সিয়াং'-এর নেতৃত্বে শত্রুপক্ষকে ঘিরে ফেললো। যখন 'নী-জাং-চেন' ও 'সো-চুয়ান' শত্রুপক্ষের ঘেরাও সৈন্যদলকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবার জন্যে 'চ্যাং-কুও-টাও'-কে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অনুরোধ জানালো, তখন 'চ্যাং-কুও-টাও' নিজের যুদ্ধের ভুল নেতৃত্বের প্রতি অবিচল রইলো। এমন কি সে 'মিনসিয়ান' 'লিংটাও' ক্ষেত্রে যুদ্ধের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়ে এমন ধৃষ্টতার পরিচয় দিল যে, বামমুখী অভিযানরত সৈন্যদলকে নিজে পরিচালিত করে আর পশ্চিমে অগ্রসর হতে না দিয়ে পশ্চাদপসরণের ভূমিকা নিতে বললো। কারণ তার মূল লক্ষ্যস্থল ছিল 'চিংহাই'-এর 'সিনিং' অঞ্চলের দিকে। তার এই ধরনের কার্যকলাপের জন্যে সৈন্য বিভাগের নানা মহলে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সেই কারণে তার পক্ষে 'ইয়োলো' নদী অতিক্রম করা অসম্ভব হয়ে পড়লো এবং তখন সে উপলব্ধি করলো যে এবারে ফিরে আসা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই।

এর ফল এই যে, তার ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও স্বার্থ অপূর্ণ রইলো। তখন সে আবার নতুন করে পরিকল্পনা করলো যে, তার পরিকল্পনা সে 'নিগসিয়া' প্রচার কার্যের কাজে লাগাবে। এই ভেবে সে পুনরায় 'চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মিকে' যে ভাবেই হোক পশ্চিমের 'ইয়োলো' নদী অতিক্রম করবার হুকুম দিল। মোট সৈন্যের কিছু-সংখ্যক ঐ নদী অতিক্রম করবার সঙ্গে সঙ্গে 'হু সাং নানের' নেতৃত্বে কৌমিনটাং-এর সৈন্যদল সেখানে হাজির হয়ে কেন্দ্র অধিকার করে নিল। ফলে 'চ্যাং-কুও-টাও'র পরিকল্পনা অনুসারে যে সমস্ত সৈন্যদল নদী পার হতে সক্ষম হয়েছিল, তারা 'কানগে'র (এখন যার নাম 'চ্যাংএ') পশ্চিমদিকে এবং 'কানসু'র

পশ্চিমে 'সুচো'র (যার বর্তমান নাম 'চেউচুয়াং') দিকে সরে যেতে লাগলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বার বার কৌমিনটাং সৈন্যদল কর্তৃক ঘেরাও করতে লাগলো। এই সময়ে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও তারা শেষবারের মত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল।

'চ্যাং-কুও-টাও'র এই ধরনের মারাত্মক ভুলের ফলে পার্টি ও লালফৌজকে অপরিসীম ক্ষতি সহ্য করতে হল। সত্যি কথা বলতে কি 'সুনী' অধিবেশনের পর কমরেড মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সেই সময়ে যে নেতৃত্ব দান করেছিল এবং যে ভাবে যুদ্ধনীতি পার্টির সকল কর্মীর মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল, তার ফল স্বরূপ দেখা গেল যে, 'চ্যাং-কুও-টাও'র ভুলপন্থা সংগ্রাম ও বিপ্লবকে নিদারুণ ক্ষতির মুখে এনে দাঁড় করাতে পারেনি. এই সময়ে কমরেড মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্ব 'চ্যাং-কুও-টাও'র ভুলপন্থা থেকে 'চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মিকে' রক্ষা করবার একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে আসতে সাহায্য করলো। এ নীতি একটা অস্বাভাবিক কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে চীনের মজুর ও কৃষক লালফৌজের অংশকে কৌশলে 'চ্যাং-কুও-টাও'র নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে আনা হল। এই ভাবেই দীর্ঘ 'লং মার্চে'র বিজয় পর্ব সমাধা করা হল।

১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে আমাদের লালফৌজের তিনটি অংশ প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মি 'হুনিং'এ একত্রিত হল। এই একত্রিকরণের পরেই আসছে 'সানচেনপাও'-এর যুদ্ধ। সেখানে হু সাং নানের নেতৃত্বে যত সৈন্য ছিল, সমস্ত বাহিনীকে ঝেঁটিয়ে শেষ করে দীর্ঘদিনের 'লংমার্চ' এক বিজয় পর্বের মধ্যে সমাধা করা হল। তারপর আমাদের সৈন্যদল কমরেড মাও-সে-তুং পরিচালিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সংগ্রাম নীতির প্রতি অত্যধিক বিশ্বাসী হয়ে অতি শীঘ্র জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্যে জাপান বিরোধী এক 'জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট' গড়ে তোলার প্রস্তুতির কাজে নামলো।

মোট কথা অতীতের 'লংমার্চ'এর দিকে যদি আমরা ফিরে তাকাই, তবে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাব যে, আমাদের জয়ের মূল কারণ ছিল পূর্বের বামপন্থীদের নীতিকে সংশোধন করে কমরেড মাও-সে-তুং-এর নীতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। এ ছাড়াও ছিল সঠিকভাবে 'চ্যাং-কুও-টাওর' স্বার্থপরতা, উচ্চাশা ও উদ্ভট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম এবং কমরেড মাও-সে-তুং-এর নীতিকে সঠিকভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজে লাগানো ও রূপায়িত করা।

আমরা দেখেছি যে কমরেড মাও-সে-তুং-এর দীর্ঘ পরীক্ষিত বিপ্লব ও সংগ্রাম-চিন্তার মূলে ছিল মার্কসীজিস লেনিনিজিম। যা তিনি চীনের অবস্থা ও পরিবেশের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। মাও-সে-তুং-এর এই পন্থা, নীতি ও নেতৃত্বই চীনের বিপ্লব জয়ের মূল কারণ। আমাদের দীর্ঘ সংগ্রামে—এই নীতিই ছিল চীনের কমুনিস্ট বিপ্লবের তুলনাহীন শক্তি। এই শক্তিতে সংগ্রামী সৈন্যদল সাফল্যের যুদ্ধশক্তি ফিরে পেত। মাও-সে-তুং-এর এই চিন্তা ও নীতিতে বিশ্বাসী লালফৌজ নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে কঠোর ও অলৌকিক মনোবলের মাধ্যমে একের পর এক যুদ্ধ জয় উত্তীর্ণ করে 'লংমার্চ'-কে সমাপ্তি পর্বে নিয়ে এসেছিল এবং সমগ্র দেশ ও জাতিকে এক নতুন জয় যাত্রার পথে এনে দাঁড় করিয়েছিল।

এই ঘটনাকে যদি রসোত্তীর্ণ করে বলা হয়, তবে বলতে হয় যে 'লংমার্চ' ছিল চীনা কমুনিস্ট সংগ্রামের পরীক্ষিত এক অপরাজেয় হাতিয়ার। যে হাতিয়ার প্রথমে মাও-সে-তুং-এর চিন্তায় জন্মলাভ করেছিল।

উচিয়াং নদীতে সেতু নির্মাণ

চুয়াং-হো-চিয়েন

'লংমার্চ'-এর প্রথম নতুন বছরে 'ক্যাডার রেজিমেন্টের' ইঞ্জিনীয়ারদেরই বেশী কর্মতৎপরতায় দেখা গেল। ওরা সেই সময় 'উচিয়াং' নদীর ৬০ কিলোমিটার দূরে একটা গ্রামে অবস্থান করছিল। নতুন বছরের উৎসব পালনের ব্যাপারটাই ছিল আনন্দের। কারণ এই উৎসবে যুক্ত ছিল সকলে একত্রে মিলিত হওয়া, বনভোজন করা এবং আরো বহুবিধ অনুষ্ঠান পালন করা। কিন্তু এই বছরে এই উৎসব পালনের ব্যাপারটাই ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কারণ দিনের পর দিন একটানা মার্চের ফলে প্রত্যেকেই ছিল অত্যন্ত ক্লান্ত। এবং তারা প্রত্যেকেই সারা রাতের মত বিশ্রাম চাইছিল। নতুন বছরের উৎসব সাধারণভাবে পালন করবার পর প্রত্যেকে সেই রাতের মত বেশ একটা জমাটি ঘুম দেবার জন্যে চলে গেল।

আমরা সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, হঠাৎ একটা হুকুম এলো। যে হুকুম আমাদের শান্তিপূর্ণ ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল। হুকুমে বলা হল যে আমরা যেন এখনই যাত্রা করি এবং সকাল হবার আগেই 'চিয়াংচি'র ফেরীর কাছে পৌঁছে যাই। কারণ আমাদের 'উচিয়াং' নদী পার হবার জন্যে এখনি একটা সেতু নির্মাণ করতে হবে। এই খবরে আমাদের ঘুমের চিন্তা মুহূর্তে অন্তর্ধান হল। আমি খবরটা সকলকে জানালাম এবং আমরা সকলে অতি শীঘ্র সেদিকে যাত্রা করলাম।

আমরা যখন যাত্রা করলাম তখন রাত অনেক এবং চারিদিকে ঘন আঁধার। উত্তরে বাতাসের সঙ্গে ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও পড়ছিল: আমরা একটা অসমান গিরিপথের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু যখন আমরা নদীর ধারে এসে পৌঁছুলাম তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

আমরা প্রধান দপ্তরে এসে আমাদের আগমনের সংবাদ পাঠালাম। কমরেড চ্যাং-আন-আই আমাদের সঙ্গে নিয়ে সামনের বিস্তৃত অঞ্চলে গোপন অনুসন্ধান চালাবার জন্যে নিয়ে গেলেন। আমরা নদীর পারে এসে তাকিয়ে দেখলাম যে 'উচিয়াং' নদীটা বাস্তবিক পক্ষে একটা স্বাভাবিক প্রতিরোধক। অর্থাৎ এ নদী প্রকৃতিতেই বাধা স্বরূপ। নদীর দুই তীর ঘন আঁধারে ঢাকা। সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী এই নদীকে দুপাশ থেকে আঁকড়ে ধরে আছে। এই সমস্ত পর্বতের চূড়া যেন দূর আকাশের মেঘের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে। এই নদীর বিস্তার ২০০ মিটার। খরস্রোতা এবং দারুণ উঁচু ঢেউ-এ ভরাট। আমাদের দায়িত্ব হল এই খরস্রোতা নদীর ওপর একটা সেতু তৈরী করা, যে সেতুর অপর পারে আমাদের শত্রু-পক্ষ ক্রমাগত যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলো এবং কামান, গুলি-গোলা এনে জমা করছিল। আমরা বুঝতে পারলাম যে, এই সেতুটাই আমাদের জয়ের পথ প্রশস্ত করবে।

কিন্তু এই সেতু আমরা কেমন করে গড়বো? কত লোক, কত মাল-মশলা এবং কত সময় আমাদের প্রয়োজন? আর তাছাড়া এই সেতু নির্মাণের মাল-মশলাই বা আমরা কিভাবে যোগাড় করবো? এবং সময় মত আমরা তা শেষ করবোই বা কি করে? এ ছাড়াও সেতু নির্মাণের কাজে নিয়োজিত এত অল্পসংখ্যক সৈন্যকে কারাই বা রক্ষা করবে? এই ধরনের নানা সমস্যা আমাদের সমাধান করে নিতে হবে। কিন্তু আমি জানি যে এ কাজ যতই কঠিন হোক না কেন, আমাদের ইঞ্জিনীয়ারেরা এ কর্তব্য পালন করতে পারবে। যদিও ওরা লালফৌজের ইঞ্জিনীয়ার বিভাগের নীচুতলার ক্যাডারদের মধ্য থেকে সংগৃহীত, তবুও এদের বিবেক ছিল চড়া সুরে বাঁধা এবং এ কাজে দক্ষতাও ছিল যথেষ্ট।

আমি সেনাদলের কাছে ফিরে এসে তাদের ঐ নদীর মাপ

নিতে বললাম। তারপর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও পদাতিক সৈন্যদের সঙ্গে ঐ সেতু নির্মাণের ব্যাপারে আলোচনায় বসলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যাডার রেজিমেন্টের কমরেড' টান-সী-লীন' সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন একজন ইঞ্জীনিয়ার উপদেষ্টা। তাঁর উপস্থিতিতে আমাদের এ কাজে উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং বিশ্বাস আরো বাড়লো।

হিসাবে দেখা গেল এ নদীর গভীরতা ১৭ মিটার এবং প্রতি সেকেণ্ডে কারেণ্ট ১'৮ মিটার। এই হিসাবের ভিত্তিতে আমরা ঠিক করলাম যে এখানে একটি বাঁশের ভাসমান সেতু নির্মাণ করবো।

এই সেতু নির্মাণের পরিকল্পনার ব্যাপারে কমরেড টান-সী-লীন আমাদের নানাভাবে সাহায্য করলেন। পরে আমরা সেই পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের প্রধান দপ্তরে আলোচনার জন্যে গেলাম। পরিকল্পনা পাশ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক সৈন্যদের ও ইঞ্জিনীয়ার-দের সেখানে সবুজ বাঁশ ফেলবার জন্যে পাঠানো হল। অপর সৈন্যদের দড়ি, করাতে কাটা প্রশস্ত তক্তা এবং আরো প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র জোগাড় করতে বলা হল।

সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগীতা শুরু হল। এ কাজের ব্যাপারে আমাদের শিক্ষিত কর্মী ছিল ২০০ জনেরও বেশী। কাজের সুবিধার জন্যে আমরা ঐ কর্মীদের আট অথবা নয় ভাগে ভাগ করে ফেললাম। এবং এদের বিশেষ বিশেষ কাজে নিযুক্ত করা হল। যেমন জোগান দেওয়া, ভেলা তৈরী করা, সেতু নির্মাণের কাজে সাহায্য করা, পদাতিক সৈন্যদের নজরবন্ধ করা, উৎসাহ যোগানো এবং তাদের রক্ষা করা ও আরো কিছু-সংখ্যক সৈন্যকে একাজের জন্যে প্রস্তুত করা।

শত্রু পক্ষ যখন দেখলো যে আমরা ঐ নদীতে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করেছি, তখন তারা আমাদের ওপর রাশি রাশি রাইফেলের গুলি অবিরাম ধারায় বর্ষণ করতে লাগলো। ফলে আমাদের কিছু

কমরেড মারা গেলেন। কিছু আহত হলেন। কিন্তু তবুও আমাদের কাজ চলতে লাগলো। অবিরাম গুলি বর্ষণের মধ্যেও বাঁশের ভাসমান সেতুর কাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলো।

আমরা একটা সেতুর নৌকা তৈরী করবার জন্যে বাঁশের পাটাতন বানাবার কাজে নামলাম। এই বাঁশের পাটাতনকে আমরা একের পর অপরটি রেখে তিনটি স্তরে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজালাম। প্রতি দুইটি ভাসমান নৌকার মাঝে আমরা দুইটি করে পাদানী রাখলাম। সেই পাদানীর সঙ্গে করাতে কাটা হালকা কাঠের তক্তা ভাসিয়ে অপর নৌকার পাদানীর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সেই নৌকায় ওঠবার ব্যবস্থা করলাম। এই ভাবে নৌকার সঙ্গে নৌকা গেঁথে আমরা ভাসমান সেতু গড়ার কাজে নামলাম। এই ভাসমান সেতু একদিকে যেমন হালকা অপর দিকে তেমন সবল।

শত্রুপক্ষের গুলিবৃষ্টি আমাদের তেমন কোন ক্ষতি করতে পারছিল না। কারণ ঐ গুলিবৃষ্টি ভাসমান নৌকার সবল কাঠ ও বাঁশে এসে আঘাত করছিল। তাতে কিছু বাঁশ ভেঙ্গে যাচ্ছিলো বটে তবে জলে ডোবা সম্ভব নয় বলে এরা অনায়াসেই ভেসে থাকছিল। ফলে বারবার গুলির আক্রমণ সত্ত্বেও আমাদের ভাসমান সেতু গড়ার কাজ বন্ধ থাকছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের ক্ষতির পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। তবে এ কাজের ব্যাপারে অত্যধিক ভয়ের একটা কারণ ছিল এই যে, শত্রুপক্ষ অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে তাদের মেসিনগান ও রাইফেলের গুলি জলের মধ্যে কর্মরত আমাদের কর্মীদের ওপর অবিরাম বর্ষণ করে যাচ্ছিলো। ফলে এ কাজে ভয়ানক বাধার সৃষ্টি হচ্ছিলো। আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম আর বলতে লাগলাম যে তোমরা এখন যতখুশি আমাদের নরক যন্ত্রনা দাও। কিন্তু সময় এগিয়ে আসছে যখন আমরা এর প্রতিশোধ নেব।

একটানা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। ফলে কর্মরত প্রতিটি মানুষের পোষাক অল্প-সল্প ভিজে যাচ্ছিলো। এই সময়টা ছিল

শীত কালের মাঝামাঝি সময়। সেই কারণে আমাদের জলে কর্মরত সমস্ত কমরেডদের হাত-পা ঠাণ্ডায় শক্ত ও অবস হয়ে যাচ্ছিলো। অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্যে হাত-পায়ে কোঁড়াও দেখা দিচ্ছিলো। এই সময়ে আমরা কেবলমাত্র শত্রুপক্ষের সঙ্গেই যুদ্ধ করছিলাম না। প্রকৃতির সঙ্গেও যুদ্ধ করছিলাম।

নদী যেখানে প্রশস্ত নয় সেখানে ভাসমান সেতু নির্মাণের কাজ সহজ হচ্ছিলো। কিন্তু নদীর গভীরতা যেখানে বেশী সেখানে সেতু নির্মাণের কাজের অর্থ, একটা বন্য ও তেজী ঘোড়াকে বশে আনবার চেষ্টা করা। সেখানে কারেন্ট এত বেশী যে নিয়ন্ত্রণ প্রায় অসম্ভবই বলা যায়। অত্যন্ত স্রোতের ফলে ভাসমান সেতুকে এক জায়গায় রাখা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। এই ভাসমান সেতুকে আমরা ১০০ ভাগে ভাগ করলাম। এই ভাসমান সেতুকে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারি তাহলে আমাদের কি ধরনের সেতু প্রয়োজন?

সময় এবং নদীর বহমান জল কারো জন্যেই অপেক্ষা করে না। এবং এই বহমান নদী ও সময়কে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখাও আমাদের ক্ষমতার বাইরে। তাহলে এখন আমরা কি করবো? এই সমস্যা আমাদের বিমূঢ় ও বিব্রত করে তুললো। এবং মনে হল যে আমাদের হৃৎপিণ্ডটা যেন গলায় এসে আটকে আছে। এই উভয় সঙ্কটের মুখে কমরেড টান সী-লীন আমাদের মনে বেশ ভালরকম বিশ্বাস এনে দিয়ে বললেন: "বিব্রত বোধ কোরো না। প্রত্যেকে চিন্তা করতে থাক। আমার কোন সন্দেহ নেই যে এই সেতু নির্মাণের একটা উপায় বেরিয়ে আসবে।"

তখন সমস্ত কমরেডরা এক জায়গায় আলোচনায় বসলো। কিছু-সংখ্যক কমরেডরা ঐ নদীতে পিলার গাঁথবার কথা বললেন। আবার কিছু-সংখ্যক কমরেড মন্তব্য করলেন যে এই খরস্রোতা নদী পার হতে গেলে দড়ির সাহায্যে পার হতে হবে। কিন্তু সেতু নির্মাণের যে মাল মশলা আমাদের হাতে ছিল তাতে ঐ দুই পন্থার

কোনটাই কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না। সেই সঙ্গে এই গভীর নদীর চরিত্র এবং আরো নানা দিক চিন্তা করবার ছিল।

শেষে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, এই সমস্যার সমাধান না হলে ভাসমান সেতু নির্মাণ করা যাবে না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর কমরেড টান সী-লীন বেশ পরিষ্কার গলায় বললেন: 'আমরা যদি ভাসমান সেতুর নীচে বড় বড় পাথর বেঁধে ঝুলিয়ে দিই তাহলে কেমন হয়'। অর্থাৎ বড় বড় পাথরের চাপে ভাসমান সেতু শ্রেণীবদ্ধভাবে নোঙর করবে কিনা।

আমরা যারা তাঁকে ঘিরে বসেছিলাম সমস্বরে বলে উঠলাম: "চমৎকার আইডিয়া"। তখন আমরা সকলে এই পন্থাকে এক বাক্যে স্বাগত জানালাম।

আমরা তখনই ঐ পন্থা পরীক্ষার কাজে নামলাম। কিন্তু দেখা গেল ১৫০ অথবা ২০০ কিলোগ্রামের ওজনের পাথর জলে নামিয়ে দিলেও যথেষ্ট ওজন হচ্ছে না। অর্থাৎ ভাসমান সেতুকে নোঙরের কাজ করছে না। এ ছাড়াও পাথরগুলো অত্যন্ত মসৃণ হবার ফলে নদীর তলে আঁকড়ে থাকছে না। সবল তক্তা থেকে খুলে যাচ্ছে। এর পরেও দেখা গেল যে আমাদের হাতে বা সংগ্রহে এত বড় বড় পাথর নেই। এবং যদি এগুলো সংগ্রহ করতে হয় তবে অনেক সময় লেগে যাবে। অবশ্য যদি আমরা এই পাথর বেশী করে কাজে লাগাই তবে ঐ ভাসমান সেতুকে ধরে রাখতে পারে। কিন্তু এত পাথর জোগাড় করবার তখন সময় আমাদের হাতে ছিল না। সুতরাং আমাদের বাধ্য হয়ে অন্য পন্থার কথা ভাবতে হতে লাগলো।

পাথরের নোঙরের চিন্তাকে আমরা একটু সংস্কার করে নিলাম। বড় বড় পাথর ব্যবহারের পরিবর্তে আমরা ঝুড়ির মধ্যে ছোট ছোট পাথর জমা করে তা ব্যবহারের কথা চিন্তা করলাম। এবং এই ঝুড়ি হবে বাঁশের ফালা দিয়ে তৈরী। আমরা প্রতিটি ঝুড়ির মধ্য ভাগে তিনটে করে ধারালো লাঠি জুড়ে দিলাম যাতে ভাসমান সেতু আরো ভালভাবে নোঙর করতে পারে। প্রতিটি নোঙরের সাথে

মোটা করে শৃঙ্খল পরানো হল। এই পাথরের নোঙরগুলোর ওজন ৫০০ থেকে ১,০০০ হাজার কিলোগ্রাম হতে লাগলো। এগুলোকে শক্ত বাঁশের সাহায্যে নদীর গভীরে যতটা প্রয়োজন পাঠানো হল। এর ফলে নোঙরগুলো জলে পূর্ণ হয়ে ঐ ভাসমান সেতুকে শক্ত করে জায়গামত ধরে রাখতে লাগলো। এ কাজ এত সুন্দরভাবে শেষ হল যাতে ভাসমান সেতুটি এক ইঞ্চিও নড়বার সুযোগ পেল না। এই ধরনের সাফল্যের ফলে প্রত্যেকের মনে আবার নতুন করে উদ্যম ও উৎসাহ ফিরে এলো। তখন তারা আবার নতুন শক্তিতে কাজে নামলো। ধীরে ধীরে ঐ ভাসমান সেতুটি অপর পারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

কিন্তু যখন আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে পিঠ দিয়ে নোঙরের আংটার সঙ্গে মোটা দড়িগুলো লাগাচ্ছিলাম তখন আমাদের স্বাভাবিকভাবেই দড়ি কম পড়ে যাচ্ছিলো। এটা আমাদের একটা বিরক্তির কারণ হয়ে পড়ছিল। কারণ এত দড়ি আমরা কোথায় পাব। আমাদের ইঞ্জিনীয়ারেরা এবং অগ্রগামী সৈন্যদলেরা আমাদের অবস্থা দেখে তাদের নিজস্ব জমানো সিমেন্টের পুটিং আমাদের দিতে চাইল। কিন্তু এতগুলো পাথরের নোঙরের জন্যে প্রয়োজন ছিল মোটা দড়ির কাছি। এবং কাঠের পাটাতনগুলো বাঁধবার জন্যেও আমাদের প্রচুর পরিমাণে দড়ির প্রয়োজন ছিল, যা দিয়ে ঐ পাটাতনগুলোকে ভালভাবে শক্ত করে এবং টেনে বাঁধা সম্ভব হয়। সুতরাং সিমেন্টের পুটিং আমাদের কোন কাজেই আসবে না। এ সমস্যার সমাধান করা হল টানা কাপড়ের দড়ি ব্যবহার করে। এগুলো স্থানীয় উৎপীড়ক শাসক অথবা শহর থেকে বাজেয়াপ্ত করে আনা হল।

ভাসমান সেতু তৈরীর গোড়া থেকেই শত্রুপক্ষের গুলিবৃষ্টির বিরাম ছিল না। আমাদের ওপর অবিরাম গোলা-বারুদ এসে ফেটে পড়তে লাগলো। ফলে নদীর জলের উচ্ছ্বাস ও ঝাপটা অনবরত আমাদের ওপর এসে পড়তে লাগলো। আমাদের কিছু-সংখ্যক

কমরেড যারা ঐ নদীতে কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁরা আহত হলেন। কিছু-সংখ্যক আবার প্রাণও হারালেন। একজনের স্মৃতি এখনো তীব্রভাবে আমার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। তিনি হলেন কমরেড সী-চ্যাং-চী। তিনি ছিলেন এই নোঙরগুলোকে জলের নীচে পাঠাবার কর্মীদের অধিনায়ক। অর্থাৎ তিনিই এই গ্রুপের পরিচালক ছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন লম্বা ও সবল। লাল-ফৌজে যোগদানের পূর্বে তিনি ছিলেন একজন মাঝি। তখন তাঁর বয়স ছিল তরুণ। সত্যি কথা বলতে কি পদাতিক সৈন্যদের জন্যে এই ভাসমান সেতু নির্মাণের কাজে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁকে বহু সময় দেখা গেছে যে তিনি নিজে তৈরী নোঙর বয়ে প্রয়োজন মত জায়গায় নিয়ে গেছেন। এবং কর্মীদেরও কাজে লাগিয়েছেন। শেষের দিকে ঐ ভাসমান সেতুর একটি অংশে তিনি কাজ করছিলেন। যে বাঁশের সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে তিনি অপর অংশের কাজ করছিলেন, সেই সেতুটি হঠাৎ শত্রুপক্ষের গোলা-গুলিতে দু'খণ্ড হয়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ অপর সেতুতে এসে আবার এগিয়ে যাবার কাজ শুরু করলেন। এই সেতুটাও শত্রুপক্ষ ভেঙ্গে দিল। তখন তিনি তৃতীয় সেতুতে এলেন। তাঁর তত্বাবধানে সেই সবল পাটাতন একটি ছোট নৌকোর মত ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ আমি দেখলাম যে তিনি মাথা নত করে ঐ ভাসমান পাটাতনে পড়ে গেলেন। আমি চিৎকার করে ডাকলাম। কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। ঐ পাটাতনে অপর কোন মানুষ ছিল না। ফলে ঐ পাটাতনটা নদীর কারেন্টে দিক পরিবর্তন করে সোজা ভাসমান সেতুর মাঝামাঝি চলে এলো। এটা ছিল ভয়ানক বিপজ্জনক অবস্থা। এই ভাসমান পাটাতনটা যদি জলের তীব্র তোড়ে ঐ ভাসমান সেতুকে আঘাত করতো, তবে সেই সেতু অনিবার্য-ভাবে ধ্বংস হয়ে যেত। এই সেতুটি সবেমাত্র ১৫০ মিটার সমাপ্ত হয়েছিল। ব্যাপারটা এমন ভয়াবহ যে ভাবতেই পারা যায়

না। আমি তখনই সেতুর মাথায় এসে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে চিৎকার করে বলতে লাগলাম: তোড়ে ভেসে যাওয়া পাটাতনটাকে আটকাও। কমরেড সী-চ্যাং-চীকে তার ওপরে তুলে বাঁচাবার চেষ্টা কর।

এই উত্তেজনার মুহূর্তে কমরেড সী চ্যাং-চী হঠাৎ একবার মাথা তুললেন এবং স্থান পরিবর্তন করলেন। তারপর তিনি টলতে টলতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন এবং জলে ঝাঁপ দিলেন। ঝাঁপ দেবার আগে তিনি শেষবারের মত দু হাত দিয়ে ঐ পাটাতনের ধারটা ভাল করে ধরে পাগলের মত ওটাকে বাঁচাবার জন্যে বুক দিয়ে ধাক্কা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জলের তোড়ে তিনি এবং ঐ পাটাতন ভেসে গেল। তীব্র গতিতে ঐ ভাসমান সেতুতে আঘাত করবার জন্যে এগিয়ে আসতে লাগলো। তবে এদিকে জলের তোড় কম থাকায় ঐ ভাসমান পাটাতনের গতি হ্রাস হয়ে এলো এবং আমরা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার সময় পেলাম। ভাসমান সেতুও পাটাতনের পরস্পরের আঘাতের অন্তিম মুহূর্তে আমাদের এই স্বস্তির নিশ্বাস। তবে শেষ মুহূর্তে আমরা সে বিপদ কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম।

এই সময়ের মধ্যে আমরা খোঁজ করে আমাদের কমরেড সী চ্যাং-চী-কে জল থেকে টেনে তুললাম। তাঁর মুখমণ্ডল হয়ে গিয়েছিল বিবর্ণ ও সাদা। ঠোঁট দুটো হয়েছিল ঘন কালো। চোখ দুটো বন্ধ। তিনি ভাঙা গলায় একবার অস্ফুট স্বরে বলবার চেষ্টা করলেন: "আমি···আমি···কর্তব্য শেষ করতে পারলাম না।" এবং সেই মুহূর্তে আমাদের তরুণ এবং লালফৌজ যোদ্ধা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

কমরেড সী চ্যাং-চী-এর মৃত্যু আমাদের অন্যান্য কমরেডদের মনে তীব্র রাগ ছড়িয়ে দিল। এবং শত্রুপক্ষকে যে ভাবেই হোক খতম করবার সংকল্প নেওয়া হল। এখানে মৃত্যু শোক শক্তিতে পরিণত হল। কাজ আগের চেয়েও দ্রুত গতিতে এগোতে লাগলো।

একটানা ৩৬ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর ভাসমান সেতু 'উচিরাং' নদীতে বিস্তার লাভ করলো। তখন এ নদী আমাদের পথের আর বাধা হয়ে রইলো না। আমাদের এগিয়ে যাবার পথ করে দিল।

যখন আমরা দেখলাম যে আমাদের সৈন্তেরা ঐ ভাসমান সেতুর ওপর দিয়ে বীর দর্পে মার্চ করে যাচ্ছে, তখন আমাদের ক্লান্তি ও ক্ষুধা, যা আমাদের শরীরে দু'দিন ও এক রাত্রি একটানা কাজের ফলে জমেছিল, তা সম্পূর্ণভাবে উবে গেল। আমরা যখন ঐ ভাসমান সেতুর মাথায় এসে দাঁড়ালাম তখন বিজয়ের একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমাদের প্রতিটি জনের মনকে আপ্লুত করতে লাগলো।

'স্থনী' অধিবেশন অগ্রগামীর প্রতীক

চ্যাং-নান-সেং

'স্থনী' অধিবেশন শেষ হবার পর* ষ্টেট্ সিকিউরিটি দপ্তরের ডাইরেক্টর কমরেড টেং-ফা একদিন আমাদের সিকিউরিটি রেজিমেন্ট পরিদর্শনে এলেন। তিনি আমাদের রেজিমেন্টের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন এবং আয়ো চে-ও আমাকে জানালেন, পার্টি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমাদের রেজিমেন্টের তিন ব্যাটেলিয়ান সৈন্যকে প্রথম ও তৃতীয় আর্মি গ্রুপে বদলি করে নিয়ে যাওয়া হবে।

তিনি সেই সঙ্গে আরো জানালেন, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে জাপানী আক্রমণকারীদের বাধা দেবার জন্যে প্রথম ফ্রন্ট আর্মিকে উত্তর দিকে পাঠানো হবে। এই সিদ্ধান্ত চীনের বিপ্লবকে কি করে রক্ষা করবে, এ বিষয়ে তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করবার পর বললেন: "আমাদের কেন্দ্রীয় সীমানা থেকে সরে আসার ছ মাসের ঘটনাবলী বিচার করে দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধের স্থপরিকল্পিত অবস্থার দিকে এগুবার আগে আমাদের সৈন্য বিভাগকে আরো বেশী

* ১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে লালফৌজ 'কৈচো' প্রদেশের 'স্থনী' শহর দখল করে এবং এখানেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি রাজনৈতিক দপ্তরের এক বৃহৎ অধিবেশনের আয়োজন করে। এই অধিবেশনে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল মিলিটারি ও পার্টির গঠনের ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করা। কারণ সেই সময়ে এই বিষয়ে একটা চূড়ান্ত মতামত নেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই অধিবেশন 'বাম' স্থবিধাবাদী দলের অস্তিত্বকে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে চেয়ারম্যান মাও'-র নেতৃত্বে এক নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির পত্তন ঘটিয়েছিল।

ছড়িয়ে পড়া এবং সহজ হবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পুনর্গঠন আমাদের গঠনকে বা সংস্থাকে সুসজ্জিত ও সহজ করবে। আমাদের সংগ্রামী সৈন্যদলকে শক্তিশালী করবে এবং এইভাবে অবস্থা যখন আমাদের আয়ত্তে আসবে তখন শত্রুপক্ষকে তাড়িয়ে দিতেও সাহায্য করবে। এমনকি খুব খারাপ অবস্থার মধ্যেও আমরা দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবো এবং শত্রুকে সহজেই তাড়াতে পারবো। এইভাবে আমরা আমাদের শক্তিকে সংহত করতে পারবো শত্রুপক্ষের ঘেরাও, অনুসন্ধান অথবা প্রতিরোধের জবাব দিতে পারবো।"

আমরা যে বক্তব্যের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, কমরেড টেং-কা'র বক্তব্য সেখানেই এসে শেষ হল। তাঁর বক্তব্য শোনার পর সমস্ত ব্যাপারটাই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল এবং আমাদের উৎসাহও আরো বাড়লো। তিনি যা বললেন, তার মূল বক্তব্য হল অতীত যুদ্ধের স্মৃতি। যখন আমরা আমাদের মূল কেন্দ্রে ছিলাম, তখন স্থানীয় লোকেরা স্বেচ্ছায় আমাদের গোপন খবর আদান-প্রদানের দায়িত্ব নিয়েছিল এবং প্রয়োজনে তারা প্রতিবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহতদের ষ্ট্রেচারে করে সরিয়ে এনেছিল। এমনকি শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তারা তাদের বল্লম, তীর ও ধারালো তরবারি নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। তারপর যুদ্ধ শেষে তারা আমাদের ডেকে প্রচুর পরিমাণে শূয়োরের ছানা, ছোট মুরগী উপহার দিয়েছিল। এই সময়ে পার্টি ও 'মজদুর-কৃষক গণতান্ত্রিক সরকার' মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর জোর দিয়েছিল। এবং এ ব্যাপারে জনগণকে সোচ্চার হতে বলেছিল। কিন্তু আমরা আমাদের মূল কেন্দ্র থেকে সরে এসে এখন অনুভব করছি যে আমরা আমাদের নিজেদেরই সন্তানদের হারিয়েছি। যুদ্ধের সময় আমরা কখনোই দেখিনি যে শিক্ষিত ও নিয়মানুবর্তিতায় অভিজ্ঞ জনগণ আমাদের স্বপক্ষে এসেছে বা সহযোগীতা করেছে। এমনকি আমাদের আহত সৈনিকদের যথাযথ আশ্রয় ও চিকিৎসার প্রস্তুতি নেওয়াও অত্যন্ত কষ্টের ব্যাপার ছিল। সেখানে খাদ্য, গুলি ও অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস

সরবরাহের কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। ছ'মাসে আমরা প্রায় ২,৫০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করি। এই সময়ে আমরা কিয়াংসি, হুনান, কোয়াংসি ও কৈইচো নামে চারটি প্রদেশ পার হয়ে যাই। এই টানা ছ'মাসে আমরা একটুও বিশ্রাম নেবার সুযোগ পাই নি। কারণ আমাদের শত্রুপক্ষ প্রতি মুহূর্তে আমাদের এগিয়ে যাবার পথ প্রতিরোধ করে রেখেছিল এবং সন্ধানী চোখে আমাদের অবিরাম অনুসরণ করেছিল। এই অবস্থাই আমাদের গভীরভাবে জানিয়ে দিল যে, কেন চেয়ারম্যান মাও আমাদের মূলকেন্দ্র নগরীর উপকণ্ঠে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ এই সমস্ত এলাকায় শত্রুপক্ষের শাসন ছিল দুর্বল। এই দুর্বলতাই আমাদের মূল কেন্দ্র সরিয়ে নিয়ে যাবার চিন্তাকে পাকা করেছিল। এবং এ কাজ চেয়ারম্যান মাও-র নেতৃত্বে অত্যন্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে করতে হয়েছিল। তবে এই নতুন প্রতিষ্ঠিত মূল কেন্দ্রকে বাড়িয়ে তুলতে আরো সময় লেগেছিল। এই দীর্ঘ মাসের পদযাত্রায় প্রত্যেকে আমাদের প্রশ্ন করতো আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি? কি কাজে যাচ্ছি? কোথায় আমরা আমাদের মূল কেন্দ্র স্থাপন করবো। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ একই প্রশ্ন আমাদের মনেও অবিরাম জাগতো। এই মার্চের সময়ে যতক্ষণ না আমাদের জিহ্বা শুকিয়ে গিয়েছে, ততক্ষণ ধরে অনবরত আমাদের সঙ্গীদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছে: "আমরা যতক্ষণ আমাদের পার্টিকে অনুসরণ করবো, ততক্ষণই আমাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল থাকবে।" এইভাবে পরস্পরের বোঝাপড়া, নির্দেশ এবং কর্তব্যবোধের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের অবস্থা যাচাই করে নিতাম এবং দেখতাম যে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। এতে আমাদের মনের জোর বাড়তো এবং আমাদের কাজের উদ্যম আকাশচুম্বি হত।

পার্টিকে পুণর্গঠন করে বুদ্ধিমানের কাজই করা হয়েছিল। কারণ পূর্বের কেন্দ্রীয় কমিটি সংগ্রামে ক্রমাগত অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছিল। মার্চের সময়ে এই মন্তব্য চারিদিকে শোনা গিয়েছিল এবং ছড়িয়ে

পড়েছিল। এই সত্য বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছিল আমাদের রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটেলিয়ানের কাজে। যাদের কর্তব্য এবং কাজ ছিল পরপর সাজানো সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলকে রক্ষা করা। এই বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলের বেশী অংশই ছিল কৃষক শ্রেণী। যাদের কাজ ছিল সংগঠনের মূল কেন্দ্র থেকে ভারী বন্দুক তৈরীর যন্ত্রপাতি, ছাপাখানার যাবতীয় জিনিস এবং আরো নানা প্রকার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা। এই সরবরাহের মধ্যে এমন যন্ত্রপাতিও দেখা যেত যা বহনে প্রচুর অসুবিধা এবং এই সমস্ত দ্রব্য নিয়ে যেতে কম করে ১০ জন যুবকের প্রয়োজন হত। বিশেষ করে এই সমস্ত জিনিস নিয়ে নদীপার হবার সময়ে, অথবা পায়ে পায়ে পাহাড় অতিক্রম করবার সময়ে কিম্বা গিরিপথ পার হবার সময়ে আমাদের প্রতি কিলো-মিটারের এক কোয়ার্টার পথ এগিয়ে আসতেই এক ঘণ্টারও বেশী সময় লেগে যেত। এই সারা পথে আমাদের শত্রুপক্ষ আমাদের ওপর অবিরাম গুলি বর্ষন ও বোমা বর্ষন করে যেত। ফলে আমাদের যোদ্ধারা শত্রুকে শায়েস্তা করবার জন্যে আমাদের সংগ্রামী সৈন্যদের সঙ্গে যুক্ত হবার অভিপ্রায়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। আমাদের সংগঠনের মূল কেন্দ্রে শত্রুপক্ষরা যে 'ঘেরাও ও দমন' নীতির প্রচার কার্য চালিয়ে ছিল, আমরা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রতিরোধ প্রচার কার্যে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছিলাম। কারণ তখন আমাদের সৈন্যদল সহজভাবে চারিদিকে ছড়িয়েছিল এবং ইচ্ছানুসারে সহজভাবে স্থান পরিবর্তন করতে পারছিল। এরা তখন প্রয়োজনে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছিলো এবং সময়ে পশ্চাদপসরণ করবার সুযোগ পাচ্ছিলো। কিন্তু বর্তমানে আমাদের ক্রমাগত শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ ভেদ করে মার্চ করে ও দৌড়ে যেতে হচ্ছিলো, এইটাই একটা বড় রকমের সমস্যা ছিল। আমাদের মূল সৈন্যদলের যে অংশ সামনে এগিয়ে ছিল, তাদের অনেক আগেই আশাতীত মূল্য দিতে হয়েছিল। যখন আমরা এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করি, তখন আমরা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের

সত্যতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাই। এবং আমরা সর্বান্তকরণে পার্টির কাজের সমর্থন জানাই।

পরবর্তী দিনের অধিবেশনে আমাদের কমরেড টেংকো আমাদের রেজিমেন্টের অফিসারদের সম্ভাব্য অদল-বদলের প্রস্তাব ব্যাখ্যা করলেন। এর পরেই আমাদের রেজিমেন্টের সমস্ত বিভাগ প্রথম এবং তৃতীয় আর্মি গ্রুপে পুণর্গঠন করা হল। একমাত্র কমরেড উ লিচের অধীনে যে সৈন্যদল ছিল তাদের ছাড়া। তারা সেন্ট্রাল গার্ডের অংশ হিসাবেই রয়ে গেল। তারও কিছুদিন বাদে আমি নিজেই পশ্চিম আর্মি গ্রুপের ৩৭ নং রেজিমেন্টে বদলি হয়ে গেলাম। আমি তখন আমার কেন্দ্রীয় বিভাগের কমানডারদের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে আমার নতুন রেজিমেন্টে যোগদানের জন্যে রওনা হয়ে গেলাম। যাবার পথে আমি দেখলাম যে পাহাড়ী এলাকার গাছগুলো নতুন পাতা আগমনের সম্ভাবনায় ভরপুর। এবং রাজ-প্রাসাদের নানা কার্নিশে নতুন ফুলের অভ্যার্থনা। আমি আনন্দে অধীর হয়ে উঠলাম।

[২]

বসন্ত ঋতুর মত 'সুনী' অধিবেশন সমস্ত সেনাদলের মধ্যে একটা নতুন আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে এলো। পঞ্চম আর্মি গ্রুপের কাছে এ অধিবেশন এক নতুনের শপথ নিয়ে এলো। পুণর্গঠনের সময়ে আর্মি গ্রুপ তার নিজের বিভাগীয় অস্তিত্ব নষ্ট করে দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে আরো সহজ করে নিয়ে এলো এবং সমস্ত অফিসারদের একেবারে গোড়া থেকে কাজ শুরু করবার আদেশ দেওয়া হল। এই সময়ে সংগ্রামী সেনারা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক এবং পার্টি কমিটির কার্যকলাপ অনেক উন্নত পর্যায়ে এসেছিল। রাজ-নৈতিক সেনানী বিভাগকে দিয়ে একটা ছোট প্রচার দল গড়ে তোলা হয়েছিল। সৈন্যরা যখন বলছে টানা গাড়ী করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতো তখন এই দল গান গেয়ে অথবা কোন আমোদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এদের উৎফুল্ল রাখতো। আবার সৈন্যেরা কোথাও তাঁবু গাড়লে, তখন এই দল 'শ্লোগান' লেখার দায়িত্ব নিত। এই ধরনের কার্যকলাপ সমস্ত সেনা বিভাগে একটা নতুনের স্বাদ নিয়ে আসতো।

৩৭ নং রেজিমেণ্টে বদলি হবার পরেই আমাকে পশ্চাৎরক্ষী সৈন্য দলে নিয়োগ করা হল। যখন আমরা 'কুয়ানটু' নদীর পূর্বদিকে ১২ কিলোমিটারের মধ্যে এসে পৌঁছলাম, তখন আমি গ্রুপের প্রচার বিভাগের ডাইরেক্টার চ্যাং চী-চুন আমাদের রেজিমেণ্টে এলেন। তিনি একটা 'ট্রান্সমিটার সেট' সঙ্গে এনেছিলেন।

ইতিমধ্যে আমাদের সৈন্যদল 'উনানের' উত্তর-পূর্বে অবস্থিত 'উইসিন' শহরের পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। শত্রুপক্ষের সেনানীরা এই সময়ে 'আনজি' নদীর দক্ষিণে পরিখা খননের কাজ শুরু করেছিল। ফলে আমাদের অবস্থা খারাপের দিকে চলে যাচ্ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারম্যান মাও শত্রুপক্ষকে তাড়াবার জন্যে একটা সুদূর প্রসারী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধান্ত পাশ করিয়ে নিলেন। তিনি আমাদের সৈন্যদলকে অতি শীঘ্র 'টানজুতে' ফিরে যেতে বললেন। চ্যাং চী-চুন মিলিটারী কমিশনের সেই অর্ডার রীলে করে শুনিয়ে আমাদের অগ্রগতি থামালেন এবং পরবর্তী কাজের জন্যে তৈরী হতে বললেন। এই সংবাদে আমরা খুবই অবাক হলাম, কারণ গত দু' দিনে এ অঞ্চলে কোন শত্রুপক্ষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। তবে ট্রান্সমিটার হাতে চ্যাং চী-চুন-এর উপস্থিতির কারণ উপলব্ধি করতে পারলাম। এখানে আমাদের রেজিমেণ্টের অফিসারদেরও ডাকা হল, চ্যাং আমাদের সকলের উদ্দেশ্য করে বললেন : আপনাদের ৩৭ নং রেজিমেণ্টের প্রতিরোধ যুদ্ধের ক্ষমতা স্বীকৃত। আপনাদের এবারে 'টানজু' ও 'লোসানকুয়ান' পুনরায় অধিকার করার জন্যে যুদ্ধ করতে যেতে হবে। এবারে আপনারা আপনাদের প্রধান ও মূল সৈন্য দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লড়বেন এবং তারপর আপনাদের আবার 'সুনাতে' ফিরে আসতে হবে। আপনাদের এ দায়িত্ব খুবই কঠিন। মিলিটারী কমিশন আপনাদের এক জায়গায় স্থির হয়ে না থেকে ঘুরে ঘুরে প্রতিরোধের কৌশল অবলম্বন করতে বলেছেন। এবং শত্রুপক্ষকে তিনদিন অথবা তারও কিছু বেশী সময় অবরোধ করে রাখতে বলেছেন। এখন থেকে আপনারা সোজাসুজি মিলিটারী কমিশনের হুকুমের

অধীনে ....”

আমাদের এ আর্মির জন্ম এবং বৃদ্ধি বলতে গেলে একেবারে শূন্য থেকে। এ আর্মি প্রথম সূচনাতে ছিল অত্যন্ত ছোট এবং দুর্বল। তারপর ধীরে ধীরে এর বৃদ্ধি ঘটে এবং এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়। ক্রমবর্ধমান এই শক্তি বিপ্লব-যুদ্ধের সমস্ত পরিকল্পনা ও রণ-কৌশল তৈরী করতো এবং সমস্ত বিভাগে নির্দেশ পাঠাতো। এ সমস্তই ছিল চেয়ারম্যান মাও'র মিলিটারী পরিকল্পনা ও চিন্তা। লাল ফৌজ পত্তনের কিছুদিন পরেই চেয়ারম্যান মাও কিছু আদর্শ ও নিয়মাবলী তৈরী করলেন। এ নিয়মাবলী যেখানে শত্রুপক্ষ সংখ্যায় এবং শক্তিতে বেশী থাকবে সেখানে গরিলা যুদ্ধ পালন করা হবে। নির্দেশিত নিয়মাবলীর মুখ্য বিষয় ছিল নিম্নলিখিত: “জনগণকে জাগরিত করবার জন্যে তুমি তোমার সৈন্যদলকে নানা ভাগে বিভক্ত কর। কিন্তু শত্রুপক্ষের সঙ্গে মোকাবিলার সময়ে শক্তি কেন্দ্রভূত কর” “শত্রুপক্ষ এগিয়ে এলে আমরা পশ্চাদপসরণ করবো; শত্রুপক্ষ কোথাও তাঁবু গাড়লে আমরা বিরক্ত করবো; শত্রুপক্ষ ক্লান্ত হয়ে পড়লে, আমরা আক্রমণ করবো, শত্রুপক্ষ পশ্চাদপসরণ করলে আমরা অনুসন্ধান করে বেড়াবো।” “সংগ্রামের স্থায়ী কেন্দ্র যদি বাড়াতে চাও তবে আঁকা বাঁকা ও অমসৃণ পথে এগিয়ে যাবার সংকল্প নাও; যখন শত্রুপক্ষ শক্তিশালী অবস্থায় অনুসরণ করবে, তখন তাঁদের ঘিরে ফেলবার সিদ্ধান্ত নাও।” এই আদর্শ অথবা নিয়মাবলী শত্রুপক্ষের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ‘ঘেরাও দমন’ নীতির সংগ্রামের সময় আরো বিস্তারিত হয়েছিল। এই সময়ে শত্রুপক্ষকে সংগ্রামের প্রথম সারিতে আটকে না রেখে আমাদের সৈন্যেরা যেখানে সুযোগ এবং সুবিধা পেয়েছে সেখানে লড়াই করেছে। ফলে যে সমস্ত জায়গায় শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা বেশী এবং শক্তিশালী সেখানেও আমাদের সৈন্যেরা জয়লাভ করেছে। কিন্তু শত্রুপক্ষের পঞ্চম ‘ঘেরাও ও দমন’ নীতির অভিযানের সংগ্রামে আমাদের আসাফল্যের কারণ, তখন ‘বাম’ সুবিধাবাদী দল চেয়ারম্যান মাও'র নীতি বাতিল

করে দিয়েছিল। যদিও তাঁর সৈন্য পরিকল্পনা-নীতি আমাদের সকলের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছিল। শেষের কয়েক দিন আমাদের সৈন্যদল শত্রুপক্ষকে কৌশলে এড়াবার জন্যে বেশ কয়েকটি রণ:কৌশল তৈরী করেছিল। এখন আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের মূল সৈন্যদলকে এবারে 'লোমানকুয়ান' ও 'সুনী' অঞ্চল ঘিরে এক বড় রকমের সংগ্রামে নামতে হবে। রণকৌশল পরিবর্ত্তনের মধ্যে মাত্র এইটুকু ইংগিত পেলাম যে, এবারে চেয়ারম্যান মাও নিজে এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন। এই কথা শোনা মাত্রই আমরা সকলে ভয়ানক ভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। আমাদের রেজিমেণ্টের কমানডার লী পিং-জেন, যিনি কৌমিনটাং সৈন্যদলের দুর্বলতাগুলো জানতেন, তিনি আমার কাছে এসে চুপি চুপি বললেন: "আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে এবারে আমরা এক অদ্ভুত যুদ্ধে লড়তে যাচ্ছি।"

আলোচনার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে এখন আমরা 'কুয়ানটু হো' গ্রামে ফিরে যাব। কারণ সেখানের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড আমাদের অনুকুলে। গ্রামটি বড় বড় পর্বতে ঘেরা এবং সামনে একটি ছোট নদী প্রবহমান। আমাদের অনুসন্ধান করতে গেলে শত্রুকে এই গ্রাম পার হয়ে আসতে হবে। আমরা পরিকল্পনা করলাম যে শত্রুকে অন্ততঃ একদিন সেখানে আটকে রাখবো। তারপর মিলিটারী কমিশনের নির্দেশ অনুসারে তাদের 'কৈচো' প্রদেশের উত্তরে 'লিয়াংসান' ও 'ইয়েনসুই'-এ সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রবৃত্ত করবো।

মার্চের শুরুতেই আমরা আমাদের সৈন্যদলকে কাজে নিয়োগ করবার জন্যে সুসংবদ্ধ করতে লাগলাম। আগামী যুদ্ধে যোগদান ও প্রতিবাদ করবার সুযোগ পেয়ে তারা গৌরবান্বিত। কারণ এই যুদ্ধ অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে লড়তে হবে। সামনের পর্বতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে একজন সৈনিক বললেন: 'পর্বতগুলো অত্যন্ত লম্বা এবং এর ঢালুপথ অত্যন্ত শক্ত। আমরা অনায়াসেই একদিনের জন্য

শক্রপক্ষকে আটকে রাখতে পারবো।" অপর জন বললেন : "শক্রপক্ষ যখন এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে, তখন আমার প্রতিরোধের যুদ্ধে অংশ নিতে আপত্তি নেই। আমাদের নেতৃবর্গ যতদিন বলবেন, আমরা ওদের ততদিন আটকে রাখতে পারবো।"

'কুয়ানটুংহো'-তে পৌঁছে আমরা পরিখা খননের কাজ শুরু করলাম। এবং 'সেচুয়ানের' মূল সৈন্যদলের যুদ্ধনেতা লিউ সিয়াং ও তাঁর উপদেষ্টা বিভাগ সমস্ত আয়োজন সহ পরদিন অতি প্রত্যূষে সেই গ্রামে এসে হাজির হলেন। শক্রপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ দিক থেকে আমাদের ওপর এক ভয়াবহ আক্রমণ করে বসলো। কিন্তু আমাদের সেনাপতিরা ও সৈন্যরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয়ে এবং কখনও সম্মিলিত ভাবে অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে লড়াই করে গেল। শক্রপক্ষের আক্রমণ একের পর এক ফিরিয়ে দিতে লাগলো। এই যুদ্ধে শক্রপক্ষকে নিদারুণ ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। প্রথম দিন শক্রপক্ষ এক অথবা দুই কিলোমিটার এগিয়ে আসতেই ১০০ জন আহত হয়েছিল এবং সে ক্ষতি তাদের স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু সেই অনুপাতে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ সামান্য। সন্ধ্যাবেলায় শক্রপক্ষের দুইটি সৈন্যবিভাগ যুদ্ধক্ষেত্রের পাশ দিয়ে বিশাল পর্বতে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলো। আমরা তখনি বুঝে নিলাম যে শক্রপক্ষ আমাদের রেজিমেন্টের ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে। রাতের অন্ধকারে আমরা সেখান থেকে ছ'কিলোমিটার পিছিয়ে এলাম এবং আবার নতুন করে পরিখা খননের কাজ শুরু করলাম। এক রাতের মধ্যেই প্রতিরোধের কাজ চমৎকার ভাবে হয়ে গেল। সেখানে সৈন্য নিয়োগ করা হল। এবং সৈন্যদল পরবর্তী দিনের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ঘুমোতে গেল।

আমরা আমাদের যুদ্ধের তৃতীয় দিনে পৌঁছুবার জন্যে এগুতে লাগলাম। আমরা আমাদের একজন সেনানায়ককে হারালাম। কিন্তু শক্রপক্ষের পুনরায় ১০০ জন আহত হল। শক্রপক্ষের বন্দী সৈন্যদলেরা আমাদের জানালো যে তাদের মোট সৈন্যসংখ্যা নয়

রেজিমেন্ট। এরা তিন ব্রিগেডের মত শক্তিশালী। তারা 'লুচো-ইপিন' এলাকায় দুর্গ নির্মাণ করেছে এবং অপর যুদ্ধ নেতা ও সৈন্যের সাহায্যে 'ইয়াংজির'-র দক্ষিণে আমাদের শেষ করে দেবার পরিকল্পনা করেছে। তারা কল্পনাও করেনি যে আমরা পূর্বদিকে ঘুরে যাব। একজন যুদ্ধবন্দী, সে আবার পরাজয় স্বীকার করতে নারাজ এবং শত্রুপক্ষের গোপন সংবাদ জানাতেও অস্বীকৃত। অনেক চেষ্টার পর জানালো: "তোমরা যদি 'লুচো-ইপিন' অঞ্চলের নদী অতিক্রম করো, তাহলে আমরা তোমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে পারবো।" এই কথা শুনে আমরা জবাব দিলাম: "তোমাদের যদি বুদ্ধি থাকতো, তাহলে তোমাদের এমন বন্দীদশা ঘটতো না। চীনা রাজ্য একটা বৃহৎ রাজ্য। আমাদের সামনে অনেক রাস্তাই খোলা আছে। আমরা যেখানে খুশি যেতে পারি। তোমরা কি মনে কর আমরা এতই বোকা যে আমরা আমাদের মাথা স্বেচ্ছায় পাহাড়ে ঠুকে ভাংবো?"

আমরা ধীরে ধীরে সৈন্য তুলে নিতে লাগলাম যতক্ষণ না আমরা দ্বিধা-বিভক্ত রাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছলাম। দক্ষিণ-পূর্বের রাস্তাটা ছোট। এই পথ ধরে আমাদের মূল সৈন্য 'টাংজু'-র দিকে মার্চ করে এগিয়ে গেল। অন্য পথটা ছিল আসল পথ, যেপথ 'ওয়েনসুই' হয়ে 'সাংকান'-এর উত্তর-পূর্বে এসে মিশেছে। মিলিটারী কমিশনের হুকুম ছিল শত্রুপক্ষকে অল্প-স্বল্প আক্রমণ করে বিভ্রান্ত করা এবং তাদের 'ওয়েনসুই'-এর দিকে সরে যেতে প্ররোচিত করা। সেইদিন সন্ধ্যায় বন্দীদের সঙ্গে কিছু সময় কথাবার্তার পর আমরা তাদের ছেড়ে দিলাম এই কারণে যে, তারা তাদের দলে পৌঁছে আমাদের পরবর্তী যাত্রার মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করবে এবং শত্রুপক্ষকে অন্যদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়ে আমাদের ফাঁদে নিয়ে আসবে।

পঞ্চম দিনের ভোর বেলায় শত্রুপক্ষ আবার এগিয়ে এলো। আমরা এটাই আশা করেছিলাম। সারাদিন দারুণ যুদ্ধের পরেও সন্ধ্যাবেলায় আমরা কিছু সংখ্যক সৈন্যকে 'লিয়াংসান' আক্রমণের

জন্যে পাঠালাম।

এটা একটা বড় গ্রাম। লম্বায় ১.৫ কিলোমিটার। শত্রুসৈন্যে ভর্তি। আমাদের সৈন্যদল গভীর রাত্রে অন্ধকারে পথ করে করে গ্রামে হাজির হল এবং রাস্তার দু'মুখে হাত-বোমা ফাটালো। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের সৈন্যেরা ঘুম থেকে উঠে দু'দিক থেকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করলো। ফলে লড়াইটা হতে লাগল নিজেদের মধ্যে। আমাদের সৈন্যেরা সেই সুযোগে বেরিয়ে এলো। সারা রাত ধরে শত্রুপক্ষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ চলতে লাগলো। এবং দূর থেকে মেসিনগান, রাইফেল ও নানা ধরনের গুলি-গোলার আওয়াজ কানে আসতে লাগলো। সকাল বেলায় শত্রুপক্ষ দেখলো যে তারা সারারাত নিজেদের মধ্যেই লড়াই করেছে। আমাদের রাতের অক্রমণ কারীরা যখন ফিরে এসে শত্রুপক্ষকে হতবুদ্ধি করবার বিস্তারিতবিবরণ পেশ করছিল তখন আমরা আনন্দে ফেটে পড়ছিলাম।

গত রাতের আক্রমণে শত্রুপক্ষ স্বাভাবিক ভাবেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। ফলে ষষ্ঠ দিনে তারা ভয়ানক ভাবে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমরাও দুর্দান্ত ভাবে তা ফিরিয়ে দিলাম। শত্রু-পক্ষের সৈন্যদল হঠাৎ আবিষ্কার করলো যে গত ছ'দিন ধরে তাদের বিশাল সৈন্য যাদের বিরুদ্ধে লড়ছে তাদের মোট সৈন্য সংখ্যা এক রেজিমেন্টের বেশী নয়—অর্থাৎ আমরা ৩৭ নং। তখন তারা বুঝতে পারলেন যে তারা বোকামী করেছে। অতএব আর দেরী না করে তারা সেখানকার সৈন্য তুলে নিয়ে আমাদের মূল সৈন্যদলের অনুসন্ধানে যাত্রা করলো। কিন্তু বিলম্বে, ততক্ষণে আমাদের মূল সৈন্যদল 'লোসানকুয়ান' 'সুনীর' দক্ষিণ অঞ্চলের শত্রুপক্ষের অনেক ঘাঁটি নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে।

আমাদের গতিরোধের কর্ত্তব্য সমাপ্ত। এবারে আমরা 'লোসান-কুয়ানের' কাছে মূল সৈন্যদলের সঙ্গে যুক্ত হলাম। সেখানে আমরা মিলিটারী কমিশনের কাছ থেকে একটা অভিনন্দনের টেলিগ্রাম পেলাম। তাতে জানানো হয়েছে, আমরা আমাদের পদের অতি

অল্প সংখ্যক সেনানীকে হারিয়েছি বটে, তবে কর্ত্তব্যকর্ম অতিশয় সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে পেরেছি। কমরেড লী পিং-জেন উত্তেজিত ভাবে বললেন: "চেয়ারম্যান মাও-র সৈন্য পরিকল্পনা চিন্তাই আমাদের সকল সাফল্যের সোপান। চেয়ারম্যান মাও-র সুপরিকল্পিত নেতৃত্ব, সৈন্যদের সময় মত ছড়িয়ে পড়বার পরিকল্পনা ও কৌশল এবং সমস্ত বিভাগের পূণর্গঠন ছাড়া আমরা সাফল্যলাভ করতে পারতাম না।"

[৩]

'লোউসানকুয়ান-সুনী' অঞ্চলে আমাদের অভূতপূর্ব সাফল্য শত্রু সৈন্যদের মনে প্রচণ্ড ভাবে ভীতি সঞ্চার করলো। শত্রুপক্ষ এবারে আর আমাদের যুদ্ধে না নামিয়ে তারা 'উনান কৌচো সেচুয়ান' বর্ডারে আমাদের প্রতিহত করবার জন্যে দুর্গ ও প্রাচীর নির্মান করতে লাগলো। আমরা শত্রুপক্ষকে আমাদের সীমানার বাইরে রাখবার জন্যে তাদের না জানিয়ে 'উচিয়াং নদী' পার হলাম এবং উত্তর পথ ধরে 'সেচুয়ান' প্রদেশে প্রবেশের চেষ্টা করতে লাগলাম। লাল ফৌজের মূল সেনাদলের কাছে ঐ প্রদেশে আসবার এই পথটাই ছিল সহজ পথ। যখন আমাদের মূল সৈন্যদল 'কৌচো' প্রদেশের দক্ষিণ দিকে ঢোকবার জন্যে 'কোইয়াং' অতিক্রম করে যাচ্ছিল, তখন আমাদের ৩৭ নং রেজিমেণ্ট তাদের পশ্চাদরক্ষীর কাজে নিযুক্ত ছিল। 'কৌচো' প্রদেশের পর এই পথ 'কুনমিং'-এর পশ্চিম দিক দিয়ে উনানের রাজধানীর দিকে এগিয়ে গেছে। এই ধরনের দেশান্তরে ভ্রমণে আমাদের রেজিমেণ্টের মধ্যে একটা সুন্দর ও সুখী পরিবেশ বজায় ছিল। আমাদের সৈন্যদল 'কিয়াংসি' প্রদেশের মূল ঘাঁটি থেকে যাত্রা শুরু করবার সময় থেকে ৩৭ নং পশ্চাদরক্ষী সৈন্যদল হিসাবেই কাজ করে আসছিল। কিন্তু এ কাজে আমাদের সেনানীরা খুব খুশি ছিল না। আমরা সাধারণ ভাবে রাত্রে মার্চ করতাম এবং দিনে যুদ্ধে নিয়োজিত থাকতাম। শত্রুপক্ষ আমাদের

এত সন্ধানী দৃষ্টিতে অনুসরণ করে বেড়াতো যে আমরা খাবার অথবা ঘুমোবার সময়টুকু পর্যন্ত পেতাম না। রাত্রে মার্চ করে যাওয়া হত অনিয়মিত ভাবে। র'য়ে র'য়ে এবং থেকে থেকে। সময়ে সময়ে এমনও দেখা গেছে যে আমরা সারা দিনে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার পথ এগিয়েছি। ভোরের প্রথম আলোয় শত্রুপক্ষ যথেষ্ট বিশ্রাম এবং আহারের পর নাছোড়বান্দা ভাবে আমাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে বেড়াতো। আমরা দু'দিক থেকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতাম। সম্মুখ থেকে এবং পশ্চাতের রক্ষী হিসাবে। সেই সময়ে আমরা সত্যিই প্রতিরোধের ভূমিকায় ছিলাম। কিন্তু যদিও এখনও আমরা পশ্চাদরক্ষী হিসাবেই কাজ করে যাচ্ছি তবুও আমাদের মূল সৈন্যদল আমাদের পথ থেকে অনেক দূরে এগিয়ে আছে। ফলে এখন আমরা এক রাতে ৪৫ কিলোমিটার পথ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারছি। যখন ভোরের আলো দেখা দিচ্ছে এবং আমরা এক নতুন ঘাঁটিতে এসে হাজির হচ্ছি, আমরা তখনই সেই স্থানের জনগণকে আমাদের পার্টির নীতি বোঝাতে শুরু করি। লাল ফৌজ কেন লড়াই করছে তা ব্যাখ্যা করি এবং স্থানীয় ভাড়াটে গুণ্ডা ও অভদ্রলোক সম্পর্কে খোঁজ-খবর করি। প্রয়োজন হলে আমরা সেখানে জনসভার আয়োজন করি এবং যে সমস্ত ভাড়াটে গুণ্ডা স্থানীয় লোকদের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছে, তাদের সে গ্রাসের অংশ পুনরায় কেড়ে নেবার জন্যে শ্রমিক শ্রেণীকে একত্রিত করবার চেষ্টা করি। আমরা আমাদের সংগ্রামের শেষের দিকে পর পর যে সাফল্য লাভ করেছিলাম, তাতে আমাদের সমস্ত অফিসার ও কর্মীদের মনে একটা সাহস ও বিশ্বাস এনে দিয়েছিল। আমাদের এই সাফল্য আমাদের মনে যথেষ্ট উৎসাহের কারণ হয়েছিল। এমনকি এই সাফল্য আমাদের অসুস্থ ও আহত সৈনিকদের মনেও এত উৎসাহ এনে দিয়েছিল যে তারা নিজেরাও আমাদের সাহায্য করতে চেয়েছিল, আমাদের মার্চে এগিয়ে আসতে চেয়েছিল এবং নিজেদের সাজ-সরঞ্জাম নিজেরাই বহণ করিতে চেয়েছিল। একদিন দেখলাম একজন অসুস্থ সৈনিক আমাদের মার্চের

সারির পেছনে দাঁড়িয়ে। আমি যখন তাকে প্রশ্ন করলাম যে সে নিজেকে এইভাবে খাড়া রাখতে পারবে কিনা। তখন সে মৃদু হেসে বললো: "যদি এই ঘটনা কয়েক মাস আগে ঘটতো, তবে আমি ভেঙ্গে পড়তাম। কারণ সেই সময়ে এই অবস্থার কিছুই জানতাম না। কিন্তু এখন তা নয়। এখন আমি বিশ্বাস করি যে যদি আমরা আমাদের পার্টির নীতি অনুসরণ করে চলি, তাহলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে যাবে না। আমরা ভুল পথে চলবো না। আমি অসুস্থ একথা সত্যি। তবে এ সংবাদ খুব একটা জরুরী নয়। যতক্ষণ না আমরা আমাদের নতুন ঘাঁটিতে আসতে পারি ততক্ষণ আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারবো।"

এপ্রিলের শেষের দিকে আমরা 'উনান-কৌচো'-র সীমানায় এসে হাজির হলাম। আমরা পূর্বেই খবর পেয়েছিলাম যে 'উনান' প্রতিরোধ ক্ষমতায় দুর্বল। সুতরাং আমরা 'কুনমিং'-এর দিকে জোর করে মার্চ করতে লাগলাম। তারপর 'চিয়াওপিং' ফেরীর কাছে 'চিন্‌সা' নদী পার হয়ে উত্তর দিকে আমরা আমাদের গতি পরিবর্তন করলাম। মিলিটারী কমিশনের হুকুমে আমাদের পঞ্চম আর্মি গ্রুপ যে সমস্ত সেনানীরা নদী পার হয়ে যাচ্ছিলো, তাদের পশ্চাদ-রক্ষী হিসাবে কাজ করছিল। যাতে সেনানীরা অতি সহজেই নদী পার হয়ে যেতে পারে। এরা শত্রুপক্ষকে প্রতিরোধ করবার জন্যে এবং বাধা দেবার জন্যে 'সিপানহো'-তে এক প্রতিরোধ ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল।

'সিপানহো' পর্বত বেষ্টিত ভূমি। এরই পাশ দিয়ে ভয়ঙ্কর এবং খরস্রোতা 'চিন্‌সা' নদী প্রবাহিত। 'সিপানহোর' পাশ দিয়ে কেউ যদি পর্বত চূড়ায় আরোহণ করতে চায় তবে তাকে আঁকা-বাঁকা ভাবে অত্যধিক পরিশ্রমে ৩০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে। জমির কর্দমাক্ত ভূমি পরীক্ষা করে আর্মি গ্রুপের কমানডার টাং চেন-ট্যাং বেশ জোর দিয়ে বললেন: "শত্রুপক্ষ তার মূল সৈন্যদলকে আমাদের আক্রমণের জন্যে এখানে পাঠাতে পারে। কিন্তু তাতে

আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা ক্রমে ক্রমে তাদের প্রতিরোধ করবো এবং এই পর্বত আমাদের প্রভূত কাজে আসবে।" তারপর তিনি আমাদের উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন: "তোমরা যে ভাবেই হোক তোমাদের কর্ত্তব্য পালন করবে। এবং সেই একই সঙ্গে নিজেদের লোকদের প্রতি নজর রাখবে। আমাদের আহতদের সংখ্যা যাতে না বাড়ে তার জন্যে সর্বোতভাবে চেষ্টা করবে। তোমাদের সৈন্যদলকে ছড়িয়ে পড়তে বল। বল পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় এবং যেখান থেকে যুদ্ধ করতে সুবিধা হবে সেই সব স্থান দখল নিতে এবং ঘাঁটি গাড়তে। প্রতিটি সুবিধাজনক স্থানের সদ্ব্যবহার করবে। রাতে শত্রুপক্ষকে আক্রমণের সুযোগ থেকে কখনোই নষ্ট করবে না।"

'সিপানহ্যাং' আমাদের ঘাঁটি গাড়বার তিন দিন পরে উ চা-উই-এর নেতৃত্বে চিয়াংকাইসেকের ক্ষিপ্ত সৈন্যদল অতর্কিতে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। 'সুনাং' আমাদের প্রথম ও তৃতীয় আর্মি গ্রুপ উ-র দুই ডিভিশান সৈন্যকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সুতরাং এবারে উ অত্যন্ত সাবধান ছিল। সে এবারে প্রচণ্ডভাবে গোলা-বারুদের সাহায্যে আমাদের আক্রমণ করে বসলো। যে সমস্ত উঁচু জায়গায় আমরা প্রতিরোধের ঘাঁটি গেড়েছিলাম, সেই সমস্ত জায়গায় অবিরাম শেল বৃষ্টি করতে লাগলো। পাহাড়ের ওপরের ঘাঁটি থেকে আমরা নীচে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে শত্রুপক্ষ অবিরাম বন্দুকের নলে আগুন ঝরাচ্ছে এবং একে অপরকে উত্তেজিত করছে। হঠাৎ শেল বৃষ্টি শেষ হলে দেখা গেল শত্রুপক্ষ আমাদের ঘাঁটির কাছাকাছি এসে পড়েছে। তখন আমাদের অংকিং হাতবোমা সমস্ত ধোঁয়া ভেদ করে তাদের আস্তানায় গিয়ে ফেটে পড়লো। ফলে তারা বাতাসে আবর্জনার মত ছড়িয়ে পড়লো। এর পরেও শত্রুপক্ষ আমাদের আরো দু'বার আক্রমণ চালিয়েছিল এবং আমাদের অগ্রগামী ঘাঁটিগুলোকে আগুন এবং ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। ইতিমধ্যে সামনের ঘাঁটি থেকে একজন দ্রুত খবর নিয়ে এলো যে,

যেহেতু আমাদের সৈন্যদল পর্বতের চূড়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রতিটি ঘাঁটি ১০ থেকে ২০ জন সৈন্য আগলে রেখেছিল এবং এ ছাড়াও শত্রুপক্ষের এলোমেলো শেল বৃষ্টির জন্যে আমাদের আহতের সংখ্যা খুব বেশী নয়। আমরা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে শত্রুপক্ষ একেবারে নিঃশেষ হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা তাদের যুদ্ধে নিযুক্ত রাখতে পারতাম। এই সংবাদ আমাদের এই বিশ্বাসই নিয়ে এলো যে আমাদের উর্দ্ধতন সেনানায়কগণ সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সত্যিই ক্ষমতাবান ও মেধাবী।

শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণ অবিরাম চলতে লাগলো। আমরা আবার নতুন করে শত্রুপক্ষের আহতের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলাম। ফলে আমাদের সৈন্যদল 'চিন্‌সা' নদী অতিক্রম করবার অবকাশ পেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে আমরা পশ্চাদপসরণ করলাম। কারণ আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা ও সৈন্যদলের শপথ শত্রুপক্ষকে এমন ভাবে অবরোধ করে রেখেছিল যে তারা দিনে ৩·৫ থেকে ৪ কিলো-মিটারের বেশী পথ অগ্রসর হতে পারে নি। পঞ্চম দিনে শত্রুপক্ষের দুটি দল পর্বতের পাদদেশে আমাদের একটি বিশেষ ঘাঁটি অবরোধের চেষ্টা চালাতে লাগলো। তাতে আমাদের অবস্থা গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। আমরা যে মুহূর্তে আমাদের শেষ প্রতিরোধ ঘাঁটিতে ফিরে এসেছি, কমরেড লী ফু-চান পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও চেয়ারম্যান মাও'র নির্দেশে আমাদের আর্মি গ্রুপে এসে হাজির হলেন। তিনি আমাদের জানালেন যে হাজার হাজার লাল ফৌজ মাত্র কয়েকটি বোটের সাহায্যে ফেরী করে দিনে-রাতে চিন্‌সা নদী অতিক্রম করে যাচ্ছে। এবং এ অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং চেয়ারম্যান মাও। সমস্ত লাল ফৌজের দুই তৃতীয়াংশ নদী অতিক্রম করে অপর পারে পৌঁছে গেছে। যদি আমরা এইভাবে আর তিনটে দিন ওদের ধরে রাখতে পারি, তাহলে চিয়াং কাইসেকের হাজার হাজার সৈন্য যারা অবিরাম আমাদের ঘিরে রাখছে, অনুসরণ করছে ও দমন নীতি চালাচ্ছে,—তারা এবারে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হবে। পরি-

শেষে তিনি জানালেন, "চেয়ারম্যান মা'ও আপনাদের জানাবার জন্যে বলে পাঠিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় কমিটি আপনাদের পঞ্চম আর্মি গ্রুপের ক্ষমতায় বিশ্বাসী। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে আপনারা এই বৃহৎ এবং কঠোর কর্ত্তব্য সুন্দর ভাবে পালন করবেন।" পরমুহূর্তে পার্টি কমিটি এবং রাজনৈতিক বিভাগ চেয়ারম্যান মাও'-র নির্দেশ প্রতিটি পদের সৈন্যদের জানাবার জন্যে কিছু কর্মী পাঠালেন। চেয়ারম্যান মাও'র এই নির্দেশ প্রতিটি সৈনিকের মনে আবার নতুন করে উদ্দীপনা ও উৎসাহ ফিরিয়ে নিয়ে এলো। তাঁরা তাঁদের সংকল্পে ও কর্তব্যে স্থির থেকে সমস্বরে বলে উঠলেন: "যতক্ষণ আমরা নিশ্বাস নিতে পারবো, ততক্ষণ আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালনের শপথ গ্রহণ করছি। দয়া করে কেন্দ্রীয় কমিটি ও চেয়ারম্যান মাও-কে জানাবেন যে আমাদের মূল সৈন্যের শেষ সৈনিকটি ভালভাবে নদী পার হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই করে যাব। প্রয়োজন হলে আমরা শত্রু-পক্ষকে আরো ১০ দিন এখানে ধরে রাখবো। তিনদিন তো কিছুই নয়।"

কেন্দ্রীয় কমিটিও চেয়ারম্যান মাও'র উপদেশ ও উদ্বেগ অফিসার ও সমস্ত সৈনিকমহলে বড় রকমের অনুপ্রেরণা এবং নিজেদের একটা বৃহৎ কর্মে নিয়োজিত করবার প্রেরণা নিয়ে এলো। বিভাগীয় সেনা নায়কগণ রাজনৈতিক উপদেষ্টাগণও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ তাদের দলবল নিয়ে লড়ায়ের জন্যে শত্রুপক্ষের সামনের ঘাঁটির দিকে এগিয়ে গেল। এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ভয়ানক ভাবে আমাদের পক্ষে ছিল। আমাদের একটি ছোট দল পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সমস্ত শত্রুসৈন্যকে নজরে রাখছিল এবং ওদের নদীর সমতল পর্যন্ত আটকে রাখবার ব্যবস্থা করেছিল। পাহাড়ের যেখানে দাঁড়িয়ে আমি যুদ্ধ করেছিলাম সেখানে একটি ঢালু পথ ছিল। যে পথ এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের ওপরে উঠে গেছে। যখন শত্রুপক্ষ ভয়ানক ভাবে গোলা-বারুদ ছুঁড়তে শুরু করে তখন আমরা ঐ পথ ধরে অপর একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বিশ্রাম নিই। শত্রুপক্ষ যে গভীর মনোযোগে

অবিরাম শেলবৃষ্টি করে আমাদের সৈন্সেরা সেখানে বসে তা গণনা করে এবং কৌতুক অনুভব করে। যখনই শেলবৃষ্টি শেষ হয় তখনই আমরা হাত বোমা ও পাথর নিয়ে দ্রুত পাহাড় থেকে নেমে এগিয়ে আসা শত্রুকে অভ্যর্থনা জানাই। ফলে হাত-বোমা ওদের মাঝে ফেটে পড়ে। মাথার ওপর শিলা বৃষ্টি হতে থাকে এবং ওরা ভয়ে রণক্ষেত্র থেকে বহুদূরে পালিয়ে যায়।

আমাদের যা সৈন্য সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশী সাহসের সঙ্গে আমরা শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। এই ভাবে নয় দিন পার হয়ে গেল, আমরা তবুও আমাদের ঘাঁটি আগলে রইলাম। তারপর আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে নির্দেশ পেলাম যে আমরা যেন আমাদের প্রতিরোধের ঘাঁটি ধীরে ধীরে সরিয়ে নদীর উত্তর তটে নিয়ে যাই। আমরা যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের অনেক আগেই পশ্চাদরক্ষীদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। এখন নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আমরা নদীর ধারে হাজির হবার জন্যে ক্রমান্বয়ে একটানা ২৫কিলোমিটার পথ মার্চ করে এলাম। আমরা রাতের আঁধারে 'চিনসা' নদী অতিক্রম করলাম এবং ফেরীর ছোট ছোট বোটগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিলাম। এই ছোট ছোট ফেরী বোটেই আমাদের ১০ হাজার-এরও বেশী সৈন্য আগে নদী পার হয়ে চলে গেছে। পরদিন শত্রু সৈন্য আমাদের আক্রমনের জন্যে নদীর ধারে ছুটে গেল কিন্তু আমরা তখন অনেক দূরে। তাদের দেরীর জন্যে আমরা তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছি। এই ভাবে চিয়াংকাইসেকের শয়ে শয়ে এমন কি হাজার হাজার সৈন্য আমাদের চিরতরে নির্মূল করবার জন্যে ভয়াবহ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, তাদের সেই প্রচেষ্টা পরিপূর্ণ ভাবে অসাফল্যে পর্যবসিত হল।

তিনদিন পরে আমরা 'হুইলি'র কাছে আমাদের প্রথম ও তৃতীয় আর্মি গ্রুপের সঙ্গে মিলিত হলাম। এখানে এসে আমরা বিশ্রামের জন্যে কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ থেকে বিরত রইলাম। এবং এই সুযোগে আমরা আমাদের সৈন্য পুণর্গঠন ও একত্রিকরণের কাজ সমাপ্ত

করলাম। হুয়াং চেন এবং আরো কিছু কমরেড একত্রিত হয়ে একটি ছোট একাঙ্কিকা লিখে ফেললো। যার নাম 'এ ব্রোকেন ষ্ট্র ম্যানডোল।' এই একাঙ্কিকা একদিন যখন আমরা সকলে কোন এক সংখ্যায় একত্রিত হলাম, তখন আমাদের আর্মি গ্রুপের নাট্য সংস্থা এই নাটকটি অভিনয় করলো। এই নাটকের মূল বক্তব্য ছিল কি করে চেয়ারম্যান মা'ওর নেতৃত্বে লাল ফৌজ প্রচণ্ড কষ্ট স্বীকার করে শত্রু সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে তাদের 'ঘেরাও, অনুসন্ধান ও দমন' নীতির পরাজয় ঘটিয়েছিল। এই নাটকে আরো দেখানো হয়েছিল যে চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে কৌমিনটাং দলের হাজার হাজার সৈন্য ১০০ কিলোমিটার লাল ফৌজকে প্রচণ্ড ভাবে অনুসরণের পর তারা কি পেল? তারা চান 'চিনসা' নদীর দক্ষিণ তটে একজন লাল ফৌজের পরিত্যক্ত ছিঁড়ে যাওয়া একখানা খড়ের চটিজুতো। এ দৃশ্য হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৯৩৫ সালের বসন্তকাল হচ্ছে সাফল্যের কাল। চীনা বিপ্লবের ইতিহাসের পাতায় এই সময়টা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই সময় থেকে পরবর্তী কালে 'সুনী' অধিবেশনের সিদ্ধান্ত আমাদের আলোক সংকেতের মত কাজ করেছে। সে সিদ্ধান্ত আমাদের অগ্রগতির উজ্জ্বল পদচিহ্ন হয়ে আছে। এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও চেয়ারম্যান মাও-সে তুং-এর নেতৃত্বে এই সিদ্ধান্তই আমাদের জয়ের পর জয় সূচনা করেছে।

চিন্‌সা নদী অতিক্রম | লীয়াও ইং-ট্যাং

স্যুনী অধিবেশনের পর লাল ফৌজের প্রথম ফ্রন্ট আর্মির চীনা কৃষক-মজদুর সেনানীরা 'লৌসানকুয়ান' ও 'স্যুনী' অঞ্চলের শত্রু সৈন্য ভেদ করে দক্ষিণের 'উচিয়াং' ও 'ইপান' নদী পার হয়ে 'উনানের' দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে লাগলো। এদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন স্বয়ং চেয়ারম্যান মাও। মার্চ করে যাবার সময়ে আমাদের লাল ক্যাডার রেজিমেন্টের আর একটা দায়িত্ব ছিল। তাদের বলা হয়েছিল, তারা ঐ সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটি সংস্থা ও আমাদের নেতৃত্বদানকারী কমরেডদের যেন রক্ষা করে।

আমাদের সৈন্যদলকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। একদল ছিল যুদ্ধরত পদাতিক সৈন্য ও অপর দল বিশেষ কাজে নিয়োজিত সৈন্যদল। এ ছাড়াও উচ্চ পর্যায়ের ক্যাডার গ্রুপ। এই উচ্চ পর্যায়ের ক্যাডার গ্রুপ ছাড়া আমাদের রেজিমেন্টের সমস্ত সৈন্যেরাই ছিল পদাতিক অফিসার। এঁদের বিভিন্ন সেনাবিভাগ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এঁরা ছিল দুর্দান্ত যুবক এবং বহু যুদ্ধের অভি-জ্ঞতায় পূর্ণ।

এপ্রিল মাসে 'উনানে' প্রচণ্ড গরম পড়ে। আমাদের পাতলা পোষাক গরমে ও ঘামে ক্রমাগত ভিজে যেতে থাকে। আদিগন্ত মায়াময় সবুজ ধানের ক্ষেত মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হতে থাকে। মনে হয় যেন ওরা আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। পাহাড়ের দু'পাশে বাড়ন্ত গাছের বিস্তার। মৌমাছিরা ফুটন্ত ফুলকে ঘিরে অবিরাম গুনগুনিয়ে যাচ্ছে। সবুজ পাতার অবারিত সৌন্দর্য ঝরে পড়ছে। বসন্ত তার মাতাল-হাওয়া ছড়িয়ে দিচ্ছে। যদিও সেই সময়ে শত্রু-পক্ষের ১০০,০০০ সৈন্য আমাদের অবিরাম অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে, তবুও আমরা নিশ্চিত ছিলাম এই ভেবে যে চেয়ারম্যান মাও

আমাদের যে নেতৃত্ব দেবেন তাতে তারা নিঃসন্দেহে বিতাড়িত হবে এবং আমরা আবার নতুন ভাবে জয়লাভ করবো। সুতরাং আমাদের মনের জোর ছিল অপরিসীম। এবং আমরা বসন্তের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের সৈন্যদল একটা গ্রামে ঘাঁটি গাড়লো। মধ্যরাত্রে আমি দেহরক্ষীদের পরিদর্শনে বেরুলাম। আমি যখন আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সেনানায়কদের বাসভূমির চত্বরে পৌঁছলাম, আমি লক্ষ্য করলাম যে একটা ঘরের ভেতরে তখনও আলো জ্বলছে। আমার মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগলো যে কে এই নেতা, যিনি এখনো জেগে? আমি তাঁর দেহরক্ষীকে প্রশ্ন করবার মুহূর্তেই তিনি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। যখন তিনি একেবারে আমার কাছে এলেন, তখন আমি দেখলাম যে তিনি কমরেড চৌ-এন-লাই। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে যথাযথ শ্রদ্ধা জানিয়ে বললাম ভাইস চেয়ারম্যান, আপনি এখনো শুতে যাননি?

'না', তিনি জবাব দিলেন। "আপনার পরিদর্শন শেষ হয়েছে? তাহলে আমার সঙ্গে আসুন।

এই চত্বরটা ছিল একজন ভূস্বামীর এবং বাড়ীটা ছিল অত্যন্ত মজবুত। ঘরের যেখানে ভাইস-চেয়ারম্যান অবস্থান করছিলেন সেখানে অনেকগুলো পুরোনো ধাঁচের চেয়ার ও একটা বড় চৌকো টেবিল ছিল। টেবিলের ওপর একটা আলো মৃদু ভাবে জ্বলছিল। এরই পাশে কিছু লেখার সরঞ্জাম এবং সেই সঙ্গে একটি কাগজের প্যাকেট পড়েছিল। দেওয়ালে একটা বড় ম্যাপ টাঙ্গানো ছিল। দেখে মনে হল তিনি বোধ হয় আমাদের পরবর্তী অগ্রগতির রাস্তা গভীর ভাবে অনুধাবণ করছিলেন। চিন্তা করছিলেন। স্বল্প আলোতে আমাদের ভাইস চেয়ারম্যানের মুখমণ্ডল পাতলা ও পাণ্ডুর দেখাচ্ছিলো। তাঁর চোখ দুটোও কেমন যেন জ্যোতিহীন মনে হচ্ছিলো। তিনি বাইরে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন।

আমাদের উপবেশনের পর তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন,

আপনার পঞ্চম বাহিনীতে এখন সৈন্য সংখ্যা কত?

আমি জবাব দিলাম: "গত 'স্নুনী' ও 'উচেং'-এর যুদ্ধে আমাদের কিছু সৈন্য আহত হয়েছে। তবে বর্তমান সৈন্য সংখ্যা ১২৫-এর ওপর।"

তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন, গত মার্চের সময়ে আমরা কতটা সাফল্য অর্জন করেছি এবং তখন আমাদের মনোবল ও অস্ত্রপাতি কেমন ছিল। আমি এ সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলাম। তিনি আমার জবাব শুনে একটু চিন্তা করলেন, তারপর হেসে বললেন, "আপনাদের পঞ্চম বাহিনী 'স্নুনী' ও 'উচেং'এ-খুব ভাল লড়াই করেছে এবং আমি আশা করি, আপনারা আপনাদের সুনাম বজায় রাখবেন।

তিনি সামনের টেবিলের প্যাকেটটা খুলে আমাকে কিছু বিস্কুট দিলেন। আমি জানি যে এগুলো তাঁর নৈশ আহারের জন্যে তাঁরই দেহরক্ষীরা তৈরী করেছে। যেহেতু সেই সময়ে বিস্কুট পাওয়া খুবই দুষ্কর ছিল, সেই কারণে আমি নিতে অস্বীকার করলাম।

আমি তাঁকে বললাম: "আমার নৈশ আহার ভালই হয়েছে। আমার পেট ভর্তি।

তিনি বিস্কুটের প্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে, আমাকে কিছু নেবার জন্যে চাপ দিলেন। সুতরাং আমাকে বাধ্য হয়ে যৎসামান্য তুলে নিতে হল। আমি বিস্কুট খেতে খেতে আরো কিছু প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু ভাইস চেয়ারম্যান চুপ করে রইলেন। দেখে মনে হল তিনি চিন্তার মধ্যে ডুবে আছেন।

শেষে তিনি বললেন: "ঠিক আছে। রাত অনেক হল। আপনি আপনার কাজে যান।"

ভাইস চেয়ারম্যান চৌ-এর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম: কেন তিনি আমাদের বাহিনী সম্পর্কে এত বিষদ প্রশ্ন করলেন? তিনি কি এ প্রশ্নগুলো নিতান্তই প্রসঙ্গক্রমে করলেন? অথবা তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে একটা কাহিনী

খুঁজছেন? আমি খুবই দুঃখিত যে, এ প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব আমি পেলাম না।

পরদিন সকালে আমরা কিছু বাজে কাজে সময় ব্যয় করতে লাগলাম। তার মধ্যে আমাদের খাদ্য প্রস্তুত একটা। আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ভাত রান্না করছিলেন। কিছু সংখ্যক আগুনে কয়লা দিচ্ছিলেন। কিছু সংখ্যক কাপড় ধোলাই করছিলেন। আবার কিছু সংখ্যক নিজেদের রাইফেলে পালিশ লাগাচ্ছিলেন এবং বেয়নেটে ধার দিচ্ছিলেন। আমাদের মধ্যে আবার কিছু সংখ্যক ঘরের চালের প্রান্তভাগে বসে খড়ের চটি তৈরী করছিলেন এবং নিজেদের কাজের গল্প করছিলেন।

আমাদের মধ্যে একজন মন্তব্য করলেন: শত্রুপক্ষ আমাদের প্রচণ্ড ভাবে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে। তবুও আমরা এখানে তাঁবু গেড়েছি। এটাও কি একটা বাজে ব্যাপার নয়?

একজন প্রতিবাদ করলেন: এর মধ্যে বাজে কাজের কি আছে? আমরা শত্রুপক্ষকে ধরবার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি। ধরতে পারলেই পিটতে শুরু করবো। অথবা এমনও হতে পারে যে সামনে আমাদের একটা বড় কাজ আসছে। এবং তার জন্যে আমাদের প্রস্তুতি প্রয়োজন।

তৃতীয় জন বাধা দিয়ে বললেন: "কি ধরনের বড় কাজ? 'কুনমিং'এ প্রচণ্ড আক্রমণ? 'চিনসা' নদী জোর করে পার হয়ে যাওয়া?"

যেহেতু এ প্রশ্নের কেউ জবাব দিতে পারলেন না, তখন সকলেই আমার দিকে ঘুরে তাকালেন।

আমি বললাম: "এখনও তেমন কোন নির্দেশ আসেনি। সুতরাং আমরা কেমন করে জানবো?"

সেইদিন বিকেলে যখন আমাদের প্রস্তুতি পর্ব মোটামুটি ভাবে শেষ, তখন লোকেরা আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলো যে আমরা এখনও কেন এই স্থান ত্যাগ করে যাচ্ছি না। আমি নিজেও কেমন যেন

অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম। এবং এই সকল প্রশ্ন আমাকেও উত্তেজিত করে তুলেছিল। তখন আমি ঠিক করলাম যে ঘুরে ঘুরে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করবো।

যেখানে আমরা আস্তানা গেড়েছি সেটা একটা বড় গ্রাম। এখানে দুশো'র ওপর বাড়ী আছে। এদের খড়-পাতা ইত্যাদিতে ছাওয়া চালের ঘরগুলোর মাথা বাঁশ দিয়ে তৈরী। এ ঘরগুলো সবুজ ধান ক্ষেতে ঘেরা। দৃশ্য হিসাবে অপূর্ব। এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা যদিও কঠোর তবুও বলবো যে 'কৌচো'র চেয়ে অনেক ভাল। এখানে বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস করে। এখানে কৌমিন টাং দল আগেই প্রচার করেছিল যে আমরা একমাত্র বৃদ্ধ ও শিশুদের ছাড়া সমস্ত যুব সম্প্রদায়কে জোর করে যুদ্ধে ভর্তি করে নেব। একটা প্রাথমিক স্কুলের পাশ থেকে এক ঝুড়ি বাজে কাগজ বাতাসে আমার দিকে উড়ে আসছিল। আমি তার মধ্যে হঠাৎ 'উনানের' একটা মানচিত্র দেখতে পেলাম। আমি অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে তুলে নিলাম। অতীতে আমরা সব সময়ই আমাদের নেতাদের নির্দেশের ওপর বিশ্বাস রেখেছি এবং স্থানীয় নির্দেশকরা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু এখন যতদূর সম্ভব সহজ করে আঁকা এই মানচিত্রটাই আমাদের নির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে পারবে। এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। এই মানচিত্র দেখে বুঝতে পারছি যে, যদি আমাদের উত্তরে এগিয়ে যেতে হয় তবে চিন্‌সা নদী পার হতেই হবে। শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ ক্ষমতা নিশ্চয়ই ওখানে জোরদার। এবং আমরা যদি এ নদী জোর করে পার হবার চেষ্টা করি তবে বড় রকমের একটা লড়াই অবশ্যম্ভাবী।

ফিরে আসবার পথে, আমি যখন কেন্দ্রীয় সংস্থার মূল দপ্তরের পাশ দিয়ে আসছিলাম, তখন দেখলাম বহু লোক ঐ দপ্তরের গেট দিয়ে যাতায়াত করছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে এখানে যেন কোন অধিবেশন চলছে। যদিও আমি এদের অনেককে চিনতাম, তবুও আমার মনে হল না যে এখনই কোন প্রকার প্রশ্ন করবার প্রয়োজন

আছে। স্বভাবতই আমাদের মার্চের এই অবস্থায় আমি এটাও অনুভব করলাম যে এখনই নতুন কোন কঠিন সমস্যার উদ্ভব হতে পারে না।

তৃতীয় দিনের প্রত্যূষে আমরা জানতে পেলাম যে শত্রুপক্ষ ধীরে ধীরে আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের সেই স্থান ত্যাগ করার কোন হুকুম এলো না। সুতরাং তখনও আমরা ঝুলে রইলাম। মধ্যাহ্নে, আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম সৈন্য বিভাগের মূল দপ্তর থেকে একজন দ্রুত আমাদের বাহিনীর দিকে এগিয়ে আসছে।

আমি তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম: "সেনা বিভাগের নেতা কি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন?"

দূত সঙ্গে সঙ্গে বললেন: "আপনি কি করে বুঝলেন?"

আমি সেই মুহূর্তে বুঝে নিলাম যে আমার অনুমান সত্য। আমি সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে অধীর হয়ে আমাদের দূত, যিনি আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা লী, তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম এবং আমরা দু'জনে তাড়াতাড়ি সৈন্য বিভাগের মূল দপ্তরের দিকে ছুটলাম।

লোকারণ্য অবস্থা। আমাদের বাহিনীর কম্যানডার চেন-কেং এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধি সাং জেন-চিউয়াং ছাড়াও সেখানে আরো দায়িত্বশীল কমরেডরা উপস্থিত রয়েছেন। যাঁরা আমাদের কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে এসেছেন। যাঁদের কয়েকজনকে আমি চিনি। আবার কিছু লোক ছিলেন, যাঁদের আমি চিনি না। ঘরটা তামাকের গন্ধে ভরপুর। অধিবেশন এগিয়ে যাচ্ছিলো। যখন লী এবং আমি প্রবেশ করলাম, তখন আমাদের বাহিনীর কম্যানডার আমাদের এইভাবে নির্দেশ দিলেন:

"কেন্দ্রীয় কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আমাদের আর্মি চিন্‌সা নদী পার হবার জন্যে উত্তরে অভিযান চালাবে। এবং আমাদের বাহিনীকে 'চিয়াওপিং' ফেরী অধিকার করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমাদের বাহিনী ঠিক করেছে যে তারা অগ্রগামী সৈন্যদল হিসাবে দ্বিতীয়-যুদ্ধরত সৈন্যদলকে পাঠাবে এবং পঞ্চম বাহিনীকে রাখবে বল্লমধারী হিসাবে। আপনাদের কাজ হচ্ছে যত শীঘ্র সম্ভব

কেরী দখল করা। তাতে আমাদের যে মূল্যই দিতে হোক না কেন দিতে হবে। এবং সেই সঙ্গে আমাদের মূল সৈন্য যাতে নদী অতিক্রম করে চলে যেতে পারে তার দিকেও নজর রাখতে হবে। তাদের আগলে রাখতে হবে। আপনাদের দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে।" পাশের লোকটিকে দেখিয়ে তিনি আবার বললেন: "কেন্দ্রীয় কমিটি আপনাদের সঙ্গে একদল কর্মী পাঠাচ্ছে আপনাদের মালপত্তর বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে। কমরেড লী হচ্ছেন সেই কর্মীদলের নেতা। তিনি সমস্ত বিষয়ের দায়িত্বে থাকবেন।"

গর্বিত ভাবে আমি কমরেড লী'-র হাত চেপে ধরলাম। কার সঙ্গে যাত্রা শুরু করতে হবে, সে বিষয়ে বিষদ আলোচনার পর আমি আমার বাহিনীতে ফিরে এলাম।

আমাদের বাহিনীর সমস্ত সৈন্যকে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার পর আমরা হালকা কিছু জিনিস আমাদের সঙ্গে নিয়ে আহারে বসলাম। আমাদের এই আহারের ব্যবস্থাটা ছিল খুবই আন্তরিকতা-পূর্ণ। তারপর আমরা একটা ট্রাকে উঠে নদীর দিকে যাত্রা করলাম। এই বাহিনীর সহ-অধিনায়ক হুয়ো হাই উয়ান এবং আমি অগ্রগামী সৈন্যদলের পিছনে মার্চ করে চলতে লাগলাম। রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও কর্মীদল পশ্চাদরক্ষা হিসাবে রইলো। 'স্নুনী' এবং 'টুচেং'-এর যুদ্ধে পর পর দুবার জয়লাভ করে আমাদের সৈন্যদলকে বেশ তেজস্বী করে তুলেছিল। এ ছাড়াও পর পর দু'দিন বিশ্রামের পর সৈন্যদের ক্লান্তি বলতে আর কিছু ছিল না। আজকের কাজের জন্যে তাদের যে অগ্রগামী সৈন্যদল হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে, এতেও তাদের উৎসাহ আরো বেড়ে গিয়েছিল। যদিও পর্বতের মধ্য দিয়ে পথ করে চলা আমাদের যথেষ্ট শ্রমসাধ্য ও কষ্টপূর্ণ ছিল এবং মাঝে মাঝে এগিয়ে যাবার সীমানা বা রাস্তা বলতেও কিছুই ছিল না। এ ছাড়াও সূর্যের প্রচণ্ড রোদে আমাদের অবিরাম ঘাম ঝরছিল ও জামা ভিজে যাচ্ছিলো। তবুও একজন সৈনিকও একাজে পিছিয়ে পড়েনি বা মুখে কোন প্রকার অভিযোগ প্রকাশ করে নি। আমরা সারারাত

মার্চ করে ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটারেরও বেশী পথ অতিক্রম করতে লাগলাম। ভোরবেলায় আমরা দশ মিনিট বিশ্রাম নিলাম। ঠাণ্ডা জল পান করলাম। পরে কয়েক গ্রাম ঠাণ্ডা খাদ্য খেয়ে আবার একটানা মার্চ করে চল্লিশ কিলোমিটার পথ পার হয়ে গেলাম।

এবারে আমাদের একটা উঁচু পাহাড় পার হতে হল। এখন 'চিনসা' নদী থেকে আমাদের দূরত্ব এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার। তখন আমরা বিশ্রাম নেব ঠিক করলাম। এই অবকাশে কর্মীদলের কমরেড লী ও আমি ফেরী অধিকারের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করবার সুযোগ পেলাম। আমরা ঠিক করলাম, নদীর তীরে পৌঁছেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা প্রতিরোধকারীদের তাড়িয়ে দেব এবং কিছু নৌকা কেড়ে নিয়ে জোর করে নদী পার হব। অপর পারে পৌঁছে সেখানকার প্রতিরোধকারীদেও তাড়িয়ে দিয়ে আমাদের পরবর্তী সেনাবাহিনীকে সেখানে আনবার সুযোগ দেবার জন্যে অপেক্ষা করবো।

আমরা যখন নদী তটের কাছাকাছি পৌঁছুলাম তখন সূর্য অস্তমিত। আর কিছুটা দূরেই নদী। আমরা দূর থেকে পাহাড়ের চূড়ার আদিগন্ত বিস্তৃত সীমানাকে ছায়া মূর্তির মত দেখতে পেলাম। তখন চারদিকে গাঢ় অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে আমরা কোনগুলো পাহাড় আর কোনগুলো গাছ তা' ঠিক করতে পারলাম না। 'চিনসা' নদীর তটভূমি অনেকটা হলুদ কাপড়ের মত। কিন্তু নদীকে তটভূমি থেকে আলাদা করে দেখা বা অনুভব করা যায় না। পাহাড় এবং নদীর দূরত্বের মাঝে মিট মিট্ করে কিছু আলো জ্বলছে। হটাৎ দেখলে মনে হবে এগুলো শত্রুপক্ষের চোখ। তারা আমাদের গভীর ভাবে অনুসরণ করছে। আমি আমার পশ্চাতের সেনাবাহিনীকে হুকুম দিলাম :

"তোমাদের সামনেই 'চিন্‌সা' নদী। এবারে তৈরী হও।

ঠিক এই মুহূর্তে, অগ্রগামী সৈন্যদলের নেতা সেই গভীর অন্ধকার ভেদ করে ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে জানালো যে ফেরীতে কি

ঘটনা ঘটেছে।

আমাদের সেনানীরা 'উনানে' প্রবেশ করবার পর, শত্রুপক্ষ আন্দাজ করে নিয়েছিল যে আমরা হয়তো 'চিন্‌সা' নদী অতিক্রম করবার চেষ্টা করবো। সুতরাং তারা উত্তর নদীতটে কয়েকশো কিলোমিটার জুড়ে টানা সৈন্য সাজিয়ে ছোট বড় সমস্ত ফেরী আগলে রেখেছে। সেই সঙ্গে দুই নদীতটের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে সমস্ত নৌকাগুলো নিজেদের দিকে সরিয়ে নিয়েছে। 'চিয়াওপিং' ফেরীর উত্তরতটের শত্রুপক্ষ মাঝে মাঝেই সাদা পোষাকে তাদের লোকজনকে নদীর তীরে পাঠাচ্ছে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে। আজকে তারা কিছু গুপ্তচরকেও এদিকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তারা সম্ভবত কয়েক টান গাঁজা খাবার জন্যে অথবা স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে কিছু আদায় করবার জন্যে চলে গেছে। যে নৌকাগুলো তাদের নিয়ে গেছে, সেগুলো ফেরীতে বাঁধা আছে। যখন আমাদের কর্মীদল নদীর তীরে নেমে গেল, তখন বোটম্যানেরা নিজেরাই জানালো যে তারাই শত্রুপক্ষের গুপ্তচরদের ওপারে পৌঁছে দিয়েছে।

তারাও প্রসঙ্গক্রমে প্রশ্ন করলো: "আপনারাও যাবেন নাকি?"

আমাদের কর্মীদল জবাব দিল: "হ্যাঁ।"

তারপর আমাদের কর্মীদল অতর্কিতে ঐ নৌকার মাঝিদের বুকের সামনে পিস্তল তুলে ধরে নৌকাগুলো অধিকার করলো।

এই সংবাদ শুনে আমি দৌড়ে নদীর দিকে গেলাম। প্রথমে আমরা নৌকায় মাঝিদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম। তারা তখন ভয়ে কাঁপছিল। তারপর নদীর উপরতটের অবস্থা ভালভাবে জেনে নিলাম। আমরা সংবাদে জানতে পারলাম যে ওপারে একটা ছোট শহর আছে। সেখানে সাধারণভাবে ভূস্বামীদের সৈন্যরাই শুল্ক আদায়ের দপ্তরটি গার্ড দেয়। এরা সংখ্যায় তিরিশ থেকে চল্লিশ জন। কিন্তু আজকে সকাল থেকে নিয়মিত সৈন্যদলের একটি বিভাগ সেখানে বাড়তি হিসাবে মোতায়েন করা হয়েছে। তারা এখন

শহরের ডানদিকে অবস্থান করছে। শহরের মূল ভূমি হচ্ছে নদীর মুখোমুখি। এই পথ পাথরে আচ্ছাদিত। শহরের গেটে ভূস্বামীদের যে কোন একজনের লোক মোতায়েন থাকে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে সেখানে বাড়তি রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। যদিও শত্রুপক্ষ জানতো যে আমরা হয়তো নদী পার হবার চেষ্টা করবো। কিন্তু যেহেতু ফেরীটা আয়তনে বড় নয়, তারা কল্পনাই করতে পারে নি যে শহরটা এখনো খুব বেশী সুরক্ষিত নয়।

এই যুদ্ধের সহ-অধিনায়ক এবং আমি বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিশদ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলাম, এই মুহূর্তে আমরা নদী অতিক্রম করবো। ইতিমধ্যে আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা মাঝিদের সঙ্গে কথা বললো। আমাদের সঙ্গে সহযোগীতা করবার জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো। যেহেতু কৌমিনটাং দলের কাছে তাদের অত্যন্ত নিপীড়িত হতে হয়েছে, সেইহেতু তারা এ প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

আমি তখন আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় পদাতিক সৈন্যকে প্রথমে আমার সঙ্গে নদী পার হবার আদেশ দিলাম। কিন্তু সহ-অধিনায়ক, রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও কর্মীদল নদীর দক্ষিণ তটে পশ্চাতে অপেক্ষায় রইলো। আর তৃতীয় পদাতিক সৈন্যদল প্রয়োজনে আমাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবার জন্যে প্রস্তুত রইলো। তৃতীয় পদাতিক সৈন্যদল তখন দু'দলে ভাগ হয়ে নদীতটের দক্ষিণ-বামে সরে দাঁড়িয়ে অপর পারের শহরের জোনাকীজ্বলা আলোতে তাদের বন্দুকগুলো পরীক্ষা করে নিল। খুবই চুপি চুপি আমি প্রথম এবং দ্বিতীয় পদাতিক সৈন্যদলকে দুটি নৌকায় তোলবার জন্যে পরিচালনা করে নিয়ে এলাম। চুপিচুপি উপদেশ দিলাম যে ওপারে পৌঁছে তারা হঠাৎ বিপদে পড়লে কি করবে। তারপর একের পর এক দুটি নৌকা যাত্রা করলো।

তখন মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল। কিন্তু তবুও নদীতে ঘূর্ণিজল সৃষ্টি করছিল। ঢেউগুলো আমাদের নৌকায় এসে আছড়ে পড়ে

ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করছিল। আমাদের কিছু সংখ্যক সৈন্য দাঁড় টেনে মাঝিদের সাহায্য করবার চেষ্টায় ছিল। অন্যদল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাদের রাইফেলগুলোকে শক্ত করে ধরে ঢেউয়ের ধাক্কা সামলাবার চেষ্টা করছিল।

আমরা শহরের কাছাকাছি এসে গাঢ় অন্ধকারে সামনের বাড়ীগুলোর রেখা দেখতে পেলাম। আমাদের নৌকা যত এগিয়ে যেতে লাগলো, ততই সে বাড়ীগুলোর জানালার আলো এবং ভেতরের মানুষগুলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগলো। এমনকি আমরা গলার আওয়াজও শুনতে পেলাম। আর কয়েক মিনিট। তারপরেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আমি আমার হাতের বন্দুকটা শক্ত করে ধরলাম এবং শহরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম।

নৌকা ঘাটে এসে পৌঁছালো। তারা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলো। দেখলাম তাদের হাতের বন্দুকও প্রস্তুত। আমি তাদের ঘাটে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনের পাথুরে পথটুকু ঘিরে ফেলতে বললাম। তারা যখন পথের মাথায় এসে পৌঁছালো, তখন আমরা একটি বাড়ীর ভিতর থেকে একজন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। কণ্ঠস্বরটি ছিল স্থানীয় ভাষায়।

"কি হল, এত দেরী করে ফিরলে কেন?"

আমাদের দু'জন সেনা-নায়ক কোন জবাব দিল না।

আমাদের একজন সেনানায়ক নীচুস্বরে বললো: "লড়বার চেষ্টা করো না।"

আমি তখনই আমার দলবল নিয়ে দৌড়ে সেখানে গেলাম এবং দু'জন দ্বাররক্ষীকে আমাদের দখলে নিয়ে এলাম। এই দুইজন পরাজিত রক্ষীদ্বয়কে অনেক জেরার পর তারা যা বললো, তার সঙ্গে মালিকের পূর্ব প্রদত্ত সংবাদের মিল আছে। আমি তখন আমার প্রথম পদাতিক সৈন্যদলকে সোজা রাস্তা ধরে ডানদিকে এগিয়ে গিয়ে শত্রুপক্ষকে সরাসরি আক্রমণ করতে হুকুম দিলাম। এবং দ্বিতীয় দলকে বললাম, তারা যেন অবিলম্বে বাঁদিকের পথ ধরে ভূস্বামীদের

আক্রমণ করে। এই উভয় দলকেই জানিয়ে দিলাম যে তারা যেন যুদ্ধের সংবাদ আমাকে পাঠাতে ভুল না করে। এটা অবশ্যই কর্তব্য।

এরপর নৌকা চলে গেল আমাদের পরবর্তী দলকে নিয়ে আসবার জন্যে।

পরিকল্পনা অনুসারে, আমাদের সংকেতকারী ব্যক্তিটি কিছু খড় জোগাড় করে নদীর ধারে আগুন ধরিয়ে দিল। সংকেতটি ছিল এই যে আমাদের বাহিনী নদী পার হয়ে গেছে। উজ্জ্বল অগ্নিশিখা নদীর জলে ঝিকিমিকি আলোর সৃষ্টি করতে লাগলো এবং ক্রমে গাঢ় রক্তবর্ণ হয়ে জ্বলতে লাগলো।

সংকেতটি পাঠাবার পরেই কয়েকটি গুলির আওয়াজ শোনা গেল। তারপর নিরবতা নেমে এলো। আমরা আশ্চর্য হচ্ছিলাম এই ভেবে যে, কেন গুলির আওয়াজ বন্ধ হল। ইতিমধ্যেই পদাতিক সৈন্যদলের দু'দিক থেকে দু'জন সংবাদ বাহক আমাদের সংবাদ দেবার জন্যে ছুটে এলো।

সংবাদটি এই ধরনের: যখন আমাদের প্রথম বাহিনীর পদাতিক সেনানীরা শত্রুপক্ষের মূল দপ্তরের গেটের কাছে গিয়ে হাজির হল, দ্বাররক্ষী তৎক্ষণাৎ তাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালো। তখন তাদেরই একজন সৈন্য, যে পূর্বেই আমাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল, সে আমাদের হুকুমে জবাব দিল:

"আমরা স্থানীয় সংস্থা থেকে আসছি।"

কৌমিনটাং সৈন্যটি পরবর্তী প্রশ্ন করবার পূর্বেই আমাদের সেনানী দু'পা এগিয়ে গিয়ে তার গলা টিপে ধরলো। ঐ স্থান থেকেই ভেতরের অবস্থা অনুধাবণ করে মূল দপ্তরের দিকে এগিয়ে গেল এবং লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে চিৎকার করে উঠলো:

"তোমাদের সমস্ত বন্দুক জমা দাও। তাহলে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে না। আমাদের সেনানীরা ঘরে ঢুকে দেখলো যে ঘরখানা গাঁজায় পূর্ণ। কৌমিনটাং-এর সেনানীর ঐ ঘরের মেঝেতে শুয়ে গাঁজায় দম দিচ্ছে। ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার। আমাদের এই

কঠোর হুকুম শোনামাত্রই কৌমিনটাং হতবুদ্ধি হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলো এবং ধীরে ধীরে হাত তুললো।

তারা একবার প্রতিবাদ করতে গিয়ে হতবুদ্ধির স্বরে বললো: "ভুল করবেন না। আমরা আজই এসে পৌঁছেছি।"

আমাদের সেনানীরা জবাব দিল: "তাতে কোন ভুল হয় নি। আমরা লাল ফৌজ। আমরা তোমাদেরই খোঁজ করছিলাম।"

এই কথা শুনে কৌমিনটাং সেনানীরা উঠে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত তাকাতে লাগলো। আমাদের সেনানীরা তাদের একত্রিত করে বাহিরে চত্বরে বেয়নেট দেখিয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করালো। কেবল মাত্র তাদের বিভাগীয় সেনানায়ক ও কিছু অফিসার, যারা পাশের ঘরে অবস্থান করছিল, তারা কয়েকবার এলোমেলো গুলি ছুঁড়ে পালিয়ে গেল। যেহেতু আমরা আর ওদের অনুসরণ করলাম না।

দ্বিতীয় বিভাগের পদাতিক সৈন্যদের অভিজ্ঞতাও ঐ একই রকম। তারা ভূস্বামীদের মূল দপ্তরে এসে এমন অভিনয় করলো যে তারা যেন 'ট্যাক্স' দিতে এসেছে। ভূস্বামীদের লোকেরাও গাঁজায় দম দিয়ে বসে ছিল এবং নানা ধরনের বাজে খেলা খেলছিল। সুতরাং তাদের অধিনায়ক সহ তারাও ধরা পড়লো।

চমৎকার! সমস্ত কিছু ভাল ভাবেই চলছে। উল্লসিত এবং গর্বিত ভাবে আমি সংকেতকারীকে নদীর ধারে দ্বিতীয় সংকেত হিসাবে আরেকটি গুলি ছুঁড়তে বললাম।

ফেরী অধিকার করে আমাদের মনোবল অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আমি যে মুহূর্তে শহরের পাথর বাঁধানো রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম, সেই মুহূর্তে সামনের বাড়িগুলো থেকে অনেক ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম। আমি হঠাৎ কেমন যেন নিজেকে অত্যন্ত শুকনো মনে হতে লাগলো। পা ব্যথা করতে লাগলো এবং ক্ষুধায় পেট গুড় গুড় করতে লাগলো। আমার মনে হতে লাগলো, এই সময় আমি যদি এক পেট আহার করে একটা লম্বা ঘুম দিতে পারতাম। আমি যখন আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টার সঙ্গে পরবর্তী পথ অবলম্বনের আলোচনার

কথা চিন্তা করছিলাম, সেই সময়ে আমাদের বিভাগের সহ অধিনায়ক এসে হাজির হলেন।

তিনি বললেন: "আমাদের অবস্থা পুণর্বিবেচনা করার জন্যে, নিজেদের একত্রিত করার জন্যে এবং আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা আরো বাড়াবার জন্যে আমাদের বিভাগীয় অধিনায়ক এই নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে তোমাদের সামনের পর্বত অতিক্রম করে হিলির দিকে আরো সাড়ে সাত কিলোমিটার এগিয়ে যেতে হবে। সেখানে তোমরা নিজেরাই শত্রু আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করবে।"

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেনানীদের ডেকে রাস্তায় জড়ো করা হল। প্রত্যেকেই এগিয়ে যেতে রাজি। কিন্তু আমরা দীর্ঘ উপবাসে অত্যন্ত ক্লান্ত অনুভব করছিলাম। এতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ আমরা দীর্ঘ ১০০ কিলোমিটার পথ একটানা হেঁটে এসেছি। এবং এই সময়ে ঠাণ্ডা স্বল্প খাদ্য বস্তু ছাড়া আর কিছুই আহার করবার সুযোগ আসেনি। এখন খাদ্য প্রস্তুত করবার সময় নেই এবং আশে-পাশে কোন ভোজনশালাও চোখে পড়ছে না।

সুতরাং আমাদের ক্ষুধা দমন করতেই হল। যাই হোক, আমরা যখন ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন একটা বাড়ীর দরজায় একখানা ঝুলন্ত বোর্ড আমার নজরে এলো। আমি ভাল করে নজর করে দেখলাম যে সেটা একটা মিষ্টির দোকান। আমি সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ভেতরে চলে গেলাম। ভেতরে সমস্ত কিছুই অন্ধকারে ঢাকা। আমি যখন দোকানের মালিককে ডাকাডাকি করতে লাগলাম, কেউ জবাব দিল না। সম্ভবতঃ গুলির আওয়াজ শুনে সে ভয়ে পালিয়েছে।' আমি একটা বাতি জ্বালালাম এবং দেখলাম যে বেশ কিছু সংখ্যক স্থানীয় 'প্যাস্ট্রি' একটি তাকের ওপরে সাজানো আছে। আমি চিন্তা করলাম: যেহেতু এখানে কোন লোক নেই, আমি নিজেই এগুলো সদ্ব্যবহার করবো। আমি মিষ্টিগুলো একত্রিত করে সঙ্গে নিলাম। ওজনে প্রায় পনেরো কিলোগ্রাম হবে। আমাদের বাহিনীতে একশো জনেরও বেশী সৈন্য

ছিল। সুতরাং প্রতি জনের ভাগে মাত্র কয়েক আউন্স করে পড়লো। কেউ কেউ তাদের অংশটুকু মুহূর্তে শেষ করে ফেললো।

একজন সেনানী নালিশ জানিয়ে বললো: "ভাগে অত্যন্ত কম। খাবার সময় কোন স্বাদ পাওয়া গেল না।"

অপর জন প্রতিবাদ করে বললো: "অনুযোগ কোরো না। আমরা বল্লমধারী বাহিনী বলেই ভাগ পেলাম।

আমাদের খাওয়া শেষ হলে, আমাদের কোয়ার্টার মাষ্টার খরচা হিসাব করলো। তারপর কিছু রৌপ্যডলার একটি কাপড়ে জড়িয়ে, একটুকরো কাগজে একটা মন্তব্য লিখে, ক্যাশ-ডেক্সের ড্রয়ারে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রেখে দিল। পরে আলো নিভিয়ে, দরজা বন্ধ করে, আমরা আমাদের পথে চলে গেলাম।

শহরের শেষ প্রান্তে আমরা পাহাড়ী পথের সাক্ষাৎ পেলাম। পথটা বাঁ দিকে ঘুরে গেছে আমরা ওপরে ওঠা শুরু করলাম আট কিলোমিটার ওপরে ওঠার পর আমরা একটা সমতল ভূমিতে এসে দাঁড়ালাম। ঠিক করলাম, একটা রাতের মত আমরা এই উন্মুক্ত প্রান্তরে বিশ্রাম নেব আমাদের বাহিনীর কিছু সংখ্যক গেল জ্বালানী কাঠ জোগাড় করতে, কিছু হাত-মুখ ধুতে। কিছু জল গরম করতে, আর কিছু রান্না করতে কিছু সংখ্যক সৈন্যেরা তাদের রাইফেলগুলো পরিষ্কার করে নিল আবার কিছু সংখ্যক ঘুমোতেও গেল

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। হঠাৎ আমার হাতে হাত পড়তে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি তাকিয়ে দেখলাম যে আমাদের বাহিনীর সহ অধিনায়ক আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

তিনি বললেন: বাহিনীর নেতা 'সীয়াও', তাড়াতাড়ি করো। আমাদের এখনই এগিয়ে যেতে হবে।

আমি তখনই উঠে বসে প্রশ্ন করলাম: "শত্রুপক্ষ এগিয়ে আসছে নাকি?"

তিনি দূরে পাহাড়ের চূড়া দেখিয়ে বললেন: "এখান থেকে কুড়ি

কিলোমিটার পথ এগিয়ে গেলে, পাহাড়ের চূড়ায় ওঠবার পথ পাওয়া যাবে। শত্রুপক্ষ যদি ঐ চূড়া দখল করে তবে আমাদের বেকায়দায় ফেলে দেবে। সুতরাং আমাদের রেজিমেণ্টের অধিনায়ক এই নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে আমরা যেন ভোরের আগেই ঐ চূড়া দখল করে আমাদের ঘাঁটি বাড়াই এবং ফেরী অঞ্চলে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করি।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম: "আমাদের বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার অগ্রগামী কমরেড রা একই সঙ্গে এবং একই দিনে ওখানে যেতে পারে। তারা পারে না কি? তাহলে ফেরী অঞ্চলে আমাদের শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন কি?"

আমার কথা শুনে তিনি হেসে বললেন: "এত সহজ নয়। আমাদের সমস্ত মূল সৈন্যকে ওখানে যেতে হবে।"

আমি বিস্ময়ে বললাম: 'কেন!' আমাদের প্রথম এবং তৃতীয় বাহিনীর সকলকে?

তিনি মাথা নেড়ে জানালেন: "ঠিক তাই। বর্তমান যুদ্ধ পরিকল্পনা এখন সেই রকমই।"

এখন সমস্ত পরিকল্পনাটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এখন বুঝতে পারলাম, কেন আমরা চলে আসবার পর আমাদের নেতারা অতি দ্রুত আরেকটা অধিবেশন ডেকেছিলেন। কেন আমাদের ভাইস-চেয়ারম্যান চৌ একরাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলেন। এবং আমাদের বাহিনী সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি কেবলমাত্র আমাদের মূল বাহিনীকেই নদী পার হবার কথা চিন্তা করছিলেন না। তিনি চিন্তা করছিলেন আমাদের সমস্ত সেনাবাহিনীকে সরিয়ে আনা যায় কিনা। এই চিন্তা আমাকে বেশ উৎফুল্ল এবং গর্বিত করলো। কিন্তু সেই সঙ্গে সমগ্র সেনাদলের পক্ষ থেকে অগ্রগামী পদাতিক সৈন্য হিসাবে দায়িত্ব পালনের চিন্তাও মাথায় ঘুরতে লাগলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদ আমাদের পদাতিক সৈন্যের নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে-দিলাম। তাদের বললাম যে, তারা যেন তাড়াতাড়ি তাদের আহার শেষ করে নিজেদের লোকজন নিয়ে যাবার জন্যে তৈরী থাকে।

প্রচণ্ড উৎসাহে আমাদের বাহিনী ঘুম থেকে জেগে উঠলো। তাদের এখনই যাত্রা করতে হবে শুনে কেউ কেউ তার কারণ জানতে চাইলো। আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা আমাদের কর্তব্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন। এবং বোঝালেন যে কেন আমরা পাহাড়ের চূড়া দখল করে আমাদের ঘাঁটি বাড়াতে চাইছি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে উপস্থিত সকলে উৎসাহে ফেটে পড়লো।

কেউ কেউ উৎসাহে ফেটে পড়ে বলতে লাগলো: স্থির ভাবে কঠোর পরিশ্রম করে আমাদের আরো কুড়ি কিলোমিটার পথ এগিয়ে যেতে হবে এবং শিখর চূড়ার মুক্তাঙ্গনে আস্তানা গাড়তে হবে।

"আমাদের সমস্ত সেনাদলের এগিয়ে আসার সুবিধার জন্যে শিখর চূড়া দখল করো।"

"শিখর চূড়া দখলের জন্য লড়াই করো, যাতে আমাদের জয় সুনিশ্চিত হয়।"

আমাদের বক্তব্য শোনার পর তারা তাদের খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করবার জন্যে তাড়াতাড়ি চলে গেল। যাতে তারা দ্রুত আহার শেষ করে যাত্রা করতে পারে। কারো যেন আর দেরী সহ্য হচ্ছিলো না।

ভোর বেলায় আমাদের পদযাত্রা শেষ হল। আমরা মোটামুটি ভাবে চূড়ার কাছে এসেছি। এখান থেকে ওপরে তাকালেই পাহাড় চূড়া চোখে পড়ে। এবং সেই সঙ্গে 'হুইলির' গিরিপথও। এই পথ দুটি পাহাড় ভেদ করে এঁকে বেঁকে ওপরে উঠে গেছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে এই গিরিপথের দু'পাশের দুটি পাহাড় আগে দখল নেব। যাতে 'হুইলি' থেকে ফেরী পর্যন্ত সমস্ত পথটা আমাদের অধিকারে থাকে।

সুতরাং আমরা ঐ দুটি পাহাড়ের দিকে মার্চ করে এগিয়ে যেতে লাগলাম। যখন আমরা প্রায় পৌঁছেছি, তখন আমাদের অগ্রগামী দূত এসে সংবাদ দিল, শত্রুসৈন্য এদিকেই এগিয়ে আসছে। এ সংবাদের পর কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেল। তখন আমরা দেখলাম,

বিশাল শত্রুসৈন্য আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

এতেই আমাদের উচ্চ স্থানায় নেতৃবৃন্দের দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। যদি আমরা সমস্ত রাতটা নীচে ঐ ভাবে কাটাতাম তবে আজকে যে জায়গায় এসেছি, এখানে আমাদের আসতে অনেক মূল্য দিতে হত।

যেহেতু শত্রুপক্ষ আমাদের শক্তি সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিল, সেইহেতু তারা আমাদের আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছিলো না। আমরাও বন্দুক হাতে মুখোমুখি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু কাজে নামছিলাম না। সেইদিন অপরাহ্ণে বেলা তিনটে চারটের সময় আমরা আমাদের চতুর্থ বাহিনী ও ভারী মেশিন-গান বাহিনীর দেখা পেলাম। যুদ্ধের বিশেষ সময়েই এদের ডাকা হয়। তারা যখন আমাদের কাছাকাছি এলো, তখন দেখলাম যে আমাদের রেজিমেন্টের অধিনায়ক চেন কেং ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা সাং জেন-চিউয়া পায়ে হেঁটে আমাদের দিকে আসছেন। দেখে মনে হল তাঁরা আমাদের কর্তব্য পালনে খুশি।

তাঁরা আনন্দে অধীর হয়ে বলে উঠলেন, "চমৎকার"।

যখন তাঁরা আমাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তখন আমি তাঁদের শত্রুপক্ষের অবস্থানের কথা জানালাম।

কয়েক মিনিট পরে আমাদের রেজিমেন্টের অধিনায়ক আমাদের এবং চতুর্থ বাহিনীর কমাণ্ডারদের ও ভারী মেশিনগান-এর সৈন্য নেতাকে ডেকে পাঠিয়ে প্রত্যেকের কাজ বুঝিয়ে দিলেন। আমাদের বাহিনী পাহাড়ের ডান দিক থেকে আক্রমণ শুরু করবে। যাতে শত্রু পক্ষ সেই দিকেই ব্যস্ত থাকে। অপর পক্ষে চতুর্থ বাহিনী পাহাড়ের বাঁদিক থেকে আক্রমণ চালাবে। ভারী মেশিনগান দলের চারটে মেশিনগান পাহাড়ের দু'পাশ থেকে আমাদের আচ্ছাদিত করে রাখবে শত্রুপক্ষকে দখলে এনে, আমরা যতক্ষণ না পরবর্তী নির্দেশ পাই ওদের অনুসরণ করবো।

যিনি আমাদের রেজিমেন্টের অধিনায়ক এবং আজকের যুদ্ধে

সর্বাধিনায়ক তাঁর নির্দেশে আমাদের ভারী মেশিনগান থেকে গুলি বৃষ্টি শুরু হল। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠতেই আমাদের সমস্ত বাহিনী আক্রমণ শুরু করলো। আমরা যতদূর সম্ভব গুলি চালালাম। এবং দৌড়ে যেতে লাগলাম। শত্রুপক্ষ তাড়াতাড়ি গুটিয়ে যেতে লাগলো। ভয়ে তারা এখানে ওখানে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। আমরা তাদের কুড়ি কিলোমিটার তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম। কিছু মারা গেল। কিছু মৃতের ভান করে পড়ে রইলো। কিছু কিছু লোক আবার ঐ মৃত দেহ আকড়ে ধরতে লাগলো। আমরা যখন এইভাবে গ্রামের পাশের পাহাড়ে এসে পৌঁছালাম, তখন আমাদের সংবাদ বাহক, রেজিমেন্টের অধিনায়কের নির্দেশ নিয়ে এলো :

"অনুসরণ বন্ধ করো। যে যেখানে আছ ঘাঁটি গাড়ো।"

সুতরাং আমরা গ্রামের পেছনে পাহাড়ের ঢালু পথে ঘাঁটি গাড়লাম। এই সময়ে আমরা অপরিসীম ক্লান্ত ছিলাম। আমরা একবার বসে পড়লে আর আমাদের উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। তবে এই সময়ে একজনও ক্ষুধা-তৃষ্ণার অভিযোগ নিয়ে আসেনি।

গভীর রাতে আমাদের সৈন্যেরা হঠাৎ জেগে উঠে চিৎকার শুরু করে দিল এবং দৌড়ে নীচে নেমে যেতে লাগলো। আমি দেখলাম একটা বাহিনী পাহাড়ের পাদদেশের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। এবং ওদের অগ্রগামী পদাতিক সৈন্যেরা গ্রামে প্রবেশ করছে। কিন্তু পশ্চাদরক্ষীদল এখনও এসে পৌঁছায়নি। আমাদের সৈন্যদল আগেই খবর পেয়েছে, এরা হচ্ছে আমাদের তৃতীয় আর্মি গ্রুপ। সেই কারণে তারা ঘুম থেকে উঠে আনন্দে অধীর হয়ে তাদের লক্ষ্য করছে। এরা আনন্দে চিৎকার করতে লাগলো। কিন্তু সম্ভবতঃ আমাদের নীচের বন্দুকধারী কমরেডদের কানে যাচ্ছিল না। সেই সময়ে আমাদের সৈন্যেরা নাচ করা ও শত্রুকে অনুসরণ করা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল।

পরবর্তী দিনে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবর্গ ও সাধারণ সদস্যেরা নদী পার হয়ে ঐ গ্রামে এসে অবস্থান করতে লাগলো।

যে গ্রাম আমরা শত্রুপক্ষকে অনুসরণ করতে গিয়ে অতিক্রম করে এসেছি। আমাদের সমস্ত সৈন্যদল ভাল ভাবেই নদী পার হয়ে এপারে চলে এলো। আমরা কয়েকজন আগন্তুকের কাছে জানতে পারলাম যে 'লাংচিয়াং' ফেরীর কাছে যে নদী আছে আমাদের প্রথম আর্মি গ্রুপ তা পার হতে পারে নি। কারণ সে নদীর মোহনার মুখ এত বেশী প্রচণ্ড যে, পার হতে গেলেই শত্রুপক্ষের বিমান নীচুতে নেমে এসে গুলি বর্ষণ করছে। অপর দিকে 'হাংমেন' ফেরীর কাছে যে নদী আছে তৃতীয় আর্মি গ্রুপ সেটাও অতিক্রম করতে পারে নি। কারণ সে নদী অত্যন্ত খরস্রোতা। কাজেই ঘটনাচক্রে দুটো আর্মি গ্রুপকেই চিয়োপিং ফেরী পার হতে হয়েছে। তৃতীয় আর্মি গ্রুপ নদী পার হয়ে বাঁ পথ ধরে 'হুইলি'র দিকে মার্চ করে গেল।

লাল ফৌজেরা উপজাতিদের প্রিয়/আরমুসিয়া

১৯৩৪ সালের মার্চে, আমরা 'উশুই' শহরের উপজাতিরা এবং গরীব 'হান্' বাসীরা প্রতিক্রিয়াশীল কৌমিন্টাং সরকার ও সৈন্যদলের অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণ এবং শাসন আর সহ্য করতে পারছিলাম না। এই অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণ এবং শাসন একই সঙ্গে আরো তিনটি জেলা, 'হাইটাং', 'ওয়াংচিয়াটাং' ও 'পাওয়ান-এও ছড়িয়ে পড়েছিল। কৌমিনটাং দলের চার হাজার সেনানীকে আমরা শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনদিন শহরকে ঘিরে রেখেছিলাম। যে মুহূর্তে আমরা শহর ছেড়ে চলে গেলাম, শত্রুপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে 'সিচাং' থেকে আবার নতুন করে সৈন্য আনিয়ে শহরে ছেয়ে ফেললো। তখন আমাদের প্রভূত ক্ষতি সহ্য করে পিছিয়ে আসতে হল এবং শহরের পূর্বদিকের পর্বত পার হয়ে বনে পালিয়ে যেতে বাধ্য হতে হল। সেখানে আরো একটি বছর কঠোর শিকারী-জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছি।

১৯৩৫ সালের মে মাসে গুজব শোনা গেল যে লাল ফৌজেরা এই দিকেই আসছে। কেউ কেউ বলতে লাগলো, এই লাল ফৌজেরা কৌমিনটাং দল এবং ভূস্বামীদের তাড়িয়ে দিয়ে গরীবদের সাহায্য করবে। আবার কেউ কেউ বলতে লাগলো এই লাল ফৌজেরা হচ্ছে খুনী। এরা মানুষ খুন করে এবং অপরের ঘরে আগুন লাগায়। এরা কি সত্যিই কোন সেনাবাহিনী এবং গরীবের পক্ষ নিয়ে কৌমিনটাং দলের বিরুদ্ধে লড়াই করে?—এ সংবাদ জানবার আমাদের কোন উপায় ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমরা ঠিক করলাম যে আমরা তিনজন লোককে এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে পাঠাবো।

তারা ফিরে এসে খবর দিল, শহর থেকে কৌমিনটাং সৈন্যদলকে

তুলে নেওয়া হয়েছে। শহরের ধনী ব্যক্তিরা শহর ছেড়ে চলে গেছে। এবং এ সংবাদ সত্য যে লাল ফৌজেরা এদিকেই আসছে। স্থানীয় কৌমিনটাং দলের অফিসারেরা বলপ্রয়োগে নগরবাসীদের সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে তারা বলছে, লাল ফৌজ এবং কমুনিষ্ট, সাম্যবাদ এনে দেবে। অর্থাৎ সমস্ত কিছুই তারা সমান করে দেবে। এমন কি লাল ফৌজ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করাও নিষিদ্ধ বা অবৈধ জারি করবে। আসল খবর না জেনেই অনেক লোক শহর ছেড়ে চলে গেল।

মোটের ওপর আমরা লাল ফৌজ সম্পর্কে কতটুকু জানি? আমরা শুধু মাত্র আন্দাজ করে নিতে পারি। তবে একটা সংবাদ আমাদের জানা ছিল যে লাল ফৌজরা কৌমিনটাং দলের বিপক্ষে লড়াই করছে। তা যদি না হবে তবে ঐ অমানুষ এবং গুন্ডারা এত ব্যস্ত হয়ে এদিকে ছুটে আসছে কেন? যদি সত্যিই সম্পত্তি ভাগের ব্যাপার হয়, তবে আমাদের যেহেতু কিছু নেই, সেই হেতু ভয়েরও কোন কারণ নেই। এ ছাড়াও এক বছর বনে বাস করবার ফলে আমরা সকলেই এখন বন্যমানুষ হয়ে গেছি এবং বন্যমানুষের মত বসবাসে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এখন, আমরা লাল ফৌজ, যারা কৌমিনটাং দলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে,—তাদেরই সাহায্য করতে চাই। তাতে আমাদেরই মেরুদণ্ড শক্ত হবে। আমরা জোর পাব। সুতরাং এবারে আমরা পাহাড়-পর্বত ত্যাগ করে আবার শহরে ফিরে এলাম।

'উশুই' একটা ধ্বংসাবশেষের জায়গাতে পরিণত হল। যে সমস্ত গৃহস্বামী ও ভূস্বামী কৌমিনটাং দলকে বাধা দিয়েছিল তারা শেষ হয়ে গেল। তাদের ধ্বংস করা হল। সেনানীরা শহর ছেড়ে চলে যাবার আগে লুট-তরাজ শুরু করে দিল। অনেক বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিল। এবং দরজা খুলে নিয়ে গেল। শূন্য রাস্তা নানা প্রকার আবর্জনা, ছাদের টালি, কাঠ, খড় ও কম্বলের স্তূপ হয়ে উঠলো। যারা দরজা-জানালার পাশে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিল তারা

সত্যিই ভাগ্যবান।

একদিন সকালে আমরা যখন একজন দোকানীকে লাল ফৌজদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর করছিলাম, তখন হঠাৎ দূর থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলাম। উঁকি দিয়ে দেখলাম, পাঁচটি ঘোড়া এদিকেই আসছে। প্রতিটি ঘোড়সোয়ার কালো রোমানীয়ান পোষাকে শক্তিশালী যুবক। তাদের মাথায় অষ্টভুজ মুখোশ সন্নিহিত টুপি। তাতে লাল তারকা চিহ্নিত। পায়ে খড়ের জুতো। প্রত্যেকের কোমরে রাইফেল ঝুলছে। এবং বুকে গুলির বেল্ট বাঁধা।

তারা আমাদের দেখতে পেয়েই ঘোড়া থেকে নামলো এবং হাসি মুখে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললো; "বন্ধুগণ! তোমাদের এখন সময় খারাপ যাচ্ছে!"

আমরা প্রথমে ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। পরে তাদের বন্ধুর মনোভাব দেখে এগিয়ে গেলাম।

তারা বললো; "তোমরা ভয় পেওনা। আমরা লাল ফৌজ। আমরা বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী মানুষকে কৌমিনটাংদের হাত থেকে বাঁচাতে চাই।"

"লাল ফৌজ!" আমরা বিস্মিত হলাম এবং তৎক্ষণাৎ সেই পাঁচ জন হাস্যরত লাল ফৌজকে ঘিরে ধরলাম। হাতে হাত রেখে আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভাল করে দেখতে লাগলাম। তারা আমাদের উলের পোষাক এবং চুল ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলো আর আমরা দেখতে লাগলাম তাদের টুপিতে বসানো লাল তারকাগুলো।

"আমরা শুনেছি যে তোমরা এখানে বাস করো। বিশেষ করে তোমরা আমাদের উপজাতি ভায়েরা (এই প্রথম আমাদের ভাই বলে সম্বোধন করা হল) দুর্মর কৌমিনটাং দলের অপরিসীম এবং অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেছ। শত্রুপক্ষ পালিয়ে যাবার আগে তারা নিশ্চয়ই নানা প্রকার গুজব ছড়িয়ে তোমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছে। আমরা আশাকরি, এবারে তোমরা তোমাদের কাজ নিয়মিত ভাবে করে যেতে পারবে। আমাদের সেনানীরা এখানে

কিছুদিন অবস্থান করবে এবং আমরা তোমাদের এই বলে নিশ্চিন্ত করতে পারি যে তোমাদের কোনপ্রকার ক্ষতি হবে না।"

এই কথা বলে তারা মৃত্ হেসে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করলো। আমরা তাদের অভিনন্দন জানিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে লাল ফৌজ এসেছে শুনে শহরের বিভিন্ন পরিবারের লোক এখানে এসে জমায়েত হয়েছিল।

ধীরে ধীরে দোকান-পাট আবার খুলতে শুরু করলো। লাল ফৌজের আগমনের সংবাদ সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

অপরাহ্ণে একদল লাল ফৌজ উত্তেজক জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে শহরে প্রবেশ করলো। স্থানীয় অধিবাসীরা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাতে তালি দিয়ে সেই উত্তেজনাকে অভিনন্দন জানালো। কিছু কিছু লাল ফৌজের পরণে ছিল সামাজিক পোষাক। কিন্তু প্রত্যেককে অত্যন্ত বীর্যবান ও তাজা দেখাচ্ছিলো। তারা মাচ করে যাবার সময় মৃত্ হেসে এবং হাত নেড়ে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছিলো। যখন তারা শহরের মূল মিনারের সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন তারা বিশ্রামের জন্যে বসে পড়লো এবং সেই মুহূর্তে সমস্ত কৌতুহলী শহরবাসী তাদের ঘিরে ধরলো। কিছু সংখ্যক যোদ্ধা আমাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিল। আবার কিছু সংখ্যক আমাদের সন্তানদের কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলো। যখন লোকজন বেশ জমে উঠলো, তখন একজন যোদ্ধা, যার কোমরের বেল্টে একটা ছুরি ঝুলছিল সে সামনের জনসমাবেশে কিছু ভাষণ দেবার জন্যে এগিয়ে এলো।

আমার শহরবাসী বন্ধুরা! আমরা চীনা কমুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত চীনা কৃষক মজত্র লাল ফৌজ। আমরাও এক সময় তোমাদের মত গরীব ছিলাম। আমরাও প্রতিক্রিয়াশীল সরকার, ভূস্বামী ও ধনীকদের দ্বারা নিপীড়িত হতাম। যখন আমরা তাদের অত্যাচার আর সহ্য করতে পারলাম না, তখন আমরা লাল ফৌজে যোগদান

করলাম। যতক্ষণ না আমরা কৌমিনটাং প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে উৎখাত করে সমস্ত চীনাভূমিকে স্বাধীন করতে পারবো, ততক্ষণ কোন মানুষ সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে না। এখন আবার জাপানী সাম্রাজ্যবাদী আমাদের দেশ আক্রমণ করছে এবং চিয়াংকাইসেক সরকার তাদের প্রতিরোধ করতে অস্বীকার করছে। দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমরা জাপানীদের সঙ্গে লড়বার জন্যে উত্তর দিকে যাচ্ছি। আমরা আমাদের জাতীয়তাবাদী সমস্ত ভাইদের, যারা আমাদের মাতৃভূমিকে সত্যিই ভালবাসে, তাদের লাল ফৌজে যোগদানের জন্যে স্বাগত জানাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলো। তাদের মুখে ধ্বনি ছিল: "ফৌজে যোগ দাও।" "প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর!" এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।" এ ধরনের ধ্বনি আমাদের কাছে একেবারেই নতুন।

আমি যখন শুনলাম, তারা সত্যিই কৌমিনটাং এর সঙ্গে লড়াই করতে এসেছে, তখন আমি খুবই উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলাম। তাদের দলে যোগদানের জন্যে আমি প্রলোভিত হতে লাগলাম। তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি আমার মন প্রস্তুত করবার জন্যে একটু সময় নেব।

"সামনের দিকে চেয়ে দেখ। লাল ফৌজের সামনে ঐ কারাগারের দরজা খুলে দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি কর!"

উপস্থিত জনগণ শহরের দিকে ছুটতে শুরু করে দিল আর চিৎকার করতে লাগলো। আমিও সেখানে গিয়ে হাজির হব। কারাগারের সম্মুখ ভাগ বহু পূর্ব থেকেই অসংখ্য মানুষের ভীড় জমে গিয়েছিল। কারাগারের হলঘর ও তার চত্বর সঙ্গে সঙ্গে আগুনে জ্বলে উঠলো। সেই আগুনের আলোতে যোদ্ধাদের মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলো। তারা কৌমিনটাং সরকারের সমস্ত দলিল পত্র আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। আমরা উৎফুল্লের সঙ্গে সে কাজ

দেখতে লাগলাম এবং আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম : "লাল ফৌজ দীর্ঘজীবি হোক !"

একটা লম্বা বড় কাঠের গুঁড়ি হাতে নিয়ে একদল লাল ফৌজ সেই কারাগারের গেটের মাথায় উঠে গেল। তারপর একজন গেটের দুধারে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে মুগুর তুলে চিৎকার করে বললো : "প্রস্তুত হও !"

সেই মুগুর দিয়ে গেটের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করা হল। সেই সঙ্গে লম্বা লাঠিটাও কাজে লাগানো হল। ফলে কাঠের মাথা ভেঙে নীচে পড়ে গেল।

"লাল ফৌজ দীর্ঘজীবি হোক ! লাল ফৌজ দীর্ঘজীবি হোক !" জনগণ চীৎকার করতে লাগলো।

এখন প্রতিটি মুহূর্ত উত্তেজনায় ভরা। আমি উপস্থিত জনগণকে ধাক্কা দিতে দিতে কারাগারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। কারাগারের অভ্যন্তর ভয়াবহ অন্ধকারে ঢাকা। সেই অন্ধকার ভেদ করে গা গুলিয়ে ওঠা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। তার মধ্যে লাল ফৌজেরা কঠোর চেষ্টা করে টর্চ ও হ্যারিকেন হাতে এগিয়ে যেতে যেতে বলতে লাগলো : "আমার বন্ধু শহরবাসীরা, তোমরা অনেক কষ্টে পড়ে রয়েছ। আমরা লাল ফৌজেরা তোমাদের উদ্ধার করতে এসেছি।"

আমিও তাদের অনুসরণ করে ভেতরে গেলাম। কী বিভৎস দৃশ্য। কৃশ, দুর্বল, লম্বা লম্বা এলোমেলো চুল। কয়েদীরা প্রায় অর্ধনগ্ন। কিংবা একটুকরো কম্বল কোন ভাবে জড়ানো। তারা পচা, দুর্গন্ধ, কাদা ও নোংরা জলে দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে দুটো মোটা মোটা শৃঙ্খলে বাঁধা। লাল ফৌজেরা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তাদের শৃঙ্খল মুক্ত করে উন্মুক্ত বাতাসে বার করে নিয়ে এলো। আমরা অনেকেই তাদের সাহায্য করলাম এবং মোট ২০০ জনকে বাইরে বার করে নিয়ে এলাম। এরা সকলেই আমাদের স্বজাতি ভ্রাতৃবৃন্দ। এদের মধ্যে বিভিন্ন উপজাতির কর্তাব্যক্তিও ছিলেন। এদের মধ্যে কেউ

কেউ ছয় সাত বছর ধরে একটানা কারাগার জীবন ভোগ করে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ দশ বছরেরও বেশী। অনেককে আবার নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের অপরাধ কি ছিল? কৌমিনটাং দলের সিদ্ধান্ত তারা মেনে নিতে পারে নি। কি সিদ্ধান্ত? পরস্পর উপজাতিদের মধ্যে শত্রুতা। অর্থাৎ স্বজাতিদের মধ্যে বা পরস্পর নিজেদের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দিতে পারে নি। অন্যান্য উপজাতি ভাইদের হত্যা করতে অস্বীকার। অথবা নিয়ম অনুসারে কৌমিনটাং দলের বড় বড় অফিসারদের যুবতী কন্যা জোগাড় করে দিতে অস্বীকার। অথবা সনাতন এবং অস্বাভাবিক কর দিতে অক্ষমতা। কৌমিনটাং সরকার জনগণকে ভয় দেখাবার জন্য এক প্রকার নীতি চালু করেছিল। সে নীতি হচ্ছে চক্রাকার নীতি। যে কোন একটি উপজাতির কর্তাব্যক্তি যদি উপরোক্ত যে কোন একটি অপরাধ মূলক কাজে দোষী বলে প্রমাণিত হয়, তাকে দীর্ঘ দিনের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করা হত। এবং এরপর অন্যান্য উপজাতিদের কর্তাব্যক্তিরাও এবং তার পুত্র ও প্রপুত্রেরাও ক্রমান্বয়ে চক্রাকারে দণ্ডিত আসামী বলে ধার্য করা হত। সত্যকথা বলতে কি এটাও এক ধরণের মৃত্যু। এ মৃত্যু পথেও হতে পারে, কারাগারেও হতে পারে; আবার মুক্তির পরে কারাবাসে অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়ার ফলেও হতে পারে। এই ভাবে কিছু সংখ্যক উপজাতির বংশ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

উত্তরজীবিদের হৃদয়বিদারক দৃশ্য এবং সেই সঙ্গে যারা অত্যাচারে প্রাণ হারিয়েছে, তাদের সংবাদ উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে তারা কান্নায় ভেঙে পড়তে লাগলো। তখন চারিদিকে একটা উচ্চরবে কান্নার ঝড় বয়ে গেল। মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়েরা লাল ফৌজের হাত চেপে ধরে তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা জানালো এবং প্রতিশোধের জন্য শপথ গ্রহণ করতে চাইলো। এই দৃশ্য দেখে লাল ফৌজদেরও চোখে জল এলো। তারাও জলভরা চোখে তাদের আশ্বস্ত করে বললো, "আমার শহরবাসী বন্ধুরা, আপনাদের শপথ এবং সত্য আমাদের মনে থাকবে। অত্যাচারী কৌমিনটাং

দল আপনাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে। সুতরাং আমরা ওদের প্রতি প্রতিশোধ নেব এবং এই দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবো।"

আমি তৎক্ষণাৎ ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের সঙ্গে আবেগে বলে উঠলাম :

"কৌমিনটাং দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে আমি নিজে তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই।"

এই দৃশ্য এবং পরিবেশ আমার মনে শপথ নিয়ে এলো। আমি চিৎকারে ও কান্নায় ভেঙে পড়লাম। তখন অনেকেই আমাকে অনুসরণ করলো। চারিদিকে সমস্বরে ধ্বনিত হতে লাগলো, "আমরাও কৌমিনটাং দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে যুক্ত হতে চাই।"

লাল ফৌজেরা হাতে তালি দিয়ে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানালো এবং বললো, তারা অতি শীঘ্রই আমাদের নাম তালিকা-ভুক্ত করবে।

কিছুক্ষণ পরেই লাল ফৌজেরা ওষুধের বাক্স, খাদ্য, পোষাক, কাপড় এবং রৌপ্য মুদ্রাসহ সোনা, রূপা-ভর্তি নানা প্রকার ঝুড়ি এনে হাজির করলো। অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার চোখে উপস্থিত জনতা দেখতে লাগলো যে ঐ লাল ফৌজেরা বন্দীমুক্তদের নানা ভাবে সাহায্য করছে। তাদের পোষাক পরিয়ে দিচ্ছে এবং আহার দিচ্ছে। প্রতিটি বন্দীমুক্তকে এক বান্ডিল কাপড় ও এক ডজন করে রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করছে এবং আহতদের সেবা করছে

পূর্বের সৈনিকটি আবার এগিয়ে এলো। তার মুখটা ছিল চওড়া, ভ্রূযুগল ছিল পুরু, এবং কথা বলবার ভঙ্গীটি ছিল মনোরম। সে এগিয়ে এসে আবার বলতে শুরু করলো, "আমার প্রিয় বন্ধুগণ! এই সমস্ত জিনিস শ্রমিকদের কাছ থেকে কৌমিনটাং দলের বড় বড় অফিসারেরা ও ভূস্বামীরা কেড়ে নিয়েছিল। এখন আমরা সেগুলো আবার তোমাদেরই মধ্যে ভাগ করে দিলাম। যাতে তোমরা তোমাদের সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারো এবং উৎপন্ন বাড়াতে পার। আগামী কাল আমরা শস্যের গোলা খুলে দেব। আমরা

আশা করি, তোমরা তোমাদের থলি নিয়ে সেখানে হাজির থাকবে এবং আজ এখানে যারা উপস্থিত নেই তাদেরও আসবার জন্য খবর দেবে। এই শস্য তোমরাই উৎপাদন করেছ। সুতরাং তোমাদেরই পাবার অধিকার আছে। এবং তোমরাই পাবে।"

আনন্দে ফেটে পড়ে সকলে সমস্বরে এই কথাগুলোকে অভিনন্দন জানালো। তারা বলে উঠলো, "লাল ফৌজকে ধন্যবাদ! লাল ফৌজ দীর্ঘজীবি হোক!"

হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম, যে ব্যক্তিটি এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি হচ্ছেন রাজনৈতিক উপদেষ্টা লীউ চী-চান। তিনি আমাদের সৈন্যদলের মূল দপ্তরে নিয়ে গিয়ে একজন ভদ্র লোকের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলেন। যাঁর মুখোমুখি আমরা দাঁড়ালাম তিনি একজন মধ্য-উচ্চতা সম্পন্ন ব্যক্তি।

তিনি আমাদের তিনজনকে দেখিয়ে বললেন: "তোমাদের ক্ষুদ্র সেনাদলে এরা তিনজন নতুন কমরেড। এদের প্রতি যত্ন নেবে। এরা হচ্ছে উপজাতি কমরেড।" আমাদের দেখিয়ে তিনি বললেন: "ভয় পেওনা। এখানকার আবহাওয়াও অনেকটা বাড়ীর মত।" সামনের লোকটিকে দেখিয়ে তিনি বললেন, "এর নাম হচ্ছে হো সিয়াং জাং। তোমাদের বাহিনীর নেতা।" এই কথা বলে তিনি তাঁর নতুন ভলেন্টিয়ারদের সঙ্গে নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

তিনদিন পর এই সেনানীরা শহরে যাত্রা করলো। শহরের সমস্ত আদিবাসীরা দূর থেকে আমাদের দেখবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এলো। তারা আমাদের দান করার জন্যে শূকর ছানার মাথার মাংস, গোরুর মাংস এবং মদ নিয়ে এলো। এবং আমাদের গ্রহণ করার জন্যে বার বার চাপ দিতে লাগলো। আমাদের সেনানীরা সে সমস্ত জিনিস নিতে বার বার অস্বীকার করে বলতে লাগলো: "আমাদের নিজস্ব নীতিতেই আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। সুতরাং আমরা এগুলো গ্রহণ করতে পারি না।" ক্রমে ক্রমে অনুরোধের ভীড় আরো বাড়তে লাগলো। তারা সকলেই কান্নায় অভিভূত। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে

আমাদের দেখতে লাগলো। উপস্থিত সকলেই মোটামুটি ভাবে বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক। তাদের প্রত্যেকের হাতেই মদের কাপ। যদি আমরা গ্রহণ করি।

উপস্থিত জনতার সকলেই বলতে লাগলো, "লাল ফৌজ যে ক'দিন এখানে ছিল, তারা আমাদের জন্য অনেক ভাল ভাল কাজ করেছে। কিন্তু এখন তোমরা এক চুমুক মদও খেতে চাইছো না তোমরা আমাদের অনুরোধ কেমন করে ঠেলে ফেলে দেবে?"

এরপর আর এক দল মানুষ তরবারী, বল্লম, বেতের লাঠি হাতে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগদানের জন্য দাবী জানাতে লাগলো। আমরা তাদের মধ্যে ১০০ জন অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান যুবককে ভর্তি করে নিয়ে আর সকলকে বুঝিয়ে বাড়ী পাঠাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যখন আমরা 'তেইটাং'-এর দিকে যাত্রা করলাম, তারা বাড়ী ফিরে না গিয়ে আমাদের অনুসরণ করতে লাগলো।

দুদিন পরে, আমরা যখন 'তেইটাং'-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমাদের কাছে খবর এলো যে সেখানকার অধিবাসীরা পলাতক কৌমিনটাং দল ও তাদের কিছু নেতাকে পরিবেষ্টিত করে আটকে রেখেছে। এই আটক বন্দীদের মধ্যে 'টি সি'-র কৌমিনটাং দলের কিছু সংখ্যক বিভাগীয় নেতা ও দুই দল 'শান্তিরক্ষী বাহিনী' ও আছে। তারা কৌমিনটাং দলের ঐ স্থান থেকে উৎখাত করবার জন্যে আমাদের অপেক্ষায় রত।

'তেইটাং'-এ পৌঁছে, আমরা সেখানে সর্বত্রই আমাদের উপজাতি ভাইদের দেখতে পেলাম। তাদের যে অস্ত্র ঘরে ছিল, সে অস্ত্রেই তারা প্রস্তুত। তারা তাদের পোষাক আন্দোলিত করে আমাদের অভিনন্দন জানাতে লাগলো। ইতিমধ্যে গুলির ঝাঁক আমাদের ওপর এসে পড়তে লাগলো। শত্রুপক্ষ মাটির দেওয়ালের খাদের ভিতর থেকে গুলি ছুঁড়ছিল। এছাড়া তারা প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্দান্ত করবার জন্যে অনেকগুলো দুর্গও নির্মাণ করেছিল। ঠিক এই মুহূর্তে, আমি লক্ষ্য করলাম কৌমিনটাং দলের একজন সৈন্য আমাদের

সৈন্যদলকে লিউ পো-চেং ও নী জাং-চেন-এর নেতৃত্বে 'আনসুয়ান চ্যাং' অধিকার করতে বলা হয়েছিল। এই 'আনসুয়ানচাং' ছিল নদীর মুখে পৌঁছাবার একটা কেন্দ্র। অগ্রগামী সৈন্যদলে প্রথম বিভাগের প্রথম বাহিনীও ইঞ্জিনীয়ারেরা নিযুক্ত ছিল। নির্দেশ ছিল যে সৈন্যদলের এই দুইটি বিভাগই কেন্দ্রীয় লাল ফৌজকে নদীপার হতে সর্বোতভাবে সাহায্য করবে। আমি ছিলাম অগ্রগামী সৈন্যদলের কর্মীসঙ্ঘের নেতা। আমাদের কাজ ছিল এই দুইটি সৈন্য বিভাগের মধ্যে রাজনৈতিক সংবাদ আদান-প্রদান করা এবং সেই সঙ্গে আমাদের সৈন্যদলের মার্চ করে যাবার সংবাদ স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রচার করা।

'মেনিং' এবং 'টাটু' নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের নাম 'লিয়াংসান'। এ অঞ্চলটি আয়তনে বিরাট। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে উপজাতিদের বাস। এরা চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। অঞ্চল হিসাবে এটি অনুন্নত। কারণ তখনও উপজাতিরা ছিল দাস সমাজের অন্তর্ভুক্ত। এখানে প্রায়ই নানা উপজাতিদের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ লেগেই থাকতো। তার কারণ ছিল দাসের মালিকদের জমির প্রতি লোভ, দাস নিয়োগ এবং জীবনযাত্রা। চতুর বণিকেরা ঐ অঞ্চলের উপজাতিদের সারল্য ও সততার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়িক লেনদেনে তাদের প্রচুর পরিমাণে নানাদিক থেকে বঞ্চিত করে নিজেদের মুনাফা বাড়াতো। এ ছাড়াও কৌমিনটাং সেনানায়কেরা ঐ উপজাতিদের অর্থেই তাদের ওপর অত্যাচারের জন্যে 'পিটুনি পুলিশ' নিয়োগ করে তাদের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে ভীতির সঞ্চার করতো। এই সমস্ত নানা কর্মের ফলে চীনের বণিক সম্প্রদায়ের ওপর ঐ অঞ্চলের উপজাতিদের বিশ্বাস একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং একটা দীর্ঘ সংস্কার তাদের মনে স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সত্যিকথা বলতে কি, বণিক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সরকারের সৈন্যদলকে উপজাতিরা তাদের রাজ্যে দেখলেই প্রতিশোধের জন্যে এগিয়ে আসতো। ফলে লাল ফৌজের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাদের বিপ্লব এবং

সংগ্রামের উদ্দেশ্য কি, এ সম্পর্কে প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য উপজাতিদের তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন ছিল।

এই অবস্থার মধ্যে তাদের অঞ্চল স্বাভাবিকভাবে পার হয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। সুতরাং আমাদের সময় না নিয়ে কোন উপায় ছিল না। একমাত্র উপায় ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কে পার্টির নীতি কি সেটা ওদের ভাল করে বোঝানো। তাহলে হয়তো এ সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হতে পারে। আমরা যদি সঠিক অবস্থা তাদের বুঝিয়ে মন জয় করতে পারি তবে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে আমরা ওদের অঞ্চল অতিক্রম করে যেতে পারবো।

আমাদের অগ্রগামী সৈন্যদল ঐ অঞ্চলের উপজাতিদের আচার-ব্যবহার, সংস্কার ইত্যাদি ভালভাবে জেনে এবং শিক্ষা করে লাল ফৌজকে সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা বা সাধারণ শিক্ষা দিতে লাগলো। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কে পার্টির এ ধরনের একটা নীতি আগেই গ্রহণ করেছিল। আমাদেরও উপজাতিদের নেতৃবর্গের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা এবং কথাবার্তা চালাবার জন্যে একজন দোভাষীকে খুঁজে বার করতে হয়েছিল।

সমস্ত প্রস্তুতি-পর্বের কাজ শেষ করে আমাদের অগ্রগামী সৈন্যদল ২২শে মে তারিখে সকালে উপজাতিদের অঞ্চলে প্রবেশ করলো। আমরা যখন সরু গিরিখাদের মধ্য দিয়ে মার্চ করে যাচ্ছিলাম, তখন আমরা দেখলাম যে গিরিশীর্ষ মেঘে আচ্ছাদিত, উপত্যকা ঘন বনভূমিতে ঢাকা, সমতলভূমি সবুজ পাড়ন্ত বন্যবৃক্ষের পাতায় পাতায় জোড়া। শীর্ণ গিরিখাদের অসংখ্য খরস্রোতা জলস্রোতের সেতু মাঝে মাঝে আমাদের চলতি পথকে কঠোর করে তুলছিল। এ অঞ্চলের জলবায়ু ও আবহাওয়া অবিরাম পরিবর্তনশীল। এখনই হয়তো আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আসবে এবং ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি নামবে। এ দেশটা ম্যালেরিয়ায় ভরা।

আমরা ঐ উপজাতি অঞ্চলে প্রবেশ করবার কিছু পরেই হঠাৎ দেখলাম যে হাজার হাজার উপজাতি পাহাড়ের ঢালুপথে দাঁড়িয়ে।

তাদের প্রত্যেকের হাতে নিজেদের তৈরী ছোট ছোট বন্দুক, তীর, বল্লম ইত্যাদি অস্ত্র। তারা বনের পথ ধরে ছুটোছুটি করছে আর চিৎকার করছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, তারা লাল ফৌজকে প্রতিহত করবার চেষ্টায় নিয়োজিত। আমরা তখন বাধ্য হয়ে আমাদের সৈন্যদলকে গুটিয়ে নিয়ে এলাম এবং অত্যন্ত সাবধানে ও ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কারণ সেই সময় যে কোনদিক থেকে এবং যে কোন মুহূর্তে আমাদের ওপর আক্রমণ হবার সম্ভাবনা ছিল।

যখন আমরা উপজাতি অঞ্চলের ১৫ কিলোমিটার অভ্যন্তরে 'কুমাতিজু'-তে উপস্থিত হলাম, তখন আমরা দেখলাম যে হাজার হাজার মানুষ আমাদের সামনের পথ ঘিরে ওদের ভাষায় চিৎকার করছে। আমরা ওদের কথার অর্থ একবর্ণও বুঝতে পারলাম না। কারণ ওদের ভাষা আমাদের অজ্ঞাত। তবে ওদের আচার-ব্যবহার, উত্তেজনা ও অভিব্যক্তিতে মোটামুটিভাবে বোঝা গেল যে, যদি আমরা আর এক পা-ও এগিয়ে যাবার চেষ্টা করি তবে অস্ত্রযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সেই মুহূর্তে আমাদের পশ্চাদরক্ষীদলের কাছ থেকে চমকপ্রদ সংবাদ এলো। যে সংবাদ আমাদের এই অবস্থাকে আরো উত্তেজিত করে তুললো। সংবাদে জানা গেল, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদল যারা মূল সৈন্যদল থেকে ১০০ মিটার পিছিয়ে ছিল তাদের উপজাতিরা হঠাৎ আক্রমণ করে বসেছে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারেরা ছিল অরক্ষিত ও অস্ত্র শূন্য। সুতরাং উপজাতিরা তাদের সেতু নির্মাণের সমস্ত মাল-মশলা ও যন্ত্রপাতি লুঠ করে নিয়ে গেছে। তবে উপজাতিরা তাদের কোন প্রকার আঘাত করে নি। তারা আঘাত থেকে বিরত ছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ইঞ্জিনীয়ারদের ঐ উপজাতি অঞ্চল থেকে বাধ্য হয়েই তুলে নিয়ে তাদের মূল জায়গায় ফিরিয়ে আনছিল। যে মুহূর্তে আমাদের অগ্রগামীদল তাদের অভিযান থামলো, সেই মুহূর্তে উপজাতিরা চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলতে আরম্ভ করলো। আমি তখন আমাদের দোভাষীকে ওদের বোঝাতে বললাম যে লাল

ফৌজ কৌমিনটাং দল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। লাল ফৌজের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই উপজাতি-অঞ্চল অতিক্রম করে উত্তর পথে এগিয়ে যাওয়া। লাল ফৌজ তাদের কোন প্রকার ধন-সম্পত্তি লুঠ করবে না। অথবা তাদের হত্যাও করবে না। এমন কি তারা এক রাত্রি এখানে বাসও করবে না। এত ব্যাখ্যা সত্ত্বেও উপজাতিরা হাত নেড়ে নেড়ে এবং হাতের অস্ত্র দেখিয়ে ক্রমাগত প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে লাগলো, 'অতিক্রম অবরোধ'। অর্থাৎ পার হওয়া চলবে না। এই হতবুদ্ধির মধ্যে হঠাৎ একটু আশার আলো দেখা গেল। একজন কালো, লম্বা, মধ্যবয়সী উপজাতিকে লাফিয়ে লাফিয়ে আমাদের দিকে আসতে দেখা গেল। এবং তার সঙ্গে একটি দলও আছে। দেখে বোঝা গেল সে ঐ দলের নেতা। সে একটু কুঁজো এবং কাঁধে একটা টুপি। ঐ লোকটি কাছে এগিয়ে আসতে সম্মিলিত মানুষের গোলমাল অনেকটা হালকা হয়ে এলো। আমাকে জানানো ছিল যে সামনে অপেক্ষমান মানুষটি সীয়াও এ-ট্যাং-এর কাকা। এবং সীয়াও এ-ট্যাং হচ্ছে এ অঞ্চলের উপজাতিদের নেতা।

আমার মনে হল, আমার সামনে যে নেতাটি দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করে নেওয়াটাই উপযুক্ত কাজ হবে। আমি তখন আমার দোভাষীকে জানালাম যে, ও যেন ঐ নেতাকে জানায় যে লাল ফৌজের নেতা তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক। উপজাতির নেতাটি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল এবং তার খচ্চরের পিঠে এক লাফ উঠে উপস্থিত জনতাকে চলে যাবার জন্যে ইংগিত করলো।

আমি তখন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, লাল ফৌজ নিপীড়িত জনতার জন্যেই সংগ্রাম করছে। উপজাতি অঞ্চলে আমাদের প্রবেশের মূল কারণ ছিল, আমাদের উত্তর পথে যেতে হবে এবং আমরা স্থানীয় অধিবাসীদের কোন প্রকারেই অবমাননার কারণ হবে না। আমি পূর্বেই জেনেছিলাম যে, এই উপজাতিরা ভ্রাতৃত্ববোধকে বিশেষ মূল্য দেয়। সেই কারণে আমি তাকে জানালাম যে,

আমাদের নেতা লিউ পো-চেং, যিনি উত্তর অভিযানে একটি বৃহত্তর সৈন্যদলের পরিচালক, তিনি এই পথ অতিক্রম করবেন। তিনি উপজাতির নেতার সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হতে ভয়ানকভাবে ইচ্ছুক।

আমার ব্যাখ্যা শুনে এবং আমাদের এ অঞ্চল অতিক্রম করবার কারণ জেনে, উপজাতিদের নেতা কেমন যেন সন্দেহের চোখে তাকালো। যাই হোক, শেষে তার সন্দেহ দূরীভূত হল, যখন সে চারিদিকে তাকিয়ে আমাদের সুসজ্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত লাল ফৌজকে দেখতে পেল। এবং সেই সঙ্গে এটাও দেখলো যে আমাদের সৈন্যদলের কোন প্রকার লুঠ বা হত্যার অভিসন্ধি নেই। যে কাজ সাধারণতঃ কৌমিনটাং দলের 'সরকারি সৈন্যেরা' করতে অভ্যস্ত। আমি যখন কথা দিলাম এবং সে যখন জানলো যে, আমাদের বৃহত্তর দলের একজন নেতা তাদের নেতার সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হতে চায় তখন সে হাসি মুখে তার সম্মতি জানালো। সেই সময়ে লাল ফৌজের অগ্রগতির পথে দুটি উপজাতিদের অঞ্চল পড়েছিল। একটি 'কুচি' ও অপরটি 'লোহাং'। যারা ক্রমাগত পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। 'কুচি' উপজাতির নেতা সীয়াও এ-টা' এই আশায় লাল ফৌজের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হতে চেয়েছিল যে তারা 'লোহাং' উপজাতিকে পরাজয় স্বীকারে সাহায্য পাবে। কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই দুই উপজাতিকে একত্রিত করা এবং আমাদের অগ্রগতির পথ সহজ ও স্বাভাবিক করা। আমাদের বিশ্বস্ততার চিহ্ন হিসাবে আমরা তাকে একটি পিস্তল ও কিছু রাইফেল উপহার স্বরূপ প্রদান করলাম এবং সে আমাদের তার বড় ধরনের একটা কালো খচ্চর দিল।

এইভাবে আমাদের যোগাযোগের পর্বটা সাফল্যের সঙ্গে শেষ করা হল। আমি যখন কমরেড লিউ পো-চেন এবং নে জাং-চেন-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, আমি দেখলাম যে তাঁরা তখনও লাল ফৌজ ও উপজাতিদের মধ্যে একটা গোলমালের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন।

যদি অগ্রগামী দল উপজাতিদের সঙ্গে একটা সুনির্দিষ্ট সর্তে আসতে না পারে তবে লাল ফৌজের মূল সৈন্যদলকে ঐ অঞ্চল শান্তিতে অতিক্রম করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। শান্তিতে পথ অতিক্রমের ব্যাপারে প্রত্যেকেই একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা আবিষ্কারের চেষ্টায় রত ছিলেন। কিন্তু আমি যখন আমাদের সাফল্যের কথা জানালাম, তখন তাঁরা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। কমানডার লিউ পো-চেন তৎক্ষণাৎ তাঁর ঘোড়ায় চড়ে সীয়াও এ-ট্যাং-এর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যাত্রা করলেন। সীয়াও এ-ট্যাং এবং অন্যান্য উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ তাড়াতাড়ি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এগিয়ে এলেন। যখন আমি আমাদের কমানডার লিউকে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম, তখন সীয়াও এ-ট্যাং নতজানু হয়ে তাঁকে সম্মান জানালেন। কমানডার লিউ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘোড়া থেকে নেমে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সীয়াও এ-ট্যাংকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। তারপর এই উপজাতি অঞ্চলে লাল ফৌজের প্রবেশের উদ্দেশ্য বার বার তাকে বোঝাতে লাগলেন। তিনি সেই সঙ্গে সীয়াও এ-ট্যাং-এর পরম বন্ধু ও ভাই হবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে কৌমিন টাং প্রতিক্রিয়াশীল দলের পরাজয়ের পর লাল ফৌজ তাঁদের জাতীয় নিপীড়ন থেকে মুক্ত করে এক নতুন এবং সুখী জীবনে এনে দাঁড় করাতে সাহায্য করবে।

মৈত্রী বন্ধন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্ব ছিল খুবই সাধারণ। দু'বাটি পরিষ্কার জল ও একটি রাজকীয় মোরোগ সংগ্রহ করে আনা হল। মোরোগের ঠোঁটটি কেটে বাদ দেবার ফলে তাজা রক্ত অঝোরে বাটিতে এসে পড়ে বাটির পরিষ্কার জল লাল করে দিল।

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল একটি ছোট পাহাড়ী উপত্যকার পাশে। উপত্যকার জল ছিল আয়নার মত স্বচ্ছ। এই জলে পার্শ্ববর্তী বনানীর ছায়া প্রতিফলিত। বসন্তের মৃদু বাতাস জলে আন্দোলিত এবং সে বাতাস উপত্যকার পাহাড়েও এসে ধাক্কা দিচ্ছিলো। সমস্ত পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছিলো, এ যেন অনেকটা

আগামী দিনের স্মরণীয় ঘটনার একটা ছন্দোবদ্ধ প্রার্থনার গানের মত।

প্রস্তুতি পর্ব শেষ হবার পর কমানডার লিউ, সীয়াও এ-ট্যাং ও তার কাকা এ উপত্যকার পাশে এসে দাঁড়ালেন। পরে তিনজন ঐ জলপূর্ণ পাত্রের সামনে হাঁটু মুড়ে বসলেন।

নীল আকাশ ও সামনের উপত্যকার স্বচ্ছ জল যেন অনেকটা যজ্ঞবেদী। এ অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল চীনের বিভিন্ন জাতিকে এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা।

কমানডার লিউ একটি পাত্র ওপরে তুলে তাঁর শপথ বাক্য পাঠ করলেন, "ওপরে স্বর্গ, নীচে পৃথিবী......আমি, লিউ পো-চেং সীয়াও এ-ট্যাং-এর সঙ্গে পরম ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবার সংকল্প গ্রহণ করলাম..." তিনি তাঁর পাঠ শেষ করেই সামনের একপাত্র রক্তাক্ত জল পান করে ফেললেন। পরে সীয়াও এ-ট্যাং ও তার কাকা ঐ একইভাবে অন্য পাত্রের জল পান করলেন। এইভাবে অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হল

অস্তায়মান সূর্যের রক্তমাভ, উপত্যকার জলেও প্রতিবিম্বিত হতে লাগলো। একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ও একতার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। সামনের বৃহত্তর 'লিয়াংসান' পর্বতের সন্ধ্যাকালীন শীতল হাওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত সকলেই একটা ভ্রাতৃত্বের উষ্ণতা অনুভব করতে লাগলো।

অনুষ্ঠান পর্ব শেষ করতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং রাত নেমে না আসা পর্যন্ত লাল ফৌজের ঐ উপজাতী অঞ্চল অতিক্রম করা অসম্ভব ছিল। অগ্রগামী দলের নায়কেরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁরা এই অঞ্চল থেকে ১৫ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়ে 'হান' উপজাতি এলাকার 'ট্যাছিও'-তে অবস্থান করবেন। সীয়াও এ-ট্যাং ও তার কাকাকে লাল ফৌজের তাঁবুতে সম্মানীয় অতিথি রূপে সাদরে নিয়ে আসা হল। আমাদের জানা ছিল যে, এই উপজাতীরা অত্যন্ত মদ্যপ। এরা অতীব মদ্যপানে আসক্ত। সেই কারণে আমরা গ্রাম

থেকে অনেক মদ সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। এই অতিথিরা মদের শেষ পাত্র নিঃশেষ করেও বেসামাল হল না। একটু পা টললো মাত্র।

পরবর্তী দিনের সকালে সীয়াও এ-ট্যাং বাড়ী ফিরে গেল। তার কাকা ছিলো আমাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে। আমাদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সংবাদ আগেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই অঞ্চলের উপজাতীরা এখন লাল ফৌজের বিশ্বস্ততায় বিশ্বাসী। এখন তাদের ভয়ের আর কোন কারণ নেই। আগে যেমন তারা আমাদের সন্দেহের চোখে দেখতো এবং রাস্তা অবরোধ করে রাখতো, এখন তার পরিবর্তে তারা লাল ফৌজের উত্তর অভিযানের গিরিপথ পরিষ্কার করে দিতে লাগলো। এবং লাল ফৌজের দীর্ঘ লংমার্চ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগলো। কঠোর নিয়মানুবর্তীতা ও আন্তরিক সারল্যের মধ্য দিয়ে লাল ফৌজ অতি তৎপরতার সঙ্গে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ঐ উপজাতী অঞ্চল ছেড়ে এলো। এই সময়ে উপজাতীদের সামান্য দোষ ত্রুটি তারা নজরেই আনলো না। এখন রাত নেমে এসেছে।

এখন আমাদের সামনে যে গ্রামটি অবস্থিত তার নাম 'হ্যান'। এই গ্রামটি উপজাতী অঞ্চলের কাছাকাছি। আমরা ঐ গ্রামে উপস্থিত হওয়া মাত্রই সেই অঞ্চলের ভূস্বামীগণের পাহারাদারেরা আমাদের কাছে এগিয়ে এলো। এদের কাজ ছিল উপজাতী ও হ্যান গ্রামের সীমারেখায় মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা ও পরীক্ষা করা। তাঁরা আমাদের কৌমিনটাং দলের সৈন্যদল বলে ভুল করলো। তারা এর আগে লাল ফৌজ অথবা কৌমিনটাং দলের 'সরকারী সৈন্য' কিছুই দেখেনি। স্থানীয় জেলার নাম 'চালোচ'। সেই জেলার অধিনায়ক, ভদ্রলোকের শীর্ণ মুখমণ্ডল এবং আফিং-এ আসক্ত, রক্ষীদলসহ আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে এগিয়ে এলেন।

ঠিক করলাম যে, আমরা এই অবস্থার সুযোগ নেব। এবং কৌমিনটাং দলের সৈন্যের ভূমিকায় অভিনয় করবো। ফলে

যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করে আমরা সেই গ্রামের অভ্যন্তরে মার্চ করে গেলাম।

সেই জেলার আধ-বাতাল কৌমিনটাং অধিনায়ক আমাদের যথারীতি ভোজে আপ্যায়ন করলেন। এই সময়ে তিনি সামনের রাস্তাও বাত্‌লে দিলেন। এবং 'আনস্থচাং'-এ শত্রুদলের উপস্থিতির কথাও জানালেন। একটা সংবাদ বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো যে 'আনস্থচাং-এ কেবলমাত্র একটি ছোট নৌকাই পাওয়া যাবে। যে নৌকা রাতে দক্ষিণতটে নোঙর করা থাকে। কিন্তু দিনে অপর পারে চলে যায়। অনুমানে বোঝা গেল, আমরা যদি শত্রুদের কাছ থেকে ঐ নৌকাটা ছিনিয়ে নিতে না পারি তবে 'টাটু' নদী পার হবার জন্যে আমাদের পাখা লাগাতে হবে। আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সংবাদ গ্রহণের পর এইসব নীচ দুর্বৃত্ত, যারা মানুষকে অবিরাম নিপীড়ন করে বেড়াচ্ছিল, তাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বেঁধে ফেললাম।

আজকে সারাদিনে আমাদের মাত্র একবারই খাওয়া জুটেছিল। এবং আমরা সারাদিন অবিরাম মার্চ করে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের অপেক্ষা করবার সময় ছিল না। সময় সংক্ষেপ করবার জন্যে এবং বিজয়ের উৎসাহে লাল ফৌজ আবার নতুন উৎসাহে রাতের আঁধারে 'টাটু' নদীর দিকে অভিযান শুরু করলো।

টাটু নদী অতিক্রম উগ্র প্রচেষ্টা/আংকেচী

স্বর্ণজয় শপথ

১৯৩৫ সালের মে মাসে 'চিন্‌সা' নদী অতিক্রমের পর লাল ফৌজের কৃষক-মজদুর সৈন্যদল 'হুইলি' 'তেচাং' এবং—'লুকু'-র মধ্য দিয়ে 'মিনিং'-এ এসে হাজির হল। আমাদের প্রথম আর্মি গ্রুপের প্রথম বিভাগের প্রথম সৈন্যদলই ছিল অগ্রগামী সেনানী। এই দলের উপরেই 'টাটু' নদী জোর করে পার হবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। লিউ পো-চেং ও নী-জাং চেন এই অগ্রগামী দলের অধিনায়ক হয়ে এসেছিলেন। একজন ছিলেন কমানডার ও অপর জন ছিলেন রাজ-নৈতিক উপদেষ্টা। তখন দলকে শক্তিশালী করবার জন্যে এঁদের নেতৃত্বই অবশ্যম্ভাবী ছিল। আর্মি গ্রুপের ইঞ্জিনীয়ারগণ ও পদাতিক সৈন্যগণ প্রথম রেজিমেন্টের নেতৃত্বাধীন ছিল। যে দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছিল।

আমরা সেই সময়ে 'টাটু' নদী থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে একটি গ্রামে অবস্থান করেছিলাম। আমরা এগিয়ে যাবার নির্দেশ পেয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে অভিযান শুরু করলাম।

প্রবাদ আছে যে, 'সী টা-কাঁ'-র সৈন্যদলের শেষ বিচার হিসাবে এই 'টাটু' নদীর তীরে আনজু রাজাকে রাজস্ব দিতে হয়েছিল। এখন আমাদের অবস্থাও ঐ একই রকমের বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিকে চো-হান-উয়ান, সুয়ে উয়ে ও উ চী-উই-এর সৈন্যদল আমাদের অনবরত অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল। অপরদিকে 'সেচুয়ানের' যুদ্ধনেতা লাউ সীয়াং এবং লাউ ওয়েন-হুই-এর কিন্তু সেনানীরা 'টাটু' নদীর সমস্ত ফেরীগুলো সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘিরে রেখে ছিল। চিয়াং কাই-সেক অহংকার করে বলেছিল: পেছনে 'চিন্‌সা', সামনে 'টাটু'। এবারে আমাদের সৈন্যেরা লাল ফৌজকে দু'পাশ

থেকে ভাল করে মুড়ে সেলাই করে দেবে। এবারে কম্যুনিষ্টদের বেরিয়ে যাবার আর কোন পথ খোলা নেই—এমনকি পাখা লাগালেও সম্ভব নয়। এটা একটা মানসিক ইচ্ছার প্রকাশ—যে আমরাও 'সী টা-কাঁ'-র মত শেষ হয়ে যাব।

সারাদিন এবং সারারাত মার্চ করে আসার পর আমরা 'আন্সুনচাং' থেকে বেশ কিছু কিলোমিটার দূরে একটি পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলাম। সেখান থেকে আমরা 'টাটু' নদীর জলস্রোতের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ঐদিনে আমাদের সৈন্যদল অবিরাম বৃষ্টিপাতের মধ্যে ৭০ কিলোমিটার পথ হেঁটে এসে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, যে তারা এক মিনিট দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলো এবং ঘুমিয়ে পড়ছিল। রাত তখন দশটা বেজে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে ঐ অঞ্চলের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কিছু স্থানীয় লোককে বেছে বার করলাম।

তারা ঘুরে এসে ঘটনার যে বিবরণ পেশ করলো তার সঙ্গে—আমাদের গুপ্তচর পরিবেশিত বিবরণের অনেক মিল আছে। 'আনশুনচাং' একটা ছোট আধা শহর। সেখানে মোটামুটিভাবে ১০০ লোকের বাস। শত্রুপক্ষের সৈন্যদলের দুটি কোম্পানী ঐ অঞ্চল নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। যাতে লাল ফৌজ ঐ পথ ধরে নদী পার হতে না পারে। একটি নৌকা বাদে সমস্ত নৌকা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে অথবা ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি মাত্র রাখা আছে শত্রু পক্ষের নিজেদের ব্যবহারের জন্যে। শত্রুপক্ষের এক রেজিমেন্ট সৈন্য নদীর অপর পারে অবস্থান করছে। আর মূল সৈনাদল স্রোতের ঢালু পথে ৭.৫ কিলোমিটার দূরে। নামে তিন দল মূল সৈন্য নদীর উত্তর দিকে অবস্থিত 'লুটিং' শহর রক্ষার কাজে ব্যস্ত। তারা ওখানেই লাল ফৌজকে প্রতিহত করবে। এ ছাড়াও সেচুয়ানের যুদ্ধ নেতা আং সেনের অধীনে আরো দুই সংখ্যক রেজিমেন্ট প্রবহমান নদীর নীচে পাহারায় নিয়োজিত। 'টাটু' নদী অতিক্রমের আমাদের একটি মাত্র পথ খোলা ছিল, সেটা আর কিছুই নয়, 'আনস্থানচাং'

অধিকার করে শত্রুপক্ষের নৌকাটি কেড়ে নেওয়া।

মূল দপ্তর থেকে এই মাত্র একটি নির্দেশ এলো: আজ রাতেই "আনশুয়ানচাং-এ-শত্রু পক্ষের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়। নৌকাটি কেড়ে নাও এবং জোর করে নদী পার হও। কমানডার লিউ পো চেং এবং রাজনৈতিক উপদেষ্টা নী জ্যাং চেন আমাদের বিশেষভাবে নির্দেশ দিলেন: "এ নদী অতিক্রম করবার অর্থই হচ্ছে দশ হাজার লাল ফৌজের জীবন রক্ষা করা। তোমরা তোমাদের কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে সমস্ত অসুবিধা ও অবরোধ পেরিয়ে আসবে। মাথায় করে নেবে। এবং সমস্ত বাহিনীর জয় সূচনা করবে। জয়ের পথ খুলে দেবে।"

"আমরা সী টা-কী-নই। আমরা লাল ফৌজের কৃষক মজদুর সৈন্যদল। আমাদের পরিচালনা করেন কমুনিষ্ট পার্টি এবং চেয়ারম্যান মাও। আমরা অনায়াসেই শত্রু পক্ষকে জয় করতে পারি এবং প্রকৃতির সমস্ত বাধা অতিক্রমে সমর্থ। 'টাটু' নদীকে কেন্দ্র করে চীনা বিপ্লবের ইতিহাসের বর্ষপঞ্জীতে আমারা একটি স্বর্ণময় পৃষ্ঠা সংযোজন করবো," আমাদের রেজিমেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা লী লীন এই-ভাবে তাঁর শপথ বাক্য পাঠ করলেন।

জয়ের প্রস্তাবনা

প্রস্তাব শুনে সেনানারা ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠলো এবং আমরা হালকা বৃষ্টি ও গভীর অন্ধকারের মধ্যে অভিযান শুরু করলাম।

এখানে আমরা আমাদের সেনাবাহিনীকে ভাগ করে ফেললাম। রাজনৈতিক উপদেষ্টা কর্তৃক পরিচালিত দ্বিতীয় বাহিনী চলে গেল নদীর নীচের দিকে। তাদের কাজ হল নদীর অপর পারে শত্রুপক্ষের মূলবাহিনীকে আক্রমণের ভান করা। আমার অধীনে প্রথম বাহিনীর কাজ হবে 'আনশুয়াংচান' অধিকারের পর জোর করে নদী অতিক্রমের চেষ্টা করা। আর তৃতীয় বাহিনীর কাজ হবে আ মাদের মূলদপ্তর রক্ষা করা।

আমরা ঘন আঁধারে কর্দমাক্ত পথের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করলাম। ছয় কিলোমিটার পথ এগিয়ে যাবার পর আমরা 'আনস্যুয়াংচাং'-এর কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম। এখানে এসে আমি আমার প্রথম বাহিনীকে আবার তিন ভাগে ভাগ করলাম এবং তিনটি বিভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে যেতে বললাম।

'আনস্যুয়াংচাং'-এর শত্রুদল কল্পনাও করতে পারে নি যে, লাল ফৌজ এত তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে যাবে। তারা ভেবেছিল, আমরা তখনও 'হেইজুপিয়ান' সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অঞ্চলভূমি ছাড়িয়ে আসতে পারিনি। সুতরাং তারা তখনও প্রস্তুতহীন।

"তোমরা কোন ইউনিট থেকে আসছো?" শত্রুপক্ষের রক্ষীবাহিনী আমাদের অগ্রগামী সৈন্যদলকে প্রশ্ন করলো।

"আমরা লাল ফৌজ! তোমাদের অস্ত্র সমর্পণ কর। তা-না হলে তোমাদের শেষ করে দেওয়া হবে।" এইভাবে একটা প্রচণ্ড রকমের হুমকি দিয়েই আমাদের সেনানীরা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করে বসলো।

শত্রুপক্ষ রাইফেল হাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেই আমাদের সেনানীরাও চারিদিক থেকে রাইফেল তুলে ধরলো। কিন্তু আমাদের ভয়ঙ্কর আক্রমণে 'টাটু' নদীর গর্জন ও শত্রুপক্ষের তীব্র চিৎকার সমস্তই ডুবে গেল। প্রথমে শত্রুপক্ষ দুর্দান্তভাবে প্রতিরোধ করতে লাগলো। পরে অনেকেই নিহত হল অথবা বন্দী হল এবং অবশিষ্ট পালিয়ে গেল। আধ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে আমরা শত্রুপক্ষের দুই কোম্পানী সৈন্য শেষ করে দিলাম।

যখন যুদ্ধ চলছিল, আমি রাস্তার পাশে একটি কুটিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ চিৎকার শুনতে পেলাম একজন বলছে, "কে যায়?" আমার পা চর অনুমান করে নিল এই লোকটি শত্রুপক্ষের। সে সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তুলে চেঁচিয়ে উঠলো: "এক পা'ও এগিয়ে এস না। তোমার অস্ত্র সমর্পণ কর।" তখন আমরা দলে ঠিক ক'জন ছিলাম মনে নেই। শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করলো।

এবং ঘটনাচক্রে দেখা গেল, এই লোকগুলোই ঐ নৌকাটির দায়িত্বে। আমি আমার পার্শ্বচরকে বললাম, এই লোকগুলোকে আমাদের প্রথম বাহিনীর তাঁবুতে রেখে এসো। এদের নৌকা রক্ষার দায়িত্ব পালন শেষ হয়েছে।

আরো কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর আমাদের প্রথম বাহিনী নৌকাটি অধিকার করে নিল। এখনও আরো একটি কাজ বাকী। এবারে আমাদের সমস্ত সৈন্যকে ফেরী করে নদী পার হতে হবে।

'আনস্থুয়াংচাং' অধিকার করবার পর আমি নদীর ধারে নেমে গেলাম। 'টাটু' নদীর দু'পাশে খাড়া উঁচু পাহাড়। নদীর দিকে ঝুঁকে আছে। এখান থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০ মিটার বিস্তৃত। এবং এক ডজন মিটার গভীর। নদীর দু'পাশে প্রবাল-প্রাচীরে রাশি রাশি ঢেউয়ের ফেনা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ডানদিক দিয়ে নদী পার হবার প্রশ্নই আসে না। যেহেতু এখানে কোন মাঝি নেই। এবং আমরাও প্রস্তুত নই। আমি যখন নদী অতিক্রমের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন আমি তাড়াতাড়ি আমাদের ঊর্ধ্বতন সেনানায়কের নির্দেশের জন্যে লোক পাঠালাম। ঐদিন সন্ধ্যাবেলায় আমি 'আনস্থুয়াংচাং'-এর একটি কুটিরে নিভু নিভু আলোর নীচে বসে চিন্তা করতে লাগলাম যে কিভাবে আমরা নদীপার হতে পারি।

প্রথমে ভাবলাম, সাঁতার কেটে পার হওয়া সম্ভব কিনা। কিন্তু দেখা গেল, এ নদী অত্যন্ত খরস্রোতা। মাঝে মাঝে আবার আবর্ত বা ঘূর্ণিজলও আছে। যেটা অতীব ভয়াবহ। সাঁতারুকে যেকোন সময়ে ডুবিয়ে দিতে পারে।

সেতু বাঁধাও সম্ভব নয়। যেকোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। সুতরাং একমাত্র পথ ফেরী বোট। আমি প্রথম বাহিনীর কমানডার সান চী-সীয়েন কে কিছু মাঝি খুঁজে বার করবার জন্যে বললাম।

তিনি মাঝি খুঁজে বার করবার জন্যে লোক পাঠালেন। প্রথমে একজন মাঝি পাওয়া গেল। পরে দু'জন…এইভাবে সন্ধ্যার মধ্যে আমরা এক ডজনেরও বেশী মাঝি পেয়ে গেলাম।

বৃষ্টি শেষ। গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা মেঘমালা নীলাকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। বিক্ষুব্ধ জলরাশি নদীর শক্ত দুই পাড়ের দিকে তীব্র-গতিতে ছুটে চলেছে। দিনের আলোতে এই নদীটা সব চেয়ে বেশী বীভৎস-জনক বলে মনে হয়। রণভূমির গ্রাসের সাহায্যে নদীর অপর পাড়ের সমস্ত কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ফেরা থেকে আধ-কিলোমিটার দূরে চার-পাঁচটা হালকা ছাদওয়ালা বাড়ী দেখা যাচ্ছে। বাড়ীগুলো দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এই দেওয়ালের উচ্চতা হবে একটা মানুষের অর্ধেক। ফেরীর কাছাকাছি অনেকগুলো দুর্গ দেখা যাচ্ছে। যেগুলো কালো পাহাড়ে ঘেরা। আমি অনুমান করলাম যে শত্রুপক্ষের মূল সৈন্যদল ঐ বাড়ীগুলোর পেছনে আত্মগোপন করে আছে। পরিকল্পনা করছে যে, আমাদের সৈন্যদল যখন নদীর দিকে যাবে এবং জোর করে নদী পার হবার চেষ্টা করবে তখন ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আমি ঠিক করলাম: "যে প্রথম আঘাত হানতে পারবে, সেই এই যুদ্ধের সুবিধাটুকু আদায় করতে পারবে।"

আমি গোলন্দাজ সৈন্যবিভাগকে নির্দেশ দিলাম যে, তারা যেন সুবিধামত জায়গায় তাদের তিনটে মর্টার ও আরো কিছু ভারী মেশিনগান স্থাপন করে। হালকা মেশিনগান চালক ও ক্ষিপ্র গুলি চালকেরাও দেহরক্ষীসহ নদীর ধারে তাদের সুবিধামত জায়গা বেছে নিতে চলে গেল।

আমাদের গোলাবারুদ সব প্রস্তুত। কিন্তু তবুও নদী পার হওয়া একটা মারাত্মক সমস্যা হয়ে আছে। নৌকা মাত্র একটা। সুতরাং আমাদের মধ্যে থেকে একদল সাহসী ও উৎসাহী যুবক বেছে বার করতে হবে। আমি প্রথম বাহিনীর পরিচালককে একটা দল তৈরী করবার দায়িত্ব দিলাম।

যখন এই খবরটা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো তখন সকলেই ঐ দলে যোগ দেবার ইচ্ছায় পরিচালককে ঘিরে ধরলো। সান চী-পীয়েন তখন অনেক কষ্টে সকলকে বোঝাতে চাইলেন, একখানা নৌকায় সকলে যেতে পারবে না।

শেষে তিনি হতাশ হয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন, "এখন আমরা কি করবো ?"

আমি তখন ভীষণ সমস্যায় পড়লাম। একদিকে আনন্দ ও অপর দিকে উদ্বিগ্নতা। আনন্দ এই কারণে যে, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের সৈনিকেরা নির্ভিক। আর উদ্বিগ্ন এই কারণে যে এই সমস্যার জন্যে আমাদের অভিযানে দেরী হতে লাগলো।

আমি সান-কে বললাম,"কোন্ দল যাবে সেটা আপনি বলবেন।"

তিনি ঠিক করলেন যে, দ্বিতীয় বাহিনী থেকেই লোক বেছে বার করা হবে। কারণ এরা নির্দেশ দেবার জায়গায় এসে কাদের পছন্দ করা হয়েছে সেটা জানবার জন্যে অত্যন্ত সাগ্রহেও নীরবে অপেক্ষা করছিল।

"কোম্পানী কমানডার সীয়াং সাং-লীন, সেকেণ্ড প্লেটুন লীডার সে: হুই-মিং, থার্ড স্কোয়াড লীডার লীউ চ্যাং-কা, ডেপুটি স্কোয়াড লীডার চ্যাং কে-পিও, ফোর্থ স্কোয়াড লীডার কুয়ো সী-সাং, ডেপুটি স্কোয়াড লীডার চ্যাং চেং-চিউ, ফাইটার্স চ্যাং কুই-চেং, সীও হ্যান-ও..."

এইভাবে ষোলো জনের নাম ডাকা হল। ষোলো জন নায়ক এগিয়ে এসে এক লাইনে দাঁড়ালেন। সকলেই শক্তিশালী, রণকৌশলী এবং শপথ গ্রহণে আগ্রহী। এঁরা হচ্ছেন দ্বিতীয় বাহিনীর তৈরী ক্যাডার এবং যোদ্ধা।

হঠাৎ একজন যোদ্ধা লাইন ভেঙে বেরিয়ে এলেন। "আমাকেও যাবার অনুমতি দিন। আমিও যাব।" এ কথা বলতে বলতে তাঁর বাহিনীর অধিনায়কের দিকে দৌড়ে গেলেন। তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয় বাহিনীর হুকুম পালক।

বাহিনীর অধিনায়ক আমার দিকে তাকালেন। আমি এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হলাম এবং মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানালাম। সান্ আমাকে বললেন, "খুবই ভাল"। ভদ্রলোকের মুখটি সঙ্গে সঙ্গে উজ্জল হয়ে উঠলো এবং হাসি মুখে অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে এগিয়ে গেল।

এই ভাবে প্রথম আঘাতের সতেরো জন নায়ককে বেছে বার করা হল। তাদের হাতে অস্ত্র হিসাবে রইলো খোলা তলোয়ার, টমিগান, পিস্তল, ছটা গ্রেনেড এবং কিছু যন্ত্রপাতি। সীয়াং সাং-লীন্ হলেন এ দলের অধিনায়ক।

উগ্র অতিক্রম

অবশেষে সংকটপূর্ণ মুহূর্ত এগিয়ে এলো। সীয়াং সাং-লীন এবং তাঁর দলবল নৌকায় লাফিয়ে উঠলেন।

"কমরেড! দশ হাজার লাল ফৌজের জীবন আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হল। আপনারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় নদী পার হবেন এবং শত্রুকে তাড়াবেন।"

সকলের আন্তরিক সম্ভাষণের মধ্যে নৌকাটি নদীর দক্ষিণ তট ছেড়ে চলে গেল।

শত্রুপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে সংকেত স্বরূপ নৌকাটির দিকে গুলি চালালো।

আমি নির্দেশ দিলাম, 'জবাব দাও'।

আমাদের ক্ষিপ্র বন্দুকধারী চেঙ চ্যাং-চেং আগেই শত্রুপক্ষের দুর্গের দিকে গুলি চালিয়ে দিয়েছে। দু'রাউণ্ড গুলি চালাবার পর সে আকাশে গুলি চালালো। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্যান্য মেশিনগান ও রাইফেলগুলোও জবাব দিতে লাগলো। শত্রুপক্ষের দুর্গের ওপর সেল বৃষ্টি হতে লাগলো। বিপরীত তটে মেশিনগানের গুলি তীব্র গতিতে আঘাত হানতে লাগলো। এরই মাঝে নৌকার মাঝিরা তার সর্বশক্তি দিয়ে নৌকাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো।

জলের ঢেউয়ে নৌকাটি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে এগিয়ে গেল। নৌকাটি বুলেটের ব্যূহচক্রে কেন্দ্রীভূত। মাথার ওপর থেকেও গোলা বৃষ্টি হচ্ছে। নদীর এপার থেকে সমস্ত মানুষ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠায় ঐ অগ্রগামী দলের দিকে তাদের চোখ নিবদ্ধ করে আছে।

হঠাৎ একটা মেশিনগানের গোলা নৌকার পাশে এসে পড়লো। জলে একটা প্রচণ্ড রকমের ঢেউ সৃষ্টি করলো। যার ফলে নৌকাটি অসম্ভব দুলতে লাগলো। নৌকাটি হঠাৎ যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করলো।

সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন মুখে চলে এলো। যেন এখনই বেরিয়ে যাবে। কিন্তু দীর্ঘ আন্দোলনের পর নৌকাটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো।

নৌকাটি যতই ওপারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো শত্রুপক্ষের গুলিবৃষ্টি ততই কেন্দ্রীভূত হতে লাগলো। কিন্তু তবুও নৌকাটি বড় বড় ঢেউ কাটিয়ে এবং গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজের পথ করে এগিয়ে যেতে লাগলো।

ঝাঁক ঝাঁক গুলি নৌকায় এসে পড়তে লাগলো। আমি ফিল্ড্ গ্লাস দিয়ে দেখতে পেলাম যে, একজন যোদ্ধা আপ্রাণ শক্তিতে তার বন্দুকটি চেপে ধরলো।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, লোকটি গুরুতর আহত হয়েছে। নৌকাটি ঘূর্ণিজলে পড়ে গেল এবং শেষে একটি পাহাড়ে নিক্ষিপ্ত হল।

আমি দেখলাম কিছু মাঝি নৌকাটিকে ঠেলে পাহাড় থেকে দূরে আনবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘূর্ণিজলের প্রচণ্ড ঢেউ তা'হতে দিচ্ছে না। যদি এই ঘূর্ণিজল নৌকাটিকে নীচে নামিয়ে আরো বৃহত্তর ঘূর্ণিজলে ফেলে দেয়, তাহলে নৌকাটি উলটিয়ে যাবেই যাবে।

"লগি দিয়ে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে নাও!" আমি চিৎকার করেও তাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারলাম না। নদীর এপারের

প্রত্যেকে তাদের উৎসাহ দেবার জন্তে চিৎকার করতে লাগলো।

চার জন মাঝি সেই ঘূর্ণিজলে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং পিঠ দিয়ে নৌকটি ঠেলে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। অপর চারজন সেই সঙ্গে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে লগি দিয়ে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে আনতে লাগলো। অনেক প্রচেষ্টার পর নৌকাটি শেষে পাহাড় থেকে বার করে তার নিজের পথ করে দেওয়া হল।

নৌকাটি ধীরে ধীরে ওপারের তীরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। শেষে পাঁচ থেকে ছয় মিটারের মধ্যে এসে গেল। হিংস্র শত্রুদের গোলা বৃষ্টির মধ্যে আমাদের বীরেরা উঠে দাঁড়িয়ে তীরে লাফিয়ে পড়বার জন্তে প্রস্তুত হল।

শত্রুদল সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীগুলোর প্রাচীরের পাশ থেকে আত্ম-প্রকাশ করলো। সুতরাং ধরে নিতে হবে যে তারা আমাদের তীর ছোঁয়া বীরদের শেষ করে দিতে চাইছে।

"ফায়ার!" আমি বন্দুকধারীকে হুকুম দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে—চেও চ্যাং-চেং-এর গোলা শত্রুপক্ষের ডানে বাঁয়ে ছড়িয়ে পড়লো। তারপর লী তে-সাই-এর মেশিনগান গর্জন করে উঠলো। একে একে শত্রুপক্ষের সৈন্তরা ডানে বাঁয়ে পড়ে যেতে লাগলো।

"ফায়ার! আরো গুলি কর! এটা ওদের পাওনা!" নদীতট চিৎকারে মুখর হয়ে উঠলো। শত্রুপক্ষ পালাতে লাগলো। ভয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

"ফায়ার! ফায়ার!" "রেঞ্জ বাড়াও," আমি আবার হুকুম দিলাম।

আমরা আরেকবার ভাল করে গুলিবৃষ্টি করলাম এবং ঐ গুলি-বৃষ্টির মধ্যে আমাদের নৌকা ওপারের সীমানায় এসে দাঁড়ালো। সতেরো জন নায়ক তাদের টমিগান ও গ্রেনেড সঙ্গে নিয়ে তীরে লাফিয়ে পড়লো এবং শত্রুপক্ষের প্রতিবন্ধক নষ্ট করে দিল। শত্রুপক্ষেরা তটে যে প্রতিরোধ দুর্গ গড়ে তুলেছিল, আমাদের সেনানীরা তা দখল করে নিল।

তবে শত্রুপক্ষ আমাদের ছেড়ে চলে যায়নি। আমাদের পায়ের মাটি শক্ত হবার আগে, শত্রুপক্ষ আমাদের নদীতে ডুবিয়ে মারবার জন্য আরেকবার মারাত্মকভাবে আক্রমণ চালালো। আমরা আবার নতুন করে সেল্ ও বুলেট ছাড়তে লাগলাম। রণভূমি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। শত্রুরা ঐ ধোঁয়ার মধ্যে পড়ে যেতে লাগলো। ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের সেনানীরা চিৎকার করে তাদের আতঙ্কিত করে আক্রমণ করতে লাগলো। শত্রুপক্ষ যখন ভয়ে নানাদিকে ছুটতে শুরু করলো, তখন আমাদের সেনানীদের তলোয়ার ঝল্‌মলিয়ে উঠলো। আফিংখোর সেচুয়ানের যোদ্ধৃগণ পর্বতের উত্তরদিকে পালাতে শুরু করলো। অনেক যুদ্ধের পর শেষে ফেরী আমাদের দখলে এলো।

আমাদের নৌকাটি সুন্দরভাবে নদীর দক্ষিণ তটে চলে এলো। সান চী-সীয়েন ও মেশিনগান চালক ফেরী পার হলেন। এরপর আমার পালা। আঁধার নেমে এসেছে। মাঝি ফেরী পার হবার জন্যে নৌকাটি তাড়াতাড়ি চালাতে লাগলো। যাতে এবারে লাল ফৌজদের তুলে আনা সম্ভব হয়। আমাদের এই জয়যাত্রা অনুসরণ করে আমরা নদীর ঢালু তটে আরো ছটি নৌকা দখল নিলাম। ফলে আমাদের সেনানীদের ফেরী পার হতে আরো বেশী সাহায্য করলো।

প্রথম রেজিমেন্টের 'টাটু' নদী অতিক্রমের সাফল্য 'লুটিং' সেতু দখল নিতে আমাদের অত্যন্ত সুযোগ করে দিয়েছিল। এ কাজটা হয়েছিল খুবই তাড়াতাড়ি এবং সমাপ্ত করেছিল আমাদেরই চতুর্থ রেজিমেন্ট। এঁরা আমাদের বামে অবস্থান করছিলেন। 'টাটু' নদী জয়ের ফলে আমাদের দশ হাজার সৈন্য ঐ সেতু পার হয়ে যেতে পেরেছিল। এই নদীটা ছিল প্রকৃতিরই বৃহত্তর অবরোধ। চিয়াং কাই-সেকের স্বপ্ন ছিল যে, এই প্রকৃতির অবরোধই আমাদের সী-টা-কী-র ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে দেবে। কিন্তু 'টাটু'-নদী অতিক্রম করায় ফলে চিয়াং কাই-সেকের সে স্বপ্ন-সূর্য অস্তমিত হল। আমাদের

সতেরো জন বীরের বীরোচিত কাজ আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমাদের এই সাফল্যের মূল কারণ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও চেয়ারম্যান মাও'-এর গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব, লিউ পো-চেং এবং নী জাং-চেন-এর সঠিক নির্দেশ, জনগণের সহযোগিতা ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন যুদ্ধ নায়কদের নির্দেশ, প্রথম রেজিমেন্টের সেনানায়ক ও সেনানীদের দ্বারা যথাযথ মেনে চলা এবং তাদের বীরের মত লড়াই করবার ক্ষমতা, শক্তি ও সাহস। ইতিহাসের এই সমস্ত ঘটনাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরা যদি চেয়ারম্যান মাও'-এর নির্দেশ অনুসারে যথাযথভাবে কাজ করি, তাহলে আমাদের সামনে যত বিপদ এবং বাধাই আসুক না কেন, আমরা জয়লাভ করবোই।

লুটিং সেতুতে মৃদু আক্রমণ/ ঝাং চেং-উ

সন্ন্যাসীর কাজ

১৯৩৫ সালের ২৫শে মে লাল ফৌজের প্রথম রেজিমেন্টের প্রথম ডিভিশনের সেনানীরা 'আনস্থয়াংচাং' অঞ্চলের 'টাটু' নদী সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এ নদী এত খরস্রোতা যে সেতু নির্মাণ প্রায় অসম্ভব। ফলে পারাপারের কাজ হিসাবে যে কয়েকটি ছোট নৌকা পাওয়া গেল, তাতে বোঝা গেল যে আমাদের হাজার হাজার সৈন্য পার হতে অনেক দিন লেগে যাবে।

চিয়াং কাই-সেক, ঝাং সেন ও তাঁর সেচুয়ানের অন্যান্য সেনা-নায়কদের নির্দেশ পাঠালেন যে তাঁরা যেন আমাদের নদী অতিক্রম প্রতিরোধ করবার জন্যে তাড়াতাড়ি সৈন্য নিয়ে ছুটে যায়। এবং সেই একই সঙ্গে তিনি স্থুয়ে এচ্ এবং চো হান-উয়ান কে পাঠালেন, আমাদের প্রচণ্ডভাবে অনুসরণ করবার জন্যে। এক দশক আগে, টাইপিং বিপ্লবের অন্যতম সমর নায়ক সী টা-কী এবং তার সৈন্যদল এই 'আনস্থয়াংচাং' অঞ্চলেই চিং সৈন্যদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। এবং সমূলে ধ্বংস হয়েছিলেন। চিয়াং কাই-সেকও স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, আমাদের লাল ফৌজদেরও ঐ একই ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে। শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ ঠেকাবার জন্যে আমাদের 'লুটিং' সেতু অধিকার করা এবং দ্রুত নদী পার হওয়া অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই চরম মুহূর্তে এই কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব আমাদের বাম রাস্তা ধরে যে চতুর্থ রেজিমেন্টের অগ্রগামী দল এগিয়ে যাচ্ছিলো, তাদের হাতে ন্যস্ত করা হল। আমাদের প্রথম ডিভিসনের সৈন্যদল, যারা দক্ষিণ পথ যাত্রী এবং যারা আগেই

নদী অতিক্রম করেছে, তারা উত্তর পথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকবে। যে পথ নদীর পূর্বতটে এসে শেষ হয়েছে। 'লুটিং' সেতু অধিকারের প্রচেষ্টায় এদের কাজ হল সমন্বয় সাধন করা।

জয়ের প্রথম দিন

১৭শে মে-র কাক ভোরে আমাদের রেজিমেন্ট 'আনস্নুয়াংচাং' থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম-পথ ধরে সেতুর দিকে এগিয়ে চললো। এই পথ আমাদের যাত্রা কেন্দ্র থেকে ১৬০ কিলোমিটার দূরে। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে হাজির হতে আমাদের তিন দিন লাগলো। এই রাস্তা আগাগোড়াই অপ্রশস্ত পাহাড়ী পথ। আঁকাবাঁকা ও উঁচু-নীচু। বাঁদিকে নির্ভেজাল খাড়া পথ আকাশের মেঘ ছোঁয়া হয়ে দাঁড়িয়ে। ওপরের ঢালু পথ টানা বরফে মোড়া। তাকালেই চোখ ঝলসিয়ে দেয় এবং তীব্র ঠাণ্ডা নিয়ে আসে। ডানদিকে ঝটিকা-সংকুল ১২ মিটার গভীর 'টাটু' নদী। একবার পা ফস্‌কালেই মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু বিপদের জন্যে কেউ চিন্তিত নয়। আমাদের মনে তখন একটি মাত্র চিন্তা। আর সে চিন্তা হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 'লুটিং' সেতু অধিকার।

১৫ কিলোমিটার এগিয়ে আসার পর আমরা শত্রুর মুখোমুখি হলাম। তারা নদীর অপর পাড় থেকে আমাদের ওপর গুলি চালাতে লাগলো। সুতরাং আমরা আমাদের অকারণ ক্ষতি বাঁচাবার জন্যে আরো ছ'কিলোমিটার পাহাড়ী পথ ঘুরে এলাম।

৩০ কিলোমিটার এগিয়ে আসার পর একটা বৃহৎ পর্বত আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। তখন আমাদের অগ্রগামী সৈন্যদল শত্রুপক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে অতর্কিতে ঢুকে পড়ে জোর লড়াই শুরু করে দিল এবং শেষে তাদের সমূলে শেষ করে দিল। আমরা ঐ পর্বতের ছয় কিলোমিটার আরোহণ করে তবে তার শীর্ষে এসে দাঁড়ালাম। দেখা গেল পর্বতের অপর পাড়ে একটা সরু গভীর

ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। শত্রুপক্ষ চলে যাবার সময় ঐ ঝর্ণার সেতুটা নষ্ট করে দিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং পারাপার অসম্ভব। আমরা উপায়হীন হয়ে কিছু গাছ কেটে একটা সাময়িক সেতু তৈরী করে ঝর্ণা পার হয়ে এলাম।

এখন জয়লাভে অতীব আনন্দিত হয়ে আমরা লাফিয়ে লাফিয়ে মার্চ করে এগিয়ে যেতে লাগলাম। আমরা এগিয়ে যেতে যেতে আকস্মিক ও প্রচণ্ডভাবে গুলি চালাতে লাগলাম। হঠাৎ আমাদের একজন সংবাদদাতা তাড়াতাড়ি ফিরে এসে জানালো, "সামনে পাহাড়ের গায়ে বাঁদিকে একটা বিরাট গর্ত রয়েছে। আমাদের মাথার ওপরে যে একদল শত্রুসৈন্য রয়েছে তারা যুদ্ধটাকে প্রতিহত করার জন্যে এই কাজ করেছে। আমাদের এগিয়ে যাবার পথে ওরা পথ অবরোধ করতে চায়।"

সেই মুহূর্তে আমাদের রেজিমেন্টের কমানডার ওয়াং কাই—সীয়াং এবং আমি কিছু পদস্থ কর্মচারী সঙ্গে নিয়ে সেদিকে যাত্রা করলাম। আমরা অনুসন্ধানের কাজটা দু'দিক থেকে এবং ভালোভাবে করতে চাই। পর্বতটা খাড়াভাবে ওপরে উঠে গেছে। পাশ দিয়ে একটি মাত্র সংকীর্ণ পথ সিঁড়ির মত আকাশে উঠে গেছে। শত্রুপক্ষ, পর্বতের চূড়ায় এবং তার আশেপাশে অসংখ্য দুর্গ নির্মাণ করেছে।

যেহেতু আমাদের ডানহাতে একটি নদী আছে, সেইহেতু ওদের ওপাশ থেকে ঘিরে ফেলা অসম্ভব। আমাদের মাথার ওপরে পর্বতের যে উচ্চতা, দেখলেই মনে হয় অজেয় এবং দুর্ভেদ্য। বাঁদিকে ঘন আগাছা এবং কাঁটা গাছের ঝোপ। পর্বতটা সোজা খাড়াই ওপরে উঠে গিয়ে নদীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

অনেক অনুসন্ধানের পর আমরা ঠিক করলাম যে, আমরা বাঁপথ-ধরে একদল সৈন্যকে ওপরে পাঠাবো। ওরা ওপরে গিয়ে শত্রু-পক্ষকে ঘিরে ফেলবে, পেছন থেকে আক্রমণ করে পথ করে নেবে। এই সঙ্গে তৃতীয় বাহিনীর কমানডার সেং চিং-লিন এবং জেনারেল

পার্টি বিভাগের সেক্রেটারী লো হুয়া-কে আরেকদল সৈন্য নিয়ে বাঁদিক থেকে পর্বতে আরোহণের চেষ্টা চালাবে। আর দুই দল সোজাসুজি আক্রমণের পথ প্রস্তুত করবে। কিন্তু শত্রুপক্ষ আমাদের অগ্রসরের জবাব দিল, প্রচণ্ড মেসিনগানের গুলি চালিয়ে। এবং পথের মুখ বন্ধ করে দিল। তবে এক ঘণ্টারও কিছু কম সময় পরে, আমাদের পশ্চাদ রক্ষী দলের গুলির আওয়াজ কানে গেল। তারপর আমরা মরা বাঁচার লড়াই শুরু করলাম। শত্রুপক্ষকে সামনে রেখে আমরা মরণ কামড় দিলাম। তাতে ফল ভালই হল। তারা প্রাণের ভয়ে দুর্গ ছেড়ে পালালো। আমরা মরিয়া হয়ে ওদের অনুসরণ করে বেড়াতে লাগলাম। খাড়া পাহাড়ের পাদদেশে আমরা শত্রু-পক্ষের তিন কোম্পানী সৈন্যকে শেষ করে দিলাম। আমরা শত্রুদের এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য ও এক কোম্পানী কমানডারকে অধিকার করে নিলাম এবং ২০০ সৈন্যকে বন্দী করলাম।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম

পরবর্তী দিনের প্রত্যুষে আমাদের প্রাতঃরাশের যে সময় নির্দিষ্ট আছে তার এক ঘণ্টা আগেই প্রাতঃরাশ শেষ করলাম এবং আমরা ভোর পাঁচটায় যাত্রা করলাম। দু'তিন কিলোমিটার পথ মার্চ করে আসবার পর, আমরা মিলিটারী কমিশনের কাছ থেকে নির্দেশ পেলাম যে লুটিং সেতু ২৯ তারিখে দখল নিতে হবে।

"২৯ তারিখ!" আমরা বিস্মিত হলাম। অর্থাৎ পরবর্তী দিনে। আমরা তখনও লুটিং সেতু থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে। আমাদের এখন দু'দিনের পথ একদিনে মার্চ করে যেতে হবে। আমরা কখনও ভাবিনি যে, এগিয়ে যাওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন। ২৪ ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করা একটা অমানুষিক প্রচেষ্টা। এছাড়াও পথে শত্রুপক্ষের শক্তিশালী প্রতিরোধ দুর্গ রয়েছে। সেগুলোকেও সামলাতে হবে।

কিন্তু নির্দেশ হচ্ছে নির্দেশই। সমস্ত সৈন্যদলের কাছে এটা একটা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব যেভাবেই হোক পালন করতে হবে। এখন আমাদের কাছে সময়ের মূল্য অনেক। শত্রুপক্ষের দুই দল সৈন্য অনেক আগে থেকেই সেতু অধিকার করে আছে। কিন্তু নদীর অপর পারে আমরা আরো দুটি সেতু দেখতে পাচ্ছি, যেখানে শত্রুপক্ষ খুব তাড়াতাড়ি সৈন্য সমাবেশের চেষ্টা করছে। এই সৈন্য সমাবেশের কিছু অংশ, আমাদের প্রথম বাহিনীকে প্রতিরোধ করবার জন্যে পেছনে চলে গেছে। এবং মূল দল সেতুর দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। এখন আমাদের সমস্ত সাফল্য নির্ভর করছে ঐ সেতুতে আগে পৌঁছবার ওপরে। তা'ছাড়া লাল ফৌজের পক্ষে লুটিং সেতু অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। অথবা বলা যায় এ কাজ অসম্ভবও হয়ে পড়তে পারে।

এখন আমাদের সময়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সময়। যেহেতু এখন আমাদের মিলিটারী ও রাজনৈতিক অফিসারদের আলোচনায় বসবার কোন সময় নেই, সেইহেতু তারা মার্চ করতে করতেই তাঁদের মধ্যে আলোচনা সেরে নিল। ঠিক হল আমরা চিৎকার করে বেশ কয়েকবার এই কথাগুলো বলবো: "চতুর্থ বাহিনীর যুদ্ধের রেকর্ড উজ্জ্বল। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সফল করবো এবং সুনাম বজায় রাখবো!" "প্রথম বাহিনী যারা 'আনসুয়াংচাং' দখল নিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামো এবং লুটিং সেতু দখল কর!" "আমাদের শপথ কঠিন, কিন্তু ভবিষ্যত উজ্জ্বল। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব!" সময় ধার্য করা হল, পরবর্তী দিনের সকাল ছ'টা। আমাদের উদ্দেশ্য সফলের সময়।

লো হুয়া-সেং এবং আমি আমাদের সৈন্য দলের সামনে ছুটে গিয়ে একটা চোঙা মুখে দিয়ে নির্দেশ পাঠ করতে লাগলাম। সৈন্যেরা তখন দ্রুত বেগে মার্চ করে যাচ্ছিলো। তবুও আমি তাদের চোখে মুখে উজ্জ্বল শপথের ইংগীত দেখতে পেলাম। আমাদের

স্লোগান উচ্চারণে ফেটে পড়তে লাগলো : "আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সফল করবো এবং লুটিং সেতু দখল নেব।" আমাদের এই উচ্চরব নদীর গর্জনকেও ছাপিয়ে গেল এবং পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। ইতিমধ্যে আমাদের সেনানীরা জোরে, আরো জোরে মার্চ করে এগিয়ে যেতে লাগলো।

মার্চের সময়ে আমি দেখলাম, আমাদেরই কিছু সংখ্যক সেনা একজায়গায় দাঁড়িয়ে আলাপ-আলোচনা করছে। তারা ছিল কোম্পানী-পার্টি-ব্রাঞ্চ কমিটি ও পার্টি গ্রুপের সেনানী। তারা মার্চের সময়েই মিটিং করছিল। অবস্থা এমন জরুরী যে, থেমে আলোচনা করবার সময় নেই। সেই কারণে আমাদের সেনানীরা এই ধরনের 'চলতি অধিবেশন' ডেকে থাকে। এই অধিবেশনের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য-সফলের আলোচনা।

এই আলোচনা যখন শেষ হল, তখন দেখা গেল আমাদের মাথার ওপরে 'কীয়ার্স-টাইগার রীজ' পর্বতটি দাঁড়িয়ে। এর অর্থ আমরা কুড়ি কিলোমিটার আরোহণ করেছি এবং অপর পক্ষে কুড়ি কিলোমিটার অবরোহণ কমিয়ে এনেছি।

এই আরোহণ মারাত্মক রকমের বিপদের। ডান দিকে দুর্দান্ত খরস্রোতা 'টাটু' নদী। এবং বাঁদিকে উত্তুঙ্গ খাড়াই পর্বত। এরই মাঝে সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা গিরিপথ। এই পথ 'আনস্থুয়াংচাং' থেকে শুরু করে 'লুটিং' সেতুতে গিয়ে শেষ হয়েছে।

শত্রুপক্ষ এই পথের শীর্ষ দেশ ছিন্ন করে অবরোধ করে রেখেছিল। আমরা শীর্ষ দেশে উঠে দেখলাম কুয়াশায় আচ্ছন্ন। এত ঘন কুয়াশায় আচ্ছাদিত যে আমাদের পাঁচ পা সামনের কোন বস্তুই দৃশ্যমান নয়। শত্রুপক্ষ আমাদের দেখেই ভীত এবং ত্রস্ত হয়ে উঠে অবিরাম এলোমেলো গুলি চালাতে লাগলো। আমরা এই কুয়াশার সুযোগ নিয়ে আত্মগোপন করে গুলি চালাতে লাগলাম। এইভাবে যখন আমরা ওদের কাছাকাছি আসতে পারলাম তখন প্রথমে তীর, দ্বিতীয় ভাগে হাত বোমা এবং শত্রুপক্ষ আরো নিকটবর্তী

হলে, অনবরত কেনেই চালাতে লাগলাম। শত্রুপক্ষ প্রচণ্ডভাবে আতঙ্কিত হয়ে পালাতে লাগলো। আমাদের অগ্রগামী সৈন্যদল ওদের ডানপথ ধরে তাড়া করে সামনের গ্রামে নিয়ে এলো। গ্রামটির নাম 'মসিমিয়েন'। এখানে তাদের রেজিমেন্টাল্‌-হেড-কোয়ার্টার্স। এখানেও কিছু সৈন্য মোতায়েন ছিল। তারাও এগিয়ে এলো। কিন্তু তবুও অল্প সময়ের মধ্যে তাদের ঘেরাও করে গ্রাম দখল নেওয়া হল। শত্রুপক্ষ গ্রামে ঢোকবার সময় পূর্বদিকের সেতুটা নষ্ট করে দিয়েছিল। আমাদের মেরামত করতে আবার দু'ঘন্টা সময় চলে গেল। তারপর আমরা ২৫ কিলোমিটার পথ পার হবার জন্যে একটানা হাঁটতে শুরু করলাম এবং সন্ধ্যা সাতটায় 'টাট্' নদীর তীরে এসে পৌঁছালাম। এখানে মাত্র ১২ ঘর বাসিন্দার বাস। এর পরেও আমাদের ৫৫ কিলোমিটার পথ এগিয়ে আসতে হবে। তবেই 'লুটিং' সেতু।

হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে কালো আঁধারে ডুবে গেল। এবং অঝোরে বৃষ্টি নামলো। অবিরাম মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের ঝলকে সারা আকাশ ফেটে চৌচির হতে লাগলো। আমাদের সৈন্যদের সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। সুতরাং তারা আর স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারছিল না। এ ছাড়াও রাতের অঝোর বৃষ্টিতে সারা পথ কাদায় ভরে গিয়েছিল। এই পিছল পথে হাঁটতে তাদের সময় বেশী লাগছিল। পেছনেই আমাদের টানা গাড়ীতে খাবার আসছিল। আমরা এইভাবে 'ফীয়ার্স-টাইগার রীজ' পর্বত থেকে নেমে এসে দেখলাম নদীর অপর পারে শত্রু সেনানী আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। আমাদের প্রথমে সামনের ঐ সেতুটা দখল নিতে হবে। তারপর সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে।

আমাদের সমস্যা যতই বাড়তে লাগলো, ততই আমাদের সেনানীদের কর্তব্যে অবিচল থাকার জন্যে এবং যুদ্ধ জয়ের স্থির বিশ্বাসে নিজেদের মনকে বাঁধবার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হতে লাগলো। এই সময়ে এর প্রয়োজনীয়তাও ছিল অস্বাভাবিক। আমরা সমস্ত কমুনিষ্টদের, যুবক লীগারদের এবং অন্যান্য কর্মীদের, একটা স্মরণীয়

উদাহরণ প্রতিষ্ঠার জন্যে ডাক দিলাম। যে কঠোর কর্তব্য আমাদের সামনে আসছে, আমরা তা' বোঝাবার চেষ্টা করলাম এবং পরবর্তী দিনে সকাল ছ'টার মধ্যে লুচিং সেকুতে পৌঁছাবার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিলাম। আমরা প্রত্যেক সেনানীকে জানিয়ে দিলাম যে, তারা যেন তাদের দল ঠিক করে নেয়। যাতে পরস্পরকে কাজে সাহায্য করতে পারে এবং দ্রুত চলতে সুবিধা হয়। ফলে আমরা সময় মত আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। যেহেতু আমাদের রান্না করবার কোন সময় ছিল না, সেহেতু আমরা শুধুমাত্র চালই ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে চিবিয়ে খেলাম।

আগামীকাল সকাল ছ'টার মধ্যে আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাবার সংবাদ শুনে সেনানীরা আবার যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু এই ঘন আঁধারে ও কর্দমাক্ত পথে দীর্ঘ ৫৫ কিলোমিটার অতিক্রমের কষ্ট আমাকে চিন্তিত করে তুললো।

হঠাৎ নদীর অপর পাড় থেকে কিছু আলোর দ্যুতি আমাদের এই পাহাড়ী পথে ছড়িয়ে পড়লো এবং ধীরে ধীরে তা টর্চের জোরালো আলোয় পরিণত হল। বোঝা গেল শত্রুপক্ষ ঐ টর্চের আলোয় দ্রুত মার্চ করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে। আমার মনে হল, আমাদেরও ঐ একই পথ অবলম্বন করা উচিত। আমি চিন্তা করছিলাম যে, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের রেজিমেন্টাল কমানডার, চিফ-অব-ষ্টাফ্ এবং জেনারেল পার্টি-ব্রাঞ্চের সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনায় বসবো কিনা। ঠিক সেই মুহূর্তে অন্য একটি চিন্তা আমার মাথায় এসে গেল। আমি ভাবলাম: "শত্রুপক্ষ নদী পার হয়ে আমাদের চিহ্নিত করবার জন্যে সংকেত করবে। যদি তারা আমাদের লাল ফৌজ বলে চিহ্নিত করতে পারে, তাহলে লড়াই শুরু হয়ে যাবে। ফলে আমাদের মার্চের দেরী হয়ে যাবে।

"নির্ভয়ে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।" আমরা ঠিক করলাম যে, আমরাই যেন শত্রুপক্ষের সৈন্যদল এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি এমন একটা ভান করবো। আমরা নল-খাগড়ার তৈরী কিছু বাঁশ সঙ্গে

এসেছিলাম। সেগুলো আমাদের কিছু সৈন্যের মধ্যে বিতরণ করে টর্চ তৈরী করে নিতে বলা হল। এক একটি স্কোয়াডকে এক একটি টর্চ দেওয়া হল। কারণ নষ্ট করবার মত এত পর্যাপ্ত আমাদের হাতে ছিল না। আমাদের তখন একমাত্র উদ্দেশ্য ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করা। আমরা সংকেতকারীদের জানিয়ে দিলাম যে, তারা যেন শত্রুপক্ষের সংকেত ধ্বনি ব্যবহার করে। শত্রুপক্ষের সকলেই ছিল 'সেচুয়ান বাসী'। সুতরাং আমরা আমাদের সৈন্যদলের মধ্য থেকে কিছু 'সেচুয়ান বাসী'কে খুঁজে বার করলাম এবং সেই সঙ্গে শত্রুপক্ষের বন্দীদেরও কাজে লাগালাম। তাদের বলে দেওয়া হল যে, শত্রুপক্ষ যদি সংকেতে কোন প্রশ্ন করে, তাহলে যেন সেইভাবে যথাযথ জবাব দেওয়া হয়। আমরা যাতে তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করতে পারি, তার জন্যে আমরা আমাদের ভারী জিনিসপত্র, ভারী অস্ত্রসস্ত্র এবং যে সমস্ত প্রাণী কাদায় চলতে অসমর্থ তাদের রেখে যাবারই সিদ্ধান্ত নিলাম। এমন কি আমার ও রেজিমেন্টাল কমানডারের ঘোড়াও রেখে যাওয়া হবে বলে ঠিক করা হল। ব্যবস্থা-বিভাগের নেতা হো চীং-চী এবং তাঁর সহকারী টেং কুয়াং-ছান একদল সৈন্য নিয়ে আমাদের পশ্চাদরক্ষী দলের কাজ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

আমার একটি পায়ে আঘাত লেগেছিল। সেইজন্যে মার্চের সময় বড়ই অসুবিধা হচ্ছিলো। আমাদের কমরেডরা, বিশেষ করে রেজিমেন্টাল-কমানডার আমাকে বার বার ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাবার জন্যে চাপ দিচ্ছিলো। কিন্তু যখন একজন অফিসারের কর্তব্যই হল উদাহরণের ভূমিকা নেওয়া, তখন আমি কি করে ঘোড়ায় চড়ে পথ অতিক্রম করি। সুতরাং ঘোড়ায় চড়ার পরিবর্তে আমি একটি প্রতিযোগীতা আহ্বান করলাম। আমি বললাম: "কমরেড! আমরা সকলে একসঙ্গে মার্চ করে যাব। এবং দেখতে চাই যে কারা আগে পৌঁছে লুটিং সেতু দখল নিতে পারে!"

চামড়ার দস্তানা হাতে লাগিয়ে আমাদের সৈন্যরা টর্চ হাতে

এগিয়ে চললো।

আমাদের এবং শত্রুপক্ষের টর্চের আলো টাট্টু নদীর জলের ওপরে জলন্ত ড্রাগনের লাল রং মত কিলবিল করতে লাগলো। ইতিমধ্যে আমরা শত্রুপক্ষের তীব্র সংকেত ধ্বনি শুনতে পেলাম। তারা বলতে লাগলো : "তোমরা কোন ইউনিটের?"

আমাদের দলের সংকেতকারীরা যথাযথ সংকেত দিল এবং আমাদের সেচুয়ানবাসী কণ্ঠস্বরে তার জবাব দিল। শত্রুপক্ষের সৈন্যেরা এবারে বোকা বনে গেল। ওরা ধারণাই করতে পারলো না যে লাল ফৌজের যোদ্ধারা, যাদের তারা তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, তারাই ওদের মুখোমুখি মার্চ করে এগিয়ে আসছে। দু'পক্ষেরই উত্তেজিত সেনাদল প্রায় পনেরো কিলোমিটার পথ মুখোমুখি মার্চ করে এগিয়ে এলো। মধ্যরাত্রে অঝোরে বৃষ্টি নামলো এবং নদীর বিপরীত তীরে টর্চের আলো আর দেখা গেল না। তখন আমরা ধরে নিলাম যে শত্রুপক্ষ এই ঝড় জলে আর এগিয়ে আসতে না পেরে তাঁবুতে ফিরে গেছে। এই সংবাদ আমাদের সৈন্যদলে ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না। অনেকেই মন্তব্য করতে লাগলো : "আমাদের এই সুযোগ। মার্চ অন! জোরে আরো জোরে!" আমরা তখন একটি লাইনে একে অপরকে ঠেলে এগিয়ে দিতে লাগলাম। তখন আমাদের মনের জোর অপরিসীম।

বৃষ্টি আমাদের নির্মমভাবে আঘাত করছিল। এবং অফুরন্ত জল-স্রোত টাট্টু নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। গিরিখাদের সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা পথ এত পিচ্ছিল হয়ে উঠছিল যেন তৈলাক্ত। যেহেতু এই পথ আগে আমাদের ব্যবহৃত ছিল না, সেইহেতু আমরা এই পথকে আয়ত্তে আনতে পারছিলাম না। আমাদের কখনও পা স্লিপ করে যাচ্ছিলো, কখনও আমরা পড়ে যাচ্ছিলাম। আবার কখনও গড়াতে গড়াতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এই ধরণের পথ চলাকে মার্চ না বলাই ভাল। আমাদের ক্লান্ত সৈনিকরা চলতে চলতেই ঘুমিয়ে পড়ছিল। একজন সৈনিকের এত ঘুম পেয়েছিল যে সে

আস্তে আস্তে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল। কিন্তু তার পেছনে কমরেড একটু ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলো, "চলতে থাক। তুমি পিছিয়ে পড়ছো।" সৈন্যটি সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে তাড়াতাড়ি চলতি পথের দূরত্বটুকু কমিয়ে আনবার চেষ্টা করলো। শেষে পথ চলার দূরত্ব সমান রাখবার জন্যে একে অপরের পায়ে লম্বা চেন্ বেঁধে নিল। যাতে একে অপরকে চলতি পথে সাহায্য করতে পারে।

সারা রাত জোর কদমে মার্চ করবার পর আমরা সময় মত নির্দিষ্ট স্থানে এসে হাজির হলাম। আমরা নদীর পশ্চিম সীমানা ও লুডিং ব্রীজে যাবার পথের দখল নিলাম। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমরা ১২০ কিলোমিটার পথ এগিয়ে গেছি। এরমধ্যে আমাদের শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়োজিত থাকতে হয়েছে এবং ভাঙ্গা সেতু মেরামতও করে নিতে হয়েছে। এ কাজ আমাদের করতে হয়েছে শুধুমাত্র দুটি পায়ের ওপর নির্ভর করে। আমরা এত দ্রুত হেঁটেছি যে আমাদের পায়ের সঙ্গে যেন পাখা লাগানো হয়েছিল।

আমরা সেতু চাই, তোমাদের অস্ত্র চাই না

আমরা সেতুর পশ্চিম পাড়ের কিছু অট্টালিকা ও একটি কেথলিক চার্চ দখল নেবার পর, পরবর্তী যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি চালাতে লাগলাম। রেজিমেন্টাল-কমানডার ওয়াং এবং আমি আমাদের ব্যাটেলিয়ান ও কোম্পানীর অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করতে গেলাম এবং নানাপ্রকার সমস্যা, যেগুলোকে আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে, সেগুলো সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলাম। রক্তিমাভ জল উত্তর পর্বত থেকে গর্জন করতে করতে তীব্র গতিতে বীভৎস আকারে নীচে নেমে এসে নদীতে পড়ছে। সেই তীব্র জলস্রোতের ফেনা উঁচুতে উঠে সারা আকাশ ছড়িয়ে পড়ছে। বাতাসকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। তীব্র জলস্রোতের গর্জনকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব। নদীতে এত স্রোত যে একটি মাছও কিছুক্ষণের জন্যে এক জায়গায় স্থির হচ্ছে

থাকতে পারবে না। সুতরাং কোন নৌকার সাহায্যে নদী পার হবার প্রশ্নই আসে না।

আমরা সেতুটাকেও ভালভাবে পরীক্ষা করলাম। ১৩টা লোহার চেন দিয়ে তৈরী। থানের গোলার মত বড় বড় বল দিয়ে পরস্পরকে যুক্ত করা হয়েছে। পরস্পর বিপরীত দিকে দুটি লোহার চেন হাতলের কাজ করছে। এ ছাড়াও আরো ন'টি চেন যুক্ত করা হয়েছে বেড়ালের মত গুঁড়ি মেরে যাবার সুবিধার জন্যে। নটি চেনের ফাঁকে ফাঁকে কাঠের পাটাতন বসানো ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। শত্রুরা খুলে নিয়ে গেছে। এখন শুধুমাত্র কালো ঝোলানো চেনগুলোই রয়ে গেছে। সেতুর মাথার ওপরে কবিতায় দুটি লাইন একটি পাথরখণ্ডের ওপরে খোদিত আছে :

উত্তুঙ্গ পর্বতমালার পাদদেশে লুটিং ব্রীজ অবস্থিত, এই সমস্ত উত্তুঙ্গ পর্বতমালার চূড়া সীমাহীন মেঘমালায় অন্তরীণ।

লুটিং শহরের অর্ধেক অবস্থিত নদীর পারে। আর অর্ধেক পর্বতের ঢালু পথে। এদিকটা সেতুর পূর্ব সীমানার সোজাসুজি বাইরে পড়ে। শহরটা চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এবং প্রাচীরের উচ্চতা সাত মিটারের কিছু বেশী। পশ্চিম দিকের তোরণ সেতুর শেষ সীমায়। লুটিং শহর শত্রুপক্ষের দুই রেজিমেন্ট সৈন্যদলে ঘেরা ছিল। এবং পর্বতের ঢালু পথে নানাপ্রকার দুর্জয় দুর্গ স্থাপন করা হয়েছিল। সেতুর কাছে বিশাল মঞ্চে ভারী ভারী কামান বসানো হয়েছিল। এদের কাজ ছিল আমাদের ওপর অবিরাম গোলা বর্ষণ করা। মাঝে মাঝে বৃষ্টির মত শত্রুপক্ষের মর্টার থেকে সেল ছাড়া হচ্ছিলো এবং সেগুলো আমাদের দিকে এসে পড়ছিল।

শত্রুপক্ষের সৈন্যরা ধরে নিয়েছিল, তারা সম্পূর্ণভাবে অজেয়। সেই কারণে তারা নদীর ওপার থেকে অবজ্ঞাপূর্ণ ভাবে চিৎকার করে বলছিল : "দেখি, তোমরা এবারে উড়ে এসো। যদি আসতে পার তবে আমরা আমাদের সমস্ত অস্ত্র তোমাদের দিয়ে দেব!"

পরিদর্শন শেষ করে ফিরে এসে আমরা বত্রিশ সত্তর এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্যকে সংকীর্ণ গিরিপথ বন্ধ করে দেবার জন্যে পাঠালাম। তাদের একথাও বলে দেওয়া হল যে, তারা যেন নদীর পূর্ব পাড়ে শত্রুপক্ষের কোনপ্রকার সৈন্য সমাবেশ ও চলাচল না ঘটে তার প্রতি নজর রাখে। কারণ পর্বত ও নদীর মাঝে ঐ একটিমাত্র পথ খোলা ছিল, যে পথে শত্রু আগমনের সম্ভাবনা ছিল। তারপর পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার জন্যে আমরা আমাদের সৈন্য বিভাগে ফিরে এলাম। আমাদের বক্তব্য পেশ করবার পর সৈন্য বিভাগে উৎসাহ এত বেড়ে গেল যে, প্রত্যেক বিভাগের সৈন্যদলই সেতু দখলের জন্য আগে যেতে চাইলো। প্রত্যেক বিভাগের সেনানায়কই চাইলেন তাঁদের বিভাগের ওপরই এ দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হোক।

শত্রুপক্ষকে প্রচণ্ড আক্রমণের প্রস্তুতি হিসাবে আমাদের সৈন্য বিভাগের প্রতিটি সেনানায়ক অপরাহ্ণে গীর্জায় এক সম্মেলন ডাকলেন। আলোচনা সবে শুরু হয়েছে, এমন সময় ওপরের ছাদের বড় গর্ত থেকে অকস্মাৎ শত্রুপক্ষের মর্টার থেকে সেল আমাদের মাঝে এসে পড়তে লাগলো। সেলের টুকরো এবং ছাদের ভাঙ্গা অংশ আমাদের মাথার ওপর অবিরাম এসে পড়তে লাগলো। কিন্তু আমরা একটুও নড়লাম না।

আমি বললাম: "শত্রুপক্ষ আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। আমরা এই মুহূর্তে সেতু পার হবার প্রস্তুতি নেব। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক যে, কোন সৈন্য বিভাগ এই প্রচণ্ড আক্রমণের দায়িত্ব নেবে।

দ্বিতীয় সৈন্য বাহিনীর কমানডার লীও টা-চু সঙ্গে সঙ্গে এক পায়ে লাফিয়ে উঠলেন। স্বল্পভাষী ভদ্রলোক কথা বলার চেষ্টা করলেন। তাঁর রোদে পোড়া কালো মুখমণ্ডল একটা উত্তেজনায় ও কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি বলতে লাগলেন:

"উজিয়াং নদী অতিক্রমের কৃতিত্ব আমাদের প্রথম বাহিনীর। আমাদের প্রথম বাহিনী এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমরা

এই বাহিনীকে আবার প্রতিযোগীতায় নামাতে চাই এবং আমরা লুটিং সেতু দখল করে পুনরায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই।"

এই কথা শুনে তৃতীয় বাহিনীর হঠাৎ রেগে যাওয়া সেনানায়ক ওয়াং উ-সাই সকলকে বাধা দিয়ে মেসিনগানের মত এক নাগাড়ে বলে যেতে লাগলেন, "আপনারা তৃতীয় বাহিনীকেও প্রচণ্ড আক্রমণের দায়িত্ব দিতে পারেন। আমাদের তৃতীয় বাহিনী প্রতিটি যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। আমরা লুটিং সেতু অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।" লৌহমানব ভদ্রলোক সোজা দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন: "আপনারা যদি তৃতীয় বাহিনীকে এ দায়িত্ব না দেন, তাহলে আমি আমার বাহিনীতে ফিরে গিয়ে মুখ দেখাতে পারবো না।"

গরম আলোচনা চলতে লাগলো। কোন বাহিনী তার দাবী ছাড়তে রাজী নয়। তখন সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব উর্ধ্বতন নেতাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হল। কমানডার ওয়াং এবং আমি এ ব্যাপারে অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, এ যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করবে আমাদের দ্বিতীয় বাহিনী। তখন আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম: আপনারা যদি যুদ্ধই চান, তবে সে সুযোগ আরো আসবে। আপনারা প্রত্যেকেই সুযোগ পাবেন। উচিয়াং নদী প্রথম বাহিনী অধিকার করেছিলেন। এবারে দায়িত্ব দেওয়া হবে দ্বিতীয় বাহিনীকে। এই প্রচণ্ড আক্রমণের দল তৈরী করা হবে মাত্র বাইশ জনকে নিয়ে। এঁদের মধ্যে থাকবেন পার্টি এবং তার বাইরের কর্মীদল। এ দল পরিচালনা করবেন বাহিনীর নায়ক লীও। আমার কাছে এ ব্যবস্থা অতি উত্তম বলে মনে হচ্ছে। আপনারা কেমন মনে করেন?

উপস্থিত সকলেই এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানালো এবং উৎসাহে ফেটে পড়লো। কমানডার লীও আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। কিন্তু তৃতীয় বাহিনীর সেনানায়ক খুশি হলেন না। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম: "তৃতীয় বাহিনীকে যে কাজ দেওয়া হবে সেটাও কিছু সহজ নয়। আপনার বাহিনী দ্বিতীয় বাহিনীর ঠিক পেছনে পেছনে

যাবে। এবং আপনাদের কাজ হবে সেতুর দু'পাশে লোহার চেনে পাটাতন লাগাতে লাগাতে যাওয়া। যাতে আমাদের সৈন্যদল তড়িৎ গতিতে শহর আক্রমণ করতে পারে। এবারে আপনি খুশি?" আমার কথা শুনে সেনানায়ক মৃদু হাসলেন।

সেনাদের পরিপূর্ণ আহার দিলে তবে তারা ভাল লড়তে পারে; সেই কারণে আমি উক্ত বাহিনীর সেনানায়ককে জানিয়ে দিলাম যে তিনি যেন তাঁর দলের প্রতিটি সেনাকে ভাল খাদ্য দেবার ব্যবস্থা করেন। অধিবেশন শেষ হবার পর জেনারেল পার্টি বিভাগের সম্পাদক লো ছুয়া—সেং দ্বিতীয় বাহিনীর চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি-পর্ব সমাধানে সাহায্য করতে গেলেন।

অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় আক্রমণ শুরু করা হল। রেজিমেন্টাল কমানডার এবং আমি সেতুর পশ্চিম পাড়ে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতে লাগলাম। বাহিনীর সংকেতকারীরা যুদ্ধের নির্দিষ্ট সময়ে সংকেত দেবার জন্য তাদের জায়গায় এসে দাঁড়ালো। আমাদের অস্ত্র উন্মুক্ত করে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে সংকেতকারীদের সংকেতধ্বনি, গোলা গুলির আওয়াজ, চিৎকার ও আর্তনাদ ঐ উপত্যকা ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। কমানডার লীও পরিচালিত ২২ জন বীর শত্রুপক্ষের অবিরাম গোলাবর্ষণের মধ্যে ঐ সেতুর ওপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে যেতে লাগলো। প্রতিটি সৈনিকের হাতে ছিল টমি গান অথবা পিস্তল, খোলা তলোয়ার এবং বারোটা হাত বোমা। তাদেরই পেছনে তৃতীয় বাহিনীর সেনানীরা। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে যুদ্ধের যাবতীয় আয়োজন এবং একটি করে কাঠের পাটাতন। তারা একদিকে যুদ্ধ করছিল এবং অপর দিকে ঐ দুদিকের লোহার চেনে পাটাতন লাগাতে লাগাতে যাচ্ছিলো।

ঠিক যে মুহূর্তে আমাদের চূড়ান্ত আক্রমণকারীরা সেতুর বিপরীত দিকের মাথায় এসে দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে শহরের পশ্চিম তোরণের দিক থেকে অপর্যাপ্ত গোলা সারা আকাশময় ছড়িয়ে পড়লো। শত্রু-পক্ষ অপর্যাপ্ত গোলাবর্ষণ করে আমাদের পথ বন্ধ করে দিতে

চেষ্টা করছিল। গোলার আগুনে আকাশ লাল হয়ে উঠছিল এবং সেতুর শেষ সীমানায় এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করছিল।

চূড়ান্ত আক্রমণের কল এবারে শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালো। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমাদের সেনানীরা একটু ইতস্ততঃ করে উঠলো। যে সমস্ত সেনানীরা রেজিমেন্টাল কমানডার ও আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল তারা উত্তেজনায় ফেটে পড়ে বলতে লাগলো: "কমরেড! চূড়ান্ত সময় এসেছে। আক্রমণ করো। চার্জ করো। গোলার আগুনে ভয় পেও না। ইতস্ততঃ কোরো না। আক্রমণ করো। চার্জ করো। শত্রুপক্ষ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শেষ হয়ে এসেছে।" আমাদের চিৎকারে সেনানীদের সাহস, শক্তি ও উৎসাহ ফিরে এলো। শেষে চূড়ান্ত সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আক্রমণকারীরা সামনের ঐ অগ্নিকুণ্ডে লাফিয়ে পড়লো। কমানডার লীও'-র টুপিতে আগুন ধরে গেল। তিনি ভড়িতে টুপিটা ফেলে দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। অন্যান্য সেনানীরা লীও'র পাশে দাঁড়িয়ে ঐ অগ্নিকুণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সেতুর ওপারে যে যুদ্ধ চলছিল, তাতে বোঝা গেল যে শত্রুপক্ষ দারুণভাবে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তারা আমাদের সৈন্যদের শেষ করে দেবার সঙ্কল্পে স্থির। আমাদের তেজী যোদ্ধারা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের গোলা-বারুদ শেষ না হয়, লড়ে যেতে লাগলো। অবস্থা এক সময়ে এমন সংকট মুহূর্তে এসে দাঁড়ালো যে তৃতীয় বাহিনীকে তৎক্ষণাৎ তাদের সাহায্যার্থে ছুটে যেতে হল। তখন তারা সেতুর শেষ সীমায়। অবস্থা বিচার করে আমাদের রেজিমেন্টাল কমানডার ওয়াং এবং আমি আমাদের সমস্ত সৈন্য সমবেত করে সেতু পার হয়ে শহরে প্রবেশ করলাম। দু'ঘণ্টার মধ্যে আমরা শত্রুপক্ষের সৈন্য দলের বৃহৎ অংশকে ধ্বংস করেছিলাম। বাকী সৈন্যেরা আতঙ্কে ও ভয়ে পালাতে লাগলো। সন্ধ্যার মধ্যেই আমরা লুটিং শহর সম্পূর্ণভাবে দখল নিলাম। এবং লুটিং সেতুও আমাদের হাতে এলো।

এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হল শত্রুপক্ষের প্রতি আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা এবং সেতু দখলে রাখা। আমাদের কাছে খবর ছিল যে পাশে ডেচিয়েনলু-তে শত্রুপক্ষের সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। সুতরাং সেদিকটা সামলাবার জন্যে আমরা একদল সৈন্য মোতায়েন করলাম। তারপর আমরা আরো দু'দল সৈন্য নদীর দক্ষিণ দিকে পাঠালাম। শোনা গেল শত্রুরা ঐ পথ ধরে তড়িতে আবার সেতু দখল নিতে আসছে। রাত ১০ টার সময় আমাদের অগ্রগামী দলের গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমরা ধরে নিলাম যে আবার নতুন করে সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। তখন আমরা ভয়াবহ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলাম। তখন আমাদের যোদ্ধারা আমাদেরই তৃতীয় রেজিমেন্টের প্রথম বিভাগের একজন আহত সৈনিকের দেখা পেল। আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের প্রথম বাহিনী আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। আমরা যে একটা ভয়াবহ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, সেটা থেকে সকলে মুক্তি পেল। তখন সকলেই আবার বেশ সহজ হয়ে এলো।

'লুটিং' শহরের ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে 'চুলিংপিং'-এ আমাদের প্রথম বাহিনী শত্রুপক্ষকে চেপে ধরেছিল। সেখানে জোর লড়াই চলছিল। শোনা গেল শত্রুরা সেখানে আতঙ্কে ও ভয়ে পালাচ্ছে।

আমরা তখনই চীফ্-অব-ষ্টাফ্ লীউ পো-চেং এবং রাজনৈতিক কমিশনার নী হাং-চেন কে সাদর সম্বর্ধনায় এখানে নিয়ে আসবার জন্যে লোক পাঠালাম। এই সময়টা ছিল আমাদের শুভ পুনর্মিলনের সময়।

রাত দু'টোর সময় আগত দু'জন সেনানায়ক অধিকৃত সেতু পরিদর্শন করতে চাইলেন। সুতরাং একটা হ্যারিকেন হাতে নিয়ে আমি তাঁদের সেতু পরিদর্শনে নিয়ে গেলাম। জেনারেল লীউ সেতুর লোহার চেনগুলো ভাল করে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলেন এবং সেতুটাকে নিজের মনের মত করে গড়ে তোলার কথা ভাবতে লাগলেন।

ফিরে আসবার পথে তিনি সেতুর মাঝ পথে হঠাৎ থামলেন। লোহার চেনটা টেনে ধরে পা উঁচু করে সেই খরস্রোতা নদীর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন: "লুটিংসেতু! তোমাকে লাভ করতে আমাদের অনেক রক্ত এবং শক্তি ক্ষয় করতে হয়েছে। কিন্তু তোমাকে আমরা পেয়েছি। আমরা তোমাকে জয় করেছি।"

এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যে সমস্ত দলিল আমাদের হাতে এলো তার মধ্যে সেচুয়াং-এর যুদ্ধ নেতা লীউ-ওয়েন-হুই-এর একটি জরুরী নির্দেশ পাওয়া গেল। এই নির্দেশে বলা হয়েছে যে কমুনিষ্ট সৈন্য-দেরও ভাগ্য দ্বিতীয় সী টা-কাই-এর ভাগ্যেই বাঁধা হবে। কারণ এদের সামনে রয়েছে দুর্দান্ত টাটু নদী ও পেছনে রয়েছে চিন্‌সা। এবং ওদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার এইটাই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ।

কিন্তু শত্রুপক্ষের স্বপ্ন ধোঁয়ায় পর্যবসিত হয়েছে। যদিও আমরা সী-টা-কাই-এর পথ ধরেই এগিয়ে এসেছি তবুও ইতিহাস পুনঃবর্ণিত হয় নি। কারণ জনতার শক্তিই ছিল আমাদের শক্তি। আমাদের সৈন্যশক্তি জনতার শক্তি। এবং এ শক্তি পরিচালিত হয়েছিল কমুনিষ্ট পার্টি এবং চেয়ারম্যান মাও-র দ্বারা।

সেই দিনই আমাদের মূল সৈন্যদল মার্চ করে এগিয়ে গেল। তারপর কেন্দ্রীয় কমিটিসহ আমাদের মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও, ভাইস-চেয়ারম্যান চৌ এন-লাই এবং কমানডার-ইন-চীফ চু তে এসে হাজির হলেন। পরে হাজার হাজার সৈন্যদল সামনের ঐ লুটিং সেতু অতিক্রম করে চলে গেলেন।

অবশেষে লাল ফৌজ এক বিশাল তুষারাচ্ছাদিত পর্বতের পাদদেশে এসে দাঁড়ালো। দেখা গেল এই তুষারাচ্ছাদিত পর্বত একটি নয়। বেশ কয়েকটি। স্থানীয় অধিবাসীরা এই পর্বতমালাকে বলে রূপরাজ্যের পর্বতমালা। তারা বলে, একমাত্র মরণ বিজয়ী বীরেরাই এই পর্বতমালা পার হতে সক্ষম। আর একটি প্রবাদ ওখানে ছড়িয়ে আছে যে এই অঞ্চলের খরার সময়ে স্থানীয় অধিবাসীরা পর্বতমালার ওপরে গিয়ে জলের জন্যে প্রার্থনা জানায়। কিন্তু আগে কোন প্রকার অনশন করে না। ফলে পাহাড়ী দেবতারা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের আটকে রাখে। এই সমস্ত গল্প ঐ অঞ্চলে এত বিশদভাবে ছড়িয়ে আছে যে স্থানীয় অধিবাসীরা একে সত্য বলেই মনে করে। সুতরাং আমাদের সৈন্যদলের কিছু কিছু লোকের কাছেও এই বিশাল তুষার আচ্ছাদিত পর্বতমালা এক রহস্যের আবরণে ঢাকা ছিল।

এই রহস্য দূরীভূত করবার জন্যে আমাদের আর্মিগ্রুপের কমানডার আমাদের কাছে ঐ পর্বতমালা সম্পর্কে একটি ভাষণ দিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, চেয়ারম্যান মা-ও ঐ 'রূপরাজ্যের পর্বতমালা' সম্পর্কে জানিয়েছেন ঐ পর্বতমালায় ভয়ের কোন বস্তু নেই। আমাদের লাল ফৌজদের ঐ মরণ বিজয়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় নামতে হবে এবং যেভাবেই হোক ঐ পর্বতমালা অতিক্রম করে যেতে হবে। কমানডারের কথা শুনে আমাদের মনোবল আরো বাড়লো।

আরোহণের পূর্বে আমাদের নেতারা জানিয়ে দিলেন যে প্রতিটি আরোহী তাদের নিজেদের পায়ের যত্ন নেবে এবং দু'জোড়া জুতো সঙ্গে নেবে। এই নির্দেশ অবশ্যই পালনীয়।

খড়ের এক জোড়া জুতো, যা আমার পায়ে ছিল, এ ছাড়াও আমি আমার কোমরে আরো একজোড়া কাপড়ের জুতো বেঁধে নিয়ে ছিলাম। এগুলো আমার হাতে নিতেই হঠাৎ আমার কিয়াংসি মূল কেন্দ্রের একটি বিখ্যাত গানের কলি মনে পড়ে গেল :

এই জুতো জোড়ায় আমার ভালবাসা জড়িয়ে আছে,
আমি নিজে হাতে এ জুতো তৈরী করেছি,
কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে এ জোড়া আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।
প্রতিটি সূক্ষ্ম সেলাইয়ের সঙ্গে আমি শপথ নিয়েছি,
আমি বলেছি :
লাল ফৌজ দীর্ঘজীবী হোক!

এই গানের কলি আমাকে মূল কেন্দ্র পরিত্যাগের দিনগুলো স্মরণ করিয়ে দিল। সেই সময় স্থানীয় অধিবাসীদের ত্যাগ করে আসতে আমাদের কষ্ট হয়েছিল। ওরা আমাদের অত্যাধিক প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এবং মনে হয়েছিল ওরা যেন আমাদের শরীরের রক্ত মাংস। তারাও আমাদের সম্পর্কে ঐ একই ধারণা পোষণ করতো। যখন তারা শুনলো যে আমরা চলে যাচ্ছি, তখন তারা ভোরবেলায় আমাদের বিদায় জানাবার জন্যে এসে হাজির হল। সঙ্গে নিয়ে এলো নানা উপহার। একজন বৃদ্ধ মানুষ আমার হাত চেপে ধরে এক জোড়া কাপড়ের জুতো জোর করে আমার হাতে ধরিয়ে দিল। জুতো জোড়াটি ছিল বেশ মজবুত। এবং তাতে একটি কথা লেখা ছিল: "আমাদের লাল ফৌজ যোদ্ধাদের জন্যে। আক্রমণকারীদের হত্যা করো।" বৃদ্ধ মানুষটি কথা বলবার আগে এক মিনিট তার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠলো, "তুমি আমার পুত্রের মত। এই জুতো জোড়া তুমি নিয়ে যাও। লাল ফৌজের পায়ে এ জুতো জোড়া নানাভাবে কাজে লাগবে। এই জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে তুমি পর্বতের যতদূর আরোহণ করতে চাও পারবে। আমি একবার বৃদ্ধ মানুষটির দিকে তাকালাম। পরে জুতো জোড়াটির দিকে। আমার মুখে কোন কথা এলো না।

একজন এই জুতো জোড়া আমার বেল্টেই বাঁধা ছিল। আমার শোখের আড়াল করি নি। দুঃসময়ে এই জুতো জোড়া আমার অনেক কাজে লেগেছে। এই জুতো জোড়া আমাকে শত্রুপক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে অনেক সময় উৎসাহিত করেছে।

আমরা কিয়াংসিতে যে শেষ লড়াই করেছিলাম, সেখানে আমার একটি পায়ে আঘাত লাগে। তখনকার দিনে আমাদের কোন ওষুধ-পত্র বা কোন স্ট্রেচার ছিল না। সুতরাং আমাকে ঐ আঘাত লাগা পা নিয়েই খোঁড়াতে খোঁড়াতে সারা পথ যেতে হয়েছিল। যখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমি আর হাঁটতে পারবো না, তখনই আমি আমার বেল্ট থেকে সেই জুতো জোড়া খুলে নিয়ে পায়ে দিয়েছিলাম। আমার মনে পড়ে, সম্ভবতঃ সেই আমার প্রথম এই জুতো পায়ে দেওয়া। জুতোর নরম গোড়ালি আমার আঘাত লাগা পায়ে বড়ই আরাম দিচ্ছিলো। মূল ভূমির অধিবাসীরা যে বিশ্বাস আমাদের ওপর আরোপ করেছিল, তাতেই আমার পায়ের ব্যথা ভুলে যাচ্ছিলাম। আমার পায়ের আঘাত আরোগ্য লাভের আগেই পাছে জুতোর গোড়ালি পাতলা হয়ে যায় এই ভয়ে আমি আমার ঐ জুতো জোড়াকে ভাল করে মুড়ে আমার বেল্টের সঙ্গে বেঁধে রেখে দিলাম।

'মুনীতে' যে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল, আমাদের সৈন্যরা সেই আক্রমণ পরিচালনা করেছিল। এই যুদ্ধ যখন চরম মুহূর্তে তখন হঠাৎ আমি আমার বুকে ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম এবং দেখলাম যে একটা বুলেট আমার জুতো ভেদ করে চলে গেছে এবং পায়ের চামড়া খুলে পড়েছে। আঘাতটা মারাত্মক হতে পারতো কিন্তু ঐ জুতো জোড়ার জন্যেই বেঁচে গেছি। এই জুতো জোড়া আমার জীবন বাঁচিয়েছে দেখে অন্য একজন কমরেড আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে উৎসাহিত করলেন। আমি যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি তার জন্যে আমার যেমন আনন্দ হতে লাগলো আবার অন্যদিকে জুতোতে যে একটা বড় গর্ত হয়েছে সেজন্যও দুঃখ হতে লাগলো। তারপর

থেকে আমি এই জুতো জোড়াকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতে লাগলাম।

এখন আমরা আমাদের সামনের ঐ বড় তুষার-আবৃত পর্বত আরোহণের প্রস্তুতি নিচ্ছি। ঐ বৃদ্ধ মানুষটির কণ্ঠস্বর যেন আবার আমার কানের কাছে ধ্বনিত হতে লাগলো এবং আমি উৎসাহিত হতে লাগলাম। বন্ধুগণ! আমাদের লাল ফৌজের প্রত্যেকের পায়ে এখন এক জোড়া করে জুতো আছে। এ জুতো সাত দশকের তৈরী। এ জুতো আমাদের কিয়াংসি প্রদেশের 'হুইচিন' শহর থেকে 'সেচুয়ান' প্রদেশে টেনে এনেছে। এই জুতোই আজকে আবার আমাদের পর্বত অতিক্রমে সাহায্য করবে। যে পর্বত এমনকি পাখীরাও অতিক্রম করতে পারে না।

সন্ত ভোরে আমাদের যাত্রা শুরু হল। ওপরে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু কুয়াশায় ভরা। চূড়া মেঘে ঢাকা। যতই আমরা ওপরে উঠতে লাগলাম ততই আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে লাগলো এবং ধীরে ধীরে আমরা এক ভয়ংকর তুষার ঝড়ের সম্মুখীন হলাম। 'কিয়াংসি' থেকে আসবার পথে আমি এমন তুষারপাত জীবনে দেখিনি। এবং এদৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করতে লাগলো। যাইহোক আমাদের যাত্রা পথ ক্রমে ক্রমে,দুর্গম ও দুর্যোগপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগলো এবং বড় বড় পাথরের চাঁই ওপর থেকে আমাদের ওপর গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আমাদের পাতলা পোষাক এই সমস্ত দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হচ্ছিলো না। ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস আমাদের শরীরে ছুরির মত এসে বিঁধে যাচ্ছিলো। এই প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে আমার উত্তম, উৎসাহ কমে আসছিলো। আমি যেন ফুরিয়ে আসছিলাম। আমার ক্লান্তি লাগছিল। তখন একপা এগিয়ে যাওয়াই যেন একটা প্রচণ্ড রকমের কষ্ট বলে মনে হচ্ছিলো। একবার তিনজন সৈনিক তাদের শরীর গরম করার জন্তে কিছুক্ষণ বসেছিল। কিন্তু তারা আর উঠে দাঁড়াতে পারলো না। তারা ধীরে ধীরে ঐ তুষার ঝড়ে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। এ কথা যখন আমি ভাবি তখন আমার দু'চোখ জলে ভরে আসে।

আমি একজন বন্দুকধারী। ২২'৫ কেজি বন্দুকের ব্যারেল পিঠে নিয়ে পাহাড়ে ওঠা ভীষণ ব্যাপার। আমি অত্যন্ত শক্তি নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম। আমার ভারী পায়ের দাগ-গুলো তুষারে যেন সিঁড়ি বলে মনে হচ্ছিলো। ঠাণ্ডায় আমার পা দুটো জমে যাচ্ছিলো। বার বার আমি তোলবার চেষ্টা করছিলাম এবং পড়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যখনই আমার পায়ে কাপড়ের ঐ জুতো জোড়ার দিকে নজর পড়ছিল, তখনই আমার মন এক অদ্ভুত অজানিত আলোকে উদ্ভাবিত হয়ে উঠছিল। আমি উৎসাহ অনুভব করছিলাম। আমার মনে হচ্ছিলো মূল ভূমির অধিবাসীরা আমার এই পর্বত আরোহণ সঙ্গোপনে সাহায্য করে চলেছে।

এইভাবে আমাদের এই বিশাল তুষার পর্বত আরোহণ পর্ব শেষ হল। আমি তখন একটা গাছের নীচে বসে আমার সেই সাত দশকের জুতো জোড়াটি ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলাম। জুতো জোড়াটি দেখে আমার সত্যিই করুণা হতে লাগলো। সর্বাঙ্গ কাদায় ঢাকা। তবে ভাগ্য ভাল যে একমাত্র বুলেটের গর্তটি ছাড়া আর কোথাও কোন ক্ষতি হয়নি। আমি পা থেকে জুতো জোড়াটি খুলে ভাল করে কাদা পরিষ্কার করে আবার যন্ত্রের সঙ্গে বেণ্টে বেঁধে রাখলাম। তারপর আবার আমাদের পদযাত্রা শুরু হল।

দীর্ঘ লংমার্চ-এ খাবার সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছিল নবম বাহিনী/ লী কাংছু

দীর্ঘ 'লং মার্চ-'এর সময়ে আমি ছিলাম তৃতীয় আর্মিগ্রুপের একটি বাহিনীর নায়ক। এতবড় একটা বাহিনীর রাঁধুনী ছিল মাত্র নয় জন। এই রাঁধুনীদের যিনি পরিচালক ছিলেন তাঁর নাম চীয়েন। ভদ্রলোক বেঁটে এবং স্বল্পভাষী। সহপরিচালক ছিলেন লীউ। উচ্চতা মাঝারী এবং রসিকতা করতে ভালবাসতেন। যিনি আমাদের দিনরাত জলসরবরাহ করতেন তাঁর নাম ছিল ওয়াং। এই তিনজনই ছিলেন 'কিয়াংসি' প্রদেশের আমারই গ্রামের লোক। অন্যান্য লোকের নাম আজ আর আমার স্মরণে নেই।

আমরা প্রায় প্রতিদিনই মার্চ করতাম এবং যুদ্ধ করতাম। আমাদের বাহিনীর নেতা নির্দেশ দিয়েছিলেন, খাদ্য বহনকারী কোন মানুষই যেন ২০ কিলোগ্রামের বেশী খাদ্য বহন না করে। তাহলে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু রাঁধুনীরা পাত্র করে লুকিয়ে আরো বেশী চাল নিয়ে যেত, যাতে সৈন্যেরা অন্ততঃ ৩০ থেকে ৪০ কিলোগ্রাম খাদ্য পেতে পারে। একসময় কমুনিষ্ট পার্টির একটি গ্রুপ মিটিং-এ আমাকে সমালোচনা করে বলা হয়েছিল যে আমি সেনানীদের আহার সম্পর্কে বেশী চিন্তা করছি না। কিন্তু আমরা যদি এমন কোন স্থানে গিয়ে হাজির হই, যেখানে কোন চাল পাওয়া যায় না, তাহলে আমরা কি করতে পারি? তবে তাদের মন্তব্য একটুও মিথ্যা নয়। সেই কারণে এই মন্তব্যের পর থেকে আমি রাঁধুনীদের নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, সৈন্যেরা যত বেশী খাদ্য চায় তাদের যেন দেওয়া হয়।

মার্চের সময়ে আমাদের সহ নেতা লীউ প্রায় সব সময়ই গান গাইতেন এবং রসিকতা করতেন। তিনি আমাদের রান্নার পাত্রগুলো নিয়ে বাজনা বাজাতেন এবং রসিকতা করতেন। সেইজন্যে আমাদের দলের নাম হয়েছিল 'নাটুকে দল'। সময়ে সময়ে আমাদের এই রাঁধুনীরা এত দ্রুত এবং উদ্যমে কাজ করতো যে তাদের কাঁধে কোন প্রকার ভারী জিনিস আছে বলে মনেই হত না।

তবুও বলবো যে এরা কঠোর পরিশ্রম করতো। সেনানীরা যেখানে থামতো এবং বিশ্রাম নিত, এরা তখনই এবং তাড়াতাড়ি আগুন জেলে জল গরম করে দিত। আমরা যদি কখনও তাঁবু গাড়তাম, তারা তখনই স্টোভ জালতো, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে আনতো, তরীতরকারী ধুয়ে পরিষ্কার করতো এবং রান্না চাপাতো। তারা রাত্রে দুই-তিন ঘন্টার বেশী ঘুমোবার সময় পেত না।

'কোরাংসি' পর্বতে যখন আমরা অভিযান চালাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম যে সেখানে মাত্র কয়েক ঘর কৃষকের বাস। সুতরাং শস্য কেনা আমাদের অসম্ভব হয়ে উঠলো। ফলে রাঁধুনীদের আমাদের সেনানিবাস ছেড়ে অনেক দূর পথ হেঁটে যেতে হয়েছিল শস্য পাবার জন্য। এটা ছিল তাদের বাড়তি কাজ। একসময় এরা গ্রামের পথে একটি অব্যবহৃত যাঁতাকল দেখতে পেয়েছিল। এ জিনিসের মালিক ছিল একজন কৃষক। তারা কৃষকের কাছ থেকে ঐ কলটি নিয়ে এসেছিল। আমরা এখনও ৭০ কিলোগ্রাম জিনিস বহন করতে সমর্থ। পরে আমাদের ডেপুটি স্কোয়াড লীডার লীউ একটি চালুনি ও একটি তুঁষ ঝাড়ার পরিত্যক্ত কল জোগাড় করেছিল। এই সমস্ত জিনিস তাঁর কাঁধের লাঠিতে ঝোলানো দু'পাশের থলিকে ভারী করে তুলেছিল। এই সময়ে আমাদের দলের আর একটি নাম হয়েছিল। লোকে আমাদের ডাকতো 'মাল বহনকারী দল'।

'কৈচো' প্রদেশে টুচেং নামে একটি শহর আছে। সেই শহরের বাইরে একটা পাহাড়ের ওপর আমাদের সেনাদলকে শত্রু পক্ষের সেনাদলের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। ক্রমাগত শত্রুপক্ষের গোলা-

গুলির ফলে আমাদের এই খাদ্য বহনকারী দলটি মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বার বার আমাদের দল সৈন্যদের জন্যে খাবার বহন করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু শত্রুপক্ষের মেশিন-গানের গুলিতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। এইভাবে একটি দিন ও একটা রাত্রি পার হয়ে গেল। লীউ অধৈর্য হয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো এবং নানা লোকের সঙ্গে নীচু গলায় আলোচনা করতে লাগলো। একসময় সে আমার কাছে এসে বললো, "শুনুন চীফ্। ওয়াং এবং আমি আরেকবার চেষ্টা করতে যাচ্ছি।" তাঁরা কিছু খাবার বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে যাত্রা করলেন। আমরা পাহাড়ে উঠে তাঁদের চলে যাওয়া দেখতে লাগলাম। অকস্মাৎ তাঁরা শত্রুপক্ষের গুলির সীমানায় এসে পড়লেন। আমরা চিৎকার করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলাম। দেখলাম ওয়াং মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে নীচে নেমে যেতে লাগলো। লীউ-ও পড়ে গেল। আমরা বিশ্বাসই করতে পারলাম না যে, আমাদের দু'জন কমরেড মারা গেল। মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ তাঁরা আমাদের মাঝে এসে হাজির। লীউ বললেন, "আমরা নরকের রাজার কাছে কাজে যোগদানের জন্যে গিয়েছিলাম। কিন্তু যে দৈত্যটি রাজার তোরণ পাহারা দিচ্ছিলো সে আমাদের ভেতরে ঢুকতে দিল না।" আসলে সেই সময় তাঁরা গুলির আঘাত লেগে পড়ে যাবার ভান করেছিলেন এবং সময় মত উঠে দৌড় লাগিয়েছিলেন। তাঁদের সাহস এবং রসিকতা আমাদের দলে বেশ রসসৃষ্টি করেছিল।

কৈচো ছেড়ে আসার পর, আমাদের স্কোয়াড নেতা চেনের চোখে দৃষ্টি ক্ষমতা আরো বাড়তে লাগলো। তাঁর চোখ দুটি সব সময় লাল হয়ে থাকতো এবং টেনে আনত। কিন্তু তবুও তিনি নিজের মাল বহন করে যাচ্ছিলেন। একটা লাঠির সাহায্যে হাঁটছিলেন। প্রথমে তাঁর চোখ দুটো জলে পূর্ণ হয়ে যেতে লাগলো। পরে রক্ত-পাত শুরু হল। কিন্তু তবুও তিনি সহজভাবে তাঁর কাজ করে যাচ্ছিলেন।

যখন আমরা একেবারে কর্দমাক্ত তুষারমণ্ডিত পর্বতের কাছে এলাম তখন আমাদের বলা হল আরোহণের সময় যেন আমার যতদূর সম্ভব হালকা জিনিস বহন করি। যেহেতু রান্নার যাবতীয় জিনিস অত্যাবশ্যকীয় নয়, সেইহেতু সেগুলোকে আমরা পথে পরিত্যাগ করলাম। আমরা তখন দু'দিনের ব্যবহারের জন্যে বাহিনীর 'ফুড প্যাকেট' বহন করলাম। সেই সঙ্গে আমাদের রইলো কিছু তাজা আদা, গরম গোলমরিচ এবং কিছু জ্বালানী কাঠ।

এই পর্বতমালার একটিতে উঠতেই আমাদের বাহিনীর একদিন লেগে গেল। বাতাস এখানে অত্যন্ত কম। ঢালু পাহাড়ী পথ কর্দমাক্ত তুষারে ঢাকা। গাছগুলো থেকে কোণাকৃতি তুষার কণা লম্বমান অবস্থায় ঝুলছে। পর্বতের চূড়ায় একদল সৈন্য বিশ্রামের জন্যে বসে আর উঠতে পারলো না। তৎক্ষণাৎ তাদের খাদ্য এবং আদা গোলমরিচের শরবত করে খেতে দেওয়া হল। আবার জোর পেয়ে উঠে দাঁড়ালো। এই সময়ে খাদ্যই আমাদের সেবা করে এসেছে। তখন আমাদের খাদ্যবহনকারী দলের শ্লোগান ছিল, "আমরা একটি মানুষকেও এই তুষার পর্বতে প্রাণ হারাতে দেব না।" কিন্তু সৈন্য পুনর্বন্টনের সময় আমাদের দু'জন রাঁধুনী ঠাণ্ডায় জমে গেল। আমরা তাদের বাঁচাবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তারা একবারের জন্যেও চোখ খুললো না। এই প্রথমবার আমি আমার চোখের সামনে দলের দু'জন কমরেডকে মরে যেতে দেখলাম।

ভয়াবহ জলাভূমিতে প্রবেশ করবার আগে আমাদের সৈন্যদল 'মায়োরকাই'তে বেশ একটু বেশীদিন বিশ্রাম নেবে বলে ঠিক করলো। আমাদের খাদ্য বহনকারী দল এবারে ১০ দিনেরও বেশী খাদ্য সংগ্রহ করে রাখলো। তারা এই সঙ্গে বিপদের সময় ব্যবহারের জন্যে 'চিনকো' বার্লিও জোগাড় করে রাখলো।

ভয়াবহ জলাভূমিতে প্রবেশের দ্বিতীয় দিনে স্কোয়াড লীডার আমাকে ডেকে বললেন, 'চীফ্! এই জলাভূমি আমাদের সৈন্যদের

পা নষ্ট করে দিচ্ছে। এদের গরম জলে পা ধোয়া দরকার। এখন থেকে প্রতি রাত্রে গরম জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।" আমিও অবশ্য ঐ একই কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু আমাদের রাঁধুনীরা যে খাদ্য ও জিনিস প্রতিদিন বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলো সেটাই তাদের পক্ষে অতিরিক্ত ছিল। অন্যান্যেরা যেমন বিশ্রাম পেত, এরা তেমন পেত না। আমি জবাব দিলাম, "না। এভাবে প্রতিদিন সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। তবে আমাদের সৈন্যেরা যেদিন তাঁবু না খাটিয়ে উন্মুক্ত স্থানে রাত্রিবাস করবে, সেদিন যে ভাবেই হোক তারা গরম জল পাবে।" আমার এই মন্তব্য সমস্ত সেনানী স্বীকার করে নিল।

একদিন সকালে, আমি একজন রাঁধুনীর পেছনে পেছনে হেঁটে যাচ্ছিলাম। দেখলাম সে একটা বড় তামার পাত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। সে হঠাৎ কুঁকড়ে মাটিতে পড়ে গেল আর উঠলো না। অপর রাঁধুনী যে তার সঙ্গে ছিল, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তবুও সে সেই পাত্রটা তুলে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগলো। জলাভূমিতে আবহাওয়ার প্রায়ই পরিবর্তন ঘটে। ঝড়-ঝঞ্ঝা মানুষের চোখ অন্ধ করে দেয়। আবার পরক্ষণেই তুষারপাত অথবা তুষার ঝড়ে মানুষকে আক্রান্ত হতে হয়। আজ এই অপরাহ্নে এত বৃষ্টিপাত হয়েছিল যে, আমাদের সৈন্যদলকে বাধ্য হয়ে থামতে হল। আমাদের খাদ্য সরবরাহকারী দলটিকে একটা আস্তানা খুঁজে নিতে হল, এবং সেখানেই তারা সৈন্যদের জন্যে আদা ও গোলমরিচের সরবত তৈরী করলো। আমাদের দ্বিতীয় রাঁধুনীটি, যে তার পড়ে যাওয়া সহকারীর কাছ থেকে পাত্রটি তুলে নিয়েছিল, সে সেই আদা-গোলমরিচপূর্ণ সরবতের পাত্রটি একটি সৈনিকের হাতে তুলে দিয়ে হাঁপাতে লাগলো। আমাদের আরো দু'জন কমরেডকে সেখানে পৌঁছুতে প্রায় আধ বেলা কেটে গেল।

পঞ্চম দিনের সন্ধ্যায় আমাদের বাহিনীর কমানডার খাদ্য-সরবরাহকারীদের সাহায্যের জন্যে কিছু সৈন্য পাঠাবার কথা ভাবছিলেন এবং আলোচনা করছিলেন। আমাদের কিছু খাদ্য-

সরবরাহকারীর টাকা লেগেছিল। সেইজন্তে তারা তাদের লীডার চেন-কে এখানে পাঠিয়েছিল। তিনি এসে আমাদের কমানডারকে বললেন, "আপনি আপনার বাহিনী থেকে বেশী সৈন্ত নিতে পারেন না, কমানডার। যুদ্ধের জন্তে আপনার প্রতিটি সৈনিককেই প্রয়োজন। আমরা নিজেরাই খাত্ত বহন করে নিয়ে যাব।" এ কথা শুনে আমাদের কমানডার নীরব রইলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে যোগদানের পর আমাদের দলের ১০০ জন কমে ৪০ সংখ্যায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং এ কথা সত্য যে, তিনি আর লোক দিতে পারেন না।

মধ্যরাতের কিছু পরে চেন একা একা উঠে সকালে সৈনিকদের মার্চের জন্তে জল গরম করতে শুরু করলো। তার আগের দিনই সে প্রচণ্ড জ্বরে ভুগেছে। আমি তাকে আরো কিছুদিন ঘুমিয়ে নিতে বললাম কিন্তু সে ঘুমালো না। সুতরাং তাকে সাহায্য করবার জন্তে আমিও উঠে পড়লাম। তার কৃশ মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে আমার অতীতের অনেক কথাই মনে পড়তে লাগলো।

অতীতে 'কিয়াংসিতে' আমরা প্রতিবেশী ছিলাম। তার আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ ছিল না। সে একাই বাস করতো। তারপর যখন লাল ফৌজেরা এলো, তখন সে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল। সে একদিন আমার বাড়ীতে এসে বলেছিল, "আপনি কি লাল ফৌজে যোগদান করছেন না?" চিয়াং কাই-সেক আমাদের কাঁপিয়ে তুলেছেন। তিনি প্রতি মুহূর্তে আমাদের ওপর তাঁর 'ঘেরাও ও দমন' নীতি চালাচ্ছেন। "আপনি কি এইসব অন্তায় অত্যাচার নীরবে সহ্য করবেন?"

সে আরো অনেক কথা বলেছিল। যাতে বুঝলাম যে আমাদের মত গরীব মানুষের বিপ্লব ছাড়া অন্ত পথ নেই। সুতরাং আমিও লাল ফৌজে যোগদান করলাম।

দীর্ঘ লংমার্চে সে বরাবরই ভারী জিনিস-পত্র বহন করে এসেছে কিন্তু অপরকে বহন করতে দেয়নি। তাঁবুতে ফিরে সে সব সময়ই অপরের হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়েছে। যাতে অপরে বিশ্রাম

নিতে পারে। ফলে সে হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের মেরুদণ্ড। আমরাও তাকে সব সময়ই তার শরীরের ওপর যত্ন নিতে বলতাম। কিন্তু সে বলতো, "আমার জন্তে ব্যস্ত হবেন না। আমার খাওয়া এবং ঘুম ভালই হচ্ছে। কোনকিছুই আমাকে ফেলে দিতে পারবে না।" তার সবসময়ই চিন্তা ছিল, কি করে সৈনিকেরা বেশী খাবার পেতে পারে। এমনকি যখন আমরা টানা এক সপ্তাহ ধরে মার্চ করে যেতাম, তখন তার দিবারাত্র চিন্তা ছিল যে, আমরা কিভাবে বেশী এবং ভাল খাদ্য পেতে পারি। যে সমস্ত নোনতা মাছ এবং শূকরের মাংস আমরা অত্যাচারী ভূস্বামীদের কাছ থেকে দখল করে নিয়েছিলাম, সে সমস্ত খাদ্যবস্তুর স্বাদ নিজে একটুও গ্রহণ না করে, সৈনিকদের জন্তে সংগ্রহ করে রেখেছিল। আমাদের সৈনিকেরা বলতো, "যখন বৃদ্ধ চিয়েন রান্নার দায়িত্ব নিয়েছে, তখন আমাদের আর খাবার জন্তে উৎবিগ্ন হতে হবে না।"

চিয়েন-এর কণ্ঠস্বরে আমার সম্বিৎ ফিরে এলো। সে বললো, "আপনি আরো কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিন। এ কাজ আমি অনায়াসেই পারবো।"

আগুনের স্বল্প আলোতে আমি তার কপালে কিছু কিছু ঘাম দেখতে পেলাম। আমি তাকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম যে, সে কেমন আছে। এমন সময় সে হটাৎ চাপা গলায় বলে উঠলো, "আমাকে একটু জল দিন।" আমি যখন পাত্রের ঢাকনা তুলতে গেলাম, তখন আমার পেছনে একটা গোলমাল কানে এলো। আমি মুখ ঘোরাতেই দেখলাম চিয়েন কেমন যেন কুঁকড়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে তাকে নাড়া দিয়ে তার নাম ধরে ডাকলাম। পাত্রটির নীচের আগুন তখন যেন গর্জন করে উঠলো। তার লেলিহান শিখা বাড়িয়ে দিল। কিন্তু চিয়েনের শরীর তখন ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে এলো। আমাদের অনেক কমরেড যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে। আর কিছু দিয়েছে শত্রুর অত্যাচারে। কিন্তু আমাদের খাদ্যসরবরাহ-কারীদের নেতা তার নিজের কর্মভূমিতেই কর্মরত অবস্থায় দেহত্যাগ

করলো এবং এ মৃত্যুর মূল হচ্ছে একটি চৌভ।

অন্যান্য রাঁধুনী ও সহকারীরা আমার ডাকে জেগে উঠলো। বাহিনীর কমানডার ও অন্যান্য লোকেরা এসে হাজির হল। সকলেই চিয়েন কে ঘিরে চোখের জল ফেলতে লাগলো।

পরবর্তী দিনে অপর একজন একাজের দায়িত্ব নিলেন। তিনি তাঁর কাঁধে লাঠি ঝুলিয়ে দুদিকের পাত্রে গরম জল নিয়ে সকলকে সরবরাহ করতে লাগলেন। আমরা আবার মার্চ শুরু করলাম। সন্ধ্যায় আবার আমরা যথারীতি আমাদের প্রয়োজনীয় গরম জল পানের এবং হাত মুখ ধোয়ার জন্য পেয়ে গেলাম।

আমরা যখন সেনসি-র উত্তরে এসে হাজির হলাম, তখন দেখা গেল গরম জলের তামার পাত্র আমারই কাঁধে একটি লাঠির দুই প্রান্তে ঝুলছে। বাহিনীর কমানডার এই দৃশ্য দেখে আমার প্রতি মাথা নত করলেন। অন্যান্য লোকেরা এই দৃশ্য দেখে গোপনে অশ্রু বিসর্জন করলো। অর্থাৎ তারা বুঝে নিল যে, খাদ্য ও জল সরবরাহকারী সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। সেই কারণে এখন আমি নিজে এ কাজের দায়িত্ব নিয়েছি। লংমার্চের অত্যন্ত সংকট মুহূর্তে আমাদের বাহিনীর অনেক লোক যুদ্ধে মারা গেছে। কিন্তু ক্ষুধায় একজনও প্রাণ হারায়নি। এই তামার পাত্রটি হচ্ছে, আমাদের খাদ্য সরবরাহকারীদের জীবন উৎসর্গের নিদর্শন। এ পাত্র লংমার্চের অমূল্য নিদর্শন স্বরূপ আমাদের বাহিনীতে সংরক্ষিত ছিল।

কি করে আমরা 'লাটজুকো'-র সুদীর্ঘ পথ অধিকার করলাম / হু পিং-আন্

'লাটজুকো' অঞ্চলে তখন শত্রুপক্ষের অবিরাম গুলি-গোলা চলছিল। এ অঞ্চল 'কানসু'-র দক্ষিণ পশ্চিমে এবং যুদ্ধের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক স্থান। ষষ্ঠ বাহিনীর সেনানীরা পাশেই অবস্থান করছে এবং আক্রমণের নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। যদিও আমরা বিশ্রাম-হীন ভাবে ১০০ কিলোমিটার পথ হেঁটে এসেছি এবং দু'বার শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি তবুও আমাদের তেজস্বিতা একটুও কমেনি।

আমাদের বাহিনীর সেনানায়কদের যাঁরা উর্ধ্বতন পদাধিকারী, তাঁদের কাছ থেকে অকস্মাৎ নির্দেশ এলো যে, আমরা যেন কাল বিলম্ব না করে আমাদের রেজিমেণ্টাল হেড কোয়াটারস-এ ফিরে যাই।

আমাদের এই হেড কোয়াটারস ছিল একটি ঘন বনের মধ্যে। আমরা সেখানে হাজির হওয়া মাত্রই একটি অধিবেশন ডাকা হল। সে অধিবেশনের মূল কথা হল সমস্ত সেনাদলকে একত্রিকরণ করা। এই মিটিং-এ প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন রেজিমেণ্টাল পলিটিক্যাল কমিশনার আং চেং-উ। তিনি খোলাখুলিভাবে বললেন: "আমাদের বাঁদিকে রয়েছে বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য। এ সৈন্য পরিচালনা করছেন ইয়াং সী-সু। আবার আমাদের ডান দিকে সমবেত হয়েছে হু স্যাং-নানের মূল সেনানী। এখন উত্তর দিকের একটি মাত্র পথ খোলা আছে সে পথ হচ্ছে 'লাটজুকো'র সুদীর্ঘ পথ। যদি আমরা এই পথ জোর করে অতিক্রম করতে না পারি তবে আমরা উত্তর 'সেনসিতে' অবস্থিত আমাদের লাল ফৌজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবো না। অথবা এ কথাও বলা যায় যে, আমরা জাপানী আক্রমণ

প্রতিহত করবার জন্যে যুদ্ধের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়াতে পারবো না।" এ কথার পর তিনি একটু থেমে আবার গভীর মনোযোগের সঙ্গে বলতে লাগলেন: "উচিয়াং' নদী অথবা 'টাটু' নদী আমাদের লাল ফৌজকে প্রতিহত করতে পারেনি। আমরা তুষারাবৃত পর্বত এবং দীর্ঘ জলাভূমি পার হয়ে এসেছি। আপনারা কি মনে করেন এবারে 'লাটজুকো' আমাদের অগ্রগতি থামিয়ে দেবে?"

"না! না! আমাদের লাটজুকো অধিকার করতেই হবে?"

"কোন উত্তুঙ্গ পর্বত কিম্বা সমুদ্র অথবা অগ্নি আমাদের থামিয়ে রাখতে পারবে না!" উপস্থিত জনতা সমস্বরে জবাব দিল এবং ষষ্ঠ বাহিনীকে এই দীর্ঘ পথ জোর করে অতিক্রম করবার দায়িত্ব দেওয়া হল।

"আপনারা কি নিশ্চিত যে আপনারা এ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন?" রেজিমেন্টাল কমানডার প্রশ্ন করলেন।

"নিশ্চয়ই"। আমরা অফিসারেরা জবাব দিলাম।

"ভাল কথা!" কমানডার বললেন, "আমি আরো কিছু ভারী ও হালকা মেশিনগান আপনাদের দিচ্ছি"

আমরা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পূর্বের জায়গায় ফিরে এলাম। আমাদের পূর্ব অবস্থানের জায়গাটি ছিল রুক্ষ পাহাড়ী পথ। সন্ধ্যা নেমে আসা সত্ত্বেও আমাদের মনটা খুব হালকা ছিল। এখানে বাতাস এত ঠাণ্ডা যে কাঁপুনি ধরে যায়। আমাদের পার্টি, আমাদের নেতৃবর্গ এবং আমাদের সমস্ত সেনানী আমাদের ওপর যে দায়িত্ব চাপিয়েছিল, তাতে আমরা আমাদের সাফল্যের স্থির বিশ্বাসে অচল ছিলাম। আমরা আমাদের সৈন্যদের বলে বেড়াচ্ছিলাম যে, আগামী যুদ্ধে আমাদের বাহিনীকেই মূলবাহিনী রূপেই ধার্য করা হয়েছে। আমাদের কথা শুনে সমস্ত সেনানীরাই খুশি হয়ে যুদ্ধের জন্যে তৈরী হতে লাগলো। তারা বোমা ও উন্মুক্ত উজ্জ্বল তরবারী হাতে তুলে নিল। এখন আমাদের সেনানীদের মনের জোর অস্বাভাবিক। ঠিক এই মুহূর্তে আমরা এত বেশী মনের জোরে অধিকারী যে, একটা

কেন দশটা দুর্গম পথ আমরা অনায়াসেই কেড়ে নিতে পারি। 'লাটজুকো' আমরা একাই নিতে পারি।

সন্ধ্যার পর আমাদের রেজিমেন্টাল ও ব্যাটেলিয়ান কমানডারেরা আমাদের বাহিনী ও পদাতিক অফিসারদের যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে তারা শত্রুপক্ষের সম্ভাব্য ক্রিয়া-কৌশল সামরিক দৃষ্টিতে বিচার করে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। যুদ্ধের বিস্তৃত ভূখণ্ড আমাদের দেখালেন এবং যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরী করলেন। আমাদের বাহিনী তখন দ্বিতীয় বাহিনীকে ছুটি দিয়ে যুদ্ধের দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো।

সমরক্ষেত্র হিসাবে 'লাটজুকো' হচ্ছে একটি আদর্শস্থানীয় ভূখণ্ড, এবং একটি আদর্শস্থানীয় কেন্দ্র। আমরা দূর পাহাড়ে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, দীর্ঘ পথটি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। পথটি ৩০ মিটার প্রস্থ। উঁচু পাহাড়ী পথটি বেশ খাড়া এবং সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে। চারপাশ উঁচু উঁচু পর্বতে ঘেরা। এবং সে পর্বতগুলোও ভয়ানক মসৃণ ও খাড়াই। স্বাভাবিকভাবেই এখানে দ্বিতীয় পথ বলে আর কিছু নেই। গিরিপথের নীচে গভীর খাদ। সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট ও খরস্রোতা ঝর্ণা। একটু ছাড়িয়ে গেলেই কাঠের সেতু। এবং এই বিপদ-সঙ্কুল গিরিপথের এই একটি মাত্র প্রবেশ পথ। কানসু-র সমর নায়ক লু টা-চ্যাং এই সেতু ও গিরিপথ রক্ষার জন্যে দুই ডিভিশান সৈন্য মোতায়েন করেছেন এবং ঐ সেতুর ওপর একটি শক্ত সমর্থ দুর্গও নির্মাণ করেছেন। এই দুর্গটি তিনি নির্মাণ করেছেন সেতুর পশ্চিমদিকে। পাহাড়ের পূর্ব ঢালু পথে ত্রিকোণা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। গিরিপথের তোরণ মুখে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে যাবতীয় গোলা-বারুদ এনে জমা করা হয়েছে। লু'-র মূল সেনানী লাটজুকো-র উত্তরে মিনকো শহরে এনে জমায়েত করা হয়েছে। যাতে এরা সোজাসুজি গিরিপথে ছুটে এসে সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত আয়োজন কোনমতেই লাল ফৌজকে আতঙ্কিত করতে পারবে না।

লাল ফৌজের সেনানীরা সমস্বরে বলতে লাগলো "যদি লাটচুকো পর্বতমালা একটি উন্মুক্ত এবং ধারালো তরবারী রূপেও আমাদের কাছে হাজির হয়, তাহলেও আমরা এই যুদ্ধ জয় করবো। লুটা-চ্যাং যদি তার সমস্ত সেনাদলকে লৌহবর্ম ও পরিধান পরিয়ে রাখে তাহলেও আমরা তাদের শেষ করে দেব।"

গভীর রাতে আমাদের মেশিনগানের গুলির আওয়াজ দিয়ে যুদ্ধ শুরু হল। এই ধরনের প্রতিবন্ধক অবস্থার মধ্যেও আমাদের পদাতিক সৈন্যদলের নেতা তাঁর ৩০ জন সাহসী সৈন্য নিয়ে অতি সত্বর সেতুর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় রইলো। শত্রু-পক্ষের ধূর্ত সেনানীরা দূরে সরে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হয়ে আত্মগোপন করে রইলো। তারা আমাদের গোলা-গুলির কোন জবাব দিল না। মনে হল তারা আমাদের গোলা-গুলি বন্ধের অপেক্ষায় আছে। যখনই আমাদের সৈন্যদল সামনের ঐ সেতুর মুখটা চার্জ করলো, তখনই শত্রুপক্ষ প্রতিরোধের জন্যে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে বাদল ধারার মত হাজার হাজার হাত বোমা ছুঁড়তে লাগলো। বিস্তৃত ভূখণ্ডের অসুবিধার জন্যে আমাদের সেনানীরা সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। আমরা পুনর্বার আক্রমণ করে প্রায় ১২ জন আহত হয়ে পড়লাম। মেশিনগানের কর্মীরা আমাদের তেজস্বী যুবক ও প্রথম পদাতিক সৈন্যদলের নেতার প্রতিযোগীতার আহ্বান স্বীকার করে নিয়ে উৎসাহিত হল। তিনি বললেন: "ফায়ার। প্রতিটি জনকে গুলি করে শুইয়ে দাও।" মেশিনগানের গুলির আওয়াজ এবং অগ্নি-গোলা অন্ধকার ভেদ করে সম্মুখের উপত্যকায় ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। শত্রুপক্ষের পাহাড়ের আশেপাশে আমাদের গুলিগুলো অবিরাম বিদ্ধ হতে লাগলো। তবুও শত্রুপক্ষের বন্দুক-ধারীরা একটানা গুলিবর্ষণ করে যেতে লাগলো। হাত বোমাগুলো আমাদের সামনে তীব্র গতিতে ছুটে এসে পড়তে লাগলো। এই অবস্থায় এক পা এগিয়ে যাওয়াও অসম্ভব ব্যাপার। চেয়ারম্যান মাও এবং আর্মিগ্রুপের নেতারা আমাদের যুদ্ধের শেষ অবস্থা

জানবার জন্তে ঘন ঘন লোক পাঠাচ্ছিলেন। তাঁরা আমাদের অসুবিধার কথা জানবার জন্তে উৎগ্রীব ছিলেন এবং জানতে চাইছিলেন যে আরো সৈন্তের প্রয়োজন আছে কিনা।

তাঁদের এই ধরনের সহযোগীতার মনোভাব আমাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। আমাদের বাহিনীর নেতারা ঘন ঘন আলোচনা করছিলেন যে, কি ভাবে শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙ্গে দেওয়া যায়। ঠিক হল আমরা আমাদের অগ্নিগোলার ক্ষমতা আরো বাড়াবো এবং আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু করবো। আমরা এইভাবে আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু করলাম কিন্তু সেতুর মুখে এসে পৌঁছতে পারলাম না। তীব্র গতিতে অবিরাম হাত বোমা ছোঁড়া হতে লাগলো। সেতুর মুখে ৫০ মিটার খাড়াই পাহাড়ীপথে অগ্নিগোলাগুলো শূন্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এবং তার ভেতরের গুলিগুলো তীব্র গতিতে ছুটে যেতে লাগলো। হাত বোমাগুলো নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ফেটে যেতে লাগলো। এগুলোকে এত তাড়াতাড়ি ছোঁড়া হতে লাগলো যে, ভাল করে বাঁধারও সময় ছিল না। অগ্নিগোলাগুলো শত্রুপক্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। গভীর রাত পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে লাগলো। আমাদের ১২ জন সৈনিক আহত হওয়া সত্বেও আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলাম। শেষে রাত ২টার সময় আমরা যুদ্ধবিরতির নির্দেশ পেলাম। আমাদের হাই কমাণ্ড থেকে সাময়িকভাবে বিশ্রাম নেবার জন্তে এবং পরবর্তী প্রস্তুতির জন্তে যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ এলো।

গিরি পথের ৭·৫ কিলোমিটার শত্রু অধিকৃত অঞ্চল থেকে জোর করে যে ময়দা কেড়ে আনা হয়েছিল, সেই ময়দা দিয়ে আহার্য ভালই প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সৈন্তদলের স্বাভাবিক ক্ষুধার কোন স্পৃহা ছিল না। চারিদিক অন্ধকারে ঢাকা। ভয়াবহ এবং খরস্রোতা ঝর্ণার অবিরাম গতি এবং ঢেউ-এর ছবি ছাড়া আর কোন ছবিই আমাদের চোখের সামনে ভেসে আসছিল না। এমন সময় আমি আমাদের কয়েকজন সৈনিকের আলোচনা শুনতে

পেলাম। এরা নীচু গলায় কথা বলছিল।

"শত্রুপক্ষ এই খাড়াই পাহাড়ী পথে বেশ ভালভাবেই আঁকড়ে বসেছে।" একজন যুবক-সৈনিকের পরিষ্কার গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

"আমার মনে হয় শুধুমাত্র একক আক্রমণে ওদের প্রতিহত করা যাবে না।" অপর জন জবাব দিল।

সৈনিকদের আলোচনা আমাকে চিন্তিত করে তুললো। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রেজিমেন্টাল জেনারেল পার্টি বিভাগের সেক্রেটারী লো হুয়া-সেং-এর সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করলাম। এ যুদ্ধে তিনি সব সময়ই আমাদের পাশে পাশে ছিলেন। আমরা আলোচনায় সিদ্ধান্ত নিলাম যে, একটি মিটিং ডাকা হবে। এ মিটিং ডাকবে আমাদের পার্টি এবং ইয়ং লীগের সদস্যরা। এই মিটিং-এ বর্তমান সমস্যার সমাধানের জন্যে একটি বিশেষ দল তৈরী করা হবে। যে দলের মূল আদর্শ হবে 'করিব অথবা মরিব' এবং 'মরিতে ভয় পাইও না'। এই দলের কাজ হবে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে গিয়ে ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে যাওয়া। এইভাবে ক্রমাগত আক্রমণের ফলে শত্রুপক্ষ যখন দিশেহারা হয়ে ছিন্নভিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়বে তখন আমাদের মূল বাহিনী জোরদার আক্রমণ চালিয়ে সেতু দখল নেবে। জোর করে অধিকার করবে।

আমাদের সেক্রেটারী এই প্রস্তাব পেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি এবং ইয়ং লীগের সদস্যরা ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা ঐ গিরিপথ শত্রুপক্ষের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবেন এবং উত্তর মুখের পথ খুলে দিয়ে জাপানী আক্রমণকারীদের প্রতিহত করবেন। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ২০ জন সৈনিক স্বেচ্ছায়—'মরতে ভয় পেও না' অথবা 'মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার মত সাহস রাখ' এই দলে নাম লেখালেন। আমরা এই ভাবে ১৫ জন সাহসী যুবক ও যোদ্ধাকে নিয়ে এক একটি দল তৈরী করলাম। প্রথম পদাতিক বাহিনীর নেতা প্রস্তাব দিলেন যে, এই বাহিনী দুই দলে ভাগ হয়ে এগিয়ে যাবে।

এই চূড়ান্ত পরীক্ষার সময়ে আমরা অকস্মাৎ একটি শুভ সংবাদ পেলাম। আমরা জানতে পারলাম, আমাদের প্রথম এবং দ্বিতীয় বাহিনী ঐ খাড়াই গিরিপথের ডানপাশ দিয়ে সোজা ওপরে উঠতে সমর্থ হয়েছে এবং শত্রুপক্ষকে অন্যদিকে পরিচালিত করবার চেষ্টা করছে। এই শুভ সংবাদটি আমাদের উৎসাহ এবং শক্তিকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল। আমাদের সেই 'মরতে প্রস্তুত' দলটির সদস্যেরা এই শুভ সংবাদে সঙ্গে সঙ্গে সংগত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তাঁরা বলে উঠলেন: "আমাদের কমরেডদের মৃত্যুর প্রতিশোধ স্বরূপ যতক্ষণ না ঐ গিরিপথ আমাদের দখলে আসে, আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব।"

প্রতিটি যোদ্ধা একটি করে পিস্তল ও ১০০টিরও বেশী গুলি সঙ্গে নিল। কোমরের বেল্টে সারি সারি হাত বোমা সাজিয়ে নিল। এবং পিঠে ঝুলিয়ে নিল একটি উন্মুক্ত তরবারী। এই দল দু'দলে ভাগ হয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। ঠিক হল প্রথম দল ঝর্ণার কিনারা ধরে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাবে। এদের কাজ হবে সেতুর তোরণ হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বার করে পাথরের বাঁধের ওপর দিয়ে তড়িতে ঝর্ণা পার হয়ে যাওয়া। অপর দলটি দু'দলে ভাগ করা থাকবে। তারা একেবারে সেতুর মুখে সোজাসুজি এগিয়ে যাবে এবং প্রথম দলের সংকেত অনুসারে তীব্র আক্রমণের মাধ্যমে শত্রুকে তাড়িয়ে সেতু দখল নেবে।

গভীর রাত। অন্ধকারে সব কিছুই ঢাকা। খরস্রোতা পাহাড়ী ঝর্ণার গর্জন সমস্ত কিছুর শব্দকে ছাড়িয়ে গেছে। এ গর্জন এত গভীর যে সমস্ত শব্দকে আচ্ছন্ন করে দেয়। শত্রুপক্ষ, এখন নিশ্চয়ই ভাবছে যে, আমরা সারাদিন ও অর্ধরাতের ফলহীন আক্রমণে ক্লান্ত এবং নিঃশেষ। তারা এখন তাদের শক্তিশালী দুর্গেও প্রাচীর ঘেরা-বাড়ীগুলোতে স্বল্প সময়ের জন্যে বিশ্রামে ব্যস্ত। এই সময়ে আমাদের প্রথম দলের যোদ্ধারা চুপি চুপি ধীরে ধীরে ঐ খরস্রোতা ঝর্ণার কিনারা ধরে উত্তুঙ্গ গিরিপথের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। তাদের প্রত্যেকের পোষাক ঘামে ভিজে গিয়ে শরীরে এঁটে গিয়েছিল।

সমস্ত হাত এবং মুখ কাঁটাগাছের ঝোপে কেটে এবং ছড়ে গিয়েছিল। তবুও তারা প্রচুর সাহসের সঙ্গে সোজা পাথরের বাঁধের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করতে লাগলো। প্রতিটি যোদ্ধা তার সামনের যোদ্ধা, যার গলায় সাদা রুমাল জড়ানো ছিল, তার দিকে নজর রেখে এগিয়ে যেতে লাগলো। আমাদের অগ্রগামী দলটি যখন ঠিক সেতুর মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই মুহূর্তে কোথা থেকে একটি বড় গাছ হটাৎ ভেঙ্গে পড়লো। আমাদের যোদ্ধারা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিল। কারণ যদি শত্রুপক্ষ এই শব্দটি শুনতে পায়। যাই হোক শত্রুপক্ষের তরফ থেকে কোন প্রকার সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। আমাদের যোদ্ধারা আবার খাড়াই পর্বতে আরোহণ করবার চেষ্টা করতে লাগলো এবং যত সেতুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো, ততই আতঙ্ক বাড়তে লাগলো। শেষে পাথরের বাঁধের পথটুকু শেষ করে আমাদের বীর যোদ্ধারা সেতুর নীচের থাম চেপে ধরে প্রথম ও দ্বিতীয় দল পরস্পর হাত ধরাধরি করে গুটি গুটি অগ্রসর হতে লাগলো। অকস্মাৎ আমাদের দলের একজন সৈনিক হাত ফস্‌কে জলে পড়ে গিয়ে তীব্র চিৎকার করে উঠলো। এবারে শত্রুপক্ষ শব্দটি শুনতে পেয়ে তড়িতে হাত-বোমা ছুঁড়তে শুরু করে দিল। এবং এলোমেলোভাবে মেশিনগানের গুলি চালাতে লাগলো। ফলে চারিদিক থেকে জলে উত্তাল তরঙ্গ উঠতে লাগলো। আমাদের অগ্রগতির কথা শত্রুপক্ষ জানতে পারার ফলে আমাদের চারজন যোদ্ধা আর এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে না জেনে, খাড়াই পর্বতের একটি খাঁজে আত্মগোপন করে পরবর্তী সুযোগ-সুবিধার অপেক্ষায় রইলো।

আমি যখনই শত্রুপক্ষের গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম এবং দেখলাম যে মেশিনগানে সৈন্যদের ঝর্নার দিকে গুলি করবার আদেশ দেওয়া হচ্ছে, তখন আমি আর দেরী না করে প্রথম পদাতিক বাহিনীর ১০ জন সৈন্যকে সাথে নিয়ে অতর্কিতে সেতু আক্রমণ করলাম। আমাদের আকস্মিক আক্রমণ এবং অপর্যাপ্ত হাত বোমার আঘাতে শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ শক্তি ভেঙ্গে পড়লো এবং সেতুর মুখে মেশিন-

পানের মত উড়ে গেল। এই ধরনের একটা আকস্মিক এবং অজানিত ঘটনায় শত্রুপক্ষের প্রতিরোধকারী সেনানীরা ভীত হয়ে পড়লো এবং উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেললো।

আমরা তখন সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেতুর মুখের পথ খুলে দিলাম এবং পূর্বের চারজন যোদ্ধা, যারা এতক্ষণ আত্মগোপন করে ছিল, তারা আত্মপ্রকাশ করলো। তারা সাহসের সঙ্গে শত্রুপক্ষের গুলি উপেক্ষা করে সেতুর মাথায় উঠে গেল। এবারে তারা খোলা তরবারী হাতে নিয়ে যুদ্ধের ধ্বনি দিতে দিতে শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাতা-হাতি যুদ্ধ শুরু করে দিল। অগণিত জনতা ও সংকীর্ণ সেতুর ওপরে তাদের খোলা তরবারী হাতে যুদ্ধ এক স্মরণীয় ঘটনা।

প্রথম পদাতিক বাহিনীর নেতা এত পাকা হাতে তরবারী চালাতে লাগলেন যে, দেখলে অবাক হতে হয়। হঠাৎ তাঁর পায়ে একটি বুলেট এসে লাগলো। তিনি পড়ে যেতে যেতে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে তীব্র চিৎকারে বলতে লাগলেন: "চার্জ! কমরেড, চার্জ! শত্রুপক্ষ ভেঙ্গে পড়ছে।" আমাদের প্রথম পদাতিক বাহিনীর নেতা আঘাত পাওয়াতে আমরা এত রাগান্বিত হয়েছিলাম যে, আমরা উন্মুক্ত তরবারী হাতে শত্রুপক্ষের বহু সৈন্যকে হত্যা করতে সক্ষম হলাম। ফলে ওরা আর আমাদের ধরে রাখতে পারলো না।

এই প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ শত্রুপক্ষের ঘাঁটির পেছনের পর্বত থেকে সাদা সংকেত বাতি কেঁপে কেঁপে জ্বলে উঠতে লাগলো। এই সংকেতটির অর্থ হল, আমাদের প্রথম এবং দ্বিতীয় বাহিনী ঘুরপথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এর পর-মুহূর্তেই তিনটি লাল সংকেত বাতি ঠিক আমাদেরই পেছনে কেঁপে কেঁপে জ্বলে উঠলো। এই সংকেতটির অর্থ, আমাদের জানিয়ে দেওয়া হল যে, এবারে সাধারণ-ভাবে আক্রমণ শুরু করা হবে। এই লাল সংকেত বাতির আলো বিলীন হবার পূর্বেই আবার ধীরে ধীরে যুদ্ধের সংকেত ধ্বনিত হতে থাকবে। যার অর্থ, এবারে হাল্কা এবং ভারী মেশিনগানের গুলি চলতে থাকবে। হাত বোমা অবিরাম ছোঁড়া হতে থাকবে এবং

পূর্ণ যুদ্ধের চিৎকার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। শত্রুপক্ষের সঙ্গে একটানা যুদ্ধ করে আমাদের যোদ্ধারা প্রচণ্ড সাহসী হয়ে উঠেছিল। আমাদের খোলা তরবারীর তীব্রগতি দেখে শত্রুপক্ষের সেনানীরা বুদ্ধিহীন হয়ে পড়েছিল। তারা ধরা পড়ে যাবে, তাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হবে, এই সমস্ত চিন্তা তাদের মাথায় আসতেই তারা তাদের অস্ত্র ফেলে আশ্রয়ের জন্যে পালাতে শুরু করলো। তখন তাদের একমাত্র কাম্য ছিল যে কোনভাবে একটু আশ্রয় নেওয়া।

অতি ভোরে আমাদের মরণ বিজয়ী যোদ্ধারা শত্রুদের ভয়ানক ভাবে অনুসরণ করে ফিরতে লাগলো। এই সময়ে শত্রুরা দিশেহারা হয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। শত্রুপক্ষের সেনানীরা যখন দেখলো যে, তাদেরই সৈন্যদল প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পালাতে শুরু করেছে, তখন তারা গুলি ছোঁড়া বন্ধ রাখলো। গিরিপথ যুদ্ধের অস্ত্রে ও গোলাবারুদে ভর্তি হয়ে গেল। আমাদের যোদ্ধারা শত্রুকে খুঁজে বার করবার সময় শক্তি এবং সাহস আরো বেড়ে গেল। তারা তাদের ক্লান্তি এবং ক্ষুধা ভুলে গেল। কিছু কিছু সেনানী তাদের হাতবোমা ফেলে দিয়ে খোলা তরবারা হাতে ছুটতে লাগলো। তারা শত্রুকে খুঁজতে খুঁজতে তাদের ব্যারাক, ডিপো এবং ঘাঁটি আক্রমণ করে বসলো এবং সম্পূর্ণ লাটজুকো গিরিপথ শত্রুদের হাত থেকে শেষবারের মত ছিনিয়ে নিল।

এর পর প্রথম এবং দ্বিতীয় পদাতিক বাহিনী পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে নীচে নেমে এসে মৃদু হেসে জয় ঘোষণা করলো: "কমরেড! আমরা অজেয় লাটজুকো গিরিপথ জয় করেছি। অতিক্রম করে আসতে সমর্থ হয়েছি।"

চেতনা জাগানো পাহাড়ী শহর / লোটী

দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ আর্মি গ্রুপ 'উচিয়াং' সামন্ত রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত 'এইচি' নদী জোর করে দখল নেবার পর, তারা একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো দখল নিয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শহর ছিল 'চিনমি', 'টাটিং' এবং 'পিচিইচ'। ২০ দিনের মধ্যে লাল ফৌজ এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিতে পেরেছিল।

আমরা যে সুবিধাজনক অবস্থা তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিলাম, তার প্রধান কারণ কমরেড জেন পী-সী এবং হো লাং পরিচালিত দ্বিতীয় ফ্রন্ট-আর্মির, পার্টির দক্ষতা ও কর্মতৎপরতা। এ ব্যাপারে তাঁরা যথাযথ সহজ নীতি ও কৌশল অনুসরণে ব্রতী হয়েছিলেন। এই সময়ে শত্রুপক্ষ তাদের বাছাবাছা বাহিনী আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, একটা যুদ্ধ বাঁধাবার জন্যে। কিন্তু আমরা 'হুনান' প্রদেশের 'স্যাংচি' শহর ত্যাগ করে আসার পর একটাই যুদ্ধ নীতি অনুসরণ করছিলাম। সেটা আর কিছুই নয়। আমরা পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে পশ্চিমে আক্রমণ করছিলাম। ফলে আমরা শত্রুপক্ষের বিশাল বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে অত্যন্ত দ্রুত এবং সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও শত্রুপক্ষ যখন আমাদের অনুসরণ করছিল এবং গতিরোধ করে দাঁড়াচ্ছিল, তখন আমরা আমাদের সুবিধাজনক অবস্থায় তার প্রত্যুত্তর দিচ্ছিলাম। এই সময়ে শত্রুপক্ষ আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় পাচ্ছিলো। ১৯৩৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী আমাদের অগ্রগামী ষষ্ঠ আর্মি গ্রুপ ক্রমান্বয়ে মৃদু আক্রমণ চালিয়ে 'পিচি' শহর দখল করে শত্রুপক্ষের 'শান্তিরক্ষী বাহিনীকে' তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর আমাদের বৃহৎ

বাহিনী শহরে প্রবেশ করেছিল এবং এইভাবে আমরা আমাদের উজ্জ্বল দিনগুলোতে 'চিন্‌সি', 'টাটিং' এবং 'পিচিইচ্' শহরগুলো দখল করেছিলাম।

'পিচিইচ্' শহর 'কৈচোর' সীমারেখায় অবস্থিত। এ শহরের কিছুটা 'উনান' প্রদেশের মধ্যেও পড়ে। এ শহরের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কারণ এ শহরের সোজা রাস্তা 'উনান', 'কৈচো' এবং 'সেচুয়ান'-কে যুক্ত করেছে। এই শহর শ্রেণীবদ্ধভাবে পর্বতমালায় বেষ্টিত এবং পাদদেশের ভূমি উচ্চ-সমতল। সেই সময়ে এইসব পর্বতমালার উচ্চতা মাপবার আমাদের কোন উপায় ছিল না। আমরা যখন স্থানীয় অধিবাসীদের প্রশ্ন করতাম যে, আর কত পথ আমাদের যেতে হবে, তখন তারা জবাব দিত যে এই পর্বতমালার পাশ দিয়ে গেলে ৩৫ কিলোমিটার আর অন্য পথ দিয়ে গেলে ২৫ কিলোমিটারেরও বেশী।

এখানে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠোর। তারা অত্যধিক পরিশ্রমী ও গরীব। যানবাহনের অত্যন্ত অসুবিধার জন্যে এখানকার লোকেরা জ্বালানীকাঠ ও পাহাড়ী লবণ সরবরাহ করে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতো। তাদের উপার্জন এত কম ছিল যে, তাদের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। চাষের সময়ে তারা নিতান্তই বেঁচে থাকবার জন্যে বন্য ফল খেতেও কুণ্ঠাবোধ করতো না। তারা তখন যেকোনভাবে দিনগুলো কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করতো। আমার মনে আছে, যখন আমরা 'পিচিইচ'-এ পৌঁছালাম, সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের একটি পরিবারকে আমার দেখবার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে আমি দেখেছিলাম, একটি ১৭-১৮ বছর বয়সের যুবতী কুমারী একটি ইটের বাঁধানো শক্ত বেদীতে বসেছিল। তার সমস্ত শরীর ঢাকা ছিল শুধুমাত্র এক টুকরো কম্বলে। আমরা এগিয়ে আসতেই কন্যাটি লজ্জায় নতমুখী হয়ে তার আবরণ পাল্টাবার জন্যে ভেতরের ঘরে তড়িৎ পায়ে প্রস্থান করলো। এই দৃশ্য দেখে আমরা ঐ কন্যাটিকে কিছু পরিচ্ছদ উপহার দেবার জন্যে

উপস্থিত মজুমদারের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। স্থানীয় ভূস্বামী ও ভদ্রসম্প্রদায় কৃষকদের আফিং চাষ করবার জন্যে অবিরাম চাপ দিতে থাকে। এই ধরনের অবাঞ্ছিত চাপ, অবিচার ও অত্যাচারের ফলে কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে শুধুমাত্র খাদ্য ও পোষাকের অভাব দেখা দেয়। তাই নয়, তাদের স্বাস্থ্যও শেষ হয়ে যায়। ফলে স্থানীয় কৃষকদের মুখে এই ধরনের অভিযোগের গান শুনতে পাওয়া যায়:

তিনটে দিন আহার জোটে কৈ।
তিনফুট জমিই বা কোথা পাই।
আমাদের হাতে তিনটে পয়সাও নাই॥

আমরা তখন সবেমাত্র ওখানে তাঁবু গেড়েছি, এমন সময় খবর এলো, আমাদের ঊর্ধ্বতন মহল জাপানীদের প্রতিহত করবার জন্যে এখানে একটি সৈন্যবাহিনীর পত্তন করবেন। এবং এ বাহিনী তৈরী হবে স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে। আমাদের কমরেডরা এ প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করলেন। শেষে একদিন আমরা আমাদের সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমাদের বাহিনীর প্রতিটি বিভাগ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রচারের ব্যবস্থা করেছিল। আমাদের মূল দপ্তরের আর্মি গ্রুপের কর্মীরা নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে একাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। কমরেড ই-চ্যাং-কুন ও আমি নিজে একাজের জন্যে একটা গ্রুপ তৈরী করেছিলাম। আমরা প্রত্যেকে ঊর্ধ্বতন মহলের নির্দেশ মেনে জাপানী আক্রমণ-কারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক প্রচার কার্যে নেমেছিলাম। আমরা নিজেদের মধ্যে এক প্রতিযোগীতা আহ্বান করেছিলাম। আমরা দেখতে চেয়েছিলাম যে, কোন দল বেশ দক্ষতার সঙ্গে প্রচার অভিযান চালাতে পারে, বেশী অর্থসংগ্রহ করতে পারে এবং স্থানীয় কত বেশী সংখ্যক অধিবাসীকে লালফৌজের তালিকা ভুক্ত করতে পারে। এই ধরনের প্রচার অভিযান প্রতিটি সেনানায়ক এবং যোদ্ধাদের দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছিল। সত্যকথা বলতে কি, এই ধরনের প্রচার কার্যে আমাদের কোনভাবেই বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। বরং

পার্টির বৃহত্তর ডাকেও এই প্রচার-পন্থা অনুসরণ করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল: "জাপানকে প্রতিহত করো এবং দেশকে বাঁচাও।" 'লং-মার্চ'-এর অগ্রগতির সময়ে আমরা এই ধরনের প্রচার অনুসরণ করে অনেক ঘুমন্ত পাহাড়ী গ্রাম ও শহরকে জাগিয়ে তুলেছিলাম। তাদের প্রাণে আশা ও উৎসাহ সঞ্চার করেছিলাম। আমার মনে আছে গত বছর শীতকালে যখন আমরা 'চেন্‌সি', 'সুপু', 'সিনহুয়া' এবং 'হুনান' প্রদেশের 'সিকুয়াংসান' অতিক্রম করে আসি, তখন আমরা এই ধরনের প্রচার কার্যে ব্রতী হয়েছিলাম। তখন মাত্র দুই কিম্বা তিনদিনের মধ্যেই আমরা 'এ্যান্টি-জাপানিজ গ্রেট লীগ', 'এ্যান্টি-জাপানিজ ভলেন্টিয়ার্স', এবং 'ওয়ারকার্স এ্যাসোসিয়েশান' ইত্যাদি নানা ধরনের সংস্থা গড়ে তুলেছিলাম। যখন আমরা 'সিকুয়াংসান' ছেড়ে চলে আসি, তখন আমরা সেখানে ১,০০০ জনেরও বেশী লোক সংগ্রহ করে একটি 'কর্মী সংস্থা' গড়ে রেখে এসেছিলাম। সেই সময়ে, যদিও আমি নিজে প্রচার অভিযানের কাজে নিযুক্ত ছিলাম এবং নির্দেশের সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপরেই ন্যস্ত ছিল, তবুও আমার ধারণা ছিল, জাপানীদের প্রতিহত করবার জন্যে উত্তরে অভিযান চালাবার অর্থ, বৃহত্তর বিপ্লবের ভূমিকা তৈরী করা।

প্রচার বিভাগ খোলা ছিল। প্রচারের জন্যে কর্মীদল গঠন করা হল। তখন এই ব্যবস্থা 'পিচিইচ' শহরে এক নতুন জীবন ফিরিয়ে এনেছিল। উৎসাহের বন্যা বহিয়ে দিয়েছিল। লালফৌজের কর্মীদল এবং প্রচার বিভাগের কর্মীদল যুক্তভাবে সমস্ত রাস্তায় এবং পার্কে অভিনয়, গান ও নাচের মাধ্যমে আমাদের প্রচারের উদ্দেশ্য তুলে ধরেছিল। এমনকি এই কর্মীদল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা ধরনের 'স্লোগান' লিখতো এবং বক্তৃতা করে বেড়াতো। তারা বিভিন্নভাবে প্রচারের মাধ্যমে লালফৌজের বক্তব্য ও নীতি জনসমাজে তুলে ধরতো এবং জানবার সুযোগ করে দিত। কিন্তু যেহেতু আমরা মূলসংস্থা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিলাম, সেইহেতু আন্তর্জাতিক ও স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় রাজনৈতিক নীতি সম্পর্কে আমাদের

ধারণা খুবই কম ছিল। অর্থাৎ সমস্ত সংবাদ আমাদের কাছে যথাযথ এসে পৌঁছাতো না। আমরা ভদ্রসম্প্রদায়ের কাছ থেকে (এরা কিছু কিছু উন্নতমনাও ছিলেন) দৈনিক সংবাদ পত্র জোগাড় করবার চেষ্টা করতাম। খুঁজে দেখতাম, সেখানে জাপানী প্রতিরোধমূলক এবং পিকিং-এ নিজের দেশকে বাঁচাবার জন্যে কোন বিপ্লবী সংবাদ অথবা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে কিনা। এ ধরনের প্রবন্ধ 'নানকিং', 'সাংহাই' এবং বলতে কি দেশ জুড়ে বা যে কোন শহরকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠতে পারে। আমরা এই প্রকার সংবাদপত্রের ওপর নজর রাখতাম। কারণ এতে আমাদের প্রচার 'স্লোগান', জনসাধারণকে ডাক দেবার সঠিক নীতি নির্ধারণে সুযোগ দিত। সেই সময়ে কাগজ সুলভ লভ্য ছিল না। সেই কারণে আমরা গৃহনির্মিত কাজে এবং অনস্বণ কাগজ কাজে লাগাতাম। দরজী এবং বাঁশের বেড়াকেই আমরা স্লোগানের বোর্ড হিসেবে ব্যবহার করতাম। এবং কালি তৈরী করা হত ছাই ও কাঠকয়লা মিশিয়ে। আমি নিজে আমাদের কর্মীদল ও কৃষকদের যে কত প্রচার-বাণী লিখে দিয়েছি তা' সংখ্যায় গণনা করা যাবে না। আমরা যখনই কোন রাস্তার মোড়ে অথবা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে জনসমাবেশ করতে চেয়েছি, কিম্বা কিছু বলতে চেয়েছি, তখন আমরা প্রথমে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলবার জন্যে তাদের অভাব-অভিযোগ এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা অসুবিধার কথা জানতে চেয়েছি। তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার ফলে, উপস্থিত জনতা হৃদয়ের অনুভূতিতে আমাদের কাছে এগিয়ে আসতো। ফলে আমরা তাদের সামনে যে প্রস্তাব পেশ করতাম অথবা যা' বলতাম, তারা সহজেই তা মেনে নিত। এইভাবে প্রথমে তারা আমাদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়াতো। পরে ধীরে ধীরে জনসমাবেশ বাড়তে থাকতো। তখন আমাদের বক্তা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তার বক্তব্য পেশ করে নিজের দলে টেনে আনতো এবং চারিদিকে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিত।

১৯৩৫ সালের গোড়ার দিকে কেন্দ্রীয় লালফৌজ যখন প্রথম

এখানে এসে ঘাঁটি গাড়লো, তখন আমাদের কর্মীদল, কৃষকদল ও ছাত্রেরা স্থানীয় জনসাধারণকে পার্টির নীতি নানাভাবে বোঝাবার কাজে নেমে পড়েছিল। আমরা যখন জনসাধারণকে বোঝাতে লাগলাম যে কৌমিনটাং সরকারের নীতিই হচ্ছে জাপানকে প্রতিরোধ না করা তখন জনতার মধ্যে থেকে প্রায়ই আমরা শুনতে পেতাম, তারা বলছে: "জাপানী সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হোক।" এ কথাগুলো উপস্থিত জনসাধারণ অত্যন্ত রাগান্বিতভাবে এবং অত্যন্ত ঘৃণিতভাবে তাদের মানসিক ইচ্ছার কথা জানাতো। তারা বলতো: "আমরা শেষ হয়ে যাবার আগে, জাপানী সামন্ততন্ত্র শেষ হয়ে যাক।" আমরা শুধুমাত্র জাপানকে প্রতিরোধ করে দেশকে বাঁচাবার জন্যেই বিপ্লবকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন, একথা বলেই আমাদের বক্তব্য শেষ করতাম না। আমরা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত তুলে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করতাম যে, কেন গরীবেরা গরীব এবং ধনীকেরা ধনী। সমাজে ধনী এবং দরিদ্র শ্রেণী কেন তৈরী হয়, তার গোপন সূত্রও তাদের কাছে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করতাম। তাদের বোঝাবার চেষ্টা করতাম। আমরা সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে বলতাম, যাতে ধনীকশ্রেণী তাদের স্বার্থে এই নিপীড়িত শ্রেণী অথবা অত্যাচারিত শ্রেণীকে কাজে লাগাতে না পারে।

এই ধরনের জনসমাবেশ ও বক্তৃতার ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে একটা জাগরণ দেখা গেল। তারা তাদের নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধিতে সজাগ হল। বিশেষতঃ, ছাত্ররা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মচাঞ্চল্য প্রকাশ করতে লাগলো। তারা আমাদের দলে যোগ দিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির যুক্তফ্রন্টের নীতি, প্রচারের মাধ্যমে, জনপ্রিয় করে তুললো এবং চিয়াং কাই-সেকের বিদেশী অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ না করবার বিশ্বাসঘাতক-নীতির মুখোশ খুলে দিতে লাগলো। মাঝে মাঝে তারা নিজেরাই মিটিং করে নিজেদের বন্ধুদের সংগ্রামে ডাক দিত, চিয়াংকাইসেকের বিরুদ্ধাচরণ করতো এবং জাপানকে প্রতিহত করবার কথা শোনাতো। তারা

তাদের বন্ধুদের লালফৌজে যোগদানের জন্যে অনুপ্রাণিত করতো। রাত্রে ভূস্বামীদেরই চাষীরা গোপনে আমাদের কাছে এসে তাদের মনিবদের গোপন অপরাধমূলক কাজের কথা এবং তারা কিভাবে চাষীদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে এবং নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে, সে সমস্ত ইতিহাস আমাদের জানিয়ে যেত। তারা সেই সঙ্গে আরো জানাতো যে, কোথায় তাদের মনিবেরা গোপনে খাদ্যশস্য, অর্থ, পোষাক এবং আরো মূল্যবান জিনিস লুকিয়ে রেখেছে। এই ধরনের গোপন তথ্যও সচেতন অনুসন্ধানের সংবাদ আমরা আমাদের রাজনৈতিক বিভাগের অনুমোদনের জন্যে পাঠিয়ে দিতাম। তাঁরা অনুমোদন করলে তবে আমরা ঐ সমস্ত ভূস্বামীদের সঞ্চিত শস্য ও অর্থের কিছু অংশ নিপীড়িত মানুষের মধ্যে বিতরণ করতাম। তারা এ সমস্ত জিনিস পেয়ে বলতো: "যাদের জিনিস তাদের ঘরেই আবার ফিরে আসছে।" এই ধরনের বিপ্লবী নীতি প্রতিটি মানুষের বিপ্লবী মনোভাবকে বাড়িয়ে তুলতে লাগলো। মানুষের মনে অনুপ্রেরণা জোগাতে লাগলো। এবং লালফৌজে যোগদানের পরিবেশ গড়ে উঠতে লাগলো। তখন তারা তাদের ভূস্বামী, ভদ্রসম্প্রদায় ও কৌমিনটাং-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ নিতে লাগলো। ফলে লালফৌজে নতুন সদস্যের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগলো। আমাদের আর্মি গ্রুপের মূল দপ্তরের কর্মীরা একটি ১,০০০ সদস্য তালিকা-ভুক্ত করে ফেললো। নতুন সদস্যদের তালিকা-ভুক্ত করে আমাদের মোট সদস্য ৩,০০০ হাজার ছাড়িয়ে গেল। 'পিচিইচ' ছেড়ে যাবার আগে, আমরা ওখানে একটা স্বাধীন প্রথম ও চতুর্থ সেনানী-ঘাঁটি স্থাপন করে এলাম। কিছু ছাত্রীও আমাদের সঙ্গে যোগদানের জন্যে অনুরোধ করতে লাগলো। কিন্তু যেহেতু আমরা আমাদের 'লংমার্চ' চালিয়ে যাচ্ছিলাম, সেইহেতু আমরা তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে এবং অনেক বুঝিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম।

আমাদের ১০ দিনের 'পিচিইচ'-এ অবস্থানে আমরা স্থানীয় উন্নত সমাজের মধ্যেও কিছু কাজ করেছিলাম। আমরা তাদের জাপানের

বিরুদ্ধে জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট গড়ে তোলার কথা বলেছিলাম। শহরে এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় এমন অনেক শিক্ষিত পরিবার এবং কিছু স্থানীয় সৈন্য-সংস্থা ছিল, যাঁরা এই দুর্দিনে দেশকে বাঁচাবার জন্যে জাপানকে প্রতিহত করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন। এবং এই ধরনের একটা অনুভূতি তাদের মধ্যে কাজ করছিল। কৌমিনটাং সরকার মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির যে বিশ্বাসঘাতক-নীতি চালু করেছিল, তার বিরুদ্ধে এরা অল্প-বিস্তর অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। চিয়াংকাইসেকের সঙ্গে মতে মিল না হলেই তাদের বিভেদ সৃষ্টিকারী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যা দেওয়া হত। পার্টি-এই সুযোগ গ্রহণ করে, জাপানকে প্রতিহত করবার কমুনিষ্ট পার্টির যে নীতি, তা' ব্যক্তিগতভাবে এবং জনসমাবেশে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বললো। এবং এইসঙ্গে পার্টির আরো অন্যান্য নীতির কথাও তাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করলো। যাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ একত্রিত-ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক বিশাল প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার কাজে অনুপ্রেরণা পায়। একই সময়ে আমরা কৌমিনটাং এলাকার ডাকঘরগুলো ব্যবহার করতাম। আমাদের দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মির রাজনৈতিকও শাসনদপ্তর-কমিটি ঐ ডাকঘর মারফৎ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে নির্দেশ পাঠাতো এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের-উচ্চপদ-মর্যাদা-সম্পন্ন কৌমিনটাং অফিসারদের কাছে শাসন-দপ্তর কমিটি ব্যক্তিগতভাবে চিঠি পাঠাতো। সেই চিঠিতে তাদের অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হবার জন্যে আহ্বান জানানো হত এবং জাপানকে প্রতিহত করবার জন্যে আমাদের দলে যোগদান করতে বলা হত।

দীর্ঘ দিন প্রচার কার্যের ফলে অনেক মানুষ আমাদের পার্টির নীতি সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পেরেছিল। এ ব্যাপারে কৌমিনটাং সদস্য মিঃ চৌ সু-উয়ান-এর কার্যকলাপ সবচেয়ে আশ্চর্যজনক। তিনি কৌমিনটাং দলের প্রধান সদস্য। কিন্তু তিনিই একদিন জাপানকে প্রতিহত করবার জন্যে জাপান বিরোধী প্রচার মিশন পত্তন করে সর্বক্ষ

ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পরে যখন একটা নতুন আর্মির পত্তন করা হল এবং যার নাম দেওয়া হল 'কৈচো, জাপানকে প্রতিহত করে দেশকে বাঁচাও', তিনি এই দলের প্রধান নির্দেশক নির্বাচিত হয়েছিলেন। যখন লালফৌজ 'পিচিইচ' ত্যাগ করে চলে এলো, তিনি তখন আমাদের 'লংমার্চ'-এ যোগ দিয়েছিলেন। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও তিনি আমাদের সঙ্গে শেষবারের মত বিপদ সঙ্কুল বন্য এলাকা ও প্রচণ্ড তুষারাবৃত পর্বতমালা অতিক্রম করে 'সনসি-কানসু' সীমান্ত প্রদেশে কেন্দ্রীয় লালফৌজের সঙ্গে যুক্ত হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জুন মাসে তুষার পাত / চিয়েন কুও-হাও

'চিন্‌সা' নদী অতিক্রমের পর আমাদের লালফৌজ দীর্ঘদিন একটানা কঠোর এবং নিরলস মার্চ করে তুষারাবৃত পর্বত এলাকায় এসে হাজির হল। তখন সময়টা ছিল দারুণ গ্রীষ্মের। সূর্য এত প্রখরভাবে আমাদের ওপর তাপ বিকিরণ করতো যে, মনে হত আমরা যেন প্রত্যেকে আমাদের পিটে একটি করে জলন্ত 'ষ্টোভ' বেঁধে চলেছি। আমরা ঘামে ভিজে যেতাম। আমাদের নাক ও ঠোঁট শুকিয়ে যেত। সংকীর্ণ গিরিপথ আঁকাবাঁকা ওপরে উঠে গেছে। পনেরো দিন আগে পথ চলার শুরুতে যে পর্বতকে অত্যন্ত উঁচু বলে মনে হয়েছিল, পনেরো দিন পথ চলার পর, সেই একই পর্বতকে আকারে আরো বড় বলে আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। যখন আমরা ঐ গিরিমালার পাদদেশে এসে হাজির হলাম, তখন তার শীর্ষদেশ আমাদের নজরেই এলো না। আমাদের নজরে এলো শুধু বরফ আচ্ছাদিত ধবলগিরি, যা' অস্তমিত সূর্যের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত। আমরা ওপরে তাকাতেই আমাদের দু'চোখ সূর্যশিখায় জ্বালা করে উঠলো।

স্থানীয় অধিবাসীদের হিসেবে, আমাদের যদি অপর পারে যেতেই হয় তবে আমাদের আরো ৩৫ কিলোমিটার পথ ওপরে উঠতে হবে। ফলে রাত্রেও আমরা পর্বতারোহণ বন্ধ না রেখে চাঁদের মৃদু আলোতে পথ চলবার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমাদের সেনানীরা তড়িতে ওপরে উঠে গিয়েই আবার পিছিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছিলো। আমাদের প্রচার দপ্তরের কর্মীরা আমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে নানা-প্রকার আনন্দের এবং উত্তেজনার গান গাইছিল, যে গান দুই পাহাড়ের ঢালু পথে প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজের

রূপ নিয়ে ফিরে আসছিল। যদিও আমাদের মানসিক বল ছিল অত্যধিক। কিন্তু তবুও এগুতে হচ্ছিলো ধীর পায়ে। সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা গিরিপথে সন্তর্পণে পা রেখে রেখে এগিয়ে যাবার বাধা ছিল অনেক। কারণ একবার পা ফস্‌কানোর অর্থই হল গভীর গিরিখাদে অনিবার্য পতন।

যদিও আমরা কঠোর পরিশ্রম করে সারারাত এগিয়ে গিয়েছি, তবুও সূর্য যখন আত্মপ্রকাশ করলো, তখন দেখা গেল শীর্ষ দেশে পৌঁছুতে তখনও অর্ধপথ বাকি। সেই মুহূর্তে আমাদের বিশ্রামের নির্দেশ এলো। আমরা প্রত্যেকে কয়েকখানা আধ-ভাজা আটার রুটি গলাধঃকরণ করেই আবার মার্চ শুরু করলাম।

আমাদের চলার পথ ক্রমশই রুক্ষ বলে মনে হচ্ছিলো, যতক্ষণ না এ পথ টানা লম্বাভাবে আমাদের চোখের সামনে দেখা দিচ্ছিলো। যদিও আমাদের অগ্রগামীদল রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে যাচ্ছিলো, তবুও ঘোড়া ও খচ্চরকে নিয়ে পার হওয়া সহজসাধ্যছিল না। ঝুলন্ত পর্বতমালার কোন অংশকে যদি আমরা কোন অসতর্ক মুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলি, তাহলে যে কোন সময়ে ঐ পর্বতমালা আমাদের মাথার ওপরে অনিবার্যভাবেই ভেঙ্গে পড়তে পারে। পর্বতমালায় অবস্থিত বিরাট জলস্রোত মাঝে মাঝেই গর্জন করে উঠছিল এবং ওপরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মেঘমালার সৃষ্টি করছিল।

অপরাহ্ণে আমরা অর্ধপথ সমাপ্ত করতে সক্ষম হলাম। পরে একটা ঘূর্ণিয়মান গিরিপথ ধরে চলতে লাগলাম। মাথার ওপরে দুটি পর্বত পাশাপাশি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের শরীর সঙ্কুচিত করে বার করে নিতে লাগলাম। খাড়াই পর্বতের দু' পাশ গহিন গাছের সবুজ বনানী। প্রচুর সরস ঘন ঘাসে আকীর্ণ। যার উচ্চতা মাত্র কয়েক ইঞ্চি। ইতস্ততঃ হলুদ ফুলের সমারোহ। মৃদুবাতাসে যারা গর্বের সঙ্গে গন্ধ ছড়াচ্ছে। প্রকৃতির পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছে এটা বসন্তকাল। কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসের আমেজ আবার শরৎ কালকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম যে,

এখন জুন মাস।

আরো দু'ঘন্টা গাঢ় শীত আমাদের আঁকড়ে ধরে রইলো। প্রতিটি পদক্ষেপে গাঢ় তুষার আমাদের পা জড়িয়ে ধরছিল। আমরা চলার পথে আটকে যাচ্ছিলাম। এবং গিরিপথও আরো বেশী পিছল হয়ে যাচ্ছিলো। আমার পেছনে 'কৈচো'। 'কৈচো' থেকে আমাদেরই পথ ধরে এগিয়ে আসা একজন অসুস্থ সহযাত্রীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি খাড়াই গিরিপথ অতিক্রম করবার চেষ্টা করছেন। আমি পিছিয়ে গিয়ে তাঁর শরীরের ওজন হালকা করবার জন্যে বন্দুকটা নেবার চেষ্টা করলাম। আমাদের ডেপুটি স্কয়াড লীডার তাঁর বাঁধা বিছানাটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালেন। কিন্তু বৃদ্ধ মানুষটি দিতে অস্বীকার করে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন এবং আবার নতুন-ভাবে শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে আসবার চেষ্টা চালাতে লাগলেন। তাঁর কাছে এ ধরনের প্রচেষ্টা অত্যধিক শ্রমসাধ্যছিল।

এইভাবে এগিয়ে আসতে আসতে আমরা এখন একজায়গায় এলাম, যেখানে জমাট তুষারের গভীরতা প্রায় দু'ফিট। এরই নীচে গভীর জলস্রোতের গর্জন। আমাদের সামনে পড়ে থাকা টানা শ্রমসাধ্য পথটি আরো শ্রমসাধ্য আকার ধারণ করলো এবং আরো সঙ্কীর্ণ হয়ে এলো। একটি ভুল পদক্ষেপ আমাদের মুহূর্তে গভীর তলদেশে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আর পলকের জন্যেও পাহাড় চোখে দেখা সম্ভব হবে না। আমাদের পায়ে ছিল খড়ের জুতো। দীর্ঘ সময় এই জুতো তুষারে আবৃত থাকার ফলে এখন পা দুটো পরিপূর্ণ অসাড় বলে মনে হতে লাগলো।

চলার পথে বাতাস ক্রমশই ভারী হয়ে আসতে লাগলো। আমার প্রতিমুহূর্তে মনে হতে লাগলো, যেন কিছু একটা ভারী জিনিস আমার বুকে চাপানো হয়েছে। এখন আমরা আরো ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কয়েক পা এগিয়েই নিশ্বাস নেবার জন্যে থামতে বাধ্য হচ্ছিলাম। আমার পেছনে বৃদ্ধ সহযাত্রীর দিকে আমি বার বার ফিরে তাকাচ্ছিলাম। তাঁর সমস্ত শরীর ও কপাল বেয়ে ঘাম

ঝরে পড়ছিল। তাঁকে দেখে অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো তিনি আর একপা'ও এগিয়ে আসতে পারবেন না। তিনি সত্যিই পড়ে গেলেন। আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছুটে এসে বন্দুকটি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এবং তাঁকে এমন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াবার জন্যে সাহায্য করতে লাগলেন যেন মা তাঁর শিশুকে সেবা করছেন।

"আর একটু এগিয়ে চলো, কমরেড," আমাদের উপদেষ্টা শান্তভাবে চাপ দিয়ে বলতে লাগলেন, "পর্বত অতিক্রমের অর্থই হচ্ছে আমাদের জয়। সুতরাং আমরা এই মুহূর্তে এখানেই এর পরিসমাপ্তি ঘটতে দিতে পারি না।"

"আমি নিজে এ জয় সুনিশ্চিত করবো।" বৃদ্ধ কমরেড নড়ে উঠলেন। উপদেষ্টার ধরে থাকা হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন। তারপর টলতে টলতে চলতে লাগলেন।

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় যখন আমরা পর্বত-শীর্ষে এসে পৌঁছালাম তখন আমাদের মনোবল হাজার গুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে ঘন কাল মেঘ জমেছিল, তারা অতর্কিতে ছুটে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। প্রথমে এ মেঘমালা নিয়ে এলো তুষারঝড়। পরে অবিরাম ঘন তুষারপাত। আবহাওয়া ঘন ঘন পরিবর্তন হচ্ছিলো। আমাদের পাতলা পোষাক তুষারে ভিজে শরীরে এঁটে যাচ্ছিলো। অবিরাম ঠাণ্ডা হাওয়ার ধাক্কায় আমাদের দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিলো। আমাদের বাহিনীর নেতা ও উপদেষ্টা মুখে ভালভাবে কাপড় জড়িয়ে রাখতে বলছিলেন। একবার অবস্থা ঘুরে গেলে তাকে সামলানো দায় হয়ে পড়বে। বাতাস আরো জোরে বইতে লাগলো। হাঁটু ডোবা তুষার থেকে পা-তুলে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। নাবিক যেমন সমুদ্রে পথ চলে, আমরা তেমন তরঙ্গায়িত বাতাসের মধ্যে টলতে টলতে পথ করে করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম। আমরা যাতে পড়ে না যাই, সেইজন্যে একে-অপরকে ধরেছিলাম।

"আমাদের একজন প্রাচীন কবি তাঁর এক কবিতায় বলেছিলেন যে, "সেচুয়ানের' পথ স্বর্গারোহণের মতই কষ্ট কর।" সে কথা শুনে আমাদের উপদেষ্টা আপন মনেই বলে উঠলেন, "তার চেয়েও কষ্টকর।"

উপদেষ্টার পেছনেই দাঁড়িয়েছিল আমাদের সংবাদদাতা। সে কি বুঝলো জানি না। তবে সে প্রতিবাদ করে বলে উঠলো, "উপদেষ্টা, আমরা প্রায় আকাশ জয় করে ফেলেছি। আমরা এখন মেঘের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি, তাই নয় কি?" তার কথা শুনে আমরা সকলে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলাম।

সন্ধ্যার দিকে তুষারপাত বন্ধ হল। অস্তমিত সূর্যরশ্মি পশ্চিমের তুষার-শীর্ষে প্রতিফলিত হয়ে যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছিলো, তাতে আমাদের চোখ ঝলসে যাচ্ছিলো।

আমি ভেবেছিলাম বাকি পথটুকু হয়তো সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু পরে দেখলাম যে না, আমার ধারণা ভুল। আমাদের আরো অনেক বেশী সচেতনতা নিয়ে এগুতে হবে। না হলে পতন অনিবার্য। কারণ আমাদেরই একজন কমরেড একটু অসতর্কের জন্যে ৩০ মিটার গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল। আমরা সকলে উদ্বিগ্নে নীচে তাকালাম। তখন সে সোজা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো, "নেমে এসো। গড়িয়ে গড়িয়ে আসবার চেষ্টা কর।" আমরা সকলে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে যাবার চেষ্টা করলাম।

গভীর রাতে ঝড়, বাতাস ও তুষার ভেদ করে আমরা উত্তুঙ্গ পর্বতমালার শীর্ষে দেশে এসে হাজির হলাম। এই তুষার পর্বত জয় করতে আমাদের একজন কমরেডকেও হারাতে হয়নি। একদিন সময়ের মধ্যে আমরা বসন্ত, শরৎ, শীত এবং তুষার ঝড়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। এখন এই শীর্ষদেশে আবার আমরা নতুন করে গরম অনুভব করতে লাগলাম। গ্রীষ্মের আবহাওয়া আমাদের ঘিরে ধরতে লাগলো।

পার্টির একটি শাখার কার্যকরী অধিবেশন/

চিয়েন চী-আন

বর্তমানে আমাদের বাহিনীতে এককণাও শস্য নেই, অথচ 'তেজাং'-এ (পশ্চিম সেচুয়ান প্রদেশ) পৌঁছাতে এখনও আমাদের অনেক পথ মার্চ করে যেতে হবে। প্রথমে আমাদের বাহিনীকে ক্ষুধার যন্ত্রণায় ভয়ানকভাবে আক্রান্ত করে ফেলেছিল। আমরা অনশনের মুখে পড়ে গিয়েছিলাম। ঘোড়ার হাড় গুঁড়োকরা বার্লি হজম করা শক্ত। তবুও পাপৎকালীন খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেত। কিন্তু আমাদের অগ্রগামীদল সে বার্লি নিয়েচলে গেছে। এই সমস্ত বার্লি জমিতে সারের কাজ করে। যেহেতু আমরা পশ্চাৎরক্ষী বাহিনী, সেইহেতু আমাদের খাদ্য হিসেবে এই ধরনের সার-বার্লি জোটা ভাগ্যের ব্যাপার। ক্রমান্বয়ে আমাদের বেশীসংখ্যক কমরেডরাই পেছনে টলতে শুরু করেছিল। ক্ষুধা আমাদের সর্বস্বগ্রাস করছিল। আমরা বন্য শিকড় অথবা ঘাসের রসের সরবৎ করে খেতেও প্রস্তুতছিলাম। কিন্তু খেতে তিক্ত। তবে নিতান্ত জলের চেয়ে ভালই বলতে হবে।

সেই সময়ে আমাদের স্লোগান ছিল, "বিপ্লব এবং বিজয়ের জন্যে ক্ষুধাজয় করে এগিয়ে যাও।" আমরা জানতাম যে, যদি একবার কোন প্রকারে 'তেজাং'-এ পৌঁছানো যায়, তাহলে সেখানে আমাদের অপর্যাপ্ত খাদ্য জমা আছে। অসুস্থ কমরেডরা যারা তখনও হাঁটতে পারছিলো, একা একা টলতে টলতে হেঁটে যাবার চেষ্টা করছিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো তারা অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে এগুবার চেষ্টা করছে। যারা আর একেবারেই হাঁটতে পারছিল না, তাদের সাহায্য করছিল পার্শ্ববর্তী কমরেডরা। আমাদের মনে এমন

একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, 'তেজাং'-এ অনেক খাদ্য জমা আছে। সুতরাং আমরা আমাদের দৃষ্টি ও সমস্ত আশা ঐ একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত করলাম। যাইহোক শেষে অনেক কষ্টের পর আমরা সেখানে পৌঁছেও ভয়ানকভাবে হতাশ হলাম। আমাদের প্রত্যেকের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এজায়গা প্রায় জনহীন বললেও চলে। মাত্র তিন ঘর বাসিন্দার বাস। আমরা এই ক্ষুদ্রপল্লীর সমস্ত জায়গা খুঁজে এক কণাও শস্য জোগাড় করতে পারলাম না।

আমি আমার সহ-যাত্রীদের মুখের দিকে তাকালাম। প্রত্যেকের মুখমণ্ডলই বিবর্ণ ও শীর্ণ। আমি অনুভব করলাম, কে যেন একটা ছুরি আমার বুকে আমূল বিদ্ধ করে দিল। আমি জানি যে, আমার কমরেডরা প্রতিজ্ঞায় স্থির ও ষ্টীলের রডের মত শক্ত। এদের মন ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি যে, যতক্ষণ তারা নিশ্বাস নিতে পারবে, ততক্ষণ তারা এগিয়ে যাবে। যদি হাত হাঁটুতে রেখেও হাঁটতে হয়, তবুও তারা হাঁটবে। কিন্তু আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে অনেক পথ। অনেক মাসের যাত্রা। অনেক কষ্টের পথ-পরিক্রমা। উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা আমার মনকে ভরিয়ে তুললো। শুধুমাত্র বন্য শিকড় ও ঘাসের রসে কি আমরা আমাদের জীবন রক্ষা করতে পারি?

আমাদের বাহিনীর কমানডার এবং আমি এককণা খাদ্যশস্যের জন্যে অবিরাম খোঁজ করে বেড়াতে লাগলাম। হঠাৎ আমাদের বাহিনীর একজন সারজেন্ট একটা খোঁয়াড়ের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। দেখে মনে হল সে যেন একটা অমূল্য জিনিস আবিষ্কার করেছে।

সে ঝুঁকে পড়ে উত্তেজিত হয়ে আমাদের বলতে লাগলো, "বাহিনীর কমানডার, রাজনৈতিক উপদেষ্টা, এদিকে তাকান।"

আমরা মুহূর্তে খোঁয়াড়ের একটা কোণের দিকে ঝুঁকে পড়লাম। জায়গাটা খড় দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল। সারজেন্ট বললো, "এগুলো দেখুন। ছড়িয়ে পড়া একরাশ বালির গুঁড়োর দিকে সে আমাদের

দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তারপর সে আস্তে আস্তে খোঁয়াড়ে অবস্থিত জীব-জন্তুদের শুকনো ও শক্ত জমানো মলের রাশি সরিয়ে নতুন মাটি বার করলো। সেই মাটির নীচে একটা বোর্ডও দেখতে পেল। বোর্ডটা কাঠের। সে তাড়াতাড়ি বোর্ডটা তুলে ফেললো। তার নীচে একটা বড়জার ভর্তি বার্লি।

সে তখনই আনন্দে, উল্লাসে এবং উত্তেজনায় ফেটে পড়ে বলে উঠলো, "আমি কি একটি কোদাল পেতে পারি?"

আমি বললাম, "এক মিনিট।" "জনসাধারণকে নিয়ে কাজ করতে গেলে সর্বাগ্রে নিয়মানুবর্তীতা রক্ষা করা প্রয়োজন। এ জিনিষ তিব্বতীয় নাগরিকের। সুতরাং তাদের অনুমতি ছাড়া আমরা এ জিনিস গ্রহণ করতে পারি না।

বাহিনীর কমানডার মুখে একটি কথাও বললেন না। তবে তার মুখের রেখা দেখে বোঝা গেল যে, তিনিও ঐ একই সমস্যা সম্পর্কে চিন্তিত। সে তখন আর থাকতে না পেরে বলে উঠলো, "তাহলে এখন আমরা কি করবো? আমাদের খাদ্য বলতে কিছুই নেই।"

আমার মধ্যেও সেই একই অনিশ্চিত অবস্থা। সামনের খাদ্যের দিকে তাকিয়ে কি করা উচিত আমিও ঠিক করতে পারলাম না।

বাহিনীর কমানডার এবং আমি দু'জনেই নীরব। আমাদের মুখে কোন কথা নেই। সারজেন্ট আমাদের মুখের দিকে তাকালো। আমাদের চোখের অভিব্যক্তিতে সে তার প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

আমি প্রস্তাব দিলাম, "তাহলে আমাদের পার্টি-শাখার কার্যকারী সমিতির অধিবেশন ডেকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হোক।"

বাহিনীর কমানডার সম্মতি দিলেন।

ঠিক খোঁয়াড়ের পাশে আমাদের পার্টি-শাখার কার্যকরী সমিতির এক জরুরী অধিবেশন ডাকা হল। যখন সকলে শুনলো যে খাবার পাওয়া গেছে, তখন সকলে আনন্দে ফেটে পড়লো। কিন্তু আমি যখন নিয়মানুবর্তীতার কথা বললাম, তখন তাদের সমস্ত আনন্দ

নষ্ট হয়ে গেল। তাদের মুখের হাসি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। আমাদের প্রথম পদাতিক বাহিনীর লীডার আং চেং-হাই প্রথমে কথা বললেন। তিনি বললেন, "তিব্বতীয় নাগরিকেরা লালফৌজ সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকারীর প্রচার-পত্রের মাধ্যমে তাদের যা' বুঝিয়েছে, তারা তাই বুঝেছে। সেই কারণেই আজ তারা আমাদের দৃষ্টি-পথের বাইরে চলে গেছে। যদি আমরা আজ মাটি খুঁড়ে তাদের খাদ্য নিয়ে যাই, তবে তারা আমাদের সম্পর্কে খুবই খারাপ ধারণা করবে। তখন আমরা প্রতি-বিপ্লবীদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়বো। তারা সঠিক চক্রান্ত করে এর পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবে। কারণ দেখা যাচ্ছে তারা এখনই আমাদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যা' আমাদের কাছে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। আমাদের অগ্রগামী দলও এই পথ ধরে মার্চ করে চলে গেছে। তারাও আমাদের মতই ক্ষুধার্ত। তবুও এই খাদ্য স্পর্শ করেনি। তারা যদি ক্ষুধা জয় করে চলে যেতে পারে, তাহলে আমরাও পারবো। লালফৌজে-যুক্ত মানুষেরা সব সময়ই আদর্শে অচল থাকবে। মানবিক অখণ্ডতা মেনে চলবে। আমরা ঐ খাদ্য স্পর্শ করবার চেয়ে মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত।"

প্রথম পদাতিক বাহিনীর নেতা সত্যি কথাই বললেন। কিন্তু প্রত্যেকে নীরব। কয়েক মুহূর্ত পর দ্বিতীয় পদাতিক দলের নেতা হান্ এও-চী ধীর ও স্থির গলায় বললেন, "আমি কমরেড আং-এর সঙ্গে একমত। তবে আমাদের বাহিনীতে ১৬ জন-এরও বেশী অসুস্থ কমরেড রয়েছেন। খাদ্য ছাড়া তাদের বাঁচানো যাবে না। আমার প্রস্তাব ছিল যদি আমাদের অসুস্থ কমরেডদের জন্যে কিছু খাদ্য পাওয়া যায়।"

আমরা জানতাম যে, আমাদের কিছু কমরেড কিছুদিন যাবৎ ক্ষুধার তাড়নে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের সুস্থ করতে গেলে এখনই খাদ্য চাই। ওষুধ নয়। সবচেয়ে বেশী কষ্ট পাচ্ছেন আমাদের লাই

উ-সী। তিনি এত দুর্বল যে, হাঁটতেই পারছেন না। গত দুদিন যাবৎ আমরা তাঁকে ধরে নিয়ে আসছি। তাঁর শরীরে ক'খানা হাড় আর চামড়া ছাড়া আর কিছু নেই। এ প্রশ্নে আমরা জর্জরিত হয়ে পড়লাম। আমাদের চোখের সামনে, আমাদেরই একদল ভাই খাদ্যের অভাবে মৃত্যুবরণ করবে, এটা কি ঠিক হবে? এ কথা ঠিক যে, আমাদের এই মুহূর্তেই খাদ্য প্রয়োজন। আবার সেই সঙ্গে নিয়মানুবর্তীতা মেনে চলাও প্রয়োজন। আলোচনার পর পার্টির শাখা কমিটি ঠিক করলো যে, আমরা খাদ্য গ্রহণ করবো, তবে তার মূল্য ধরে দেবো।

পার্টির শাখা কমিটির কমরেডরা সেই মুহূর্তে কাজে লেগে গেল এবং মাটি খুঁজে ২০০ কিলোগ্রাম বার্লি জোগাড় করলো। এই বার্লি আমাদের অসুস্থ কমরেড থেকে শুরু করে সমস্ত বাহিনীকে বাঁচিয়ে দিল। যোদ্ধাদের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠলো। ফুটন্ত জলের মত আমাদের বাহিনী আবার রক্ত চাঞ্চল্যে ফুটতে লাগলো এবং 'তেজাং'-এর দূর গ্রামেও নতুন জীবনের আহ্বান পৌঁছে দিল।

পার্টি শাখা কমিটি ঠিক করলো যে অসুস্থ কমরেডরা প্রতি জনে আটটি ছোট পাত্র শস্য পাবে। সৈনিকেরা পাবে পাঁচ। অফিসারেরা পাবেন তিন। আমাদের রেশনের থলি, যেটা দীর্ঘদিন খালি অবস্থায় পড়েছিল, এখন আবার নতুন করে আমাদের কাঁধে এলো।

খাদ্যের মূল্য হিসেবে, আমরা ঠিক করলাম যে, আমরা কিছু রৌপমুদ্রা সুবিধামত জায়গায় রেখে যাব। আমি কেরানীকে একটা 'নোট' লিখতে বললাম। এক টুকরো লাল কাগজে এই ধরনের একটা 'নোট' লেখা হল:

প্রিয় মহাশয়,

আপনাদের সঞ্চিত বার্লি খুঁড়ে বার করে নেবার জন্যে আমরা অতীব দুঃখিত। এর মূল্য হিসেবে দয়া করে পঞ্চাশটি রৌপ্যমুদ্রা গ্রহণ করবেন।

দ্বিতীয় কাহিনী

চীনের মজদুর ও কৃষক লালফৌজ।

একটা নীল কাগজে ঐ মুদ্রাকটি মুড়ে, তাকে লাল কাগজে 'নোট' সহ জড়িয়ে ঐ বার্লির জারের মধ্যে রেখে দেওয়া হল। আমাদের সারজেন্ট ভাবলেন দামটা বোধহয় কম হয়ে গেল। তিনি আবার আরো বাড়তি ১২টি মুদ্রা ঐ জারের মধ্যে ফেলে রাখলেন। হারাবার কোন সম্ভাবনা নেই। সমস্যার সমাধান হল। পার্টির শাখা কমিটির সদস্যরা এইবারে জারটি কোথায় রাখা হবে ভাবতে লাগলেন। পরে ঠিক হল যে, জারটি পূর্বে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় রাখা হবে। যতক্ষণ না জারটি পূর্বের অবস্থায় রাখা হল, আমাদের কমিটির সকল সদস্যরা সেখানে দাঁড়িয়ে কাজ দেখতে লাগলেন। জারটি যথাযথ জায়গায় না রাখা পর্যন্ত তারা নড়লেন না।

‘কানজে’-তে সৈন্য সংযোজন / টান শ্যাং-উই

‘মে’ মাসের মাঝামাঝি আমাদের বাহিনী ‘টাওচেং’ শহরে এসে হাজির হল। এই শহর ছিল ‘সেচুয়াং’ প্রদেশের পশ্চিমে।

মাত্র ২০০ দিনের ‘লং-মার্চে’ আমরা মোট পাঁচটি প্রদেশ পার হয়ে এসেছিলাম। এদের নাম ছিল: ‘হুনান’, ‘হুপেচ’, ‘কৈচো’ এবং ‘উনান’, এবং ‘সিকাং’-এর দক্ষিণ অংশ। এই ২০০ দিনের সমস্ত পথটাই আমরা লড়তে লড়তে এসেছি। আমার কোন ধারণাই নেই যে, কত উত্তুঙ্গ পর্বতমালা এবং কত পর্বতমালার শীর্ষদেশ আমরা পায়ে হেঁটে পার হয়েছি। এমনকি কত খরস্রোতা নদ-নদী আমরা অতিক্রম করে এসেছি আজ আর স্মরণে নেই। আজ আমার একথাও স্মরণের বাইরে যে, কতগুলো খড়ের জুতো আমরা সর্বসমেত পায়ে দিয়েছিলাম এবং কত দীর্ঘ মাস আমরা চাল চিবিয়ে খেয়ে ও তিক্ত বন্য ফল খেয়ে কাটিয়েছি। অবিরাম বৃষ্টিপাত অথবা তুষার ঝড় কিম্বা সূর্যের প্রখর তাপ আমরা চলতি পথে সহনীয় করে নিয়েছিলাম। অবশ্য এরা সকলেই তাদের উচিত মূল্য আদায় করে নিয়েছে। ফলে আমরা কি সত্যিই অস্বাভাবিক বিবর্ণ, শীর্ণ এবং ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম না কি? আমাদের পোষাক শতছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেলাই করবার একটুও অবকাশ ছিল না। আমাদের চুলগুলো অস্বাভাবিক লম্বা এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। দেখলেই মনে হত আমরা ভবঘুরে। কারণ তখন আমাদের কোথাও থামবার অবকাশ ছিল না। এবং চুল কাটবার সময় ছিল না। এই সময়ের মধ্যে যদিও শত্রুপক্ষ প্রতি-মুহূর্ত আমাদের অগ্রগতিতে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে এবং পিছন থেকে আক্রমণ চালিয়েছে, তবুও আমরা জানতাম যে, আমাদের পিছনে রয়েছে পার্টির নেতৃত্ব ও দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মির সেনানায়কেরা।

যার ফলেই আমরা আমাদের জীবন ও শরীরের রক্ত বাঁচিয়ে শত্রুপক্ষের 'ঘেরাও ও দমন' নীতি ভেদ করে বিপ্লবকে বিজয়ের পথে আনতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আজ এ কথা ভাষায় বর্ণনা খুবই কঠিন যে, আমরা যখন প্রথম 'হুনান-হুপেচ-সেচুয়াং-কৈচো'-র সীমান্ত থেকে 'লংমার্চ' শুরু করি, তখন আমাদের সামনে কি কঠোর পরীক্ষা ও প্রতিরোধ অপেক্ষা করছিল। তবুও এই দীর্ঘ 'লংমার্চে' আমাদের প্রত্যেকের মনে উদগ্র সাহস এবং শক্তি সঞ্চিত ছিল। এমনকি যখন আমাদের কঠোর পরিশ্রমের সময় এসেছে, আমরা দীর্ঘ পদযাত্রা শুরু করেছি, তখন কিছু কিছু কমরেডের মুখে মন্তব্য শুনেছি যে তারা নীচু গলায় বলছে: 'আমরা যদি একটা দিন বিশ্রাম পেতাম, তাহ'লে আমরা কয়েক জোড়া খড়ের জুতো তৈরী করে নিতাম।' কিন্তু এই ধরনের সুযোগ তখন আমাদের ছিল না বললেই চলে।

আমরা তখন 'টিয়াও চেং'-এর উত্তর-পশ্চিম স্কয়ারে অবস্থান করছিলাম। পরবর্তী 'লং-মার্চের' ডাক আসছে। যাত্রা করতে হবে। শুধুমাত্র নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। এমন সময় একদিন সকালে আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ওয়াং চেন আমাদের বাহিনীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হলেন। আমরা লং-মার্চের সময়ে বক্তৃতা দেবার জন্যে মাটির স্তূপ করে বক্তৃতা মঞ্চ তৈরী করতাম। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমাদের সেনানায়কেরা ভাষণ দিতেন। রাজনৈতিক উপদেষ্টার উপস্থিতিতে আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের স্কয়ারে বক্তৃতা দেবার জন্যে একটা মাটির মঞ্চ তৈরী করলাম। তাঁকে যখন ঐ মঞ্চে এনে হাজির করা হল, তখন দেখে মনে হল তিনি অত্যন্ত খুশি। তিনি ছিলেন 'হুনান' প্রদেশের অধিবাসী। সেইজন্যে তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে 'হুনান' প্রদেশীয় ভাষায় ভারী গলায় বক্তৃতা করতে লাগলেন। বক্তৃতা করবার সময়ে তিনি প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন: "কমরেড, আমি আপনাদের জন্যে ছোট্ট একটা শুভসংবাদ এনেছি।"

অন্ধ্যারে উপস্থিত সকলেই নীরবে তাঁর কথা শুনছিলেন। তিনি আবার শুরু করলেন : "আমাদের চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মি 'সেচুয়ানের' উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত 'কানজে'-তে পৌঁছে গেছে। তারা তাদের বাহিনীর দ্বিতীয়-তৃতীয় অংশকে 'লীহুয়া'-তে পাঠিয়েছে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে। এখন আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে 'কানজে'-তে পৌঁছাতে হবে। এবং চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে।"

" 'কানজে'-তে গিয়ে যুক্ত হতে হবে !" এই কথাগুলো উত্তেজনার সঙ্গে সকলের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কয়েকজন সৈনিক এমনকি আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। আমাদের কাছে এই শুভ সংবাদ ছিল আশাতীত। আমরা বিশ্রাম এবং শরীর সুস্থ করবার জন্যে কোথাও অবস্থান করবার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আমাদের শস্য ও খড়ের জুতো সরবরাহের সম্ভাবনাও বন্ধ হয়ে আসছিল এবং এ ব্যাপারে আমরা খুবই চিন্তান্বিত ছিলাম। এখন দেখছি পলকের মধ্যে সমস্তই সম্ভব হয়ে আসছে।

আমরা অনেক আশা নিয়ে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পর 'লিহুয়া'-তে এসে হাজির হলাম। এ অঞ্চলের সীমানা সমতল। আদিগন্ত সবুজ বনানীতে আচ্ছাদিত। অধিবাসীরা তিব্বতী। চারিদিকে পশুচারণ ভূমিতে আকীর্ণ। দূরে পশুপালকদের গ্রামীণ-গান বাতাসে ধ্বনিত হয়ে প্রকৃতির পরিবেশকে আরো মধুর করে তোলে। বৌদ্ধ লামাদের মঠের চূড়া আকাশচুম্বি তুষারাবৃত পর্বতমালার সাদর সম্ভাষণে যে চিত্রকলা তৈরী হয় তা' অভাবনীয়। অতুলনীয়। 'চাওচেং' থেকে 'লীহুয়া' পর্যন্ত দীর্ঘ পথের দু'ধারে তিব্বতীরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমাদের যেভাবে সম্বর্ধনা জানালো তা' অবিস্মরণীয়। কেউ আমাদের মাখন এনে দিল। কেউ দিল 'সাম্বা' (ইঁদুরের গরম বালি)। তারা বার বার আমাদের খাবার জন্যে অনুরোধ জানাতে লাগলো। আমাদের বাহিনীর যখনই কোন সৈনিকের সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে, তারা তখনই তাদের ঘোড়া থামিয়ে মুরগীর মাংস দিতে

চেয়েছে। যেহেতু তিব্বতী ভাষা আমাদের জানা নেই, সেইহেতু তাদের ধন্যবাদ জানাবার জন্যে একজন দোভাষীকে ডেকে আনতে হত। তখন তারা তর্জনীর সঙ্কেতে বলতো: 'খুব ভাল'!

আমাদের আঘাত প্রাপ্ত সৈনিকেরা হাঁটতে পারতো না। সুতরাং তিব্বতীরা তাদের ঘোড়ায় করে আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিত। তারা সত্যিই আমাদের সঙ্গে আপন ভাইয়ের মত ব্যবহার করতো। এতে আমাদের উৎসাহ ও শক্তি বাড়তো। ফলে আমাদের একদিনের যাত্রাপথ অর্ধদিনেই সমাপ্ত হত। 'লিছুয়া'-র ঠিক দক্ষিণে 'চিয়াওয়া' বলে একটা জায়গা আছে। আমরা ঐ জায়গায় পৌঁছাতেই ৩২নং সেনাদলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এই দলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবার জন্যে বর্শা সরবরাহ করা হয়েছিল।

'লিছুয়া'-তে এসে আমরা আধবেলার বিশ্রাম পেলাম। সেই সময় আমরা লঘু সম্প্রদায়ের প্রতি পার্টির নীতি কি, সে সম্পর্কে ভালভাবে আলাপ-আলোচনা করে সঠিক পন্থা জেনে নিলাম। এই সঙ্গে চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির সঙ্গে আমাদের সংযোজনের সর্তগুলোও আরেকবার সকলে স্মরণ করলাম।

'কানজে'-র কাছাকাছি একটা জায়গা আছে যার নাম 'ক্যানছাইজু'। আমাদের ১৭নং বাহিনী এই স্থান ত্যাগ করে যাবার পর আমরা এখানে এসে হাজির হলাম। এখানে যিনি আমাদের আহার ও বাসস্থান ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। তিনি আমাদের বাসস্থান দেখাতে নিয়ে গেলেন। আমরা গিয়ে দেখলাম ঘরগুলো ঝকঝকে পরিষ্কার। বিছানায় মোটা মাদুর পাতা। এতেই বোঝা গেল যে, চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির মানুষেরা এখানে কিছুদিন আগেই বাস করে গেছেন। এবং আজ সকালেই আমাদের ব্যবহারের জন্যে ঘরগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে। এখানে যিনি আমাদের বাসস্থান ও আহার জোগান্ দেবার দায়িত্বে ছিলেন তার নাম 'আং'। বয়সে প্রবীন। তিনি আমাদের জানালেন: "চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির কমরেডরা এই স্থান ত্যাগ করবার পূর্বে আমাদের জন্যে

অনেক উৎপন্ন দ্রব্য রেখে গেছেন। সেইসঙ্গে একজোড়া জলপূর্ণ পাত্রও রয়েছে। এমনকি তারা আমাদের জন্যে একপাত্র গরম জলেরও ব্যবস্থা করে গেছেন।"

ওখানে পৌঁছেই আমরা শুনতে পেলাম, এখানে একটা অধিবেশনের আয়োজন চলছে। এ অধিবেশনে আলোচনার মুখ্য বিষয় হচ্ছে 'সমস্ত সেনাদলকে একত্রীকরণ'। এ-বিষয়ে আলোচনা কানে আসতে না আসতেই মূল দপ্তর থেকে এই অধিবেশনের নির্দেশ চলে এলো।

অধিবেশনের দিন আমরা যথা সময়ে হাজির হলাম। দপ্তরের নির্দেশ হাতে পাবার আগেই আমরা সকলে অধিবেশনের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মূল দপ্তর থেকে যে নির্দেশ প্রচার করা হয়েছিল, তাতে বলা ছিল, আমাদের বাহিনীর পোষাক-পরিচ্ছদ যেন বেশ পরিপাটি থাকে। উচ্চতার সঙ্গে সমতা রেখে যেন শ্রেণীবদ্ধ করা হয় এবং আমায় যেন চার দলে বিভক্ত হয়ে অধিবেশনে যোগদানের জন্যে প্রবেশ করি।

অধিবেশনের আয়োজন হয়েছিল লামাদের কোন একটি মঠে। ঐ মঠের লাল দেওয়ালে একটি বিস্তৃত বাণী উৎকীর্ণ ছিল। তাতে বলা হয়েছিল: "দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মির বীর যোদ্ধাদের প্রতি সম্মান দেখাও।" এখানে অনেক বাহিনী যুদ্ধের জন্যে সমবেত হয়েছে। মহিলারা এ-প্রসঙ্গে ঐ মঠে দাঁড়িয়ে সমবেতকণ্ঠে উচ্চরবে সংগীত পরিবেশন করছিলেন। এখন আমি ঐ গানের মাত্র দুটি পংক্তি স্মরণে আনতে পারি "এসো! দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ বাহিনী এখানে একত্রিত হও। লাল পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে মার্চ করে এগিয়ে যাও।"

আমরা যখন অধিবেশনে প্রবেশ করলাম, তখন সকলেই আমাদের দিকে ফিরে তাকালো। তারা ওপরে হাত তুলে আনন্দে বার বার চিৎকার করে বলতে লাগলো: "হুনান-হুপেহ-সেচুয়াং-কৈচো-উনান অঞ্চল থেকে যে দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মি এসেছে তাদের আমরা স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি।" "চীনা মজদুর-কৃষক লালফৌজ দীর্ঘজীবী হউক।"

তিব্বতী মানুষেরা আমাদের সম্ভাষণ জানাবার জন্যে রাস্তার দু'ধারে ভীড় করেছিল। তাদের হাতে ছিল মাখন ও সাবা'। তারা এই সমস্ত জিনিস দিয়ে আমাদের আপ্যায়ণ করতে চাইছিল। চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির আন্তরিক ব্যবহার এবং সংগ্রামের উৎসাহ দেখে আমরা গত কয়েক মাসের উদবিগ্নতা ও উৎকণ্ঠা ভুলে গেলাম।

সংগ্রামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা দুটি বাহিনী একত্রে ভ্রাতৃবৎ যুক্ত হলাম। আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত ছিলাম। কিন্তু আমরা দুটি দলই অসংখ্য বিপদ ও খণ্ডযুদ্ধ অতিক্রম করে এসেছি। সুতরাং আমরা পরস্পর পরস্পরকে সম্মান না জানিয়ে পারি না। আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা প্রত্যেককে মুগ্ধ করবে। প্রত্যেকেরই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এত বেশী যে, বলতে শুরু করলে আর শেষ হবে না। এ অভিজ্ঞতা মাত্র কয়েকটি মাসের। কিন্তু কেউ জানতো না, এ ইতিহাসের সূচনা কোথায়।

"কমরেড! আপনারা একটু চুপ করুন। কমানডার-ইন-চীফ্ চু তে-কে কিছু বলতে দিন।"

সঙ্গে সঙ্গে জনসমাবেশে গভীর নীরবতা নেমে এলো।

কমানডার-ইন-চীফ্ চু সমস্ত সেনা বাহিনীর করতালি ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। তখন সকলের চোখে মুখে উত্তেজনা ফেটে পড়ছিল। আমি ভেবেছিলাম, তিনি উচ্চতায় লম্বা হবেন। কিন্তু তা নয়। তবুও যথেষ্ট গাম্ভীর্য আছে। যদিও তাঁর মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত শীর্ণ ও বিবর্ণ। কিন্তু তবুও মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত। তাঁর পোষাক ছিল অত্যন্ত সাধারণ। আমাদেরই মত একটি সামান্য জ্যাকেট ও খড়ের জুতো। সত্যি বলতে কি, তাঁর সামনে হাজির হওয়া সম্ভব।

তিনি পরিষ্কার ও ভারী গলায় কথা বলার আগে উপস্থিত জনতাকে দু'ভাগে ভাগ করে নিলেন। এবং 'সে চুয়ান' ভাষায় প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন:

"কমরেড! আপনারা যে অজেয় তুষারাবৃত পর্বতমালা জয় করে

এবং সাফল্যের সঙ্গে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা করে এখানে আসতে পেরেছেন তার জন্যে আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। এবং 'কানজে'-তে এসে যে চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছেন, তার জন্যে আমি আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। যদিও এখানেই আমাদের চলার পথের শেষ নয়। এখন আমরা উত্তর মুখে অভিযান শুরু করবো। এ কাজ শুরু করবার আগে আমরা দুটি বাহিনী সংযুক্ত হব। কারণ সংযুক্ত ছাড়া বা একত্রীকরণ ছাড়া কোন সাফল্যই অর্জন করা সম্ভব নয়। এ ছাড়াও আমাদের আগামীদিনের চলার পথে পড়ে আছে অসংখ্য জংলা-জলাভূমি। সুতরাং এই সমস্ত বিপদ সংকুল পথ পার হবার জন্যে আমাদের পূর্ব প্রস্তুতি একান্ত প্রয়োজন।"

বক্তৃতার এই জায়গায় এসে তিনি আমাদের 'কানজে' সীমানা সম্পর্কে—একটা ভূমিকা তুলে ধরলেন। যাতে ঐ এলাকা সম্পর্কে আমাদের একটা মোটামুটি ধারণা হয়। এবং এই প্রসঙ্গে তিনি একটা শুভ সংবাদও দিলেন। তিনি বললেন: "চেয়ারম্যান মাও অনেক আগেই প্রথম ফ্রন্ট আর্মিকে পরিচালনা করে সাফল্যের সঙ্গে বিস্তৃত জলা-জংলা ভূমি পার করিয়ে নিয়ে গিয়ে 'সেনসি-কানস্থ' সীমানায় জাপানীদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।"

বক্তৃতারত কমানডার-ইন-চীফ্ প্রতিটি কথায় আমাদের প্রতি তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন ঝরে পড়ছিল। নৈশ আহারের পর চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির রাজনৈতিক বিভাগের নাট্যসংস্থা আমাদের জন্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। এ অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছিল। এতে যে সংগীত সংযোজিত ছিল তার নাম: "আমাদের ভাইদের সাদর সম্ভাষণ" এবং "লালফৌজের আনন্দনৃত্য।" দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মির প্রতিটি সৈনিক এই অনুষ্ঠান দেখে অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে উঠেছিলেন। কারণ গত সাত আট মাসের পর আমারা এই প্রথম একত্রে সহজভাবে বসে একটি আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সুযোগ পেলাম।

আহারের পর আমাদের প্রত্যেক-কে উলের সয়েটার অথবা উলের একজোড়া করে মোজা দেখাত। যার যেমন প্রয়োজন তাকে সেইভাবেই বিতরণ করা হল। আমরা যারা দক্ষিণ দেশীয় মানুষ, তাদের কাছে এই ধরনের উপহার বিলাসের সামগ্রী। আমাদের মধ্যে যাঁরা গ্রাম থেকে এসেছিলেন, তাঁরা এর আগে কখনও উলের সয়েটার অথবা উলের মোজা চোখে দেখেননি। আমাদের মধ্যে কোন কোন সৈনিক, বাহিনীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা-কে প্রশ্ন করেছিলেন: "এগুলো আপনারা কোথায় পেলেন?"

তিনি জবাব দিলেন: "চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির কমরেডরা এই ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে আমরা যখন জলা-জংলা ভূমি দিনের পর দিন অতিক্রম করতে থাকবো, তখন আমরা ঠাণ্ডায় জমে যাব। সেইজন্যে তাঁরাই আমাদের জন্যে এগুলো তৈরী করেছিলেন। তাঁরা এ জিনিস তৈরী করবার আগে বেশ কিছুদিন এবং রাত্রি একটানা এর উলগুলোকে পরিষ্কার করেছেন, শ্রেণীভাগ করেছেন, পেঁজিয়েছেন এবং সুতো করেছেন।"

'টাওচেং'-এ যখন আমরা ছিলাম, তখন আমরা যথেষ্ট পোষাক না পাবার জন্যে উৎবিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। এখন যে আমরা শুধুমাত্র পোষাকই পেয়েছি তা নয়, খাদ্য বাসস্থান ইত্যাদি যে সমস্ত জিনিস প্রয়োজন, অপর্যাপ্তভাবেই পেয়েছি। ঠিক এই মুহূর্তে আমরা সকলেই বেশ স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছিলাম। আমরা সকলেই ঐ নতুন উলের জামাগুলো বার বার নেড়ে-চেড়ে দেখছিলাম এবং গায়ে দেবার চেষ্টা করছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন প্রস্তাব দিল যে আমরা অনায়াসেই এই উলের জামাগুলো 'প্যাক' করে 'সেনানির' উত্তরে বয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং সেখানে প্রথম ফ্রন্ট আর্মির কমরেডদের উপহার স্বরূপ প্রদান করতে পারি। কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমরা সর্ব সম্মতিক্রমে এ প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে উলের জামাগুলো সযত্নে 'প্যাক' করে রেখে দিলাম।

আমাকে এক জোড়া মোজা দেওয়া হয়েছিল। মোজার জমাট

বুনোনির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল চতুর্থ রুট আর্মির সৈনিকেরা এ জিনিস বোনবার সময়ে আমাদের প্রতি কি গভীর সহানুভূতি ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছে। কি ভালাবাসা প্রকাশ করেছে। তাঁরা 'কানজে'-তে বেশীদিন অবস্থানও করেননি। এবং তাঁদের পোষাকও আমাদের চেয়ে বেশী ভাল ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁদের পোষাক আমাদেরই মত ছিল। শুধুমাত্র বাড়তি হিসেবে তাঁরা একটা করে বাঁশের টুপি ব্যবহারের জন্যে পেয়েছিলেন। আমাদের মত তাঁদেরও ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রচুর গরম জামা-কাপড়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তবুও তাঁরা তাঁদের কথা না ভেবে, আমাদের প্রয়োজনের কথা ভেবেছেন। যখন আমি এ সব কথা চিন্তা করলাম, তখন আমার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

সেই রাত্রে আমাদের বাহিনীর ক্যাডারেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনায় বসলেন। পার্টি গ্রুপেরও আলোচনায় বসলো। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, আমরা কি করে আমাদের মধ্যে শক্ত বাঁধন গড়ে তুলতে পারি, কি করে আমাদের কঠিন সমস্যাগুলো সমাধান করে, আমরা আমাদের কর্তব্যের পথ উজ্জ্বলতর করতে পারি। কর্তব্য সমাধা করতে পারি। উপস্থিত সমস্ত সৈনিকেরাই আবার নতুন করে শপথ গ্রহণ করলেন যে, তাঁরা অদম্য এবং বীরোচিত শক্তিতে প্রাকৃতিক সমস্ত বাধা অতিক্রম করে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিরোধ করার জন্যে উত্তর অভিমুখে যাত্রা করবেন।

জলা-জংলা ভূমিতে আমাদের সরবরাহ কেন্দ্র/আং ই-শান

[১]

১৯৩৬ সালের শরৎকালের প্রথম ভাগ। আমাদের দীর্ঘদিন মার্চ করে 'কেচু' নদীর তীরে এসে পৌঁছেছি। এ-নদী 'হলুদ' নদীর উত্তর অংশে এবং অত্যধিক জলা-জংলায় পূর্ণ। আমাদের বাহিনী এই জলা-জংলা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলো এবং 'সেনসির উত্তরে অভিযান চালাবার কথা চিন্তা করছিল। সকাল হতেই সৈনিকেরা উপযুক্ত জায়গায় তাঁবু গাড়বার জন্যে বেরিয়ে পড়েছিল। আমরা ঠাণ্ডা জলে হাত-মুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হবার চেষ্টা করছিলাম। অতর্কিতে নদীর জল অতিক্রম করে একটা আর্ত চিৎকার আমাদের কানে এলো। আমাদের বাহিনী মুহূর্তে সচকিত হয়ে যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

হঠাৎ দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল। আমি চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম একটা বেঁটে লোক চিৎকার করতে করতে আমার দিকেই ছুটে আসছে। আমার মনে হল, সে তার কমরেডকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। কিন্তু শেষ বিস্ময়ে দেখলাম, সে আমাকেই ডাকছে।

"কমরেড! আপনি কি আং ই-শান?"

"হ্যাঁ!"

"তাড়াতাড়ি আসুন। কমানডার-ইন-চীফ্ চু-তে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।" তিনি দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

আমি তাড়াতাড়ি সেদিকে এগিয়ে গেলাম। একজন শক্ত-সমর্থ মানুষ নদীর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মাথায় ছিল ষাঁড়ের চামড়ার টুপি। বাতাসে আন্দোলিত হাচ্ছলো। আমার

পায়ের শব্দ পেতে চু-তে আমাকে অভিনন্দন জানাতে ঘুরে দাঁড়ালেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে পৌঁছবার জন্যে আরো দ্রুত পা চালালাম।

"কমরেড! আপনি কি সরবরাহের দায়িত্বে আছেন?"

আমি জবাব দিলাম, "হ্যাঁ!"

"তাহলে আপনি এই সরবরাহ কেন্দ্রের বণ্টনের দায়িত্বেও আছেন?"

"আপনার কথাই ঠিক।"

"ভালকথা। আপনি জানবেন কমরেড, এটা একটা গুরুতর দায়িত্বের বিষয়। আমাদের পিছনে দশ হাজার লালফৌজ রয়েছে। এবং তারা এদিকেই এগিয়ে আসছে। আমাদের মূল দপ্তরের নির্দেশ হচ্ছে চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির তত্ত্বাবধানে যে সকল সেনা বিভাগ আগে, তারা তাদের চামরী গাইগুলো (যা তারা যানবাহনের সাহায্যে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আনতে সক্ষম হয়েছে) আগত দশ হাজার সৈন্যদের জন্যে রেখে যাবো। এই বিস্তৃত জলা-জংলা ভূমি পার হয়ে যেতে এখনও আমাদের ছয় দিনেরও বেশী সময় লাগবে। সুতরাং প্রতিটি সৈনিক-কে প্রতিদিন চামড়া সহ আধ কিলোগ্রামেরও বেশী মাংস অথবা মাটন দেওয়া সম্ভব হবে না। বাকীটা আমাদের পশ্চাৎগামী সৈনিকদের জন্যে রাখতে হবে। নতুবা তারা এই জলা-জংলা ভূমি পার হতে পারবে না।" তিনি প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন: "ভেড়ার মাংসগুলো ভাল করে সিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। যাতে তার চামড়াগুলো পর্যন্ত ঐ মাংসের সঙ্গে খাওয়া সম্ভব হয়। ষাঁড়ের মাংস আরো বেশী করে সিদ্ধ করতে হবে। যাতে পাকস্থলা ও নাড়ী-ভুঁড়ি পর্যন্ত আমাদের সৈনিকেরা খেতে পারে।"

চু-তে সেনানীদের ভাষণ দেবার জন্যে একটি মাটির মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি এক হাত তুলে ঘোষণা করতে লাগলেন: "কমরেড! আপনারা জানেন যে, এই বিস্তৃত জলা-জংলা ভূমি পার

করে যাওয়া একটা কঠিন কাজ। আমরা আমাদের লং-মার্চের মধ্যে এত কঠিন কাজ সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ করতে পেরেছি, এই বিস্তৃত ভূমি অতিক্রম করে যাওয়া ও তার মধ্যে একটি বলে গণ্য হবে। যদি আমরা সফলকাম হতে পারি। কিন্তু দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মির কমরেডরা, যারা আমাদের পশ্চাৎ রক্ষীদল হিসেবে কাজে নিযুক্ত, তারা আমাদের চেয়েও অপদার্থ। তাদের কপাল আমাদের চেয়েও খারাপ। তারা এমনকি বন্য উদ্ভিজ্জও খাদ্য হিসেবে পায়নি। কারণ অগ্রগামী পদাতিক সৈন্যদল তাদের যে পথ দিয়ে নিয়ে এসেছে, সে পথ সরু পথ। উদ্ভিজ্জ বলতে কিছু নেই।

সুতরাং আমাদের মূল দপ্তর ঠিক করেছে যে, গতকাল আমরা শত্রুদের কাছ থেকে যত ভেড়া ও চামরী গাই কেড়ে নিয়েছি, সে-সব তাদের জন্যে রেখে দিতে হবে। এমনকি আমরা যে সমস্ত চামরী গাই যানবাহন মাধ্যমে বয়ে এনেছি সেগুলো পর্যন্ত ছেড়ে যেতে হবে। সুতরাং আমাদের কাজ হবে যতদূর সম্ভব ওদের জন্যে রেখে এগিয়ে যাওয়া।"

তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করতেই চারিদিকে আমাদের ধ্বনি উঠতে লাগলো। আমাদের সমস্ত যোদ্ধারা তাদের চামরী গাইগুলো আমাদের আগত ভাইদের ব্যবহারের জন্যে আমার হাতে তুলে দিল। তারপর তারা যাত্রা করলো।

বক্তৃতা মঞ্চ ছেড়ে যাবার আগে চু-তে আবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন: "কমরেড! আপনার যা কাজ ছিল তার কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হল। আপনি আপনার ঊর্ধ্বতন অফিসারকে বলতে ভুলবেন না যে, যেন কিছুই নষ্ট করা না হয়। এখন আমাদের কাছে ষাঁড়ের এক টুকরো মাংসও যথেষ্ট মূল্যবান।

[২]

সুতরাং আমরা ৩০০ জনেরও বেশী-সংখ্যক সৈনিক নিয়ে সরবরাহ রেশন খাদ্যের কাজে লেগে গেলাম। এ কাজে সহযোগীতা করবার

অগ্রে এগিয়ে এলেন আমাদের পশ্চাৎরক্ষা বাহিনীর ৬০নং বিভাগের সৈন্যদল। আমরা তাঁবু খাটালাম এবং জন্তুদের ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে রাখলাম। যে ঘাস বনের উচ্চতা আমাদের চেয়েও অনেক বেশী। এদের ওপর নজর রাখবার ব্যবস্থাও করা হল। এ ব্যবস্থার দায়িত্ব নিলেন রাজনৈতিক প্রতিনিধি।

চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির সমস্ত সৈনিকেরা এসে পৌঁছে গেল। আমরা আগেই অবগত ছিলাম যে, দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মির অগ্রগামী সৈন্যদল এখানে এসে পৌঁছাবার কিছুক্ষণ পরে তারা এসে পড়বে। সুতরাং আমরা খাবার আয়োজনের কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে শত্রুপক্ষ অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করে বসলো। আমরা তাদের গতিরোধ করলাম বটে তবে তারা আমাদের বেশ কিছু চামরী গাই টেনে নিয়ে চলে গেল।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মি হেড কোয়ার্টার্স পরিচালনা করছিলেন কমানডার হো লাং। তিনি এখানে এসে পৌঁছালেন পাঁচ দিন পরে। দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মির সেনানীদের দেখবার আগেই আমরা দূর থেকে তাদের গলার স্বর শুনতে পেলাম। তারা দূর থেকে আমাদের তাঁবু লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে লাগলো। যদিও আমরা তাদের জন্যেই বেশ কয়েকদিন ধরে প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তারা এখন এসে পৌঁছাতে আমরা কেমন যেন অসুখী বোধ করতে লাগলাম। তার একমাত্র কারণ আমরা বেশ কিছু ভাল ভাল চামরী গাই শত্রুদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছি।

হো লাং এখানে এসেই দাবী করে বসলেন: "সরবরাহের দায়িত্বে কে আছেন?"

"আমি, কমানডার!" আমি দৌড়ে গেলাম। তারপর তিনি পশুর মাংস কিভাবে বিতরণ করা হবে তার বিসদ বিবরণ চাইলেন। আমি আমার পূর্ব-নির্দেশ তাঁকে জানালাম এবং সেইসঙ্গে শত্রুর আক্রমণে যেকটি ষাঁড় আমরা হারিয়েছি সে কথাও তাঁকে জানানো হল।

'ওতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না, তিনি হাত তুলে জবাব

দিলেন। "আমাদের থামিয়ে রাখে এমন কোন শক্তি নেই" তিনি খাদ্য সরবরাহ সমস্যা সম্পর্কে আরো ভালভাবে জানবার জন্যে আমাদের অনেককেই নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। তারপর হো লাং অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে হিসেব করে প্রতিটি সৈনিকের প্রতিদিন মাংস সরবরাহের মোট অংশ থেকে আধ কিলোগ্রাম কমিয়ে দিলেন। এবং প্রতিটি সৈনিককে জানিয়ে দিলেন যে, তারা যেন বাকী খাদ্যের অংশটুকু মাছ ধরে মিটিয়ে নেয়। সৈনিকদের মাংস এবং মাটন সরবরাহের পর আমরা কমানডারদের খাদ্য সরবরাহের কাজে নামলাম। আমি হো লাং-এর খাদ্য তাঁর দেহরক্ষীর কাছে পৌঁছে দিলাম। কিন্তু তিনি সে খাদ্য নিতে অস্বীকার করে বললেন: "ফিরিয়ে নিয়ে যান।" তখন আমি বার বার তাঁকে খাদ্য গ্রহণের জন্যে অনুরোধ জানাতে লাগলাম। আমি বললাম আপনি যদি খাদ্য গ্রহণ না করেন তবে তিনি কিভাবে এত পথ মার্চ করে যাবেন। আমার এই কথায় তিনি মাংস গ্রহণ করে আবার আমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

"ব্যস্ত হবেন না কমরেড," তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন: "আমি আমার নিজের খাদ্য নিজেই জোগাড় করে নেব। আমার অংশ আগত সৈনিকদের জন্যে রেখে দিন।" এতে আমার হতবুদ্ধির ভাব দেখে তিনি মাথা তুলে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠে, মাছ ধরবার ভঙ্গি করে বেরিয়ে যেতে যেতে ঠাট্টা করে বললেন: "অপেক্ষা করুন। দেখতে পাবেন। আমরা নিজেরাই আমাদের খাদ্য জোগাড় করে নেব।" সত্যি কথা বলতে কি, যখনই আমাদের সৈন্যদল বিশ্রামের জন্যে ঘাঁটি গেড়েছে, তখনই তিনি মাছ ধরবার দায়িত্ব নিয়েছেন।

[৩]

দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মির শেষ দল যখন এসে হাজির হল, তখন আমাদের কর্তব্য কর্ম এবং দায়িত্ব শেষ হল। আমরা আমাদের কমরেডদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

তিনদিন ক্রমাগত পথ অতিক্রমের পর আমরা একটি পর্বতের সামনে এসে দাঁড়ালাম। পর্বতটি ঘন বনে ঢাকা। সামনে কর্দমাক্ত পথ এবং দিনরাত বন্যজন্তুর আনাগোনা। আমরা সেই পথ ধরে চলতে শুরু করলাম। শেষে অরণ্যানী এত ঘন এবং গভীর হয়ে এলো যে, আমাদের পথ চলা দায় হয়ে উঠলো। আমরা আর চলার পথ খুঁজে পেলাম না। তখন বাধ্য হয়েই আমাদের পথপ্রদর্শককে থামতে হল। এমনকি সামনে কোন মানুষের পদচিহ্ন পর্যন্ত নেই। যিনি পথ পরিষ্কার করতে করতে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দৌড়ে এসে প্রশ্ন করলেন, "তাহলে এখন আমরা কি করবো।" এই প্রশ্ন আমাদের সকলেরই। আমরা সকলেই প্রশ্নটাই আশা করছিলাম। কিন্তু আমরা যদি পথ চলা বন্ধ করি, তাহলে আবার আমরা আমাদের মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো এবং ফলে আমাদের সমস্যা আরো বাড়বে। শেষে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা এগিয়ে যাব। হঠাৎ সামনে কিছু সৈন্য আমাদের নজরে এলো। আমরা ভাবলাম, আমাদের মূল বাহিনীর কিছু অংশ। কিন্তু দুর্ভাগ্য! আমরা কাছে গিয়ে দেখলাম, এরা মূল বাহিনীর কিছু অংশ নয়। এরা ষষ্ঠ আর্মি গ্রুপের কিয়দংশ। এদের এখানে পাহারাদার করে পাঠানো হয়েছে। যখন সৈন্যেরা মার্চ করে যাবে তখন এদের কাজ হচ্ছে পাহারা দেওয়া। সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এরা খাদ্যের অভাবে এদের কর্তব্য কর্ম সমাপ্ত করতে পারেনি। এমনকি এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, এগিয়ে যেতেও পারেনি। বেশী সংখ্যক সেনানীরাই ভূমিতে শুয়ে আছে। এমনকি তাদের মধ্যে কিছু আবার অজ্ঞান অবস্থা।

আমরা তাদের ধরে বসবার জন্যে ছুটে গেলাম।

রক্ষী দলের রাজনৈতিক উপদেষ্টা বললেন, "আপনারা এগিয়ে যান, কমরেড। চলতে থাকুন। আমরা আপনাদের এখানে ধরে রাখতে চাই না।" তিনি মৃদু গলায় কথা বলতে বলতে থামলেন এবং আবার বলতে শুরু করলেন, "আপনাদের দেখে আমরা মনে খুব

শান্তি পাচ্ছি। আপনারা যখন আমাদের মূল বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবেন, তখন আমাদের পক্ষ থেকে নেতাদের জানাবেন যে, পার্টি যে দায়িত্ব আমাদের দিয়েছিল আমরা তা' পালন করেছি।"

কিন্তু আমরা কখনোই এদের এভাবে মরতে দিতে পারি না। আমাদের হাতে এখনও একটি ষাঁড় আছে। যার পিঠে আমাদের বন্দুকগুলো আসছে। আমরা ষাঁড়টিকে হত্যা করতেও অনিচ্ছুক। কিন্তু উপায়হীন হয়ে আমাদের তাকে হত্যা করতেই হবে এবং আমাদের সতীর্থদের ভোজে লাগাতে হবে।

আমরা এই বিস্তৃত জলা-জংলা ভূমি পার হবার কয়েকদিন পরেই আবার আমাদের এই দলটির সঙ্গে দেখা। যোদ্ধারা আমাদের দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলো। আমরা সমস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলাম: "আমাদের বিজয়ে আমরা গর্বিত। আমরা খুশি। আমরা আমাদের শপথ রেখেছি। অনেক পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার পর আমরা এই বিস্তৃত জলা-জংলা ভূমি পার হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।"

জটিল পর্বতমালার ওপরে/ও নীয়েন-গুন

যখন আমরা জটিল পর্বতমালার পাদদেশে এসে হাজির হলাম, তখন মূল দপ্তর আমাদের সরবরাহ বিভাগকে নির্দেশ দিলেন যে, আমরা আজই অপরাহ্ণ আড়াইটার মধ্যে সৈন্যদের খাদ্য প্রস্তুত করবার জন্যে যেন এই পর্বতমালার অপর দিকে চলে যাই।

ভোর তিনটেয় আমরা বেশ একটা পরিচ্ছন্ন প্রাতঃরাশ শেষ করলাম। আমরা আমাদের নির্ধারিত খাদ্য থেকে দুই তৃতীয়াংশ খাদ্য প্রাতঃরাশের কাজে লাগালাম। অর্থাৎ আমরা প্রতিজন ছ' আউন্স-এরও কম খাদ্য—বন্য শাক-সব্জির সঙ্গে সিদ্ধ করে খাবার ব্যবস্থা করলাম। ভোর সাড়ে তিনটের সময় আমরা অস্তমিত চন্দ্র এবং তারা-দলের আলোতে যাত্রা শুরু করলাম। অগ্রগামী দল আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। অল্প আঘাত-প্রাপ্ত সৈনিকদের ঘোড়ার পিঠে তুলে দেওয়া হল। এবং গুরুতর আঘাত-প্রাপ্ত সতীর্থদের স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হল। আমরা সংকীর্ণ গিরিপথ ধরে শ্রেণীবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ধারালো পাথরের কোণাগুলো আমাদের খড়ের জুতো ভেদ করে, সোজাসুজি পায়ে বিঁধে যাচ্ছিলো।

সামনের উপত্যকা থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে অপর্যাপ্ত ধুলো-বালি আমাদের চোখে মুখে তীব্রগতিতে আঘাত করছিল এবং শাসন করছিল। অনুমানে বোঝা গেল ঝড় আসতে আর বাকী নেই। আমাদের যদি সময় মত এই পর্বতমালা পার হয়ে যেতে হয় তবে এই ঝড়ের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় নামতে হবে। দেরী করলে শুধু মাত্র যে সারারাত এই তুষার ঝড়ের মধ্যে খালি পেটে কাটাতে হবে তাই নয়। আমাদের কর্তব্য কর্মেও অবহেলা করা হবে এবং আমাদের

উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। আমি ঘড়ি ধরে সময় হিসেব করে আমার দলকে তাড়াতাড়ি করতে বলছিলাম। গতি বাড়াবার জন্যে চাপ দিচ্ছিলাম। তখন মনে হচ্ছিলো সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে এবং আমাদের গতি ক্রমান্বয়ে ধীর হয়ে আসছে। মানুষের পা-গুলো যেন মানুষের শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছে। ওরা যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। প্রত্যেকের পা-গুলো এত ভারী হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের আর টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিলো না। প্রতিটি পদক্ষেপের জন্যে প্রচণ্ড পরিশ্রম ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল।

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ টানা একমাস পর যাত্রায় আমরা একদিনের জন্যেও ভর-পেট খেতে পাইনি অথবা একরাত্রি ভাল করে ঘুমোতে পারিনি। ক্রমাগত পরিশ্রমে আমাদের পেট যত খালি হয়ে আসছে, ততই বেল্ট জোরে বাঁধতে হচ্ছে। এমনকি আমরা চলতে চলতে ঘুমিয়েও পড়ছিলাম। কাঁধের বোঝা এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে আনা হচ্ছিলো এবং হাতের লাঠি এক হাত থেকে অন্য হাতে স্থানান্তরিত করা হচ্ছিলো। এমনকি একটা জলপাত্রের ওজনও মনে হচ্ছিলো আধ টন ভারী। সবচেয়ে বেশী কষ্ট হচ্ছিলো স্ট্রেচার বাহকদের। স্ট্রেচার বহন করে করে তাদের কাঁধ লাল হয়ে গিয়েছিল এবং ছিঁড়ে গিয়েছিল। স্ট্রেচার যাতে দাঁত থেকে পড়ে না যায় সেইজন্যে তাদের পথ দেখে দেখে এবং অত্যন্ত মনঃসংযোগে চলতে হচ্ছিলো।

কেউ কোন কথা বলছিল না। কারণ মুখ খুললেই বাতাসের সঙ্গে শরীরের শক্তি বেরিয়ে যাবে এই ভয়ে। এমনকি গল্পকার ওয়াং এবং সান টা—কাং, যাঁরা আমাদের দূত, তাঁরাও কোন কথা না বলে পথ চলছিলেন। মাত্র একটা শব্দই আমাদের কানে আসছিল, সেটা আর কিছুই নয়, একে অপরকে পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেবার শব্দ।

আমাদের রাজনৈতিক পরিচালক চ্যাং, যিনি আমার ঠিক পেছনেই আসছিলেন তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, "সান টা-কাং

আপনি এত নীরব কেন?"

"আমি জানি কেন," ওয়াং বললেন, "বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে।"

কথা শুনে আমি অবাক হলাম। যুবক সান ১৩ বছর বয়সে আর্মিতে যোগ দিয়েছে। এবং এই দীর্ঘ জীবনে এক দিনের জন্যেও বাড়ী যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। সান নিজেও কেমন যেন হত-বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তখন ওয়াং আবার চলতে শুরু করলেন, "এই জটিল পর্বতমালা সানের কাছে বাড়ীর মত ছিল। এই পর্বত-মালার চারিদিকে ফুলে এবং ফলে ভরা"। [এই জটিল পর্বতকে একটি বানরের বাসস্থান রূপে বর্ণনা করা হয়। বানরটির নাম ছিল 'সান'। তাকে বলা হয় যে, তিনি ছিলেন পশ্চিমের তীর্থ-যাত্রীদের অন্যতম ব্যক্তি। ১৬শ শতাব্দীতে এ প্রসঙ্গে একটি পৌরাণিক উপন্যাসও লেখা হয়। সেই উপন্যাসে দেখানো হয় যে, কি করে এই বানরটির ওপর অবিশ্বাস্য ক্ষমতা আরোপ করা হয়েছিল।] কথা শুনে রাজনৈতিক পরিচালক চ্যাং এবং আমি দু'জনেই হেসে উঠলাম।

ওয়াং-এর কথা শুনে সান বেশ উৎসাহ পেল। সে দৌড়ে ওয়াং-এর পাশে এসে দাঁড়ালো। সানের পেছনে যারা ছিল, তারা এই হাসি-ঠাট্টার রস উপভোগ করবার জন্যে এগিয়ে এলো। ওয়াং তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় ফিরে এসে চিৎকার করে বললেন, "এই জটিল পর্বতের বানরটিকে আমাদের সান টা-কাং অনুরোধ করে বলবেন যে, তিনি যেন এই জটিল পর্বতটি সরিয়ে নিয়ে আমাদের পেছনে যে সেনাদল আছে, তাদের আসবার পথ করে দেন। কারণ তাঁর নামও ছিল 'সান'। আজকে যিনি অনুরোধ করবেন, তার নামও 'সান'।" নীরব উপত্যকার মুহূর্তে হাসির কলরব ছড়িয়ে পড়লো।

এরপর আমি সময় পরীক্ষা করবার জন্যে আমার ঘড়ি বার করলাম। কিন্তু রাজনৈতিক উপদেষ্টা তাঁর ঘড়ি বন্ধ করলেন। তাঁর চোখে একটা সার্থকতার ছাপ ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেল। এই পর্বত অতিক্রমের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সাফল্যের পদক্ষেপ।

অতর্কিতে একটা উত্তেজনা অগ্রগামী সেনাদলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেল। একটা অশুভ-সংবাদ শোনা গেল: "এই পর্বতে একটা আকস্মিক ঝড় উঠেছে!"

এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে ধুলোর একটা বিশাল স্তম্ভ পর্বতের পিছন থেকে উঠে এসে সূর্যকে ঢেকে ফেললো। বাতাস হিংস্র পশুর মত গর্জন করে তেড়ে এলো। ঝুলন্ত তুষার আমাদের চোখ-মুখ ঢেকে দিতে লাগলো। আমাদের সৈনিকেরা হাত ধরাধরি করে মাটিতে বসে পড়লো। আমাদের পেছনে যে জলপাত্রটি বাঁধা ছিল, তা দিয়ে আমরা সামনের পাহাড় জমা বালি সরাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে আঁধার নেমে এলো। যদিও এখন মধ্যাহ্ন। অগ্রগামী দলের দূত শোকসংবাদ নিয়ে হাজির হল: "এই ঝড় আমাদের অনেক কমরেডকে গিরিখাদে ফেলে দিয়েছে।" এইজন্যে নির্দেশ এসেছে যে, আমরা যেন রাত্রে তাঁবু না খাটাই।

রাতে ঝড়ের গর্জন একটু কমলো। আমরা আগুন জ্বেলে আহতদের জন্যে গরম জল তৈরী করতে বসলাম। যাদের পোষাক ভিজে গিয়েছিল তাদের পোষাক পাল্টাবার ব্যবস্থা করলাম। ঘোড়াগুলো গাছের পাতা একটু একটু করে খেতে লাগলো। এখানে ঘাসের কোন আয়োজন ছিল না। আমরা দুটি ঘোড়া হত্যা করে আহতদের মাংস খেতে দিলাম। হাড়গুলো দিলাম কর্মীদের। পরদিন সকালে প্রাতঃরাশের জন্যে আমরা কিছু শস্য সরিয়ে রেখেছিলাম। যাতে আমরা পর্বত-শীর্ষে আরোহণের শক্তিটুকু সঞ্চয় করতে পারি।

যাত্রার আগেই আমরা খবর পেলাম যে, পর্বতের ওপরে জোর ঝড় চলছে। আমরা অনায়াসেই অনুমান করে নিতে পারলাম যে, তাহলে ঐ ঝড়ের সঙ্গে তুষার-পাতও ঘটছে। সত্যি কথা বলতে কি, তখন ওপরে অবিরাম তুষার-পাত ঘটছিল।

গভীর রাতে রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও আমি ঘুমন্ত সৈনিকদের পরিদর্শনের কাজে গেলাম। জোরে তুষার-পাত ঘটছিল। ঘন তুষার

গাছগুলোতে এক ফুট লম্বা হয়ে ঝুলছিল। অনেক জলন্ত আগুন তুষারের চাপে অন্তত্র সরে এসেছে। ফলে আমাদের অনেক সৈন্য ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়ে গেছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ করবার চেষ্টা করলাম যে, আহতদের অবস্থা মারাত্মক কিনা এবং যারা তুষারে চাপা পড়ে গিয়েছিল তারা এখন কোথায়।

পরিদর্শনের কাজ শেষ করে আমরা আমাদের তাঁবুতে ফিরে এলাম। রাজনৈতিক উপদেষ্টা কোনদিনও স্বাস্থ্যবান ছিলেন না। এখন আকস্মিকভাবে তাঁর শ্বাস কষ্ট শুরু হল। তাঁরা ঘাড়ে এবং মুখে রক্তিমাভা ফুটে উঠতে লাগলো। আমি তার পিঠ মর্দন করে দিতে লাগলাম। এবং যতক্ষণ না তিনি স্বাভাবিক হলেন, আমার এই কাজ চলতে লাগলো।

তিনি হেসে একটা গাছের ডাল আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "প্রবীন হু! আমার সন্দেহ হয় যে, পৃথিবীতে এমন কোন চিত্রকর আছেন কিনা, যিনি এই সুন্দর তুষার-পাতকে যথাযথভাবে আঁকতে পারবেন।" তিনি অতীতের একটি তুষার-পাতের স্মৃতি মন্থন করলেন। তিনি বললেন, "তখন তিনি একজন ভূস্বামীর অধীনে কাজ করতেন। একদিন রাত্রে প্রচুর তুষার-পাতের মধ্যেও তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল। তিনি যখন একটা ঘোড়ার আস্তাবলে শুয়ে শুয়ে কাঁপছিলেন, তখনও তাঁর ভূস্বামী হুকুম করছিলেন যে, ঘোড়াটাকে যেন ভালভাবে আচ্ছাদিত করা হয়। তার যেন শীত না লাগে। কিন্তু সে-সব পুরোনো দিনের কথা।" তিনি বলতে লাগলেন, "এখন আমাদের বর্তমান অবস্থায় ফিরে আসতে হবে। আজকের খবরে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের পনেরো জন স্ট্রেচার বাহন নিখোঁজ হয়েছে। যাইহোক, আমাদের এ ক্ষতির বিরুদ্ধে লড়তেই হবে। আগামীকাল অবস্থা আরো খারাপ হবে।"

"এই গভীর তুষার-পাতের মধ্যে আমরা বলতে পারি না যে, আমাদের এই পথের শেষ কোথায়। কোথায় গিয়ে আমরা সহজ হতে পারবো।"

আমরা যখন পরদিনের পর্বত অতিক্রমের ব্যাপারে আলোচনা চালাচ্ছিলাম, তখন দরজাটিতে আমাদের পেছনে একটা চিৎকার শোনা গেল। কারা যেন ডাকছে: "বিভাগীয় নেতা, রাজনৈতিক উপদেষ্টা শীঘ্রই বেরিয়ে আসুন।" আমরা তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম যে, একজন মানুষের আপাদমস্তক ব্যাণ্ডেজে বাঁধা। আমাদের উদ্বেগে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। শরীরের অর্ধেক তাঁবুর বাইরে তুষারে ঢাকা। তিনি আমাদের দেখে অনেক কষ্টে মাথা তুললেন। আমরা তখন চিনতে পারলাম যে, ইনি হচ্ছেন আমাদের সৈন্য বিভাগের কমানডার চ্যাং।

আমরা তাড়াতাড়ি তাঁকে আমাদের তাঁবুতে তুলে এনে আগুনের সামনে হাজির করলাম।

আমি কিছুতেই ধারণা করতে পারলাম না যে, এই গভীর রাতে প্রচণ্ড তুষার-পাতের মধ্যে তিনি কিভাবে এত ভয়ানকভাবে আহত হলেন।

তিনি ঘুরে ঘুরে আমাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁর চোখের পাতা ভারী হয়ে আসতে লাগলো। "আপনি এইমাত্র যা বললেন আমি শুনেছি। আমাদের অবস্থা আমরা প্রত্যেকেই জানি। এ-বিষয়ে আমিও চিন্তা করেছি। আপনি হয়তো এখানে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন।" কোনপ্রকার আপত্তিসূচক প্রশ্ন না করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন: "বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখতে আমি চলে যাব।"

"লালফৌজের প্রতিটি সৈনিক হচ্ছে বিপ্লবের এক একটি বীজ। আমরা যতক্ষণ বেঁচে আছি, আপনাকে ছেড়ে যেতে পারি না।" রাজনৈতিক উপদেষ্টা কথা বলতে বলতে কাশতে লাগলেন।

"আমিও এ-বিষয়ে চিন্তা করেছি। আমাদের বিপ্লব-শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে..." তিনি তাঁর সঙ্কল্প প্রকাশের জন্যে দাঁতে দাঁত চাপলেন। কিন্তু উত্তেজনায় তাঁর মুখমণ্ডল ঘামে ভিজে উঠতে লাগলো। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর মুখমণ্ডলে একবার হাত বুলিয়ে

আবার বলতে লাগলেন: "আমি এ-বিষয়ে ভালভাবেই চিন্তা করেছি। সেচুয়ানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ আমরা আমাদের সৈনিকদের বহন করে এনেছি। কিন্তু আমাদের জন্তে মারা গেছে এমন লোক ক'জন? আমার জন্তে কোন কমরেডের মৃত্যু হোক এটা আমি চাই না। বিপ্লবকে শেষ করবার জন্তে আপনাদের বেঁচে থাকা প্রয়োজন।" বক্তার চোখ দুটো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো।

আমরা তাঁর নাম ধরে ডাকলাম। কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না।

বাইরে অবিরাম তুষার-পাত ঘটছে। তাঁবুতে আগুনের শিখা অতর্কিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

গভীর রাত অতিক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার হাতে হাত রেখে নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু করলাম। যদিও আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা অত্যন্ত দুর্বল, তবুও তিনি অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন। যখন আমরা কোন খাড়াই পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তিনি বার বার আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলতে লাগলেন: "সাবধান কমরেড! সাবধান।" তাঁর ভয়ানক কাশির জন্তে সে কথা চাপা পড়ে যাচ্ছিলো।

এখন আমরা একটি খাড়াই পর্বতের পাদদেশে এসে হাজির হয়েছি। গতরাতে আমাদের অগ্রগামী দল এখানেই ঘাঁটি গেড়েছিল। আমরা দেখলাম ঘন তুষারের নীচে আমাদেরই একজন সৈনিক রাস্তায় জমে আছে। হাত দুটো শক্ত মুঠো করা। হাতে পার্টির সদস্যভুক্ত কার্ড ও কিছু রৌপ্য ডলার। কার্ডে লেখা আছে: "লিউ চী-হাই, চীনা কমুনিষ্ট পার্টির সদস্য। ভর্তি ১৯৩৩ সালের মার্চে।"

কার্ড এবং রৌপ্য মুদ্রা কটি হাতে নিয়ে আমি মাথা নত করে নিশ্বাস নিয়ে বললাম: "কমরেড চী-হাই, শান্তিতে বিশ্রাম করুন। আমি আপনার কার্ড ও সদস্যভুক্তির বাকী চাঁদা পার্টিকে দিয়ে দেব।"

আমাদের উপদেষ্টা খাড়াই পর্বতের সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখবার

চেষ্টা করলেন যে, আমাদের কোন স্ট্রেচারবাহককে দেখা যায় কি না। আমাদের অনেক আহত সৈনিকও তাঁকে দেখে চোখের জল ফেলতে লাগলো। সকলেই বুঝলো যে, তিনি আর হাঁটতে পারবেন না। তার হেঁটে যাবার আর কোন শক্তি নেই। একজন স্ট্রেচার-বাহক-কে পাওয়া গেল। সে বলল: "আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা আমাদের কাজ যে-ভাবেই হোক শেষ করবো!"

আমাদের সেনানীরা এগিয়ে যেতে লাগলো। আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা সেই তুষার শীর্ষে ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে অবিরাম কাশতে কাশতে সৈনিকদের উৎসাহিত করবার জন্যে বলতে লাগলেন: "সৈনিকরা! আপনারা এগিয়ে যান! এগিয়ে যান!"

তাঁর কর্কশ গলার স্বর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। তিনি তুষারে পড়ে গেলেন। তাঁর রক্ষী চিৎকার করে উঠলো: "আপনি উঠুন! উঠুন!" তিনি ধীরে ধীরে চোখ খুলে তার আশপাশের লোকদের দিকে তাকালেন। এবং একবার অগ্রগামী সেনাদলকেও দেখে নিলেন। তিনি অনেক কষ্টে আবার নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন: "এগিয়ে যান!" তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তিনি আবার বলতে লাগলেন: "আমিও এগিয়ে এসেছি। কমরেড! চীনের জনগণ আমাদের অপেক্ষায় আছে।" তিনি তাঁর রক্ষীর গালে নিজের গাল চেপে ধরলেন। আমার সঙ্গে কর মর্দনের চেষ্টা করলেন। তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

আমরা তুষারের মাঝে কবর খুঁড়ে চোখের জলে তাঁকে সমাহিত করলাম। তারপর তাঁর ঘড়িটা পকেটে রেখে উত্তর বাতাসের গভীর তুষার-পাতের মধ্যে আমাদের অগ্রগামী দলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম।

আমাদের সৈন্যদলের "রাজনৈতিক প্রতিনিধি ওয়াং"/চাও লীরেন-চেং

১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে আমি ৩১ নং সেনাবিভাগের হাসপাতালে নার্স হিসেবে বদলি হয়ে গেলাম। যখন সেখানকার কমরেডরা শুনলো যে, আমি দ্বিতীয় বিভাগের সৈন্যদলে ছিলাম, তখন তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে বললো: "আপনার ভাগ্য ভাল যে আপনি আমাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ওয়াং-এর সৈন্য বিভাগে থাকবার সুযোগ পেয়েছেন। এবং এতে আপনার ভালই হয়েছে।" আমরা যদি রাজনৈতিক প্রতিনিধিকে আমাদের সেনাবিভাগে পেতাম তবে কেমন হত? আমি যখন মনযোগ দিয়ে এই কথাগুলো শুনছিলাম, তখন আমার মত বয়সেরই একজন কমরেড হঠাৎ আমাদের কাছে ছুটে এসে বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে আমার হাত চেপে ধরলেন। তার অবস্থা দেখে মনে হল আমরা যেন দুজনে বহুদিনের পুরোনো বন্ধু।

যিনি এতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি এই বিভাগের রাজনৈতিক উপদেষ্টা। তিনি আগন্তুককে দেখে বললেন: "আপনি ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কমরেড চা-ও আপনার বিভাগে কাজ করবার জন্যে এসেছেন। আপনি এঁকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান।"

"আমি তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যেই এখানে এসেছি।" তিনি বেশ উৎসাহের সঙ্গে কথাটা বললেন।

আমি যখন তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছি, তখন রাজনৈতিক উপদেষ্টা আমায় বললেন: "কমরেড ওয়াং সহি-সেং, এঁনাকে বন্ধু নিতে ভুলবেন না।" সুতরাং আমি বুঝলাম যে, এই ভদ্রলোকের

নামও হচ্ছে ওয়াং। তাহলে 'রাজনৈতিক প্রতিনিধি, ওয়াং-এর নাম যে আমরা শুনে আসছি ; ইনি কি সেই ব্যক্তি ? আমি এক পলক তার দিকে তাকালাম। দেখে মনে হল বয়স ১৭। তার বেশী নয়। অর্থাৎ আমার চেয়ে বয়স খুব একটা বেশী হবে না। এত অল্প বয়সে রাজনৈতিক উপদেষ্টার পদ পেতে বড় একটা দেখা যায় না।

আমরা আমাদের সেনা নিবাসে এসে উপস্থিত হবার পর তিনি আমাকে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে সাহায্য করলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন যে, আমি কবে লালফৌজে যোগ দিয়েছি এবং তার আগে কি করতাম। আমি আমার ইতিহাস জানাবার পর তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "আমি লালফৌজে যোগদানের আগে অত্যন্ত ভীতু লোক ছিলাম। তার কথা শুনে বুঝলাম যে, আমরা দু'জনেই গরীব পরিবার থেকে এসেছি। গরীব পরিবারের জীবনে সুখী হবার একটা রাস্তাই খোলা ছিল লালফৌজে যোগ দেওয়া এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাচারী শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের জমি কেড়ে নেওয়া।" তিনি কথা বলতে বলতে থামলেন এবং মেঝের একটা জায়গা লক্ষ্য করে বললেন, "আপনি এই জায়গায় ঘুমোবেন। আপনার কিছু প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবেন। যাইহোক, আমাদের জিনিস-পত্র এই সেনা বিভাগের সকলেই ব্যবহার করতে পারবে।"

তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, "লালফৌজে সেবার কাজ গ্রহণ করাও একটা সম্মানের কাজ। আমরা আমাদের সেবার কাজ এত সুন্দরভাবে করবো যে, আমাদের আহত এবং অসুস্থ বন্ধুরা তাড়াতাড়ি হাসপাতাল ছেড়ে চলে যেতে পারে। কারণ এতে বিপ্লবের সাফল্যের গতি বাড়বে।

ভদ্রলোক সত্যিই ভাল কথা বলতে পারেন। এবং আমি যা জানি, তার চেয়ে অনেক বেশী জানেন-ও। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম তিনিই হচ্ছেন আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি ওয়াং—আমরা সেনা বিভাগের নেতা। যদিও তাঁর এই—"প্রতিনিধি পদটি অত্য

হাসপাতালের কর্মীরা তাঁকে দিয়েছিল।"

জুন মাসে আমরা 'লুহো' থেকে যাত্রা করেছিলাম। 'লুহো' হচ্ছে সেচুয়াং প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমের একটি শহর। তারপর আমরা প্রবেশ করেছিলাম একটি বিস্তৃত জলা-জংলা ভূমিতে—বলা যেতে পারে একটি বৃহৎ প্রসারিত জলাভূমি, যা কাদা ও পচা ঘাসে আকীর্ণ। আমাদের পক্ষে এই বিস্তীর্ণ এলাকা পার হওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। কমরেড ওয়াং সী সেং সমস্ত পথ আমাকে তার পাশে রেখেছিলেন। আমরা যখন আমাদের পর্যায়ের যাত্রা শেষ করে তাঁবু গাড়লাম তখন আমি ভয়ানক অসুস্থ। এত অসুস্থ যে নড়াচড়া অসম্ভব। আমি আর চলতে না পেরে শুয়ে পড়লাম। ওয়াং তখন গরম জল ও রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমাকে একটি কবিতা পাঠ করবার জন্যে চাপ দিত। কবিতাটি হল: "যখন তুমি পা পরিষ্কার করবে, হাঁটু পর্যন্ত করবে। তাহলে তোমার ক্ষত পদটি সহজভাবে নড়বে।" তারপর তিনি এই একই কবিতা আরো অন্যান্য কমরেডদের আবৃত্তি করবার জন্যে চাপ দিতেন।

চলতি পথে যখনই আমার খিদে পেত, তখন আমি আমার নির্দিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দের শুকনো খাদ্য গ্রহণের কথা ভাবতাম। কিন্তু তিনি সব সময়ই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতেন, "আমাদের নির্দেশ কি আছে স্মরণে রাখবে। আমাদের নির্দেশে বলা আছে, শুকনো খাদ্য বিপদের সময় ব্যবহার করবে।" কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি যখন আমার ক্ষুধার সঙ্গে যুদ্ধ করে পেরে উঠতাম না। তখন শুকনো খাদ্য গ্রহণ করতাম। এইভাবে আমার বরাদ্দ সমস্ত শুকনো খাদ্য একদিন শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি নিজেকে অভুক্ত রেখে তাঁর বরাদ্দ খাদ্য থেকে কিছুটা আমাকে দিয়েছিলেন।

কিছুদিন পর আমাদের সমস্ত বরাদ্দ খাদ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। তখন আমাদের বাধ্য হয়ে বন্য উদ্ভিদের পাতা ঘোড়ার চামড়ার সঙ্গে সিদ্ধ করে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হত। কিছু কিছু উদ্ভিদের পাতা অত্যন্ত বিষাক্ত। ফলে যাঁরা ঐ পাতা খেয়েছিলেন তাদের শরীর

ঝুলে গিয়েছিল।

ওয়াং, যিনি জীবনে কখনও পড়ে যাননি, একদিন সত্যি সত্যিই আমার পেছনে পড়ে গেলেন। আমার মনে হল, তিনি বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সুতরাং তাঁর জন্যে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন, আমি তাকে দেখে দু'পা পিছিয়ে গেলাম। আমি দেখলাম তার সমস্ত মুখটা কাগজের মত শাদা হয়ে গেছে। চোখ দু'টো ঝুলে পড়েছে। এবং তিনি ভয়ানক-ভাবে কাঁপছেন।

"আপনার শরীরের এই অবস্থা আমাকে আগে বলেননি কেন?" আমি তাঁকে বেশ ধমকে দিয়েই বললাম।

আমার কথা শুনে তিনি বেশ কষ্ট করে আমাকে বললেন, "ব্যস্ত হবেন না। আমি ঠিক আছি। আপনি এগিয়ে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করুন।" আমি যখন আমার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করতে গেলাম, তিনি ধাক্কা দিয়ে আমার হাত সরিয়ে দিলেন।

তারপর আমাদের দল একটি ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করলো। আপাততঃ দৃষ্টিতে সীমাহীন। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। দীর্ঘ দিনের ঘন গাছের সারি ভূমিতে পড়ে আছে। দীর্ঘ দিন এক ভাবে থাকার ফলে সবুজ পাতাগুলো এখন হলুদ রং-এ রূপান্তরিত। আদিগন্ত পথ পাতায় পূর্ণ। যেন গালিচা পাতা। পাশেই খর-স্রোতা ঝর্ণা।

পাতায় এবং কাদায় পূর্ণ দীর্ঘ পথ আমরা অনেক পরিশ্রমে পার হবার চেষ্টা করতে লাগলাম। চারটে বাজতে না বাজতেই ঘন আঁধার নেমে আসতো। ঘন বন আঁধারে পূর্ণ হয়ে গেলে অত্যন্ত ভয়ের কারণ হয়ে পড়তো।

আমরা রাতে একজায়গায় ঘাঁটি গাড়লাম। পাশে ওয়াং দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে। মনে হল তিনি কর্তব্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি বন্ধ উদ্ভিজ্জের সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন। জ্বালানি কাঠের আঁটি সঙ্গে করে ফিরে এলেন। আগুন জ্বাললেন এবং জল গরম করলেন।

আমার মনে হল তিনি নিশ্চয়ই বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

"কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম নিন," আমি তাঁকে চাপ দিয়েই কথাটা বললাম। পরে বললাম, "আপনি সব সময় অপরের জন্যে না ভেবে কিছু সময় নিজের জন্যেও ভাবুন।"

তিনি হেসে মৃদু গলায় বললেন, "কিছু হালকা ধরনের কাজ করলেই আমি আবার সুস্থ হয়ে যাব।"

আগুন জেলে বন্য উদ্ভিদ সিদ্ধ করা হল। কিন্তু ঘোড়ার মাংস কি আমাদের এখন খাওয়া উচিত হবে? আমাদের হাতে আর মাত্র দুটি ঘোড়া বর্তমান। এটা খুবই উদ্বিগ্নের ব্যাপার। আমার কি জীবনে কোনদিনও এই বিস্তীর্ণ চাষ-হীন, মানুষহীন, বসতিহীন জলাভূমি পার হতে পারবে?

"আমার মনে হচ্ছে……" আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, "আমরা কোনদিনও এই জলাভূমি থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো না। সুতরাং শুকনো খাদ্যই গ্রহণ করা যাক।"

তিনি সঙ্গে সঙ্গে অনেক কষ্টে মাথা তুলে বললেন, "এখনই হতাশ হয়ে পড়ছেন। না, আমরা এখনও আমাদের বরাদ্দ শুকনো খাদ্য সংরক্ষণ করবে। র‍্যাসন ব্যাগ খুঁজে দেখুন যে, সেখানে তরল খাদ্য কিছু পাওয়া যায় কিনা। তাহলে সেটা বন্য উদ্ভিদের চেয়ে অনেক ভাল হবে।"

সত্যি কথা বলতে কি, আমার চলার পথে আমি এ কাজ অনেক-বার করেছি। কিন্তু তাহলেও আমি বলবো যে আমার পছন্দ বলে কিছু ছিল না। তবুও আমি আমার দুটো র‍্যাসন ব্যাগ ভাল করে খুঁজে দেখলাম যে, তরল পানীয় কিছু পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, তখনও আমার ব্যাগে কিছু তরল পানীয় জমা আছে।

অতর্কিতে ঝড় শুরু হল। গাছের ডালগুলো ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। আকাশ হঠাৎ ঘন আঁধারে ডুবে গেল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। তারপর ঝড়-বৃষ্টির তুমুল গর্জন উপত্যকায় ধ্বনিত হতে

লাগলো। আমি আমার পানীয় পাত্রটা ভাল করে চেপে ধরলাম, যাতে সেটা প্রচণ্ড ঝড়ে উলটিয়ে যেতে না পারে। কিছুক্ষণ পরেই ডিমের আকারে বড় বড় শিলা খণ্ড গাছপালা ভেদ করে ছুটে আসতে লাগলো এবং পাহাড়ের গায়ে অবিরাম আঘাত করতে লাগলো। আমার ভয় হতে লাগলো এই ভেবে যে আমাদের স্কোয়াড লীডার হয়তো আঘাত পেতে পারেন। সুতরাং আমি আমার পানীয় পাত্রটা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি তাঁকে সাহায্যের জন্যে ছুটলাম। কিন্তু তিনি আমার হাতটা জোরে ছাড়িয়ে নিয়ে যতদূর সম্ভব চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "তাড়াতাড়ি কোথাও আশ্রয় নিন। আমি নিজেই হেঁটে যেতে পারবো।"

আমি এলোমেলো ছুটতে ছুটতে আমাদের প্রধান রাঁধুনী 'লী'-র ঘাড়ে গিয়ে পড়লাম। তিনিও আশ্রয়ের জন্যে এলোমেলো ছুটতে লাগলেন। আমি দূরে মাটিতে একটা বড় কড়া পড়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিয়ে মাথা বাঁচালাম। এই শিলাখণ্ডগুলো নানাদিকে ছোটাছুটি করে নানা ধরনের শব্দ করতে লাগলো।

আমি রাঁধুনীকে চিৎকার করে বলতে লাগলাম, "তাড়াতাড়ি চলে আসুন। মাথা বাঁচাবার পাত্রটা ভালই হয়েছে।

লী আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে বললেন, "আমি জানি, আপনি শক্তিশালী।" এই কথা বলে তিনি আমার কড়ার নীচে এসে দাঁড়ালেন। শিলাখণ্ড আমাদের মাথার ওপরে কড়াতে পড়ে অদ্ভুত শব্দ করতে লাগলো। তাতে তিনি রসিকতা করে বললেন, "শব্দগুলো বড়ই প্রাণবন্ত।"

আমি তখন নীরবে আমাদের স্কোয়াড লীডারের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। তাঁকে ছেড়ে আসাতে আমি দুঃখিত এবং লজ্জিত। যখন শিলাবৃষ্টি একটু কমলো, তখন আমি তাড়াতাড়ি একটা গাছের তলায় এসে আশ্রয় নিলাম। সেখানে আমি ওয়াংকে দেখতে পেলাম। দেখে মনে হল তিনি কিছু জিনিস একত্রিত করার চেষ্টা করছেন। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আপনি কি আঘাত পেয়েছেন।"

তারপর তিনি বাটির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "ওহে দেখছো সব শেষ।" বাটিকে ভেবে দেখলাম পারীর-পাত্রটা উলটিয়ে গেছে। বড় পাতার মুখ স্তূপীকৃত ছাইয়ের ওপর ছড়িয়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে আমি হতবাক হলাম। প্রবীণ লী সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে অত্যন্ত ভদ্রভাবে বললেন, "ক্ষতির জন্যে ভেবে লাভ নেই। আমার কাছে ছোট এক পাত্র চিংকো বার্লি আছে আসুন, আমরা সেটা জল দিয়ে পান করি।"

"তা' কি করে হয়।" ওয়াং তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "ওটা রেখে দিন। আমাদের এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।"

"কিন্তু আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত," লী জবাব দিলেন। "আমাদের সঙ্গে যে ঘোড়ার মাংসটুকু আছে আপনি আহার করুন। তা' না হলে আমরা বার্লি খাই কি করে।" এই কথা বলে তিনি তাঁর কাঁধের র‍্যাসন ব্যাগটা নামিয়ে তার ভেতরের জিনিসগুলো বার করবার জন্যে ভাল করে ঝাড়লেন। কিন্তু কিছুই আত্মপ্রকাশ করলো না। তিনি আরো ভাল করে নজর দিয়ে দেখার ফলে কিছু বার্লি থলের এক কোণায় পাওয়া গেল।

"ভালই হোক আর মন্দই হোক, কিছুটা পাওয়া গেল," লী বেশ হতাশ হয়েই কথাটা বললেন। "এতেই যথেষ্ট হবে।"

আমি যখন বার্লি জাল দিচ্ছিলাম, তখন লী-র ঘোড়ার কথাটা আমার মনে উঁকি দিয়ে গেল। আমরা যখন প্রথম জলাভূমিতে প্রবেশ করি তখন একদিন রাত্রে আমরা কোনপ্রকার তাঁবু না খাটিয়ে রাত্রিবাসের আয়োজন করি। ওয়াং রাত্রিবাসের এই অবস্থা দেখে প্রথমে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। পরে আবার ফিরে এসে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখাবার জন্যে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখলাম এক জায়গায় আমাদের অগ্রগামী দল ঘোড়ার চামড়া স্তূপীকৃত করে রেখে গেছে। আমরা সেগুলো নিয়ে এসে আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টার হাতে তুলে দিলাম। তিনি ওগুলো পেয়ে প্রতিটি সৈনিককে টুকরো টুকরো করে দান করলেন। প্রত্যেক

চামড়ার টুকরোটি আমরা জুতো বাঁধবার কাজে লাগালাম। আমরা সেই ছোট চামড়াটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে পায়ের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধলাম। আর বড় চামড়ার টুকরোটি আমাদের মাথার টুপির সঙ্গে সেলাই করে একটা তারকা চিহ্ন এঁকে দিলাম। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, সেই টুপির চামড়া ও জুতোর চামড়া সমস্তই সিদ্ধ হয়ে আহারের প্রয়োজনে পেটে চলে গেছে।

আমি যখন রান্না করছিলাম, আমার পেট-টা গুড় গুড় শব্দ করছিল। ওয়াং একটা শুকনো গাছের ডালে হেলান দিয়ে উৎসুক চোখে তাকিয়ে দেখছিল। তার মুখের রং ছিল পাণ্ডুর। চোখ দুটো আগুনের দিকে স্থিরভাবে নিবদ্ধ ছিল। আমি দাঁড়িয়ে তার কপালে হাত রেখে দেখলাম শরীর অত্যন্ত গরম। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। আমি বললাম: "এখন আপনি কি করবেন? আমি অস্থির হয়ে ইতস্ততঃ পাইচারি করতে লাগলাম।" ওয়াং লাফিয়ে উঠে বললো, "অস্থির হবেন না চাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আমি এক বাটি বার্লি তৈরী করে তাঁকে খেতে দিতে গেলাম। কিন্তু তিনি মৃদুভাবে মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বললেন, "আমার খিদে নেই।"

লী চাপ দিয়ে বললেন, "আপনি নিঃস্তেজ হয়ে পড়েছেন। কিছু খেলে সুস্থ বোধ করবেন।"

আমি তাঁকে আলিঙ্গন করলাম। আমার দু'চোখ জলে ভরে উঠলো। আমি বললাম, "আপনি যদি না খান, তবে আমরাও খাব না।"

হঠাৎ তিনি নিজেকে প্রতিপন্ন করবার জন্যে বলে উঠলেন, "ঠিক আছে। আমি খাব।" তিনি কাঁপতে কাঁপতে ঐ বার্লির বাটিটা নিজের হাঁটুর ওপর রাখলেন। তারপর বার্লিটা খেতে গিয়ে হঠাৎ গলায় আটকে গেল। আমার মনে হল, আমি যদি বার্লিটা আরো একটু পাতলা করে দিতে পারতাম। কিন্তু এখন ভেবে আর কোন লাভ নেই।

রাতের আঁধার নেমে আসছে। আমরা একটা গাছের নীচে সমান্তরাল জায়গা দেখে রাতের মত পাতার বিছানা তৈরী করলাম। গভীর রাতে আমাদের স্কয়াড লীডার সেই গাঢ় আঁধারে আমার দিকে একভাবে তাকাতে লাগলেন। যেন আমাকে প্রথম দেখছেন। আমি অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে তাঁকে বিশ্রাম নেবার জন্যে অনুরোধ জানাতে লাগলাম। কিন্তু তিনি একভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে বললেন, "আগামী দিন সকালে আমি নিজেই রান্না করবো। আমাদের এবারের যাত্রার পথ অত্যন্ত কঠিন। আপনার আরো বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।"

মধ্যরাত্রে আবার নতুন করে বৃষ্টি নামলো। তাঁর গায়ের চাদরখানা তিনি আমার গায়ে দিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি দেখলাম তাঁর শরীর অর্ধেকটা ঢাকা। আমরা যতবারই বৃষ্টির মধ্যে খোলা জায়গায় ঘুমোবার চেষ্টা করেছি তিনি প্রতিবারই নিজের গায়ের চাদর অপরের গায়ে দিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। এখন অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি একই কাজ করবার চেষ্টা করছেন।

কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থামলো। বহ্ন্যুৎসবের আলো আমাকে জাগিয়ে দিল। আমি বুঝতে পারলাম যে, ভোর হয়ে এসেছে। সুতরাং আমি তাড়াতাড়ি উঠে স্কয়াড লীডারের জন্যে ঘোড়ার চামড়ার স্যুপ তৈরী করবার আয়োজন করতে লাগলাম।

স্যুপ প্রস্তুত করে আমি একবাটি তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। আমি বার বার তাঁকে ডাকলাম। কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। তখন আমার উত্তেজনা বেড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি চাদরটা সরিয়ে দেখলাম তাঁর শরীরটা শক্ত হয়ে গেছে। চোখ স্থির। তিনি তখনও আমার দিকে তাকিয়ে। আমার হাত থেকে বাটিটা পড়ে গেল। আমি একচোখ কান্না নিয়ে তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

প্রবীণ রাজনৈতিক উপদেষ্টা লী এবং আরো অন্যান্য কমরেডরা ছুটে এসে আমাকে টেনে তুললেন। আমরা সকলে তাঁর পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম। আমরা তাঁকে

গাছের পাতা ও চাদর দিয়ে মুড়ে মাটিতে কবর দিলাম।

এইভাবে আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ওয়াং সং-মার্চের সময়ে শেষ বিশ্রাম নিলেন। কিন্তু কমরেডদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা আমাদের কঠিন যাত্রাপথে প্রচণ্ডভাবে উৎসাহ জুগিয়েছিল।

প্যাটসো অধিকারের লড়াই / চেং লীপাই

'মেকাং'-এ এসে কেন্দ্রীয় লালফৌজের সঙ্গে চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মি যুক্ত হবার পর, একটানা উত্তর অভিযানে, এতক্ষণে আমরা বিশ্রামের সুযোগ পেলাম। আমাদের সেনানীরা 'মেওয়ারকাই'-এ এসে পৌঁছাবার আগেই কৌমিনটাং জেনারেল হু সাং-নান আমাদের পথ রোধ করবার জন্যে 'চিউচিজে' ও 'প্যাটসো'-তে প্রচুর পরিমাণে সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন। সেই একই সঙ্গে 'সাংপান'-এ অবস্থিত ৪৯নং বিভাগীয় সেনানীদের সেখান থেকে সরিয়ে এনে 'প্যাটসো'-তে যুক্ত করলেন। এর একমাত্র কারণ আমাদের উত্তর থেকে পূর্বমুখী অভিযানে বাধা সৃষ্টি করা এবং পথ অবরোধ করা।

এই অবস্থায় আমাদের নেতারা নির্দেশ পাঠালেন যে, আমাদের ৩০নং বিভাগীয় সেনানীরা যেন শত্রুপক্ষের ৪৯নং বিভাগীয় সেনানীদের তাড়িয়ে দিয়ে 'প্যাটসো' দখল করে। সুতরাং আমরাও সেইভাবে প্রস্তুতি নিলাম। তখন আমাদের মূল দপ্তর সরিয়ে 'মেওয়ারকাই'-এ আনা হয়েছিল। যখন আমরা 'মেওয়ারকাই' অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম তখন আমরা আমাদের চেয়ারম্যান মাও ও অন্যান্য নেতাদের দেখতে পেলাম।

আমাদের যুদ্ধ-নেতা সু সীয়াং-চিয়েন চেয়ারম্যান মাও-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের করমর্দন করলেন। তাঁর পরনে ছিল সাধারণ একটা নতুন পোষাক ও

মাথায় টুপি। হাতে একটা ম্যাপ। উত্তর-অভিযানের নক্সা। যেহেতু তখন আমরা একটা মন্দিরে অবস্থান করছিলাম, সেইহেতু আমাদের কোন চেয়ার, টেবিল অথবা কোন যন্ত্রপাতি ছিল না। সেই কারণে আমরা ম্যাপটা মাটিতেই বিছিয়ে নিলাম। আমরা ঘিরে কিছু সংখ্যক কাঠের তক্তায় বসে পড়লাম। আর কিছু সংখ্যক দাঁড়িয়ে রইলাম। চেয়ারম্যান মাও গভীর আগ্রহের সঙ্গে আমাদের দলের খবরা-খবর নিলেন। কতজন আহত হয়েছেন। আমাদের দলের লোকসংখ্যা কত। যোদ্ধাদের মানসিক অবস্থা। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, খাদ্য ইত্যাদি। তিনি তখন আমাদের এই নির্দেশ দিলেন যে, আমরা যেন আমাদের প্রতিশ্রুত যুদ্ধ চালিয়ে যাই। এবং জাপানীদের প্রতিরোধ করবার জন্যে কোথায় আমাদের কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কেও আলোচনা করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি একথাও পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, জাপানীদের প্রতিরোধ করবার জন্যে সারা দেশ ব্যাপী একটা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। সুতরাং সমস্ত অবস্থাটাই এখন আমাদের বিশেষভাবে সপক্ষে আছে।

তিনি যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন। সেনাদলের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ইতিহাস কোনদিনও তা মুছে ফেলতে পারবে না।

আগামী যুদ্ধ-জয়ের স্থির সঙ্কল্প এবং বিশ্বাস নিয়ে আমাদের দলের সমস্ত কমরেড ও যোদ্ধারা বিস্তীর্ণ জলাভূমি অতিক্রম করে 'প্যাটসোর' দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

'প্যাটসো' প্রতিরোধ করবার জন্যে হু সাং-নান তাঁর সেনাদলের মূলদপ্তর সরিয়ে একটা লামাদের মঠে এনে স্থাপন করেছিলেন। এই লামাদের মঠ একটা পাহাড়ের ৫০০-৬০০ মিটার ওপরে অবস্থিত ছিল। সামনে ছিল একটা ছোট্ট নদী। নদীটা প্রস্থে ছিল ২০ ফিট। যেহেতু সময়টা ছিল বর্ষাকাল এবং আমাদের অবস্থান ছিল জলাভূমিতে, সেইহেতু এই নদীর গভীরতা ও স্রোত স্বভাবতই তীব্র হয়ে উঠেছিল। এই নদীটা ছিল আমাদের কাছে একটা

প্রাকৃতিক প্রতিরোধ। শত্রুপক্ষ এ নদীর ওপরে দীর্ঘ সমভূমি নিজেদের আয়ত্তে রেখেছিল। পর্বতের ঢালুপথে যে সমস্ত বনানী ছিল, শত্রুপক্ষ সেখানে ৬-৭টা ঘাঁটি তৈরী করেছিল। এই সমস্ত ঘাঁটি মূলদপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

শত্রুপক্ষ এই সমস্ত ঘাঁটি থেকে নিজেরা আত্মগোপন করে আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতো। এক ইঞ্চি জমি অধিকারের জন্যে আমাদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছিলো। যাই হোক, আমাদের সেনানীরা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শত্রুপক্ষের দুটো ঘাঁটি দখল করে সেখানকার সৈন্যদলকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

গভীর রাত্রে আমাদের সংবাদ দাতারা ও শত্রুপক্ষের সেনানীরা, যাদের বন্দী করে আনা হয়েছিল, তাদের কাছ থেকে শত্রুপক্ষের অনেক সংবাদ সংগ্রহ করা গেল। তারা এই ম্যাপের সাহায্যে শত্রুপক্ষের অবস্থান ও সৈন্য সমাবেশের কথাও জানালো। তখন একজন পদাতিক সৈন্যদলের লীডার ও দু'জন স্কয়াড লীডার ঐ ম্যাপ এবং তিনজন বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের মূল দপ্তরে চলে গেলেন। এঁরা আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথা জানতেন এবং তার গুরুত্ব বুঝতেন। আমরা বন্দীদের জেরা শুরু করলাম এবং আমাদের সংবাদ দাতাদের খবরের সঙ্গে মিলিয়ে তার সত্যতা যাচাই করলাম। তাতে শত্রুপক্ষের অবস্থান সম্পর্কে আরো ভাল খবর পাওয়া গেল। পরে আমরা আমাদের সামনের বিস্তৃত ভূখণ্ড সামরিক দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলাম। যদিও সেই রাতটা ছিল চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় উজ্জ্বল, তবুও অত্যধিক কুয়াশার জন্যে বেশীদূরের জিনিস নজরে আনা সম্ভব হচ্ছিলো না। এই পরিদর্শনের সময় মাঝে মাঝে আমরা ঘোড়ায় চড়ছিলাম। আবার কখনও হেঁটেও যাচ্ছিলাম। 'প্যাটসো' এলাকা বেশ নিখুঁতভাবে পরীক্ষা চালাবার পর আমরা অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করলাম যে শত্রুপক্ষ 'প্যাটসো' অঞ্চল আগলে রাখতে কোন্ পথে সৈন্য সমাবেশ করতে পারে। কোন্ পথে সৈন্য সমাবেশের সম্ভাবনা রয়েছে।

আমাদের জানা ছিল যে, হু সাং-নান তাঁর সমস্ত সৈন্য এনে সমাবেশ করেছিল ৪৬নং সৈন্য বিভাগে। এবং এই বিভাগের সৈন্য সংখ্যা মোটামুটিভাবে ১২,০০০। অপরদিকে আমাদের সেনানীরা অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে বড় বড় তুষার পর্বতমালা এবং দীর্ঘ জলাভূমি পার হয়ে এসেছে। এই সময়ে এরা খাদ্য, শস্য, লবণ বা তেল কিছু পায়নি। এবং এই যাত্রাপথে আমাদের প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। প্রতিটি সৈনিকের স্বাস্থ্যের অবস্থাও ভাল নয়। যদিও এই সময়ে আমরা প্রথম ফ্রন্ট আর্মির সঙ্গে দুইটি বিভাগীয় সৈন্যদল যুক্ত করে নিয়েছিলাম। তাতে আমাদের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মোট ১৩,০০০। এমতাবস্থায় প্রভূত অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত শত্রুসৈন্যদের তাড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। সুতরাং আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, যদি এই যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ করতে হয় তবে আমাদের নির্ভুল পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে এবং সেইসঙ্গে সঠিক নির্দেশও থাকা প্রয়োজন। অতএব, সেই রাত্রে আমরা শুধুমাত্র আমাদের সামনের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডই ভাল করে পরীক্ষা করলাম না, আমরা অনেক চিন্তা করে এবং বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে সঠিক যুদ্ধনীতি তৈরী করলাম।

পরদিন সকালে একদল সৈন্যকে নির্দেশ দেওয়া হল তারা যেন 'প্যাটসো'-তে ক্রমাগত আক্রমণ চালায়। এবং মূল সেনানীদের শত্রু-পক্ষের সমস্ত ঘাঁটির দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হল। শত্রু-পক্ষ যে সমস্ত এলাকায়, বিশেষভাবে পর্বতমালার পশ্চিম ভাগে, যে শক্ত ঘাঁটি তৈরী করছিল, তা আগলে রাখবার জন্যে নির্দেশ পাঠালেন। এ ছাড়াও আমরা একদিন সৈন্যকে পাঠালাম পর্বতমালার পূর্বদিকে সুবিধামত জায়গায় জোর করে ঘাঁটি গাড়তে।

সংবাদ দাতাদের প্রথম সংবাদ জানালেন, শত্রু-পক্ষের সমবেত সৈন্য অপরাহ্ণের দিকে এসে পড়বে। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত এলো না। আমাদের সেনানীরা একটানা মার্চ করে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সেই রাত্রে কোন অফিসারের

চোখে ঘুম ছিল না। এবং সৈনিকেরা এত ক্লান্ত ছিল যে, কোন প্রকারেই তাদের চোখ দুটো খুলে রাখতে পারছিল না। প্রত্যেকই জেগে থাকার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে আগামী যুদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমরা শত্রু-পক্ষের আগমনের অপেক্ষায় আরেক রাত এবং পরবর্তী দিনের সকালটাও কাটিয়ে দিলাম। তারপর শেষ খবরে জানা গেল যে, শত্রু-পক্ষ 'সাংপান' অতিক্রম করে 'প্যাটসো-'র দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেনানীদের উত্তেজনা বেড়ে গেল। এবং তারা শেষ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলতে লাগলো, "এত গুরুত্ব দেবার কিছু নেই। সময় এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ভর দুপুরে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। শত্রু-পক্ষের সমস্ত সৈন্যকে এক ধাক্কায় তাড়িয়ে দেবার জন্যে আমরা অপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করলাম। আমরা ঠিক করলাম যে, যতক্ষণ না শত্রু-পক্ষের সমস্ত সৈন্য আমাদের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে না এসে পড়ে ততক্ষণ আমাদের ফাঁদ পাতা থাকবে অর্থাৎ আমরা যুদ্ধে নামবো না। কিন্তু দেখা গেল শত্রু-পক্ষ এ ব্যাপারে ধূর্ত কিছু কম নয়। তারা তাদের পথ পরিষ্কার করবার জন্যে প্রথমে মাত্র একটি বিভাগীয় সৈন্যদের কাজে লাগলো। এদের কাজ ছিল আমাদের জোর করে যুদ্ধে নামানো এবং সামনের উঁচু জায়গা দখল করা। তাহলে সেনা বিভাগের মূল দল যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে আসবে। শত্রু-পক্ষের সৈন্য রচনার কৌশল দেখে আমরা আমাদের মূল সেনা বিভাগকে নির্দেশ পাঠালাম যে, তারা যেন নিজস্ব ঘাঁটিতেই অবস্থান করে। তখন আমাদের মূল সেনাবিভাগ একটি সুউচ্চ পর্বতে অবস্থান করছিল। এই সঙ্গে মূল দপ্তরকে আরো নির্দেশ পাঠানো হল যে, তারা যেন এক-দল সৈন্য নির্বাচন করে, যাদের কাজ হবে শত্রু-পক্ষকে ক্রমাগত খণ্ড যুদ্ধে নিযুক্ত রাখা। শত্রু-পক্ষ সামগ্রিকভাবে যুদ্ধে নামবার আগে এই সৈন্যদলের আরো কাজ হবে শত্রু-পক্ষের যত বেশী সংখ্যক সৈন্যকে আহত করে ফেলা যায় তার চেষ্টা করা। এই পর্বতে

অনেকগুলো ছোট ছোট এবং বড় বড় ঢুকাছিল, সেগুলো বন্য পাইন বনে ঢাকা। আত্মগোপনের পক্ষে এমন চমৎকার জায়গা বড় একটা দেখা যায় না। এক গুঁয়ে শত্রু সৈন্যেরা ছিল অনেকটা অন্ধ মানুষের মত। তারা আমাদের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ না করেই, আমরা কোথায় এবং কি অবস্থায় আছি, না জেনেই এমন কি নিজেদের বিপদ মুক্ত অবস্থানের কথা চিন্তা না করেই, তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল। ফলে আমাদের হিসেব মত তারা অনায়াসেই আমাদের ফাঁদে পা দিতে বাধ্য হচ্ছিলো।

আমাদের প্রতিটি ঘাঁটি সামলাতে গিয়ে সৈন্যরা শুধুমাত্র যে শত্রু পক্ষের প্রভূত ক্ষতি সাধন করতেই সমর্থ হয়েছিল তা নয়, তারা শত্রু-পক্ষকে তাদের যুদ্ধ-ক্ষমতা এবং কৌশল দেখাতেও তৎপর হয়েছিল। শত্রু-পক্ষের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া সৈন্যের (পদাতিক এবং দলিয়) যে ধরনের যুদ্ধ-কৌশল দেখাচ্ছিল তা অত্যন্ত অনিয়মিত এবং ঢিলেঢালা। তারা যে ভাবে যুদ্ধ করছিল সেটা অনেকটা এক গুঁয়েমি বলা যেতে পারে। তাদের অস্ত্র ক্ষমতা ছিল প্রবল। তাদের অসংখ্য হালকা এবং ভারী মেসিনগান ছাড়াও প্রয়োজনে কাজে লাগাবার জন্যে প্রচুর পরিমাণে মর্টারও এনে হাজির করেছিল। এছাড়াও আরো ছোট-খাটো অস্ত্রের সীমা-সংখ্যা ছিল না। যার ফলে ওরা ক্রমাগত সেল বৃষ্টি করে আমাদের ও আমাদের পশ্চাতের সৈন্য দলকেও পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে দিচ্ছিলো। তাদের ক্রমাগত সেল বৃষ্টি আমাদের মূল সেনা বিভাগকেও ঘিরে রেখেছিল। যখন আমরা আমাদের গোলাবৃষ্টির লাইনেই যেতে পারছিলাম না আমাদের। গোলাবৃষ্টির লাইন আমাদের মূল দপ্তর থেকে এক কিলোমিটার দূরে ছিল। এই অবস্থাকে সামলাবার জন্যে আমরা ঠিক করলাম যে, আমরা নানাদিক থেকে এবং নানাভাবে শত্রু-পক্ষকে ক্রমাগত আক্রমণ করতে থাকবো। ফলে তারা এক জায়গায় থেকে একটানা গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছে—এবং আমাদের বিপর্যস্ত করে তুলছে, তা বন্ধ হবে।

এখন বেলা তিনটে। শত্রু-পক্ষের মূল সৈন্যদল আমাদের ফাঁদে পা দিল। আমরা সন্ধ্যার আগেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হলাম। তখন আমরা বেশ সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান করছিলাম। তবে শত্রু-পক্ষের সেনানীরা চাইছিল যে, আমরাই আগে আক্রমণ করি। বেলা পাঁচটার সময় আমাদের মূল সেনাবিভাগ থেকে নির্দেশ এলো যে, আমার যেন সামগ্রিকভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হই। আমাদের সৈন্যদল সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের পাশে নিজেদের আত্মগোপণ করে শত্রুসেনার ওপরে প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ শুরু করে দিল। রাই-ফেলের গুলি, গোলা, বারুদ ও বোমার বিচিত্র শব্দ একত্রিত হয়ে যে ঐক্যতান তুলছিল সেটা একটা বিকট গর্জনের মত। ৩.৫ কিলো-মিটার যুদ্ধ সীমানা যেন একটা আগুনের সমুদ্রে পরিণত হল।

খণ্ড যুদ্ধের ব্যাপারে, আমরা পর্বতের চূড়ায় থাকার ফলে নীচে আক্রমণ করতে আমাদের সুবিধাই হচ্ছিলো। কিন্তু শত্রু-পক্ষ তাদের ঠিক পিছনেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল এবং ছোট ছোট পাহাড় অধিকার করে রেখেছিল। সমস্ত পর্বতমালাই পাইন বনে ঢাকা থাকার ফলে শত্রু-সেনারা আত্মগোপন করে নিজেদের খুশি মত ঘোরা ফেরা করছিল এবং পাইন বন এত ঘন যে, আমাদের নজরে আসছিল না। আমরা যখনই আক্রমণ করতে যাচ্ছি, তারা অনায়াসেই ঐ বনের মধ্যে নিজেদের আত্মগোপন করবার সুযোগ করে নিচ্ছে এবং গভীর গর্ত থেকে আমাদের তীব্রভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে। এক ইঞ্চি জমির জন্যে তারা প্রতিযোগীতামূলক যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে। আমরাও তীব্রভাবে আক্রমণ চালিয়ে শত্রু-পক্ষের সেনাদলকে তিনভাগে ভাগ করে ফেলতে সমর্থ হলাম। সেই একই সঙ্গে আমরা সম্মিলিত শত্রু-সেনার ওপরে, সেল বৃষ্টি করে যেতে লাগলাম। তীব্র মুখোমুখি লড়াইয়ের সময় আমাদের যোদ্ধারা অবিরাম হাত-বোমা এবং বেয়নেট ব্যবহার করতে লাগলো। এই ভাবে যখন প্রথম সারির সেনারা অকৃতকার্য হচ্ছিল, তখন পশ্চাত্ত-রক্ষীদল এগিয়ে এসে সেই স্থান দখল করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলো।

একটা জায়গা শত্রু-পক্ষ দখল নেবার পর মুহূর্তেই আমরা সেই জায়গা পুনরায় দখল নিচ্ছিলাম।

এই যুদ্ধে ডিভিসনাল ও রেজিমেণ্ট্যাল সংরক্ষিত বাহিনীর সৈন্যেরা, ষ্টাফ অফিসারেরা, প্রচার দপ্তরের কর্মীরা, রাঁধুনীরা এবং পশু-পালকেরা একজোট হয়ে লড়াই-এ নেমেছিল এবং অস্ত্র ধরেছিল। প্রথমে মূল দপ্তরের নেতারা টেলিফোনে যুদ্ধের সংবাদ রাখছিলেন। কিন্তু লড়াই শুরু হবার পর মূল দপ্তরের কর্মীরা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করে শত্রু-পক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগীতামূলক যুদ্ধ আহ্বান করলো।

আমাদের ২৬৮ নং রেজিমেণ্ট শত্রু-পক্ষের একটি বৃহৎ অংশকে মূলদল থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধে এই রেজিমেণ্ট অভূতপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। শত্রু-পক্ষ এই রেজিমেণ্টকে তীব্রগতিতে ডানে-বামে আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু এই রেজিমেণ্ট শত্রু-পক্ষের মাঝখানে একখানা ষ্টীলের ছুরির মত দাঁড়িয়ে বার বার আক্রমণ প্রতিহত করে বিপরীত আক্রমণের পটভূমি তৈরী করেছিল। এরা তখন অনেকটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত বার বার শত্রুব্যূহ ভেদ করবার চেষ্টা করছিল। এই যুদ্ধে আমাদের বীরদের রক্ত রণভূমির সমস্ত গর্ত ভরাট করে দিয়েছিল। একজন শহীদ, তার একটা হাত ভেঙ্গে গেলে সে অন্য হাতে তীব্র গতিতে তরবারী চালিয়েছিল। এই দৃশ্য আমাদের মনকে খুবই বিবর্ণ করে তোলে।

এই যুদ্ধ কম করে টানা সাত-আট ঘণ্টা ধরে চলেছিল। এবং এই সময়ের মধ্যে আমাদের সেনাদল শত্রু-পক্ষের বাকী তিনটি বিভাগীয় সেনাদলকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিল। শত্রু-পক্ষের ডিভিশনাল কমানডার উ চেং-জেন ভয়ানকভাবে আহত হয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। একজন রেজিমেণ্ট্যাল কমানডার ও আরেকজন ডেপুটি রেজিমেণ্ট্যাল কমানডার-কে বন্দী করে আনা হয়েছিল।

শত্রু-পক্ষের মূল সেনাদলকে তাড়িয়ে দেবার পর, যে সেনাবিভাগ

সৈন্য পরিচালনা করছিলেন এবং কোথায় কি ভাবে সৈন্য রাখা হবে, তা ঠিক করছিলেন, তাঁরা যুদ্ধের অবস্থা দেখে আর দেরী না করে ভয়ে এবং আতঙ্কে পালাতে শুরু করলেন। আমাদের একটি দল তৎক্ষণাৎ ধরবার জন্যে তাঁদের পিছু নিল। এই যুদ্ধে পুরস্কার স্বরূপ আমরা ৮০০টি চামরী গাই ও প্রচুর ঘোড়া আদায় করেছিলাম। এই সমস্ত ঘোড়াদের পিঠে প্রচুর শস্য ও অস্ত্র-শস্ত্র মজুত ছিল।

আমাদের সেনাদল 'প্যাটসোর' চারিদিক ঘিরে আক্রমণ চালাবার সঙ্গে সঙ্গে লামাদের মঠে জমায়েত শত্রু-পক্ষের সেনাদের ওপরও তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিল।

রাত ছটার সময় দেখা গেল শত্রু-পক্ষের ২০০ জন সৈনিক বাদে বাকী সমস্ত সৈনিক-কে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। ২০০ জন সৈনিক সেই গভীর রাতের ঘন কুয়াশার মধ্যে 'নানপিং-এ' পালিয়ে গিয়েছিল। এরা যাবার সময় লামাদের অনেক মঠে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। যাতে আমরা তাদের ওপর কোনপ্রকার আক্রমণ চালাতে না পারি। আমাদের সেনাদল অতিশীঘ্র ঐ মঠ অধিকার করে আগুন নেভাবার ব্যবস্থা করেছিল। আমাদের সৈন্যেরা ছুটে গিয়ে শত্রু-পক্ষের সমস্ত শস্যাগার দখল নিয়ে আধপোড়া শস্য খেয়ে ফেলেছিল এবং অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছিল যাতে শত্রু-পক্ষ ঐ শস্যাগার পুনরায় দখল নিতে না পারে। এই যুদ্ধে জয় লাভ করবার জন্যে আমাদের বীরেরা মরণ পণ করে যুদ্ধ করে শত্রুদের সম্পূর্ণভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

আমরা দূর পাহাড়ের লামাদের মঠের পেছনে ২০০ জন শত্রু-পক্ষের প্রতিরোধকারীকে ঘিরে রেখেছিলাম। তাদের ওপর অনায়াসেই আক্রমণ চালানো যেতে পারতো। কিন্তু অকারণ ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা এড়াবার জন্যে আমরা এ যুদ্ধ থেকে বিরত রইলাম। আমাদের প্রতি আক্রমণে লামাদের সমস্ত মঠ আমাদের দখলে এসেছিল এবং শত্রু-পক্ষ ঐ অবস্থা দেখে তাদের অস্ত্র ফেলে পালাতে শুরু করেছিল

'প্যাটলো'-র যুদ্ধে আমরা জয়ী হলাম। এই যুদ্ধে শত্রু-পক্ষে মোট ১০,০০০ সৈন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তারমধ্যে ৪,০০০ হত্যা করা হয়েছিল, কিছু পালিয়ে গিয়েছিল এবং অবশিষ্ট সৈন্যকে বন্দীকর হয়েছিল।

'প্যাটলো' যুদ্ধে জয়লাভ করবার ফলে লালকৌজের উত্ত অভিযানের বাধা অপসারিত হয়েছিল। চতুর্থ রুট আর্মি স্বাধীনত সংগ্রামে যে স্বর্ণময় ইতিহাস রচনা করেছিল, এই যুদ্ধ সে ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল সংযোজন।

চিলোচেনের যুদ্ধ / সু হাহি—চাং

'লং-মার্চ' শেষ হবার পর এক নতুন অবস্থার উদ্ভব হল। 'চিলো-চেনের' যুদ্ধে কেন্দ্রীয় লালফৌজ ও উত্তর-পশ্চিম লালফৌজ একত্রে আত্মমনোভাবে যুদ্ধ করে, বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-সেকের 'ঘেরাও দমন' নীতির যে ব্যাপক প্রচার শুরু হয়েছিল, তা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হয়। এই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যুদ্ধের শুরুতে 'সেনসি—কাংশু' সীমারেখা থেকে যাত্রা শুরু করবার সময়ে যে শপথ নিয়েছিল, এই—'লং-মার্চ' শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তিপ্রস্থ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। এই পার্টি উত্তর-পশ্চিম চীনে বিপ্লবের মূল দপ্তর স্থাপন করবার যে শপথ গ্রহণ করেছিল, তা সম্পূর্ণভাবে পালন করেছিল। (মাও সে-তুং: জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত কৌশল প্রসঙ্গ)

নভেম্বর ১৯৩৫ সালের শেষে উত্তর 'সেনসি' বেশ জমাটি শীতে আক্রান্ত হয়ে পড়লো। তখন আমাদের স্লোগানে চলছিল: "কেন্দ্রীয় লালফৌজকে বিজয়-সূচক অভিনন্দন জানাও।" এই স্লোগানে উৎসাহী হয়ে ১৫ নং আর্মি গ্রুপ উত্তর 'সেনসি'-তে 'চাংসুনী' ও 'ইনানের' দক্ষিণ-পশ্চিমে 'টাংমান' অধিকার করে নিয়েছিল। তারপর কাছাকাছি আরো ছুটো ঘাঁটিও আমাদের হাতে এসেছিল। চেয়ারম্যান মাও প্রত্যেকের অনুরোধে কেন্দ্রীয় লালফৌজকে অর্থাৎ প্রথম ফ্রন্ট আর্মিকে ১৫ নং আর্মি গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত করে শেষ যুদ্ধে—'টাংমান' অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। উত্তর 'সেনসি'-তে লালফৌজের বিজয় অভিযান চিয়াং কাইসেকের অসাফল্যকে ভয়ানকভাবে এগিয়ে দিয়েছিল। চীনের সাম্রাজ্যবাদীরা লালফৌজকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার যে বৃহৎ পরিকল্পনা গড়ে তুলেছিল, এই অভিযান চীনা

বিপ্লবের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশকে চীনা বিপ্লবের মূলভূমি হিসেবে কাজে লাগাবার জন্যে চেয়ারম্যান মাও উত্তর 'সেনসি-'তে পৌঁছেই—শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করবার জন্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধের পরিকল্পনা গড়ে তুলেছিলেন। সে পরিকল্পনা ছিল 'চিলোচেনের যুদ্ধ'।

সেই সময়ে উত্তর 'সেনসির' অবস্থা ছিল এই রকম : 'আওসানে' 'উলিন চিয়াও' বলে একটা জায়গা আছে। উত্তর 'সেনসি'-তে লাল-ফৌজ এই জায়গা দখল নেবার পর, শত্রুসেনা পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে আমাদের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে লাগলো। একদল উত্তরের 'লোচুয়ান-ফুসিয়েন'-এর রাস্তা ধরে পূর্বদিকে মার্চ করে এগিয়ে আসতে লাগলো এবং অপর চারটি দল হলুনদীর তীর ধরে 'কানস্থর', 'চিয়াং' এবং 'হাওসুই'-এর পথ ধরে উত্তর 'সেনসি' ও 'ফুসিয়েন'-শহরের পশ্চিমের দিকে অভিযান চালাতে লাগলো। চেয়ারম্যান মাও সিদ্ধান্ত নিলেন যে, উত্তর 'সেনসিতে' সমস্ত লাল-ফৌজকে একত্রিত করে শত্রু-পক্ষকে শেষবারের মত নির্মূল করবার জন্যে 'চাংসুনি'-র উত্তরে অবস্থিত 'চিলোচেন' শহরে আক্রমণ চালাবেন। ঠিক হল এই পরিকল্পনা পাকা করবার আগে আমাদের বিস্তীর্ণ রণভূমি পরিদর্শনে যেতে হবে।

চেয়ারম্যান মাও-র নির্দেশে কেন্দ্রীয় লালফৌজের রেজিমেন্ট্যাল পদের উর্ধ্বতন অফিসারেরা এবং ১৫ নং আর্মি গ্রুপ 'চাংসুনি'-র পশ্চিমে সম্মিলিত হবে এবং একত্রিতভাবে 'চিলোচেন' যাত্রা করবে। আমরা ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে লাগলাম। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিমের কোন শহরে না ঢুকে একটা পর্বতে আরোহণ করলাম 'চিলোচেন' একটা ছোট্ট শহর। ১০০ ঘর লোকের বাস এবং তিনদিক পাহাড়ে ঘেরা। এই শহরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সোজা একটি রাস্তা অনেকটা শাদা রিবনের মত পশ্চিমে চলে গেছে। তার পাশে একটা পুরানো দুর্গ দাঁড়িয়ে। এই দুর্গের দেওয়াল ঘেরা কিছু বাড়ীও আছে। তবে সংস্কারের অভাবে জীর্ণ। এই শহরের উত্তর দিকে

একটা ঝর্ণা মন্দাক্রান্তভাবে প্রবাহিত। আমরা পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে কিছু-গ্রামের সাহায্যে প্রসারিত রাস্তা, পর্বতমালার চূড়া, গ্রাম ও ঝর্ণাগুলো ভালকরে পর্যবেক্ষণ করলাম। পাহাড়ের প্রতিটি চূড়ার উচ্চতা, শীর্ণ গাছগুলো, খাল, নদী, নালা এবং জীর্ণ বাড়ীগুলো পর্যন্ত আমাদের কমানডারেরা ভালকরে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। কারণ আমরা ভাল করেই জানি, যদি এই সমস্ত আমরা ভালকরে পর্যবেক্ষণ না করি, তাহলে যুদ্ধের সময়ে আমরা যে কোন বিপদে পড়তে পারি। যে কোন অশুভ বিপদ আমাদের অজানিতভাবে এসে পড়তে পারে।

পর্যবেক্ষণের পর আমরা সকলে একমত হয়ে বললাম: "এই বিস্তীর্ণ রণভূমি আমাদের সপক্ষে আছে।"

"শত্রু-পক্ষ যদি 'চিলোচেনে' এসে গলা এগিয়ে দেয় তবে তাদের ফাঁস দিয়ে ধরা হবে।"

পর্বতমালার বিভিন্ন শীর্ষদেশ পরিদর্শনের পর আমরা শেষ সিদ্ধান্তে এলাম: "শত্রুসেনা 'চিলোচেনা'-তে এলে তাদের শেষ করে দেওয়া হবে।" কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমরা একমত হলাম যে আমাদের সামনের ঐ দুর্গটা প্রথমেই ধ্বংস করে দিতে হবে। যাতে শত্রু-পক্ষ ঐ দুর্গটাকে তাদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে। ১৫নং আর্মি গ্রুপ ঠিক করলো যে আজ রাতেই এই দুর্গটাকে ধ্বংস করবার জন্যে একদল সৈন্য পাঠাবে। যদিও কোন নির্দেশ নেই, তবুও আমাদের সৈনিকেরা অনুমান করলো যে এখানে একটা বড় রকমের যুদ্ধ হবে। এই যুদ্ধে অকারণ রক্তক্ষয় কমাবার জন্যে আমাদের সেনানীরা দিনরাত পরিশ্রম করে দুর্গের দেওয়ালগুলো ভেঙে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। বন্দী হিসেবে যাদের ধরা হয়েছিল এবং যারা আমাদের আর্মিতে নতুন যুক্ত হয়েছিল, তারা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলো, "শত্রু-পক্ষ কি সত্যিই আসবে?" "নিশ্চয়ই" আমাদের অভিজ্ঞ সেনানী জবাব দিলেন। "চেয়ারম্যান-মাও-র নির্দেশেই একাজে নামা হয়েছে।"

১৫নং আর্মি গ্রুপ কোরিয়ায় আমেরিকানদের সঙ্গে যুদ্ধ চলার সময় যুদ্ধ চলবার সময় ছিল। তাদের মধ্যে একদল গুপ্তচর সৈন্যকে শত্রুসৈন্যের পিছনে প্রবেশ করবার জন্যে 'চিলোচেনে' পাঠানো হয়েছিল। তাদের যুদ্ধক্ষেত্রের শক্তি, সাহস বাড়াবার জন্যে এবং অন্যদের শিক্ষিত করবার জন্যে 'চ্যাংহুনী' সংবাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তখন তাদের স্লোগান ছিল: "একত্রিত হয়ে শিক্ষা উৎসব পালন কর।" "যুদ্ধে বিজয় সূচনার জন্যে চেয়ারম্যান মাওকে সাদর সম্ভাষণ জানাও।" "কেন্দ্রীয় ন্যানকৌজের কাছ থেকে যুদ্ধনীতি শিক্ষা কর।"

লালফৌজ জোর কদমে এগিয়ে এসে দারুণ উৎসাহে শত্রুসেনার জন্যে ঐ পর্বতে অবস্থান করতে লাগলো। তৃতীয় দিনের অপরাহ্নে, যখন আমাদের প্রস্তুতি পর্ব শেষ, তখন শত্রু-পক্ষের ১০১নং সৈন্য বিভাগের নেতা লিউ আন-কেং দু'টি প্লেনে তাঁর সেনাদল নিয়ে 'চিলোচেনে' হাজির হলেন।

সেই রাত্রেই চেয়ারম্যান মাও-র নির্দেশ এলো: "কেন্দ্রীয় লাল-ফৌজ উত্তর পথ ধরে জোর করে এগিয়ে যাবে। আর ১৫নং আর্মি গ্রুপ এগিয়ে যাবে দক্ষিণ পথ ধরে। এইভাবে সকালের আগেই চিলোচেন'-কে ঘিরে ফেলতে হবে। এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে চেয়ারম্যান মাও ও চৌ এন-লাই ব্যক্তিগতভাবে এসে হাজির হলেন। 'চিলোচেনে'র একটি পর্বত শীর্ষে দাঁড়িয়ে চেয়ারম্যান মাও বিশেষ নির্দেশ পাঠিয়ে যুদ্ধ নেতাদের বললেন, তাঁরা যেন শত্রুসেনাদের নির্মূল করে দেবার ব্যবস্থা করে। যুদ্ধ শুরু হবার পর তিনি পুনরায় বলে পাঠালেন "এই যুদ্ধ শেষবারের মত শত্রু নির্মূলের যুদ্ধ।"

ভোরবেলায় লালফৌজের দুটি দল লৌহ মানবের মত শত্রু পাহাড় অতিক্রম করে পাহাড় থেকে 'চিলোচেনের' দিকে নেমে চলে গেল। এদের কাজ হল শত্রুপক্ষকে নজরে রাখা। শত্রু-পক্ষ কল্পনাই করতে পারেনি যে, আমরা এত তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যাব। তখন তারা

জানতে পারলো যে, আমরা তাদের ঘিরে ফেলেছি, তখন পিলোজেনে'র সমস্ত পর্বতমালা আমাদের দখলে এসে গেছে। যখন তারা উত্তরে এদিকে আসবার চেষ্টা করলো তখন আমাদের বাহিনী তাদের দক্ষিণে ফেরত পাঠিয়ে দিল। আবার দক্ষিণে এসে গেলে আমাদের সৈনিকেরা তাদের উত্তরে পাঠালো। আমাদের সুপরিকল্পিত আক্রমণের ফলে শত্রু-পক্ষের ১০৯নং সেনাদল একটি উপত্যকার পাশে বিপর্যস্ত হতে লাগলো। আমাদের দাঁড়াশী অভিযানে শত্রুসেনা চিৎকার করতে লাগলো, হতবুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগলো এবং একে একে অস্ত্র জমা দিতে লাগলো। শত্রু-পক্ষের ১০৯নং সেনাদল উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এসেছিল। এদের বলা হত লালফৌজের অস্ত্র সরবরাহ দল। [এই দল লালফৌজের কাছে তাদের সমস্ত অস্ত্র জমা দিয়েছিল এবং শত্রু-পক্ষের কাছ থেকে অনেক অস্ত্র নিয়ে এসে লালফৌজকে দিয়েছিল।] এই সময়ে শত্রু-পক্ষের অনেক সৈন্য এবং অফিসার লালফৌজের হাতে বন্দী হয়েছিল। যারা প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তারা লালফৌজের বুলেট এবং বেয়নেটের জবাব পেয়েছিল।

দুদিক থেকে টানা দু' ঘন্টা আক্রমণ চালাবার পর আমরা ঐ শহর দখল নিতে পেরেছিলাম। এখানেই শত্রু-পক্ষের বিভাগীয় মূল দপ্তর স্থাপন করা হয়েছিল। নিউ আন-কেং শহরের পূর্বদিকে পালিয়ে গিয়ে একটা ছোট দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এবং কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে প্রতিরোধ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন।

যদিও এ দুর্গটা আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম, তবুও যুদ্ধের আগের রাত্রে শত্রু-পক্ষ এখানে এসে আবার নতুন করে কিছুটা গড়ে তুলেছিল। যুদ্ধের ক্ষেত্রে সুবিস্তীর্ণ রণভূমিই আমাদের অনুকূলে ছিল। আমাদের অনেক সুবিধা করে দিয়েছিল। আমরা প্রথমে কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিলাম। কিন্তু অকৃতকার্য হলাম। পরে, যখন আমরা দ্বিতীয় বার আক্রমণের জন্যে তৈরী হচ্ছি, তখন খবর এলো: "ভাইস-কোমাণ্ডার ঐ আসছেন।"

এই সময়ের মধ্যে সূর্য আকাশে পূর্ণভাবে প্রতিভাত। ভাইস-চেয়ারম্যান চৌ এন-লাই এবং আরো অন্যান্য কমরেডরা পাহাড়ের শমভূমিতে দাঁড়িয়ে কিন্তু গ্লাসের সাহায্যে সামনের দুর্গেও শত্রু-সেনাদের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করতে লাগলেন। আমরা অত্যন্ত তৎপর হয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। ভাইস-চেয়ারম্যান আমাদের সঙ্গে কর-মর্দন করে প্রথম আক্রমণ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। পরে তিনি নির্দেশ দিলেন: "আমরা বেশ কিছুদিন শত্রুসেনাকে একা থাকতে দেব। ওদের আক্রমণ করবো না। বলতে গেলে তারা এখন অনেকটা জালের মধ্যে আবদ্ধ আছে। দুর্গের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জল ও খাদ্য নেই। তারা এদুটি জিনিসের জন্যে দুর্গের বাইর আসতে বাধ্য। এবং এ কাজ খুব তাড়াতাড়ি ঘটবে। তখন আমরা তাদের সমূলে উৎপাটিত করবো।"

গোলাগুলি বন্ধ রইলো। আমরা শত্রু-পক্ষের যে সমস্ত অস্ত্র-সস্ত্র অধিকার করে নিয়েছিলাম, সেগুলো পাহাড়ের পাশে এবং শহরের যে জায়গায় যুদ্ধ-বন্দীদের আটকে রাখা হয়েছিল, সেখানে জমা করে রাখা হল। তখন প্রতিটি যোদ্ধার মন যুদ্ধজয়ের গর্বে পূর্ণ ছিল। দীর্ঘ লং-মার্চের প্রবীণ যোদ্ধারা এবং অন্যান্য সেনানীরা এখানে বেশ খুশীমনে অবস্থান করছিল। যুদ্ধের গল্পে নিজেদের ভরিয়ে রেখেছিল।

দুর্গের অন্তরালে নিজেকে গোপন রেখে শত্রু-পক্ষের কমানডার নিউ আন-ফেং তাঁর উর্ধ্বতন অফিসারকে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আরো সৈন্য পাঠাবার জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন। তিনি আদৌ জানতেন না যে, তাঁর ১০৯নং বিভাগীয় সৈন্যদলকে রক্ষা করবার জন্যে ১০৬নং বিভাগীয় সৈন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু 'চিলোচেনে'র পথে তাদের তাড়িয়ে 'হাইসুই' মন্দিরে আটকে রাখা হয়েছে।

সেই রাত্রে নিউ অধিক সেনা নিয়োগের আশা ত্যাগ করে তাঁর দলবল নিয়ে পশ্চিমে যাত্রা করলেন। আমাদের ৭৫নং বিভাগীয় সৈন্য সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করে গেল। তারা বলতে লাগলো: 'নিউ-কে আমরা ঘোড়ার লাগাম টেনে টানতে টানতে নিয়ে যাব। এ আমাদের

পড়ুক ?" [চীনা ভাষায় 'লিউ'-কে মোচ্‌ড়া বলা হয়।]

পর্বতের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ১২৫ কিলোমিটার দূরে লিউ আন-কেং-এর সঙ্গে আমাদের সেনাদলের মুখোমুখি দেখা হল। এবং লিউ-কে বন্দী করা হল।

এই যুদ্ধে আমাদের শত্রুপক্ষের বড় রকমের শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হয়নি। অপর পক্ষে এই যুদ্ধে শত্রু-পক্ষকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করবার চেষ্টার ফল হল শত্রু-পক্ষকে সাংগঠনিক শক্তি গড়ে তোলার সুযোগ দেওয়া। একটা মানুষের দশটা আঙুলে আহত করে দিলেই মানুষটা আহত হয় না। সেইরকম একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী সেনাদলের কয়েকটি বিভাগকে নির্মূল করলেই সেই শক্তি সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় না। 'চিংলোচেনে'র যুদ্ধ আরেক বার প্রমাণ করলো যে, চেয়ারম্যান মাও-র মিলিটারী চিন্তা কত শক্তিশালী, সুসংহত এবং সাধক। শত্রু-পক্ষের ১০৯ ও ১১৬নং বিভাগীয় সেনাদলের পরাজয় উত্তর 'সেনসি' অভিযানের পরিকল্পনাকে বানচাল করেছিল। ফলে ১০৮ ও ১১১নং বিভাগীয় সৈন্যদলকে 'কানসু'-তে ফিরে যেতে হল। এবং ১১৭নং বিভাগীয় সেনাদলকে 'ফুলিয়েন' থেকে তুলে নিতে হল। উত্তর 'সেনসি'র যুদ্ধভূমিতে আবার নতুন করে জীবনের আলো দেখা দিল।

আমরা আমাদের সেনাদল ও বন্দীদের নিয়ে 'চিংলোচেন' ত্যাগ করলাম। তখন 'চিংলোচেনে'র একটি গ্রামে চেয়ারম্যান মাও অবস্থান করছিলেন। আমরা যখন ঐ গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমরা দেখলাম যে, গভীর রাত্রে চেয়ারম্যান মাও-এর গুহাতে আলো জ্বলছে। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, অতীতের দিনগুলো তাঁকে শ্রান্ত করে তুলেছে ? তা' নাহলে এত রাত্রে তাঁর গুহাতে কেন আলো জ্বলছে ?

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি তাঁর গুহার দিকে পা বাড়ালাম। পরে তাঁর দ্বার-রক্ষীকে প্রশ্ন করলাম, "চেয়ারম্যান কি এখনও জেগে রয়েছেন ?"

...য়া। রাতে তিনি কখনই ঘুমোন না?" আরদালী আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

চেয়ারম্যান মাও একটা তেলের কুপি জেলে একমনে কাজ করছিলেন। তাঁর কাঁধে জড়ানো ছিল একটা পুরোনো নীল রং-এর কোট। টেবিলে একটা পুরোনো ম্যাপ পড়েছিল। আমার মনে হল, তিনি আগামী যুদ্ধের নতুন কোন পরিকল্পনায় ব্যস্ত।

হাতের পেনসিলটা রেখে চেয়ারম্যান তাঁর বড় চওড়া হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। তিনি মৃদু হেসে বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই পরিশ্রান্ত।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনি এত রাতেও বিশ্রাম নিচ্ছেন না কেন?"

"এই সময় আমি জেগেই থাকি। কিন্তু, আমাদের সমস্ত সেনানীরা কি চলে যেতে পেরেছে?"

তারপর তিনি বোঝাতে শুরু করলেন, আমাদের এই বিজয়ের মূল তাৎপর্য এবং উৎস কোথায়, শত্রু-পক্ষের বর্তমান অবস্থা এবং অবস্থান পরে তিনি আমাদের বর্তমান আহত সৈনিকের সংখ্যা কত এবং কোথায় এদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে সে কথাও জানতে চাইলেন। সব শেষে তিনি একটি কথার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলতে লাগলেন যে সৈনিকেরা যেন ভাল মত বিশ্রাম পায় এবং তারা যেন তাদের পা ভাল করে পরিষ্কার করে। চেয়ারম্যান মাও যোদ্ধাদের সম্পর্কে যে আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং সর্ববিষয়ে যে অতিরিক্ত যত্নবান হতে উপদেশ দিলেন, তা'তে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো নিবিড় হল।

চেয়ারম্যান মাও-এর গুহা ছেড়ে যখন আমি বেরিয়ে এলাম তখন অনেক রাত। কিছুদূর ঘোড়ায় চড়ে চলে আসার পর তিনি কি করছেন সেটা দেখবার জন্যে আমি আবার ঘোড়ার মুখ ফেরালাম। ফিরে দেখলাম তাঁর আলো তখনও জ্বলছে।

আমাদের সেনাদল 'ইয়াং চুয়াং উয়ান'-এর ঘাঁটি ছেড়ে একটা

অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো। এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে কেন্দ্রীয় লালফৌজ এবং ১৫ নং আর্মি গ্রুপ পারস্পরিক আলোচনার পর তাঁরা তাঁদের প্রতিনিধি পাঠালেন।

৩০শে নভেম্বর 'টাংলাং'-এ পার্টির ক্যাডারদের এক অধিবেশন ডাকা হল। সেখানে চেয়ারম্যান মাও "চিলোচেনের যুদ্ধ এবং বর্তমান অবস্থায় আমাদের কর্তব্য" সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। এই যুদ্ধের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি পরিষ্কারভাবে বললেন, "আমাদের এই সাফল্য শত্রু-পক্ষের উত্তর 'সেনসি'-তে ত্রিমুখী অভিযানকে ব্যর্থ করে দিয়েছে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ও লাল-ফৌজের উত্তর-পশ্চিমে আরো বড় ঘাঁটি তৈরীর সুযোগ এনে দিয়েছে এবং জাপানকে প্রতিহত করবার জন্যে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলবার একটা অবস্থা তৈরী হয়েছে।" এই সভায় চেয়ারম্যান মাও আমাদের এই যুদ্ধজয়ের মূল উৎস কোথায় এবং কি কি কারণ এর পেছনে রয়েছে, সে কথা বলতে গিয়ে বললেন: (১) দুইটি সৈন্য দলকে একত্রিকরণের মাধ্যমে সেনাদলে অখণ্ডতা প্রকাশ (এই অংশটিই মূল)। (২) প্রচারের মূল কৌশল। যার জন্যে হলুদ নদী ও চিলোচেন জয় করা সম্ভব হয়েছিল। (৩) যুদ্ধের জন্যে পূর্ব প্রস্তুতি। (৪) জনসাধারণের সঙ্গে নিজেদের এক করে ভাবা।

কিন্তু আমরা মনে করি, চেয়ারম্যান মাও-এর এই বক্তব্যের সঙ্গে আরো কিছু যোগ করা প্রয়োজন এবং সেটাই আমাদের জয়লাভের মূল কারণ। সেটা আর কিছুই নয় চেয়ারম্যান মাও-এর যথাযথ যুদ্ধ ভাবনা ও দক্ষ নেতৃত্ব।

প্রসঙ্গক্রমে এই অধিবেশনে চেয়ারম্যান মাও আন্তর্জাতিকভাবে এবং বিশেষ করে চীনের অবস্থা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, "বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী জাপান আমাদের দেশটা অধিকার করবার জন্যে উত্তর চীনে আক্রমণ শুরু করেছে। এদিকে কৌমিনটাং সরকার আমাদের দেশটাকে জাপানের হাতে মোটা অর্থের বিনিময়ে তুলে দেবার জন্যে 'নানকিং'-এ অধিবেশন ডেকেছে। আমাদের বিজয়

সাম্রাজ্যবাদী জাপানকে এই জবাবই দিয়েছে যে, আমরা জাপানকে উত্তর চীন দখল করতে দেব না। তারা যদি সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করে তবে আমরা সাঁড়াশী অভিযান চালিয়ে তাদের বিতাড়িত করবো।' [illegible] আমাদের [illegible] কৌমিনটাং সরকারকেও জানিয়ে দিয়েছে যে, চীনকে জাপানের হাতে বিক্রী করে দেবার চেষ্টা আমরা কোন মতেই সহ্য করবো না। লালফৌজ আজ একথা প্রমাণ করেছে যে, এই ফৌজ একটা দেশকে অনায়াসেই একতার বন্ধনে বাঁধতে পারে এবং অস্ত্র ও রক্তের বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদী জাপানকে পরাজিত করতে পারে।"

চেয়ারম্যান মাও-র বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠস্বর, বিশদ ব্যাখ্যাও পরিষ্কার জবাব লালফৌজের সমস্ত সেনানী ও ক্যাডারদের মনে দারুণভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হল। চেয়ারম্যান মাও-এর বাণীই হচ্ছে সমস্ত দেশের বাণী। জাপানকে প্রতিরোধ করে দেশকে রক্ষা করবার যে আন্তরিক ইচ্ছা প্রতিটি লালফৌজের রয়েছে তার জীবন্ত প্রকাশ ও প্রতিনিধিত্ব মূর্ত হয়ে উঠেছে এই কণ্ঠস্বরে।

ঢুকেছো বলে ভ্রম হয়। রাস্তার পাশেই জোট শস্যের ক্ষেত। সেই ক্ষেতে ১০ থেকে ১৫ কিলোগ্রাম ফল নিকাবিত হচ্ছে। যখন কাড়াবার জন্যে সমস্ত গাছে লাল আপেলে ছেয়ে আছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে খুশিই নাশপাতি। সত্যি কথা বলতে কি জাগাটি অতীব মনোরম।

'তালাচি'-তে এসে আমরা আমাদের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখন আমাদের কাজ হল স্থানীয় অধিবাসীদের একত্রিত করা। সুতরাং আমরা এ কাজের জন্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লাম। আমাদের চতুর্থ বাহিনী, যার নায়ক ছিলেন আমাদেই রেজিমেন্টের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক, লী কুয়ো-হয়, 'হাংপাওজু'-তে গিয়েছিলেন। 'হাংপাওজু'-একটা ছোট গ্রাম। এ গ্রাম 'তালাচি ও কুয়োচেং'-এরমধ্যে অবস্থিত। একদিন খবর এলো, একদল শত্রুসেনা এই-'হাংপাওজু'-র দিকে মার্চ করে এগিয়ে আসছে। এদের উদ্দেশ্য হল, আমাদের দুটি দলের সংযুক্ত করলে বাধা দেওয়া। বিচ্ছিন্ন করা।

এই সুযোগকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়ে আমরা শত্রুসেনাদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে দিয়ে বিজয় উৎসব শুরু করলাম। এই বিজয় উৎসবেই আমরা দ্বিতীয় ও চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির দুটি দল একত্রিত হয়ে পরস্পর পরস্পরকে সাদর সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করলাম। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক লী এ উৎসব তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যে নির্দেশ পাঠালেন। কারণ শত্রুসৈন্য আবার নতুন করে এগিয়ে আসছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আয়োজন শেষ করে গোপনে শত্রুদের জন্যে আড়ি পেতেরইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুসৈন্য আমাদের নজরে এলো। দেখে মনে হল তারা অত্যন্ত উত্তেজিত। সুবৃহৎ যুদ্ধ আয়োজনে প্রস্তুত হয়ে তারা এগিয়ে আসতে লাগলো। দেখতে দেখতে তারা গ্রামে এসে পৌঁছে গেল। আমরা তবুও অপেক্ষা করে রইলাম। আমরা চাইছিলাম তারা আরো কাছে আসুক। তারপর আমরা আসনে বাঁধ দেবার জন্যে একটা বড় অগ্নিকুণ্ড রচনা করলাম।

সেইসঙ্গে আমাদের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও মেশিন-গানও কাজে লাগাবার জন্যে তৈরী হলাম।

শত্রু-পক্ষের এই ঘোড়সওয়ার বাহিনী অতি শীঘ্রই প্রমাণ করলো যে, তারা কত ভীরু। এগিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বুলেট তাদের বিদ্ধ করে ঘোড়া থেকে ফেলে দিতে লাগলো। ঘোড়াগুলো সহিস হীন অবস্থায় বন্য পশুর মত এদিকে-ওদিকে দৌড় দিতে লাগলো। ঘোড়সওয়ার বাহিনী মুহূর্তে গুটিয়ে গেল। পদাতিক সৈন্যেরা তাদের লাইন ভেঙে পালাতে লাগলো।

অক্টোবর ছ' তারিখের সন্ধ্যায় আমাদের মূল সেনাদল এসে পৌঁছে যেতে আমরা তখন শত্রু-পক্ষকে দু'দিক থেকে আক্রমণ করে তাদের সমূলে উৎপাটিত করে নির্মূল করলাম। তাদের তাড়িয়ে দৃষ্টিপথের বাইরে নিয়ে গেলাম।

একদিন রাত্রে আমরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। অতর্কিত সংকেত ধ্বনিতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে রাইফেল হাতে বাইরে লাইনে দাঁড়াবার জন্যে ছুটে এলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে 'হুইনিং'-এর পথ ধরে মার্চ করে এগিয়ে যেতে লাগলাম। রাস্তার পাশে আমাদের প্রচার বিভাগের কর্মীরাও ছিলেন। তাঁরা চিৎকার করে ঘোষণা করছিলেন :

"কমরেড! আমাদের সপ্তম সেনা দল 'হুইনিং' অধিকার করেছে। কিন্তু শত্রু-পক্ষের দুই ব্রিগেড সৈন্য আবার নতুন করে এ শহর দখল নেবার জন্যে এগিয়ে আসছে। এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এদের তাড়িয়ে দেওয়া। সুতরাং কমরেড! তাড়াতাড়ি কর। তড়িৎ গতিতে এগিয়ে যাও।"

একটি ঘোষণা শেষ হবার আগেই অপর আরেকটি ঘোষণা শুরু হল : "কমরেড! যে বন্দুকের আওয়াজ এবং আগুন আমাদের কাছে আসছে, এর আগমন 'হুইনিং' থেকে। এবারে আমরা ত্রিমুখী অভিযান চালিয়ে ঐ যুদ্ধের সূচনা করবো।

আমরা যখন একাই তড়িৎগতিতে এগিয়ে যাচ্ছি, তখন হঠাৎ

নির্দেশ এলো: "তোমাদের সমস্ত বোঝা রাস্তার পাশে ফেলে দাও।"

কাঁধের সমস্ত বোঝা নামিয়ে রেখে আমরা প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে ভোরের আগেই শহরের উত্তর অংশের ঢালুপথে এসে পৌঁছে গেলাম। শহরটা ছিল নদীর পারেই। আমরা আমাদের সুবিধা-মত জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, আমাদেরই অপর দল শত্রু-পক্ষকে অনেক আগেই পরাজিত করেছে। আমরা নেমে আসবার আগেই আমাদের কমরেডরা, যারা আমাদের পাশেই দাঁড়িয়েছিল, তারা উল্লাসে ফেটে পড়লো:

"লালফৌজের এই সংযুক্তি-করণ দীর্ঘজীবী হোক।"

উত্তেজনায় আমরা আর থাকতে না পেরে পঙ্গপালের মত পর্বত-শীর্ষে উঠে গেলাম। আমাদের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির অগ্রগামী সেনানীরা এসে পৌঁছে গেল। মাথার ওপরে লাল পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে। তারা দক্ষিণ-পূর্বদিক থেকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে এবং লম্বা লাইন করে এগিয়ে এসে শহরে ঢুকছে।

তারপর শহরের তোরণে লাল পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হল। প্রথম ফ্রন্ট আর্মির সপ্তম রেজিমেন্ট আগে আগে লাল পতাকা বহন করে এগিয়ে গেল। যে-সব কমরেড এগিয়ে আসছে তাদের সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে। কমরেডরা সারি সারি পঙ্গপালের মত এগিয়ে এসে শহর ঘিরে ফেলতে লাগলো।

এইদৃশ্য দেখে আমাদের মনে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগলো। একজন কমরেড বলে উঠলো: "চলো! আমরা ওদের কাছে এগিয়ে যাই।" কথাটা সে এমনভাবে উচ্চারণ করলো যেন গুলি করতে হুকুম করছে। আমরা আগত কমরেডদের সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে ঢালুপথে নীচে নেমে আসতে লাগলাম। আমাদের এই নেমে আসার ভূমিকাটাও ছিল দৌড় প্রতিযোগিতার মত। কে আগে যেতে পারে। কে আগে আগত সৈনিকদের সাদর সম্বর্ধনা জানাতে পারে।

উত্তর অভিযান / লীউ বেন-আং

'কানসু' প্রদেশ থেকে অভিযান শুরু করে আমাদের চতুর্থ-ফ্রন্ট আর্মির চতুর্থ বিভাগীয় দল একদিন সন্ধ্যায় 'উইউয়ান'-এ এসে হাজির হল। আমরা যখন উন্মুক্ত আকাশ তলে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমাদের মূল দপ্তর থেকে সংবাদ এলো যে, হু সাং-নান আমাদের অনুসরণ করবার জন্যে সমস্ত সৈন্য একত্রিত করছেন। এ ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে 'ল্যাংচো' থেকে দুই দল কৌমিনটাং সৈন্য আসছে। এদের পরিচালনার দায়িত্বে আছেন লু তা-চ্যাং ও মাও পিং-ওয়েন। তারা আমাদের বেশ ভাল রকম আঘাত হানবার জন্যে 'উইউয়ানের' দিকে মার্চ করে আসছে। তাদের ইচ্ছা আমরা যেন প্রথম ফ্রন্ট আর্মির সঙ্গে যুক্ত হতে না পারি। এবং তার জন্যেই এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

আমরা যতদূর সম্ভব একত্রিত হয়ে তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে মার্চ শুরু করলাম। আমাদের বিভাগের রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং প্রথম আমাদের বললেন: "কমরেড! আমাদের উত্তর অভিযান ব্যর্থ করবার জন্যে শত্রু-পক্ষ এগিয়ে আসছে। তারা ভাবছে আমাদের প্রথম ফ্রন্ট আর্মির সঙ্গে যুক্ত হবার কাজে তারা বাধা দিতে পারবে। তারা আমাদের প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। তারা এব্যাপারে দিবা স্বপ্ন দেখছে। সুতরাং আমরা পূর্বে তুষারাবৃত পর্বত ও বিস্তৃত জলা-জংলা ভূমি পার হবার সময়ে যে শৌর্য, বীর্য, সাহস এবং কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়েছিলাম, আজকের এই উত্তর অভিযানে আমরা ঐ একই শক্তির পরিচয় দেবো। আমরা শত্রু-পক্ষকে উচিত শিক্ষা দিয়ে আমাদের প্রথম ফ্রন্ট আর্মির ভাইদের সঙ্গে মিলিত হব।"

আমরা আমাদের কমরেডদের সঙ্গে আবার নতুন করে

হতে পারবো এই আনন্দে এবং উৎসাহে আমরা সেই মুহূর্তে যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমরা চন্দ্রালোকিত রাজপথে দ্রুতগতিতে হেঁটে যেতে লাগলাম।

অড়িৎ গমনের ফলে আমরা ২৪ ঘণ্টায় ১১৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। তখন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদলকে নির্মূল করা। এই মার্চের সময়ে আমাদের খাদ্য বলতে কিছুই ছিল না। এই যাত্রাপথে আমাদের আশপাশে শুধু মাত্র ছিল কিছু পর্বতমালা, কিছু বন আর কিছু ঘাসের আস্তরণ। চলতি পথে আমাদের চোখে একটা নগণ্য গ্রামও পড়েনি। ভাগ্য ভাল যে, সেদিন কিছু পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটেছিল।

চলতি পথে আমরা সেই বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে আমাদের শুকনো খাদ্যের সঙ্গে গরম করে মিশিয়ে নিয়েছিলাম।

তারপর গত দু'দিন এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। তৃষ্ণায় আমাদের ছাতি ফাটছিল। আমরা চলার পথে স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম।

তা' দেখে সামনের একজন চিৎকার করে বলে উঠলো : "কমরেড! তাড়াতাড়ি কর। আমরা অতি শীঘ্রই আমাদের ভাইদের সঙ্গে মিলিত হব। তারা নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে ভাল ভাল খাদ্য তৈরী করে রেখেছে।"

আমরা ভালভাবেই জানি যে, এখনও আমাদের বেশ কিছু দিন মার্চ করে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যেহেতু আমরা আমাদের ভাইদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবো, এই চিন্তা আমাদের বেশ কিছুটা শক্তি যোগালো এবং আমরা আবার শক্তি সংগ্রহ করে এগিয়ে যেতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সামনে একটা গ্রাম দেখতে পেলাম এজায়গার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। কিন্তু খবরে জানা গেল যে, শত্রু-পক্ষের একদল সৈন্য এখানে তাঁবু গেড়েছে। কিন্তু তবুও আমরা গোপনে জলের সন্ধান করে বেড়াতে লাগলাম। শেষে ব্যর্থ হয়ে আমরা আমাদের শুকনো ঠোঁট জিভে চেটে আবার যাত্রাশুরু

করলাম।

চলতে চলতে পাহাড়ের ঢালু পথে হঠাৎ একটা ছোট্ট কুটির আমাদের নজরে এলো। আমরা থেমে গেলাম। ওখানে কোন লোক আছে কিনা অথবা জল পাওয়া যাবে কিনা, জানবার জন্যে দু'জন সংবাদ বাহকসহ আমাকে পাঠানো হল।

আমরা দৌড়ে যেতেই একজন বৃদ্ধা আমাদের দেখে চমকে গেলেন। আমরা তাঁকে জানালাম, আমরা লালফৌজ। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে লড়বার জন্যে আমরা উত্তরে যাচ্ছি। আমরা জলের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। গত চারদিন চাররাত্রি আমরা এক ফোঁটাও জল সংগ্রহ করতে পারিনি। আমরা তাঁকে বললাম, ভয়ের কোন কারণ নেই।

বৃদ্ধা লালফৌজ সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু জানতেন। কারণ আমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বেশ কয়েকবার দেখে নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে নিলেন: "কি কঠোর পরিশ্রম আপনারা করছেন। আপনাদের জীবনযাত্রা কত কঠিন। আপনারা মহৎ, সৎ। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, বৃষ্টি না হলে এখান থেকে দশ কিলোমিটার পথ পর্যন্ত কোন জল পাওয়া যাবে না। তবে আমার কাছে এক বাকেট জল আছে। আপনারা নিয়ে যান।" তিনি তাঁর বাটেটি আমাদের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

আমরা জলের দিকে তাকিয়ে, নিতে কুণ্ঠাবোধ করছিলাম। কিন্তু আমাদের ঠোঁট একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিলো যেন আগুন জ্বলছে।

আমাদের একজন সংবাদ বাহক বললো: "ঠাকু'মা! আপনার কি হবে?"

তিনি জবাব দিলেন: "আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। কিছুদূর এগিয়েই একটা জলস্রোত আছে। ওখানে গেলে সারাদিনে আধ বালতি জল পাওয়া যায়। আমাদের পরিবারের সংখ্যা তিন। সুতরাং ওতেই হবে।" বৃদ্ধা তারপর ছোট্ট একজার মধুও আমাদের

হাতে দিয়ে বললেন : "খাবার সময় জলের সঙ্গে এই মধু মিশিয়ে নেবেন। আপনার লোকদের দেবেন।"

অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় আমাদের মুখে কোন কথা এলো না। আমি মধুর ভারটি গ্রহণ করলাম। এর পরিবর্তে আমি তাঁকে দুটি রৌপ্যমুদ্রা গ্রহণের জন্যে বার বার অনুরোধ জানাতে লাগলাম। তিনি প্রথমে কিছুতেই নিতে রাজি হলেন না। পরে অনেক অনুরোধে গ্রহণ করলেন।

আমরা জলের সঙ্গে মধু মিশিয়ে বাকেটটি হাতে করে আমাদের সেনা বিভাগে ফিরে গেলাম। উপদেষ্টা লী চিং-স্যাচ্ মধুমিশ্রিত ঐ বাকেটের অর্ধেক জল আহত সৈনিকদের জন্যে রেখে দিলেন। তারপর নিজের জন্যে অতি অল্পই নিলেন। পরে বাকেটটি উঁচু করে তুলে (যেন টস্ করবেন) এইভাবে বললেন : "আপনারা গলা ভেজাবার জন্যে যার যতটুকু প্রয়োজন (অর্থাৎ না হলেই নয়) সেটুকুই পান করুন। আমাদের সামনে কঠিন দিনগুলো পড়ে আছে। এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। তা'হলে কমরেড! আর কয়েকদিন পরেই আমরা প্রথম ফ্রন্ট আর্মির সঙ্গে যুক্ত হতে পারবো।" একথা শুনে আমাদের উৎসাহ বেড়ে গেল।

আমরা যাত্রা শুরু করলাম। আরো পাঁচ দিন পাঁচ রাত একটানা হেঁটে অবশেষে আমরা প্রথম ফ্রন্ট আর্মির সঙ্গে মিলিত হতে সমর্থ হলাম। অপূর্ব এক আনন্দে এবং মাধুর্যে আমাদের মন ভরে গেল। গত কয়েকদিন আগে আমরা মধু মিশ্রিত জল পানে যে আনন্দ পেয়েছিলাম, যে মিষ্টতার স্বাদ গ্রহণ করেছিলাম, এ মিষ্টতার স্বাদ তার চেয়েও আরো গভীর। আরো নিবিড়।

বাড়ী ফেরার পালা / চু চিন-লেং

হাজার কিলোমিটার পথ যুদ্ধ করে আমাদের দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মি শেষবারের মত উত্তর 'সেনসি'-তে এসে হাজির হল।

বেশ কিছুদিন কাঁধে কাঁধ রেখে লড়াই না করবার ফলে, আমাদের মনে হতে লাগলো, আমরা যেন আর বিপ্লবের মূল ভূমিতে দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু আমরা যখন একটুও বিশ্রাম না নিয়ে দিন-রাত মার্চ করি তখন আবার আমাদের ভাবনা অন্যরূপ নেয়। যাইহোক একটানা ৩৬ ঘণ্টা মার্চ করে আমরা শেষ পর্যন্ত সকলে একত্রিত হতে পারলাম।

গভীর রাত্রে সংকেতকারীদের একটি সংকেতধ্বনি শুনে আবার আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম। কে যেন আবার আমাদের ঠেলে তুলে দিল। সংকেতধ্বনি ভেসে এলো: "কমরেড! পিছিয়ে যেও না। আমরা অতি শীঘ্রই প্রথম ফ্রন্ট আর্মির সঙ্গে মিলিত হব!" এই খবর মুহূর্তে বাতাসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। প্রত্যেকের মনে আনন্দ ও উৎসাহ ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। আমরা মনে মনে ভাবতে লাগলাম: "তাহলে এবারে আমরা বাড়ী যাব! এবারে তা'হলে আমাদের বাড়ী ফেরার পালা!" "আমরা আমাদের চেয়ারম্যান মাও-কে দেখতে পাব।" "আমাদের সামনেই প্রথম ফ্রন্ট আর্মি। তারা এগিয়ে আছে।"

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এবার আমাদের বাড়ী ফেরার পালা এসেছে। এখন আমরা কি করে চুপ করে থাকি। তূণ থেকে যেমন তীর ছোটে, আমরা সেইভাবেই ছুটতে লাগলাম।

আমি এগিয়ে যাবার সময় আমাদের পশ্চাতরক্ষী বাহিনী, সাধারণভাবে মাল সরবরাহ বিভাগের যানবাহন স্কোয়াড এবং আরো কিছু লোককে সঙ্গে নিলাম। বাড়ী যাবার খবর আসতেই আমাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। আমরা জোর কদমে মার্চ শুরু করলাম। দীর্ঘদিন যুদ্ধের ফলে আমাদের সেনাদলের লোক-সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। ফলে আমাদের প্রতিজনকে দ্বিগুণ মাল কাঁধে নিতে হল। আমরা প্রতিজন প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ কিলোগ্রাম মাল টানতে শুরু করলাম। সুতরাং আমরা পিছিয়ে পড়ছিলাম। এ ছাড়াও খবর পেলাম যে, প্রথম ফ্রন্ট আর্মির সঙ্গে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের চেয়ারম্যান মাও-কে দেখতে পাব না। ভোর রাতে আমরা একটা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে এসে পৌঁছালাম। সামনে একটা আলো দেখা গেল।

"একি! আলো!" আমরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলাম।

যানবাহন বিভাগের স্কয়াড লীডার অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে সামনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন: "বিপ্লবের রাস্তা ধীরে ধীরে প্রসস্ত থেকে প্রসস্ততর হচ্ছে। উজ্জল থেকে উজ্জলতর হচ্ছে। কমরেড! আমার মনে হচ্ছে আমাদের অগ্রগামী দল অনেক আগেই প্রথম ফ্রন্ট আর্মির সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে। অতএব, চলো! আমরা তাড়াতাড়ি করি।"

এ কথায় আমাদের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। আমরা আমাদের সামনের আলো লক্ষ্য করে দ্রুতগতিতে পথ চলতে লাগলাম সামনের পথ থেকে একটা গানও ভেসে আসতে লাগলো:

"ধন্যবাদ,
চেয়ারম্যান মাও-এর সুপরিকল্পিত
যুদ্ধ নীতিকে ধন্যবাদ
শত্রু-পক্ষ আজ প্রতারিত এবং ভীত
অতএব ধন্যবাদ।"

• • • •

এই গ্রামীণ-সংগীতটি শুনেছিলাম গত এক বছর আগে। এই সংগীতটি 'কিয়াংসি' বিপ্লবের মূল ভূমিতে অত্যধিক প্রাধান্য পেয়েছিল। এখনও কানে বাজছে। মনে হচ্ছে যোদ্ধারা যেন ফেটে পড়ে বলছে: "কমরেড! কমরেড!"

আমরা দেখলাম একটা আগুনের কুণ্ডলীর সামনে ছ'জন লোক বসে আছে। কয়েকজন গান গাইছে। কয়েকজন কিছু একটা দেখছে এবং খুঁচিয়ে দিচ্ছে। মোটামুটিভাবে প্রত্যেকের চোখই আগুনের দিকে নিবদ্ধ। আমাদের চিৎকারে তারা উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসতে আসতে বলতে লাগলো: "কমরেড! আপনারা নিশ্চয়ই ক্লান্ত। আপনারাই কি দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মির লোক?"

"হ্যাঁ! আপনারা তাহলে প্রথম ফ্রন্ট আর্মির··· ?"

"হ্যাঁ!"

আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখে চিৎকার করতে লাগলাম। আমাদের কেউ কেউ কাঁধের বোঝা নামিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে লাগলো। আমরা একই শ্রেণীভুক্ত ভায়েরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কর-মর্দন করতে লাগলাম। পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরতে লাগলাম। কারণ আমাদের এ বিচ্ছিন্নতা দীর্ঘদিনের। আমাদের সকলের মনে যে সুর ধ্বনিত হচ্ছিল তা' হল কাঁটায় আকীর্ণ দীর্ঘ পথের অভিজ্ঞতা ও কঠোর শ্রম।

তারা আমাদের আগুনের কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল। তারপর প্রত্যেকের হাতে আলুর তৈরী রুটি দিয়ে ক্ষমা চেয়ে বললো: "আপনাদের জন্যে সবকিছু তৈরী আছে। এখানে আমরা এসেছি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আমরা জানি এই আলুর রুটি আপনাদের যথেষ্ট নয়। কিন্তু তবুও আপনাদের ক্ষুধার ধার কিছুটা কমবে।"

সামনের অগ্নিকুণ্ডটাও যেন বেশ কিছুটা জ্বলে উঠে আমাদের সম্ভাষণ জানালো। যদিও আমরা খোলা জায়গায় বসেছিলাম, তবুও আমরা বেশ উষ্ণতা অনুভব করছিলাম। আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম: "তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা বাড়ী ফিরতে পেরেছি।"

আমরা অবশেষে তাদের বিদায় জানিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম। ভোরবেলায় আমরা দেখতে পেলাম পাহাড়ের পাদদেশের কোন একটি জায়গা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। আরো কিছু পথ এগিয়ে যেতে পাহাড়ের পাদদেশে কিছু গুহাও আমাদের নজরে এলো। গ্রামের মুখে আমরা দেখলাম একজন লোক বেশ কুটিল দৃষ্টিতে আমাদের এগিয়ে আসা লক্ষ্য করছে। সে আমাদের বেশ ভাল করে লক্ষ করে ফিরে গিয়ে আরো দু'জনকে ডেকে নিয়ে এলো। তারা কিছু পথ এগিয়ে এসে একটা পথের পাশে আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো।

আমরা কাছে এগিয়ে আসতে একজন এ্যাপ্রন পরিহিত লোক বিশেষ ভাষায় আমাদের প্রশ্ন করলো: "কমরেড। আপনারা কোন ইউনিট থেকে আসছেন?"

আমাদের স্কয়াড লীডার জবাব দিলেন: "দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মির ষষ্ঠ আর্মি গ্রুপের রাজনৈতিক বিভাগ থেকে।"

তারা আমাদের সামনের গুহাটি দেখিয়ে বললো: "কমরেড। আপনারা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। আপনারা গুহায় আসুন। বিশ্রাম করুন।"

গুহায় ঢুকে দেখা গেল একটি টেবিল সুন্দরভাবে সাজানো। তাতে প্রচুর খাদ্য সম্ভার ও পানীয় পাত্র। তারা গরম জল নিয়ে এলো। তারপর প্রত্যেককে প্রচুর পরিমাণে মাংসের ষ্টু ও আলুর রুটি এগিয়ে দিয়ে বললো: "আপনারা খেতে শুরু করুন।" যদিও এত প্রচুর খাদ্য দেখে আমাদের খেতে খুবই লোভ হচ্ছিলো, তবুও আমরা এ সমস্ত জিনিস স্পর্শ করতে রাজি ছিলাম না। এ ছাড়াও আমাদের অগ্রগামী দলকে ধরবার জন্যে ব্যস্ততাও ছিল।

একজন যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আমাকে বললো : "চলুন যাওয়া যাক।"

যে ব্যক্তিটি আমাদের পরিবেশন করছিল, সে আমাদের যোদ্ধার কথা শুনে বেশ উদ্বিগ্নভাবে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগলো। কি করতে হবে বুঝে উঠতে পারলো না। তখন সে তাদের স্কয়াড লীডারকে ডেকে বলতে লাগলো : "স্কয়াড লীডার। দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মির কমরেডরা চলে যেতে চাইছেন।"

প্রথম লোকটি, যিনি বিশেষ ভাষায় কথা বলছিলো, সে এগিয়ে এসে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বললো : "কমরেড। আপনারা এতদিনে বাড়ী ফিরে এসেছেন। সুতরাং চলে যাবার এত তাড়া কেন?" "আপনারা দীর্ঘ পথ হেঁটে এবং কাঁধে এত বোঝা নিয়ে এসেছেন। এখন অভুক্ত অবস্থায় আপনাদের ছেড়ে দিই কি করে?"

"আপনারা যদি আমাদের দেয় খাদ্য গ্রহণ না করেন তবে আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ফিরে এসে আমাদের কুট মন্তব্য করবেন।"

আমার কোন আপত্তি নেই। তাহলে আমার লোকজনকে বসতে বলুন।

আমাদের যারা খাবার পরিবেশন করছিল, তারা ছিল প্রথম ফ্রন্ট আর্মির খাদ্য সরবরাহকারী দল। আমরা যখন খেতে বসলাম এবং অপর্যাপ্ত খেতে লাগলাম, ওদের স্কয়াড লীডার অত্যন্ত খুশি হলেন এবং আগ্রহে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন :

"অতি প্রত্যূষে দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মির অনেক সেনানী এ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে। যখন আমরা জানতে পারলাম যে, আপনারা আসছেন, তখন আমরা তাকে আগে এখানে এসে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমরা আপনাদের জন্যে মোজা, তোয়ালে, ব্রাশ ইত্যাদি জোগাড় করে রেখেছি। এবং এই খাদ্য সম্ভারও আপনাদের জন্যে তৈরী করা হয়েছে।" তিনি টেবিলের-

সমস্ত খাস্ত সম্ভার আমাদের দেখিয়ে তাঁর কথা শেষ করতে গিয়ে বললেন : "আপনাদের এ সমস্ত খাস্তই খেতে হবে। আমি দেখতে চাই যে সমস্ত পাত্রই পরিস্কার হয়ে গেছে।" তাঁর কথা শুনে আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।

যখন আমরা খেতে খেতে হাসাহাসি করছিলাম তখন স্কয়াড লীডার হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে কিছুটা দূরে চলে গিয়ে একটা নীল রং-এর পোষাক নিয়ে এলেন। তিনি পোষাকটা ভাল করে পরীক্ষা করে আমার দিকে তাকালেন। কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে ভাবলাম উনি কি বলতে চান।

কিন্তু একজন খাস্ত পরিবেশক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলে উঠলেন : "স্কয়াড লীডার! আমারও একটা আছে।" সে এগিয়ে গিয়ে একটা কাপড়ের পারশেল নিয়ে এলো। সে পারশেলটা তার লীডারের হাতে দিয়ে স্কয়াড লীডারকে হেসে বললো : "যখন আমরা ইয়োলো নদী পার হয়ে আসি, তখন আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার আমাকে এটা দিয়েছিলেন।"

স্কয়াড লীডার সে কাপড়ের পারশেলটা হাতে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তখন আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার শতছিন্ন পোষাকের দিকে তাঁর নজর পড়েছে। তিনি আমার পোষাকটি পালটাবার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। ভদ্রলোক আমার জন্যে কতখানি ভেবেছেন। আমি নিতে অস্বীকার করার আগেই তিনি আমার কাছে এসে বিনয়ের সঙ্গে বললেন : "কমরেড! আপনার পোষাকটি পালটে এটা পরুন। চেয়ারম্যান মাও-কে দেখবার জন্যে তৈরী হয়ে নিন।

আমার পরনে যে পোষাকটি রয়েছে, সেটা গত দু'বছর ধরে একটানা আমি ব্যবহার করে আসছি। এটা আমি পরতে শুরু করি, ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। তখন আমরা 'হুনান' শহরের 'ডাওচান' অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়েছি। এখন এ পোষাকটি এত ছিন্ন

যে সেলাই করবার বাইরে। এছাড়াও আমি স্কয়াড লীডারের স্থান গ্রহণে অস্বীকার করতে পারলাম না। কারণ এই পোষাকটা ছিল আমাদের সমশ্রেণী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও একতার প্রতীক। এই পোষাকই আমাকে আমাদের লং-মার্চের জয় ও সেনাবিভাগের একতাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। এবং সেই সঙ্গে স্মরণ করাবে চীনা বিপ্লবের নতুন একটি ইতিহাসকে।

—০—